রসূলের স. যুগে
নারী স্বাধীনতা

(৩য় খন্ড)

আবদুল হালীম আবু শুক্‌কাহ

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট

রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা

তৃতীয় খণ্ড

تحرير المرأة في عصر الرسالة

الجزء الثالث

কুরআনুল করীম এবং সহীহ্ বুখারী ও মুসলীমের
সুস্পষ্ট হাদীসের ভিত্তিতে নারী সমস্যার
বিস্তারিত বাস্তব ভিত্তিক পর্যালোচনা

মূল
আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ

অনুবাদ
আবদুল মান্নান তালিব

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

www.pathagar.com

রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা (৩য় খণ্ড)

تحرير المرأة في عصر الرسالة

الجزء الثالث

মূল
আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ্

ভাষান্তর
আবদুল মান্নান তালিব

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাড়ী # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ৮৯২৪২৫৬, ৮৯৫০২২৭, ফ্যাক্স : ৮৯৫০২২৭
E-mail :biit_org@yahoo.com, Website : www.iiitbd.org

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN : 984-70103-0023-9

প্রথম সংস্করণ
আগস্ট ১৯৯৪

দ্বিতীয় সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০১১

মুদ্রণ
এম. এ. গ্রাফিক্স ক্যাম্পাস

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র US $ 8

Rasuler Juge Nari Shadhinata Written by Abul Halim Abu Shuqqah Bengali Translation by : Abdul Hannan Talib, Published by: Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Phone: 8950227, 8924256, Fax : 8950227, Email : biit.org@yahoo.com, Website : www.iiitbd.org, Price : Tk. 200, US $ 8

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

বিশ্ব মানবতার জন্য রহমত স্বরূপ আল্লাহর শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নবুওয়াতী জীবনের তেইশ বছর ধরে নিজ হাতে ইসলামি সমাজের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তৈরী করে যান।

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ সেই কাঠামোর মধ্যে তাকে বিকশিত ও পরিপুষ্ট করেন। আজও দুনিয়ার যে কোন দেশে যে কোন পরিবেশে সেই কাঠামোই মুসলমানদের আদর্শ। হাজার দেড় হাজার বছর আগে পারসিক বা রোমান সমাজ অথবা আজকের পাশ্চাত্য সমাজ কোনটাই মুসলমানদের আদর্শ নয়। হাজার দেড় হাজার বছর আগে সেই সব অমুসলিম সমাজে যেমন অন্যায়, জুলুম ও মানব প্রকৃতি বিরোধী মূল্যবোধের প্রসার ঘটেছিল আজো ঠিক তেমনি সেই ধারাই পাশ্চাত্য সমাজে অব্যাহত আছে।

নারী স্বাধীনতার জিগির সেই সমাজ থেকেই উঠেছে। কারণ সেই সমাজে নারী স্বাধীন ছিল না। নারী ছিল পুরুষের দাসী। অতীতে তো সেই সমাজে নারীর আত্মা আছে কিনা সেই ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা হতো। নারীকে বলা হতো শয়তানের সহচরী। নারীর মৌলিক মানবিক অধিকার হরণ করাই ছিল সেই সমাজের বৈশিষ্ট। মূলত নবুওয়াতী ধারার বাইরে নবুওয়াতী ধারা বিচ্যুত প্রত্যেকটি সমাজে এ অন্যায় ও জুলুমের প্রসার ঘটেছে। আজকের পাশ্চাত্য সমাজ সেই অন্যায় ও জুলুমের অবসান ঘটাতে পারেনি। নারী স্বাধীনতার জিগির সেখানে তোলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নারী তার অধিকার লাভ করতে পারেনি। নারী তার পৃথক স্বাধীন সত্তা নিয়ে সে সমাজে নারী হিসেবে মাথা উঁচু করে দাড়াতে পারেনি। পুরুষের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে সে আজ কক্ষচ্যুত। সংসারের বাধন ছিঁড়ে পথে বাসা বেধেছে। তার নারীত্বের সম্পদ লুণ্ঠিত দ্রব্য। নিলাম ঘরেও ডাক উঠেনা।

প্রাচ্যের মুসলমান সমাজেও এর ঢেউ লেগেছে। পাশ্চাত্যের শত বছরের ঔপনিবেশিক শাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাচ্যের মুসলিম সমাজের মূল্যবোধ পাল্টে দিয়েছে। তাদের ঈমান আকিদায়ও আশংকাজনক ধ্বস নেমেছে। মুসলিম সমাজের মেয়েরাও সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিজেদের অসহায় ভাবছে। তারাও পাশ্চাত্য নারীর কায়দায় সামাজিক বন্ধন কেটে বাইরে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে। পাশ্চাত্য জাহিলিয়াতের কাছে তাদের একটি অংশ পরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছে।

অন্য দিকে গত দেড় হাজার বছরে মুসলিম সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে বিপুল ভাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ কুরআন সুন্নাহের যে মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামি সমাজ গঠন করেছিলেন হাজার বছরে বিভিন্ন

www.pathagar.com

দেশের মুসলিম সমাজ তা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। যার ফলে আমাদের দেশের মুসলিম মেয়েরা সামাজিক অনিরাপত্তা, নির্যাতন ও অন্যায় এবং অর্থনৈতিক অবিচারের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে অমুসলিম মেয়েদের সমপর্যায়ভূক্ত দেখতে পাচ্ছে। এর কারণে রসূল (স:) ও সাহাবাদের যুগে মুসলিম মেয়েরা যে সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনেতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করেছিল পরবর্তীকালে তা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ন হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম প্রবর্তিত এ অধিকারগুলো যদি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে মুসলিম নারী পুর্ণ মানবিক ও সামাজিক মর্যাদা লাভে সক্ষম হবে এবং তাদের মধ্যে বঞ্চনা ও অধিকারহীনতা ও অনুভূতির বিলুপ্তি ঘটবে। ফলে তারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য পাশ্চাত্যের প্রতি ঝুঁকে পড়বেনা।

লেখক এ গ্রন্থে মুসলিম সমাজপতি ও উলামায়ে কেরামের দৃষ্টি এদিকেই আকৃষ্ট করেছেন। মুসলিম নারীর সমস্যা সংক্রান্ত এ বইটি লেখকের দীর্ঘ বিশ/ পঁচিশ বছরের সাধনার ফল। এ বইতে তিনি নারী অধিকার সম্পর্কিত কুরআন ও হাদীসের এমন অনেক অকাট্য দলীল প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন, নারীদের ব্যাপারে আমাদের সমাজে ঠিক তার বিপরীত কাজ হচ্ছে। সত্যিকার অর্থে এটি মুসলিম নারীদের জন্য একটি সঠিক ও তথ্যবহ মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থে মুসলিম নারীর ব্যক্তিত্ব, অধিকার, মর্যাদা, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা, পারিবারিক ও সামজিক কর্মকাণ্ডে তার ভূমিকা, পুরুষের সাথে তার সাক্ষাতের ক্ষেত্র ও অবস্থা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজকর্মে পুরুষের সাথে তার অংশগ্রহণের বিষয়সমূহ কুরআন হাদীসের অকাট্য দলীল-প্রমাণের সহায়তায় অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও সম্মানিত তাবেঈগণের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

লেখক এ গ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা হচ্ছে এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় মুসলিম মেয়েরা নিম্নোক্ত অধিকারগুলো লাভ করেছিলেন। যেমন ঃ

- তারা জামায়াতের সাথে নামায পড়ার জন্য মসজিদে নববীতে যেতো এবং বিশেষ করে এশার ও ফজরের নামাযে হাজির হতো।
- তারা জুময়ার নামাযে উপস্থিত হতো।
- তারা রসুলের সাথে দীর্ঘ সময় কুসূফের নামাযে হাজির হতো।
- মুসলিম মেয়েরা রমযানের শেষ দশ দিন মদীনার মসজিদে ইতেকাফ করতেন।
- রসূল (স:) যখন মসজিদে ইতেকাফ করতেন তখন তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন।
- রসূলের মুয়াযযিন মসজিদে সাধারণ সভা আহবান করলে মুসলিম মেয়েরাও সে সভায় যোগ দিত।

www.pathagar.com

- মুসলিম মেয়েরা বিশেষ ফতোয়া জিজ্ঞেস করার জন্য নিজেরাই রসূলের কাছে যেতো।
- মুসলিম মেয়েরা পুরুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করতো।
- মুসলিম মেয়েরা মেহমানদের অভ্যর্থনা জানাতো। সে অর্ভ্যথনা লাভকারীদের মধ্যে রসূল (স:) নিজেও ছিলেন। মেয়েরা মেহমানদের খাদ্যও পরিবেশন করতো।
- মুসলিম মেয়েরা প্রথম হিজরতকারী মেহমানদের জন্য তাদের দ্বার উম্মুক্ত রাখতো।
- মুসলিম নারী তার স্বামীর সাথে মিলে রাতের খাওয়ায় মেহমানদের সাথে অংশ গ্রহণ করতো।
- মুসলিম নারী বিয়ের ওলিমায় পুরুষ মেহমানদের খেদমত করতো এবং রসূলকে উত্তম পানীয় পরিবেশন করতো।
- মুসলিম মেয়েরা রসূলের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো, তৃষ্ণার্তদের পানি পান করাতো। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতো এবং আহত ও নিহতদের মদীনায় নিয়ে আসতো।
- মুসলিম নারী রসূলের কাছে নৌযুদ্ধে শহীদ হওয়ার প্রার্থনা করতো এবং রসূল (স:) তার দোয়া কবূল করার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন করেন।
- মুসলিম মেয়েরা রসূলের সাথে ঈদের জামায়াতে শামিল হতো এবং খুৎবার পর রসূল (স:) তাদের জন্য বিশেষ ওয়াজ- নসীহতের সময় নির্ধারণ করতেন। মুসলিম কিশোরী ও উঠতি যুবতীদেরকে রসূল (স:) ঈদের নামাযে শামিল হওয়ার জন্য ও মুমিনদের সমাবেশে অংশ গ্রহণ করার আদেশ দিতেন।
- রসূল (স:) হায়েজ অবস্থায় মুসলিম মেয়েদেরকে ঈদের দিন ঈদগাহে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তারা মুসলমানদের পিছনে দাঁড়িয়ে তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর দিতো। তাদের সাথে দোয়া করতো। তবে নামায পড়তো না।
- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) স্ত্রী নিজ হাতে উপার্জন করতেন এবং তাঁর স্বামী ও ইয়াতীম ছেলেমেয়েদের ভরণ পোষণ করতেন।
- হযরত আসমা (রা) মদীনা থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে তার স্বামীর খেজুর বাগান থেকে খেজুরের ছড়া বহন করে আনতেন।

লেখক রসূলের হাতে গড়া প্রথম মুসলিম সমাজে ইবাদত বন্দেগী, জ্ঞান চর্চা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম, সমাজকল্যাণমূলক কাজ এবং আমর বিন মারূফ ও নাহী আনীল মুনকারের ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণের আলোচনা করেছেন। এর ফলেই সে দিনের ইসলামি সমাজে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে জামানার ফিতনার আশংকায় মুসলিম নারীকে এমনভাবে গৃহকোণে আটকে দেয়া হয় যার ফলে

www.pathagar.com

তারা নিজেদের ইসলামি জীবন গঠন ও ইসলামি সমাজে নিজেদের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়। এটি ছিল রসূল (স:) ও সাহাবায়ে কেরামের নীতির পরিপন্থী।

এর ফলে এই পরিবর্তিত মুসলিম সমাজের সাথে সেদিনকার মুশরিকী সমাজের পার্থক্যও অনেক কমে গিয়েছিল। আবার আজকের মুশরিকী তথা পাশ্চাত্য সমাজে যে পরিবর্তন, প্রান্তিকতা ও গোমরাহীর ধারা প্রবাহিত হয়েছে একদল মুসলমান মুসলিম সমাজকে সেদিকে পরিচালিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। মুসলিম মেয়েদেরকে তারা ঘরের বাইরে বের করে এনে একেবারে ঘরের চৌমাথায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং পাশ্চাত্যবাদের প্রত্যেকটি ধারারই অনুশীলন ও অনুকরণ করতে চাচ্ছে। এই দুই প্রান্তি কতা ও বাড়াবাড়ীর মাঝামাঝি ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। এ গ্রন্থে লেখক এরই আলোচনা করেছেন।

গ্রন্থটি মূলত আরবীতে ৬ খণ্ডে প্রায় দু'হাজার পৃষ্ঠায় লিখিত হয়েছে। প্রথম দু'টি খণ্ডে এ বিষয়গুলো কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিপুল পরিমাণ উদ্ধৃতি ও শক্তিশালী দলীল প্রমাণের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ তৃতীয় খণ্ডটিকে লেখক বিশেষভাবে বিন্যাস করেছেন। মূলত বিরুদ্ধ পক্ষের সাথে সংলাপ চালাবার পদ্ধতিতে এ অংশটি লেখা হয়েছে। মুসলিম নারীর স্বাধীনতা প্রসঙ্গে নারী ও পুরুষের একত্রে কাজ করা এবং দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলার যে সুযোগ কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট 'নস' থেকে বিধৃত হয়েছে তারই ভিত্তিতে লেখক এ সংলাপ চালিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে বিরোধী পক্ষের সকল আপত্তি ও অভিযোগের জবাব দিয়েছেন।

লেখক আল্লামা আব্দুল হালীম আবু শুক্কাহ মিসরের অধিবাসী। আমীরাতের একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। আরব বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ইসলামি আন্দোলন ইখওয়ানূল মুসলিমিনের একজন প্রভাবশালী সদস্য ও নেতা। একজন মৌলিক লেখক ও ইসলামি গবেষক হিসেবে আরব বিশ্বে তাঁর পরিচিতি গড়ে উঠেছে। আর মূলত তার এ বিশাল গ্রন্থটিই তাঁর জ্ঞানবত্তা ও জ্ঞানচর্চার প্রমাণ।

বাংলা ভাষায় ইসলামি জ্ঞান চর্চা কিছুকাল আগেও সীমিত পর্যায়ে থাকলেও বর্তমানে আর সে অবস্থায় নেই। কুরআনের তাফসীর ও হাদীসের অনেকগুলো মৌলিক গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়ে গেছে। ইসলামি জ্ঞানের একটি বিশাল ভান্ডারও বাংলায় স্তানান্ত রিত হয়েছে। এ অবস্থায় আমাদের এ গ্রন্থটি এ জ্ঞান ভান্ডারে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে গৃহীত হবে বলে আশা করি। বিশেষ করে এ তৃতীয় খণ্ডটি নারী সমস্যা সংক্রান্ত অনেক ভুল ধারণা দূর করতে সক্ষম হবে একথা নিসন্দেহে বলা যায়। আল্লাহ এ প্রচেষ্টাকে সফলকাম করুন।

আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

নারী ও পুরুষ নিয়ে মানুষের সমাজ গঠিত। সভ্যতার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মুল্যায়ন করা হয়েছে। নারীর ভূমিকাও ছিল বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপ। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে নারীকে দেখা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে। সাম্প্রতিককালে নারী অধিকার ও নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা হচ্ছে ব্যাপকভাবে। বিশ্বসংস্থা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেই নারী আন্দোলনের বিষয়টিকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যান্য দিকের মতোই এক্ষেত্রেও অগ্রগতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো হচ্ছে পরিস্ফুট। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি 'রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা' বইটি থেকে সংশ্লিষ্ট পাঠক চলমান নারী আন্দোলন বিষয়ে দিক-নির্দেশনা পাবে। এই বইটি প্রখ্যাত লেখক আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ'র 'তাহ্‌রীরুল মার্‌আ ফী আসরির রিসালাহ' গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ করেছেন জনাব আবদুল মান্নান তালিব। মূল গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডও পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে।

'রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ৩য় খণ্ড' বইটি'র ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় সংস্করণ বের করা হলো। আমরা চেষ্টা করেছি পূর্বের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে। এরপরও কিছু বিচ্যুতি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে আপনাদের ইতিবাচক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন॥

ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রফেসর ড. মোঃ লুৎফর রহমান
ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বিআইআইটি

www.pathagar.com

সূচি

চতুর্থ অধ্যায়

❖ **সামাজিক কর্মে মেয়েদের অংশগ্রহণ ও পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের প্রশ্নে বিরুদ্ধবাদীদের জবাব** ১৫

প্রথম অনুচ্ছেদ

এক : একসাথে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাতের যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে আপত্তির জবাব ১৫

❖ প্রথম আপত্তি ১৫

❖ দ্বিতীয় আপত্তি ১৮

❖ তৃতীয় আপত্তি ১৮

❖ চতুর্থ আপত্তি ১৯

দুই : নারী ও পুরুষের এক সাথে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাত নিষিদ্ধ হওয়ার যুক্তি পর্যালোচনা ২০

❖ প্রথম যুক্তি ২০

❖ দ্বিতীয় যুক্তি ২১

❖ তৃতীয় যুক্তি ২৫

❖ চতুর্থ যুক্তি ২৯

❖ পঞ্চম যুক্তি ৩০

❖ ষষ্ঠ যুক্তি ৩২

❖ সপ্তম যুক্তি ৩৮

❖ অষ্টম যুক্তি ৩৯

❖ নবম যুক্তি ৪০

❖ দশম যুক্তি ৪১

❖ একাদশ যুক্তি ৪৪

❖ দ্বাদশ যুক্তি ৪৫

❖ ত্রয়োদশ যুক্তি ৪৭

❖ চতুর্দশ যুক্তি ৫১

❖ পঞ্চদশ যুক্তি ৫২

www.pathagar.com

তিন : বিরুদ্ধবাদীদের কয়েকটি বক্তব্য পর্যালোচনা ৫৩
- ❖ প্রথম বক্তব্য ৫৩
- ❖ দ্বিতীয় বক্তব্য ৫৬
- ❖ তৃতীয় বক্তব্য ৫৮
- ❖ চতুর্থ বক্তব্য ৬৪
- ❖ পঞ্চম বক্তব্য ৬৬
- ❖ ষষ্ঠ বক্তব্য ৬৭
- ❖ সপ্তম বক্তব্য ৬৮

প্রথম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ৬৮

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

- ❖ নারী ও পুরুষের একত্রে কাজ করার প্রশ্নে বিরুদ্ধবাদীদের জবাব ৭৫
- ❖ হিজাব শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ ৭৭
- ❖ হিজাবের আয়াত নাযিলের তারিখ ৮০
- ❖ প্রথম যুক্তি ৮১
- ❖ দ্বিতীয় যুক্তি ৮২
- ❖ তৃতীয় যুক্তি ৮৯
- ❖ চতুর্থ যুক্তি ৯০
- ❖ পঞ্চম যুক্তি ৯৫
- ❖ ষষ্ঠ যুক্তি ৯৭
- ❖ সপ্তম যুক্তি ১০০
- ❖ অষ্টম যুক্তি ১০২
- ❖ নবম যুক্তি ১০৩
- ❖ দশম যুক্তি ১০৭
- ❖ একাদশ যুক্তি ১১৫

www.pathagar.com

উসূলে ফিক্‌হের আলোকে হিজাবের বিশেষত্ব ১২৯

এক. নবীর পত্নীদের উপর হিজাব ফরয হওয়ার কার্যকারণ ১২৯

দুই. হিজাবের বৈশিষ্ট্য, এবং নবুয়াতের বিশেষ গুণাবলীর সাথে তার ভূমিকা ১৩১

তিন. নবীর বৈশিষ্ট্য, সাধারণ মুসলমাদের জন্য সে গুলোর বৈধতার পক্ষে কোন যুক্তি আছে কি? ১৩৫

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ১৩৯

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

❖ বিপর্যয় 'পথরোধ' করার পদ্ধতি এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির নিদর্শন ১৫২

❖ ইসলামি আইন প্রণয়নের পদ্ধতি এবং বিপর্যয়ের পথরোধের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ১৫৩

❖ আল্লাহ প্রদত্ত আইনের কতিপয় মাইলফলক ১৫৩

❖ নবীযুগে ইসলামি বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতিপয় মাইলফলক ১৫৮

এক : নবী যুগে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও গঠনমূলক রেওয়াজ ১৫৮

দুই : ফিতনার উদ্যোগ প্রকাশের মুহূর্তে বিপর্যয়ের পথরোধকল্পে রসূলের দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ ১৬১

তিন : দুঃখজনক ঘটনা সত্ত্বেও নবী যুগে সামাজিক কর্মে পুরুষের সাথে মেয়েদের অংশগ্রহণ অব্যাহত থাকে ১৬৪

চার : নবী ও সাহাবীগণ নারী ফিতনার ক্ষেত্রে কঠোর নীতি অবলম্বনে অস্বীকৃতি জানান ১৬৮

পাচঁ : দুনিয়ার জীবনে ফিতনা প্রতিরোধের পদ্ধতি নবী নিজেই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন ১৭৬

www.pathagar.com

❖ বিপর্যয়ের পথরোধের জন্য শরীয়তের ভারসাম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্দেশিকা ১৮৯

❖ বিপর্যয়ের পথরোধের বিধানের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের বর্ণনা ২০৫

❖ বিপর্যয়ের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পরবর্তী ফকীহগণের বাড়াবাড়ি ২১৬

❖ বিপর্যয় প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির কারণ ২২৫

১ম কারণ : বিপর্যয় প্রতিরোধের শর্তাবলী সম্পর্কে গাফিলতি ২২৬

২য় কারণ : নারী ফিতনার অসৎ অর্থ গ্রহণ ২২৬

৩য় কারণ : মেয়েদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা এবং তাদেরকে দূর্বল মনে করা ২৩৪

৪র্থ কারণ : রুগ্ন আত্মমর্যাদাবোধ ২৪৬

৫ম কারণ : যামানা খারাপ হওয়ার দাবী ২৫০

৬ষ্ঠ কারণ : আয়াত, হাদীস ও তথ্যভিত্তিক আখবার ২৫৮

তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী ২৭২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক কর্মে মেয়েদের অংশগ্রহণ ও পুরুষদের সাথে দেখা সাক্ষাতের প্রশ্নে বিরুদ্ধবাদীদের জবাব

১ম অনুচ্ছেদ : যাবতীয় আপত্তি, যুক্তি ও উক্তির জবাব

২য় অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী ঃ 'হিজাবের পেছন থেকে তাদের সাথে কথা বলো' এর মধ্যে যে হিজাবের কথা বলা হয়েছে, তার জবাব এবং একে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট প্রমাণ করা।

৩য় অনুচ্ছেদ : 'বিপর্যয়ের পথরোধ করার উপায়' প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির জবাব।

www.pathagar.com

প্রথম অনুচ্ছেদ

সামাজিক কর্মে মেয়েদের অংশগ্রহণের বিরোধিতার জবাব

এক. একত্রে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাতের শরিয়ী যুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি।

দুই. একত্রে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাতে বাধা দেবার যুক্তি।

তিন. বিরোধীদের কতিপয় উক্তি।

www.pathagar.com

সামাজিক কর্মে মেয়েদের অংশগ্রহণ এবং পুরুষদের সাথে দেখা সাক্ষাতের বিরোধিতাকারীদের অভিযোগের জবাব

এক : একসাথে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাতের যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে আপত্তির জবাব

প্রথম আপত্তি

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মের সাথে সম্পৃক্ত যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলো সবই তাঁর নিজের সাথে সম্পর্কিত। সেগুলোকে সাধারণভাবে সবার জন্য ও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করার কোনো অবকাশ নেই।

আমাদের জবাব

ক. স্বাভাবিকভাবেই কুরআনের বহু আয়াত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে ও অনেক বাস্তব ঘটনার চিত্র পেশ করে। কারণ রসূলের কথা কাজ ও অনুমোদনই হচ্ছে তার সুন্নত-জীবনধারা। আর এ জন্যই মুসলমানেরা - সাহাবারা ও তাদের পরবর্তী কালের লোকেরা-রসূলের সুন্নতের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেকটি বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে অতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। কারণ তা শরীয়ত ও ইসলামি আইনের অংশে পরিণত হচ্ছিল। আর এ ছাড়া সাহাবাদের যে সব কার্যাবলী রয়েছে তা সংঘটিত তাৎক্ষণিক ঘটনা হিসেবে আসছিল অর্থাৎ সাহাবাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের বহু সামাজিক ও ঐতিহাসিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

খ. *মূলনীতি বিশারদগণ যে নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন* তা হচেছ, যে কোন বিশেষত্ব নির্দেশ করার পিছনে যুক্তি -প্রমাণ থাকতে হবে। সম্ভাবনার মাধ্যমে কোন বিশেষত্ব প্রমাণিত হতে পারে না। এ ব্যাপ্যারে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন ঃ

"আল্লাহ তাঁর নবীর জন্য যা হালাল করে দিয়েছেন, কোনো প্রমাণের ভিত্তিতে নবীর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারণ হবার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সমগ্র উম্মতের জন্য তা হালাল"[১] কাজেই কুরআনের এ সমস্ত আয়াত একমাত্র রসূলের সাথে সম্পৃক্ত, এর সপক্ষে প্রমাণ কোথায়?

গ. বুখারী ও ইবনে হাজার আসকালানীর মতো হাদীস ও ফিকহবিদগণও এ আয়াতগুলো সম্পর্কে যেসব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেখানে রসুলের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হবার কথা তারা বলেননি। তাঁরা এসব আয়াত থেকে যে নিষয়গুলো উদ্ভাবন ও নির্ধারণ করেছেন, তা এ গুলোর ব্যাপক ও সাধারণ ব্যবহারকেই প্রতিষ্ঠিত করে। আর কিতাবের ভূমিকায় এ অধ্যায়ের জন্য আমরা বুখারীর বহু উদ্ধৃতি দিয়েছি, যা থেকে এর ব্যাপক ও সাধারণ ব্যবহারই প্রমাণিত হয়। যেমন পঞ্চম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এবং

www.pathagar.com

কোন জিনিষকে তারই নিজের জন্য নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে সেখানে ইবনে হাজারের বিভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে।

ঘ. বিতর্কের খাতিরে যদি আমরা এ কথা মেনে নেই যে, কতকগুলো বিষয় (এ গুলোর সংখ্যা পঞ্চাশটির মতো হবে) শুধু মাত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্টের অংগীভূত, কারণ তিনি মাসূম-নিষ্পাপ, তাহলে, সে মেয়েদের কি দশা হবে যাঁরা তার সাথে সাক্ষাত করতেন এবং তারা ছিলেন গায়ের মাসূম -অনিষ্পাপ? আর সেই পুরুষদেরই বা কী দশা হবে, যারা বিভিন্ন ঘটনায় তাদের সাহচর্য দিয়েছেন? (আর এ গুলোর সংখ্যা হবে প্রায় সত্তর) উপরন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ নয়, বরং সাহাবাগণের কার্যক্রম যেসব ঘটনা তুলে ধরে (যে গুলোর সংখ্যা হবে প্রায় একশো পঞ্চাশ) সেগুলোর ব্যাপারে কী বলা হবে?

ঙ. এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর শক্তিকে আমরা প্রাধান্য দেবো। সে দুটির জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে মেয়েদের সাথে দেখা করার বিরাট প্রভাব ছিল। প্রথম কার্যকর শক্তিটি হচ্ছে, নবী করীম (সঃ) একজন ভারসাম্যপূর্ণ মানুষের অবস্থার এবং একটি পরিপূর্ণ মানবিক অবস্থার এবং পূর্ণ আত্মিক সুস্থতার আদর্শ পেশ করেছিলেন। আত্মমর্যাদার ক্ষেত্রে সেখানে কোন প্রান্তিকতার পথ অবলম্বিত হয়নি (আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চেহারা আবৃত করার জন্য)। তা হিজাব ফরয হওয়ার পূর্বে এবং পরে পুরুষদের নবীর (সঃ) স্ত্রীদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে হোক বা নবীর ব্যাপকভাবে স্ত্রীলোকদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে হউক, রসূলের এ অবস্থা ছিল পূর্ণ তাকওয়া ও মুসলমানদের সম্ভ্রম রক্ষা করার পূর্ণ আগ্রহসহকারে এবং এই সঙ্গে তিনি মুমিনদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ, এ চেতনার পূর্ণতা সহকারে। এজন্য আমরা দুটি দৃষ্টান্ত পেশ করা যথেষ্ট মনে করি ঃ

প্রথম দৃষ্টান্তটি হচ্ছে, হযরত আসমা বিনতে আবু বকরের (রা) ব্যাপারে রসূল (সঃ) যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দূরবর্তী স্থান থেকে খেজুরের আটি বহনকারী আসমা বিনতে আবু বকরকে স্নেহের বশবর্তী হয়ে নিজের পিছনে সওয়ারীর পিঠে বসার প্রস্তাব দেন। কিন্তু স্বামীর আত্মমর্যাদার কথা স্বরণ করে আসমা পায়ে হেটেই পথ অতিক্রম করেন। [বুখারী ও মুসলিম][২]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এমন কোন কাজ করতে পারেন, যার ফলে অন্যের আত্মমর্যাদা আহত হয়? আবার এখানে ছিল যুবাইরের অত্যধিক আত্মমর্যাদার ব্যাপার।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে, হযরত ওমরের (রা) ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূমিকা। তিনি স্বপ্নে দেখেন, জান্নাতের একটি মহলের পাশে এক ভদ্র মহিলা উযু করছেন। তাকে বলা হলো, এটি উমর ইবনে খাত্তাবের (রা) মহল। একথা শুনে তিনি উমরের আত্মমর্যাদার কথা স্বরণ করে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। [বুখারী ও মুসলিম][৩]

www.pathagar.com

অর্থাৎ তিনি গুণাহ মনে করে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি বরং উমরের বিপুল আত্মমর্যাদার কথা বিচার করে তাঁর সম্মানার্থে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। আর উমরের আত্মমর্যাদার বোধ এমন পর্যায়ভুক্ত ছিল, যার ফরে নিজের স্ত্রীর মসজিদে নামায পড়তে যাওয়া তাঁর কাছে অপছন্দনীয় ছিল। কিন্তু রসূলের (স:) বাণী ঃ

لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰه

"আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে নিষেধ করো না"-তাঁকে এর বিরোধিতা থেকে বিরত রাখে। [বুখারী বর্ণিত হাদীস থেকে][৪]

এমনিই হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশ। তাই তিনি বলেন ঃ

أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللّٰهُ أَغْيَرُ مِنِّي

"তোমরা সায়াদের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে অবাক হচ্ছো? অবশ্যই আমার আত্মমর্যাদাবোধ তার চেয়ে বেশী এবং আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ আমার চেয়ে বেশী"[৫]

তিনি আরো বলেন ঃ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ ، مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ

"আল্লাহর চেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাবোধ কারোর নেই এবং এজন্যই তিনি যিনা ও অশ্লীল কাজ হারাম করেছেন" (বুখারী) [৬]

কাজেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দের এবং সমগ্র মানব জাতির চাইতে বেশী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু সাধারণ আত্মমর্যাদাবোধ অশ্লীল ও অপবাদমূলক কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখে মাত্র।

এ অবস্থায় কিসের ভিত্তিতে আমাদের সমাজ গড়ে তুলব - রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়েতের ভিত্তিতে, না মানবিক মতবাদের ভিত্তিতে... তারা শ্রেষ্ঠ মানব সন্তান হলেও?

দ্বিতীয় কার্যকর শক্তিটি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি নারীকে দেখেছেন মানব সমাজের সম্মানিত সদস্য হিসেবে। নারী পুরুষের সাথে কেবল মাত্র একটা যৌন জীবন যাপন করে না সে তার জীবন সংগিনীও। আর পুরুষকে বিভিন্ন কাজে পারদর্শিতা অর্জন করেই এ দুনিয়ায় জীবন-যাপন করতে হয়। দুনিয়াবী জীবন এ বিশেষ মূল্যবোধ সম্পন্ন কাজগুলো পুরুষের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছে। এমন কি বিশেষ মূল্যবোধ ও বৈশিষ্ট সমাজ ও সময় ভেদে বিভিন্ন নারীর মধ্যে বিভিন্নভাবে বিরাজিত থাকে। এভাবে বিবাহিতা নারী ও কুমারী এবং বন্ধা নারী ও সন্তানবর্তী মায়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। একই ভাবে বড় আকারের পার্থক্য রয়েছে গ্রামীণ ও শহুরে এবং আমাদের পূর্ববর্তী এবং সমকালীন সমাজের মধ্যে।

চ. মেয়েদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূমিকা যেমন সুস্পষ্ট ছিল, সাহাবায়ে কেরামের জীবনে যেহেতু তেমন ভূমিকা

www.pathagar.com

দেখা যায়না,তাই শরীয়তে তার কোন অবস্থান না থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিশ্বাসযোগ্যতার কারণেই তা বিবেচিত হবে। তারপর আদর্শ হচ্ছেন রসূল, আর সুন্নত অন্য কারও নয়, তারই জীবনের বিভিন্ন কর্মকান্ড। আর সাহাবাগণের প্রত্যেকে এ নেতৃত্ব ও সুন্নত থেকেই তার সামর্থ্য ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শক্তি সঞ্চয় করেছেন। কিন্তু এ সঙ্গে তাঁরা সবাই পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তারপর তার সমস্ত কর্মকাণ্ড ওঠাবসা, চলা-ফেরা, ও আচার-আচরণ বর্ণনা করেছেন এবং সে গুলো উদ্ধৃত করেছেন তাদের পরবর্তী কালের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্য, যাতে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী সেগুলো কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যায় পরিণত হয়। আর এ সঙ্গে কুরআন ও হাদীসের মূল্যবোধ এবং সাহাবাগণের জীবন থেকে প্রকাশিত বিষয়াবলীর মধ্যেই রয়েছে প্রাচুর্য ও পরঅমুখাপেক্ষিতা। রসুলের সুন্নাত যে আলোকবর্তিতা দিয়েছে, তার আলোয় দৃষ্টিপাত করলে এই প্রাচুর্য ও অমুখা প্রেক্ষিতা দৃষ্টিগোচর হয়।

দ্বিতীয় আপত্তি

রসূলের সাহাবাগণের মেয়েদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করার ঘটনাবলী বিশেষ বিশেষ ঘটনার সাথে জড়িত, এগুলো সাধারণভাবে প্রযোজ্য নয়।

এ ব্যাপারে আমাদের জবাব

ক. বিশেষ বিশেষ ঘটনা কখনও বিপুল সংখ্যায় ও বিচিত্রভাবে ঘটে না। এগুলো ঘটে সীমিত সংখ্যায়। যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের সাথে জড়িত এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে প্রায় সত্তরটি। আর যে ধরনের ঘটনার সাথে সাহাবাদের একজন জড়িত ছিলেন, তার সংখ্যা হবে পঞ্চাশটির মতো।

খ. উসূলবিদগণ এ মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একজনের জন্য যা প্রমাণিত হয়েছে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট না হলে অন্যের জন্যও তাই প্রমাণিত হবে। বিরুদ্ধবাদীগণ নির্দিষ্ট করার স্বপক্ষে কোন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেননি।

গ. বুখারী ও ইবনে হাজারের মতো হাদীস ও ফিকহবিদগণ এসব ঘটনাকে বড় ও বিশেষ বলে মনে করেননি। বুখারী ও ইবনে হাজার যথাক্রমে তাদের হাদীস ও ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। সেখান থেকে অনেকগুলো বক্তব্য আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহের অনুচ্ছেদ গুলোতে উদ্ধৃত করেছি।

তৃতীয় আপত্তি

হাদীসে মেয়েদের সাথে দেখা সাক্ষাতের যে ঘটনাবলী উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলো ছিল শরয়ী প্রয়োজনের ভিত্তিতে। প্রয়োজন নিষিদ্ধ বিষয়কেও আইনসিদ্ধ করে।

www.pathagar.com

তাদের আপত্তির জবাবে আমরা বলবো :

১. সাক্ষাত যদি হারাম হয়, তাহলে এক্ষেত্রে তার সপক্ষে যুক্তি -প্রমাণ কোথায়?

২. এক সাথে কাজ করা ও দেখা সাক্ষাতের ব্যাপারে আমরা কুরআন ও হাদীছের যে সব বিধান উপস্থাপন করেছি নিষিদ্ধ হওয়ার দাবীদারদের সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং অন্যতম প্রয়োজনীয় ঘটনাবলীর সংখ্যা বর্ণনা করা দরকার। অর্থাৎ আমরা এমন সব শরিয়ী প্রয়োজন পেশ করার কথা বলছি, যা নিষিদ্ধ জিনিষকে আইনসিদ্ধ করে দেয়।

৩. দেখা-সাক্ষতের ঘটনাবলী যখন প্রয়োজনভিত্তিক ছিল তখন বুখারী ও ইবনে হাজারের মতো হাদীস ও ফিকহের ইমামগণ কেমন করে সে ব্যাপারে গাফিল থাকতে পারলেন এবং দেখা-সাক্ষাতের বৈধতার সপক্ষে তা থেকে বিপুল সংখ্যক সাধারণ বিধান উদ্ভাবন করলেন? ইমাম বুখারী তাঁর হাদীসগ্রন্থের অনুচ্ছেদে এবং হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহে সমানভাবে এসব বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ আপত্তি

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমাজ ছিল একটি সদাচারী সমাজ।সে সমাজ ছিল ফিতনামুক্ত। বিপরীত পক্ষে আমাদের সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে এবং ফিতনা প্রবল আকার ধারণ করেছে।

এর জবাবে আমরা বলবো :

১. সাহাবাগণের সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তার যুগ সর্বোত্তম যুগ। তবে প্রত্যেক যুগে শক্তিশালী ও দূর্বল উভয় প্রকার মানুষ থাকে। তেমনি মদীনার সমাজেও ছিল বিভিন্ন রকমের মানুষ। তাদের মধ্যে ছিল আবু বকর ও উমরের মতো লোক। তাদের মধ্যে ছিল অস্থির চিত্তের অধিকারী দূর্বল ঈমানদাররা। তাদের মধ্যে ছিল সভ্যতার আলোকবর্জিত আরব বেদুইনের দল। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল কিন্তু ঈমান আনেনি, তাদের মধ্যে ছিল শক্তদেহী যুব সমাজ। তাদের মধ্যে ছিল নির্জলা মুনাফিক ও আংশিক মুনাফিক। এই নানা ধরনের মুসলমানরা, এরাই মসজিদে যেতো এবং এরাই হজ্জের মওসুমে হজ্জ করতো।

২. আমরা তো এমন সব ভদ্র, লজ্জাশীল ও আত্মনিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির সাথে দেখা-সাক্ষাতের কথা বলছি, যাদের মধ্যে আল্লাহর শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার প্রবণতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

যেমন আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার ব্যাপারে অতি আগ্রহী মুসলমান এবং দূর্বল ও শক্তিশালীদের মধ্য থেকে যারা প্রতিদিন পাচঁবার আল্লাহর সামনে গিয়ে দাড়ায়, তাদের সামনে রেখেই আমাদের বক্তব্য পেশ

www.pathagar.com

করছি। আর মুসলমানদের নির্লিপ্ততার সুযোগ গ্রহণকারী পাপাসক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে বলা যায় আজকের যুগে সে সর্বাবস্থায় নির্লজ্জের মতো অর্থহীন সাক্ষাতের জন্য তৎপর থাকে। এতে সে কোন ক্ষতি মনে করে না এবং আমাদের কথারও তোয়াক্কা করেনা।

৩. সমাজ বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের ব্যাপকতার কারণে যখন দেখা সাক্ষাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করার বিষয়টি অপরিহার্য বিবেচিত হয়, তখন এ কঠোরতাকে অবস্থান নিতে হবে এমন এক সীমারেখার মধ্যে, যা মুসলিম নারী পুরুষকে এ বিপর্যয়ের প্রভাব থেকে রক্ষা করবে। এ অবস্থায় আমরা সকল ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হারামের ঘোষণা দেবো না।

৪. ফিতনা থেকে নিরাপদ ও বিপর্যয়ের পথগুলো বন্ধ থাকার গগনচুম্বী দাবীও প্রশ্নাতীত নয়। এ ব্যাপারে আমরা ইনশাআল্লাহ এ বইয়ের স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

দুই ঃ নারী ও পুরুষের এক সাথে কাজ করা ও দেখা সাক্ষাত নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি পর্যালোচনা

প্রথম যুক্তি

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে- وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

"তোমরা নিজেদের গৃহের মধ্যে অবস্থান করো।"

আমাদের জবাব ঃ

১. এ আয়াতের পূর্বাপর আয়াতগুলোসহ সমস্ত আয়াতই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন ঃ "আল্লাহর উক্তি - তোমরা নিজেদের গৃহের মধ্যে অবস্থান করো"- এটি একটি প্রকৃত ও মৌলিক আদেশ। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। এ জন্য উম্মে সালমাহ বলেন ঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছাড়া আমি আর কখনও উটের পিঠে চড়ে রওনা হই নি"

এ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, গৃহের মধ্যে অবস্থান করার বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য নির্ধারিত। হযরত উমর (রা) তাদেরকে হজ্জে যেতে নিষেধ করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি যে শেষ হজ্জ করেন তাতেই তাদের যাওয়ার অনুমতি দেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, আয়শা অনুধাবন করেন এবং হজ্জের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি -"তবে কিনা হজ্জ হচ্ছে উত্তম জিহাদ এবং হজ্জ তাকে সৌন্দর্য মন্ডিত করে।-এর মধ্যে হজ্জ করার জন্য যে অনুপ্রেরনা রয়েছে, তা একাধিক বার হজ্জ করার বৈধতা প্রমাণ করে। আর এর পর

www.pathagar.com

সীমাবদ্ধতার প্রকাশ ঘটে"-এ উক্তির সাহায্যে এর ব্যাপকতাকেও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী ঃ وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

"তোমরা নিজেদের গৃহের মধ্যে অবস্থান করো।" এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রা) বিলম্ব করেন এবং তারপর এর যুক্তি তার কাছে শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং তিনি তার খিলাফতের শেষ দিকে তাঁদেরকে হজ্জ করার অনুমতি দেন।[৮]

তর্কের খাতিরে যদি আমরা ধরে নেই যে, আয়াতে সাধারণ মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, তাহলে সুন্নত কি এ ক্ষেত্রে কুরআনের ব্যাখ্যায় পরিণত হবেনা? ইতিপূর্বে আমরা পুরুষের সাথে মেয়েদের কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাত সম্পর্কিত সুন্নতের মৌলিক বিধান পেশ করেছি। এ গুলো পরিষ্কার করে তুলে ধরেছে, কিভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মুমিন মেয়েরা গৃহের মধ্যে অবস্থানের নির্দেশ কার্যকর করেছিল এবং কিভাবে তাঁদের গৃহের মধ্যে অবস্থান করা তাদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

দ্বিতীয় যুক্তি

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"আর যখন তাদের কাছে কোনো জিনিষ চাও, পরদার আড়াল থেকে চাও, এটাই তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য বেশী পবিত্র।"

এ ক্ষেত্রে আমাদের জবাব হচ্ছে ঃ

১. এখানে এ আয়াতে যে হিযাব বা পরদার কথা বলা হয়েছে, সেটি হচ্ছে সতর, পরদানশীলা মেয়েরা যার পিছনে বসে থাকে। পরদা করার মানে হচ্ছে অপরিচিত লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথে এমনভাবে কথা বলবে, যাতে তাদের শরীর দেখতে না পায়। আমাদের আলোচনায় আমরা হিজাব শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার করেছি। কুরআন হাদীছে এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

   কাপড়ের সাহায্যে মেয়েদের যে সতর ঢাকা হয় কুরআন ও হাদীসে হিজাব বলতে সে সতর বুঝানো হয়নি। এ দুটির বিধানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। প্রথম অর্থটিই এর সঠিক অর্থ এবং এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয় অর্থটি সাধারণ মুমিন মেয়েদের জন্য ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত। এ দুটি বিষয় ও দুটি বিধানকে এক সাথে মিশিয়ে ফেলা উচিত নয়।

www.pathagar.com

২. এ আয়াতে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সম্বোধন করা হয়েছে সে কথা সুস্পষ্ট। আয়াতের শেষের দিকে আল্লাহ একটি হুকুমের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা মনে করি, হিজাব ফরজ হওয়ার সেটি অন্যতম কারণ। সেটি হচ্ছে আল্লাহর বাণী :

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا.

"তোমাদের কারোর পক্ষে আল্লাহর রসূল কে কষ্ট দেয়া অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীদের বিয়ে করা সংগত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা মারাত্মক অপরাধ।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথে হিজাব বিশেষভাবে সম্পৃক্ত এ বিষয়টি বর্ণনা করার জন্য আল্লাহর মেহেরবাণীতে সামনের দিকে আমরা একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ অনুচ্ছেদের অবতারণা করবো।আর এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের অনুসৃতির কোনো অবকাশ নেই। (এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখুন)

এখানে বিশেষত্বের ব্যাপারটি হচ্ছে এমন সব লোকদের থেকে স্থায়ীভাবে পরদা করা, যাদের ব্যাপারে কখনোও মতভেদ হয়নি। আর মাঝে-মধ্যে পরদা করার ব্যাপারটি মুমিন মেয়েদের জন্য একটি শরীয়ত আরোপিত বিষয় যেমন মাঝে-মধ্যে পুরুষদের সাথে তাদের দেখা-সাক্ষাতও শরীয়ত সমর্থিত।

৩. সুন্নতের যে সব দলীল আমরা পেশ করেছি, তা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মুমিন মেয়েরা কিভাবে পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতো, তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান ও অন্তরাল সৃষ্টিকারী হিজাব তথা সতর ছাড়াই এ দেখা-সাক্ষাত হতো।

৪. এখন আমরা হিজাবের আয়াতের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে এমন বিষয় উপস্থাপন করবো। আর সেটি হচ্ছে, তর্কের খাতিরে আমরা যখন এ বিশেষত্বের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের অনুসৃতির প্রতি আকৃষ্ট করার বিষয়টি মেনে নিয়েছি, তখন এক্ষেত্রে আমাদের জন্য রয়েছে অনেকগুলো বিবেচ্য বিষয় ঃ

ক. মুমিন নারী পুরুষরা যখন সহজ ভাবে দেখা সাক্ষাত করে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে হিজাব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। হিজাবকে ঠিক সাধারণ ক্ষেত্রে নয় বরং কোনো স্থানে ও অবস্থায় খাপ খাইয়ে নিলে তবেই তা পূর্ণত্বে পৌছে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে দেখা-সাক্ষাত কার্যকর করার জন্যএটা কোনো সাধারণ পথ ও ব্যবস্থা নয়। কারণ পথ যখনই সাধারণ হয়ে গেছে, তখন সেখানে কাঠিন্য, সংকীর্ণতা ও বাধা-বিপত্তির মখোমুখি হওয়া অপরিহার্য হয়ে দাড়িয়েছে। আর মহান আল্লাহ বলেনঃ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

www.pathagar.com

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের মধ্যে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা রাখেননি" (সূরাআল হাজ্জ ঃ ৭৮)

রসূল্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নির্ভুলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুটি বিষয়ের মধ্যে যেখানে একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, সেখানে গুণাহের পর্যায়ে না পড়া পর্যন্ত তিনি সহজতরকে গ্রহণ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

খ. যদি হিজাব ও তার সাথে অন্তরের বিধানকারী অন্যান্য বিষয়গুলো শ্রেষ্ঠ ও আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের উচিত সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ও আকর্ষণীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ও পরিবেশে তারই অনুসন্ধান করা। আর যদি আমরা শুধুমাত্র একটি শ্রেষ্ঠগুণ অর্থাৎ অন্তরের পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি দেই এবং অন্য সমস্ত গুণাবলী থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখি অথবা ঐ সব গুণাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গুণের প্রতি আগ্রহকে ব্যর্থ করে দেই, যেমন জ্ঞান আহরণ, ভালোর দিকে আহবান ও ভালো কাজ করা, তাহলে তা হবে এমন একটি বিষয়, যার দায়িত্ব ইসলামি শরীয়ত গ্রহণ করে না। অথচ শরীয়ত ওয়াজিব ও অওয়াজিব নির্বিশেষে সর্বোত্তম বিষয়গুলো পালনের প্রতিই বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে।

গ. অন্তরের অধিকতর পবিত্রতা বিধানকারী বিষয়ের প্রতি আগ্রহ হওয়া উচিত নয়। এটি হচ্ছে সাধরণ আকর্ষণীয় বিষয় মাঝে-মধ্যে তা ওয়াজিবের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায়। অন্য দিকে জ্ঞান অর্জন করা, ভালোর দিকে আহবান করা, সৎ কাজের আদেশ করা, অসৎ কাজের নিষেধ করা-এ গুলো শ্রেষ্ঠ গুণাবলী, কখনও এগুলো ওয়াজিবের পর্যায়ে পৌছে যায় এবং নিছক সাধারণ আকর্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকে না।

সংক্ষেপে বলা যায়, অন্তরের অধিকতর পবিত্রতার সুযোগ দেয়ার বিষয়টি বড়ই পিচ্ছিল। একে দুভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

i. এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ের কাজ হচ্ছে, শ্রেষ্ঠ বা নৈতিক গুণসম্পন্ন একটি কাজ করা বা নৈতিক গুণসম্পন্ন একাধিক কাজ করা, এ দুটির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর গুণাবলীসম্পন্ন কাজ পরিত্যাগ করা।

ii. আর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ হচ্ছে, সাধারণ আকর্ষণীয় কাজ করা, এবং এক বা একাধিক ওয়াজিব বা অপরিহার্য কাজ পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ অন্তরের পবিত্রতার উচ্চতম সীমা রেখা নির্ধারণের ব্যাপারে সে ভয় করে,আমরা জ্ঞান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে সামান্য অংশ দিতে চাইবো এবং কল্যাণ ও নেকীর কাজ, প্রতিবেশী ও আত্নীয় স্বজনদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দান এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার মতো বহুতর লাভজনক কাজ থেকে বঞ্চিত করবো।

www.pathagar.com

ইবনে হাজার আসকালানী সত্যই বলেছেন ঃ

"মুস্তাহাব বিষয়গুলো নিষিদ্ধ করা তখন বৈধ হবে, যখন অভীষ্ট ওয়াজিব অধিকারসমুহের উপর সেগুলোর প্রাধান্য বিস্তার করার ভয় থাকে। আর আকর্ষণীয় বৈধ বিষয়গুলো মুস্তাহাব কাজগুলোর উপর প্রাধান্য লাভ করে।"

৫. এ প্রসঙ্গে আমরা আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটি হচ্ছে, হিজাব একদিকে যেমন অন্তরের অধিকতর পবিত্রতার জন্ম দেয়, তেমনি অন্যদিকে কঠিন ফিতনার কারণে মানুষের মনে যে কষ্টের অনুভূতি জাগে তা থেকেও তাকে অধিকতর আরাম ও স্বস্থি দেয়। এ অবস্থায় তো আর দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়না, শয়তানের প্ররোচনার বিরোধিতা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় না। অন্ত রের অধিকতর পবিত্রতার স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করতে গিয়ে আমরা যে বিতর্কের অবতারণা করেছি তাকে আমরা মনের অধিকতর আরাম ও স্বস্থির সপক্ষে যুক্তি হিসেবে ধরবো। মনের স্বস্থি ও আরাম লাভ করা একটি শরীয়ত সমর্থিত ব্যাপার যদি ওয়াজিব বিষয়ের সাথে এর কোনো সংঘাত না ঘটে অথবা তার কারণে কোনো নির্ধারিত বা অগ্রগণ্য প্রয়োজন বিলোপ না ঘটে। ওয়াজিব ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর কয়েকটিকে আমরা ইতিপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে পুরুষের সাথে নারীর একত্রে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাতের উদ্যোক্তা প্রসঙ্গে চিহ্নিত করেছি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সামাজিক ও চিন্তার ক্ষেত্রে নারীকে পরিপক্কতা ও সমৃদ্ধি লাভে সক্ষম করার উদ্দেশ্যে যে সব আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তি তার সামনে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র উম্মুক্ত করার জন্য নিজের ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ কুরবাণী করে, প্রবৃত্তির শিকার না হওয়ার জন্য তাদের সতর্ক করে দেয়া।

এর ফলে মুমিন পুরুষ ও নারীদের জীবন যাপন সহজতর হবার পরই তাদের সামাজিক উন্নতি ও স্বনির্ভরতা অর্জনের পথ উম্মুক্ত হয়ে যায়। কঠোরতা সৃষ্ট সংকীর্ণতার ফলে সমাজে শরীয়তের বিধান এড়িয়ে চলা এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার যে প্রবণতা দেখা দেয় তা থেকে সমাজ-দেহ নিরাপদ দুরত্বে অবস্থান করে। শেষে আমরা অতি আগ্রহীদের স্বরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, জীবন যেমন একটি নির্জলা বিশ্বাসের নাম, ঠিক তেমনি একটি সংগ্রাম সাধনারও বিষয়।

৬. অন্তরঙ্গ হৃদ্যতা ও জামায়াতবদ্ধভাবে নামায পড়ার গুরুত্বের প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কারণ হৃদ্যতার ফলে বিপরিত লিঙ্গের প্রতি দৃষ্টি পড়লেও তা অনুভূতিকে নিস্তেজ করে দিতে সাহায্য করে। এটি উভয় পক্ষের কাছে বিষয়টিকে সহজ ও হালকা করে দেয়। অন্য দিকে কোনো মেয়ে যখন পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাতে অভ্যস্ত থাকেনা কিন্তু তার সাথে দেখা করার ব্যাপারে আগ্রহী থাকে, তখন পুরুষের সাথে দেখা প্রয়োজন দেখা দিলে সে অতি মাত্রায় অনুভূতিশীল হয়ে উঠে এবং এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শীঘ্রই এ ক্ষতি স্বামী বাপ ও ভাইকেও প্রভাবিত

www.pathagar.com

করে। তার চোখে তখন সবই ভাল প্রতীয়মান হতে থাকে। ক্ষতির প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনের খাতিরে আত্মত্যাগ এবং তার চেয়ে ভাল কিছু থাকলে তা করতে সে প্রস্তুত থাকে। এ ক্ষেত্রে নারী বা সমাজের জন্য ঐ প্রয়োজনের কোনো গুরুত্ব থাক বা তাদের জন্য তার মধ্যে কোনো কল্যাণ থাক তা সমান তার কাছে। এ ব্যপারে পুরুষেরও ঐ একই অবস্থা। যে ব্যক্তি মেয়েদের সাথে দেখা সাক্ষাতে অভ্যস্ত হয় এবং তাকে প্রয়োজন বা অন্য সময় মেয়েদের সাথে দেখা- সাক্ষাত ও মেলামেশা করতে হয়, কোনো মেয়ের সাক্ষাতের সময় তার মনে এমন কোনো অনুভূতি জাগে না যেমন জাগে এমন এক ব্যক্তির মনে যে কোনো দিন মেয়েদের সাথে দেখা-সাক্ষাতে অভ্যস্ত ছিল না এবং প্রয়োজনের খাতিরে তাকে দেখা সাক্ষাত করতে হচ্ছে।

৭. সবশেষে আমাদের বিরুদ্ধবাদী বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করবো ঃ ইতিপূর্বে আমরা যে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছি, সেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিন পুরুষ ও নারীদের হিজাব ছাড়াই দেখা-সাক্ষাতের যে অনুমতি দিয়েছিলেন তা করে তিনি কি মুমিনদের অন্তরের পবিত্রতার অপব্যয় করেছিলেন? নাউজুবিল্লাহ! এ কথা কল্পনাই করা যায়না। অথবা একদিকে অন্তরের পবিত্রতাসহ তিনি নমনীয়তার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং অন্যদিকে প্রয়োজন ও কল্যাণ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন? আর সাধারণ অবস্থায় মুমিন পুরুষ ও নারীর প্রতিনিধিত্বকারী কুরআন মজিদের পবিত্র আয়াতে অন্তরের পবিত্রতার যে মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে, তা যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিভিন্ন কাজের বিন্যাসের অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে এবং প্রতিনিধিত্বকারী কাজের প্রতিষ্ঠার উপরই তা নির্ভরশীল হয়, তাহলে এজন্য মসজিদে পুরুষ নারীদের কাতারের মাঝখানে সতর সৃষ্টিকারী তৈরী করা হয়েছে এবং এ জন্যই হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে কাবা শরীফের তোয়াফ করার সময় পুরুষদের ও মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। আর এ জন্য রসূল (সঃ) এবং তার সাহাবাগণের মজলিশে মেয়েদের জন্য পৃথক স্থান নির্দিষ্ট করে তাদের প্রশ্ন করার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করার জন্য পৃথক সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিজেদের প্রয়োজন উপস্থাপন করতে পারতেন। এ সব কাজ যথারীতি হতো, কিন্তু মেয়েরা পুরুষদের দেখতে পেতো না এবং পুরুষরা মেয়েদের দেখতে পেতো না।

তৃতীয় যুক্তি

হাদীছে বলা হয়েছে ঃ

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ ؟ قَالَ الحَمْوُ المَوْتُ.

www.pathagar.com

"মেয়েদের কাছে একাকী যেতে বিরত থাকো। আনসারদের একজন বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, দেবরের ব্যাপারে কি বলেন? জবাব দেন, দেবর তো মৃত্যু।"[১১ক]

এ ক্ষেত্রে আমাদের জবাব হচ্ছে -

এ হাদীসে নিরিবিলিতে কোন মেয়ের কাছে একাকী যেতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্যদের উপস্থিতিতে কোনো মেয়ের কাছে নিছক যাবার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়নি। নিম্নলিখিত আলোচনা এ বক্তব্যকে আরো জোরদার করবে।

১. ইমাম বুখারী ও তিরমিযির ন্যায় হাদীসের হাফেজগণ এবং ইবনে হাজার আসকালানী ও নববীর ন্যায় হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ যথাক্রমে সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন।

ইমাম বুখারী নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর ভিত্তিতে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন ঃ "মাহরাম (যার সাথে বিয়ে হারাম) ছাড়া কোনো পুরুষ কোনো মেয়ের কাছে একাকী যাবে না। এবং স্বামীর অনুপস্থিতে কোনো মেয়ের কাছে কোনো পুরুষ যাবেনা।" এরপর হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে ঃ "মেয়েদের কাছে একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাকো"

এরপর আরেকটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে মাহরামকে সাথে না নিয়ে অন্য পুরুষ অন্য মেয়ের সাথে নিরিবিলিতে বসবে না।[১১খ]

ইবনে হাজার তার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা "দেবর তো মৃত্যু" এর অর্থ হচ্ছে দেবরের সাথে নিরিবিলিতে বসার ফলে যদি গুণাহের কাজ সংঘটিত হয়, তাহলে তার ফলে দ্বীনের ধ্বংস সূচিত হয়, অথবা যদি গুণাহের কাজ সংঘটিত হয় এবং রজম তথা প্রস্তারাঘাতে মৃত্যু ওয়াজিব হয়ে পড়ে, তাহলেই প্রকৃত মৃত্যু ঘটে। অথবা স্বামী আত্মমর্যাদার বশবর্তী হয়ে যদি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্নতা ধ্বংসের কারণ হয়... ইমাম কুরতুবী এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অন্য দিকে ইমাম তাবারী বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে নিজের ভাইয়ের স্ত্রী অথবা ভাইয়ের ছেলের স্ত্রীর সাথে কোনো ব্যক্তির নিরিবিলি বসা মৃত্যুরই শামিল এবং আরবরা কোনো অপছন্দনীয় জিনিষকে মৃত্যু রূপেই বর্ণনা করেন।[১২]

ইমাম নববী তার সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা-গ্রন্থে বলেন ঃ আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বলেছেন "দেবর তো মৃত্যু" এর অর্থ হচ্ছে, অন্যের তুলনায় তার থেকে ভয়ের সম্ভাবনা বেশী, তার থেকে দুষ্কৃতির সম্ভাবনাও আছে এবং তার পক্ষে স্ত্রীলোকের কাছে পৌছে যাওয়ার বেশী সুযোগ থাকার কারণে ফিতনার সৃষ্টি হয়।তার সাথে নিরিবিলেতে বসা অপরিচিতের তুলনায় অস্বীকার যোগ্য নয়। এখানে "হামউন" এর অর্থ হচ্ছে, স্বামীর পিতা-পিতামহ ও পুত্র-প্রপুত্রগণ ছাড়া তাঁর নিকট আত্মীয় পুরুষগণ। আর পিতা-পিতামহ ও পুত্র -প্রপুত্ররাতো হচ্ছে স্ত্রীর মাহরাম। তারা তার সাথে নিরিবিলিতে বসতে পারে। তাদেরকে মৃত্যু বলে চিহ্নিত করা হয়নি। এখানে "হামউন" অর্থ হচ্ছে স্বামীর ভাই, ভাইয়ের ছেলে, চাচা-মামা ও তাদের ছেলে ও তাদের মতো

www.pathagar.com

আরও যারা মাহরাম নয়। এ ব্যাপারে নরম নীতি অবলম্বন করতে লোকেরা অভ্যস্ত। তারা ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে নিরিবিলিতে বসে এবং এটাই মৃত্যু। কাযী বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে, স্বামীর ভাইয়ের সাথে নিভৃতে বসা ফিতনার দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং দ্বীনের মধ্যে ধ্বংসের সুচনা করে, ফলে এটা মৃত্যুর ধ্বংসে পরিণত করে।...[১৩]

ইমাম তিরমিযী হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন ঃ উকবা ইবনে আমেরের হাদীসটি হাসান ও সহীহ হাদীস এবং মেয়েদের সাথে নিরিবিলিতে বসা মাকরূহ বা অপছন্দনীয় হবার অর্থ হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

অর্থাৎ "কোন পুরুষ নারীর সাথে যখন নিরিবিলিতে বসে, তখন তার সাথে অবশ্যই তৃতীয় জন থাকে শয়তান।" আর নবী (স:) তার বাণীতে যে "হামউন" শব্দ ব্যবহার করেছেন, তার অর্থ হচ্ছে "স্বামীর ভাই। ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে নিভৃতে বসা তার জন্য মাকরূহ।"[১৪]

ইবনে দাকীকুল ঈদ বলেন ঃ অপরিচিতদের সাথে মেয়েদের নিভৃতে বসা হারাম হওয়ার বাপারে এ হাদীসটি একক প্রমাণ।

নবী (স:) এর উক্তি ঃ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ

"মেয়েদের সাথে নিরিনিলিতে বসা থেকে দূরে থাক।" গায়ের মাহরামের জন্য নির্ধারিত এবং তাদের তুলনায় অন্যদের জন্য সাধারণ পর্যায়ভূক্ত। এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। সেটি হচ্ছে, এ বসা যদি নিরিবিলি ও একাকী হয় তবে নিষিদ্ধ, অন্যথায় তা নিষিদ্ধ নয়।[১৫]

২. এখানে অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টি হচ্ছে, হাদীসে যে নিভৃতে সাক্ষাতের প্রতি নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা করা। সেটি যতটুকু সম্ভব হয় এই হাদীসে এবং অন্যান্য যে বহু হাদীছে নিভৃতে না হলে অন্যদের সাক্ষাতে মেয়েদের সাথে বসা বৈধ বলা হয়েছে, সে গুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা। এ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

নবী করিমের (স:) মুখ নিসৃত কথা, যেগুলোতে মেয়েদের সাথে সাক্ষাতের নিয়ম বলা হয়েছে

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

"অর্থাৎ কোন মাহরামের সঙ্গ ছাড়া কোন নারী সফর করবে না এবং কোন মাহরামকে সঙ্গে না নিয়ে কোন পুরুষ কোনো মেয়ের কাছে যাবে না" (বুখারী)[১৬]

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন... তারপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন এবং তখন তিনি ছিলেন মিম্বারের উপর ঃ

لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِى هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَو اثْنَان (رواه مسلم)

"অর্থাৎ আজকের দিনের পর থেকে স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন ব্যক্তি একজন বা দু'জন লোককে সাথে না নিয়ে তার স্ত্রীর কাছে যাবে না" (মুসলিম) ১৭

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম যার মাধ্যমে মেয়েদের কাছে যাবার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে উঠেছে।

সদাচার ঃ আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই উম্মে সুলাইমের বাড়ীর আশপাশ দিয়ে গেছেন, তখনই তাঁর কাছে গেছেন। (বুখারী)[১৮]

অন্য একটি হাদীছে বলা হয়েছে ঃ

دَخَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه و سلم عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلاَّ أَنَا وَأُمِّى وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِى فَقَالَ « قُومُوا فَلأُصَلِّيَ بِكُم » (رواه مسلم)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এসেছেন। তখন তিনি ছাড়া সেখানে ছিলাম আমি, আমার মা ও আমার খালা উম্মে হারাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা দাঁড়িয়ে যাও, আমি তোমাদের সাথে নামায পড়বো" (মুসলিম)[১৯]

"আনাস থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সুলাইমের কাছে গেলেন। উম্মে সুলাইম তাঁর সামনে খেজুর ও ঘি পেশ করলেন।"(বোখারী)[২০]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় সামনে এসেছে .. .. যেমন একটি হচ্ছে কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার বাড়ীতে প্রবেশ করা। কারণ একথা বলার সময় এভাবে বলা হয়নি যে, আবু তালহা (উম্মে সুলাইমের স্বামী) তখন সেখানে ছিলেন।[২১]

রোগীর তথ্যানুসন্ধান ঃ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবাইরের মেয়ে দুবা'আহর কাছে গেলেন। তাকে বললেন ঃ "তুমি বোধ হয় হজ্জ করতে চাচ্ছো?" তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমার রোগ অত্যন্ত প্রবল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেন ঃ তবুও তুমি হজ্জ করো, তবে শর্ত লাগিয়ে নাও। বলো, হে আল্লাহ! আমি হালাল হয়ে যাব যখন তুমি আমাকে (রোগের কারণে) আটকে দিবে। এ সময় দুবা'আহ (রা) মিকদাদ ইবনে আসওয়াদের স্ত্রী (রা) ছিলেন। (বুখারী মুসলিম)[২২]

www.pathagar.com

সহানুভূতি ও সমাবেদনা ঃ উম্মে আলা থেকে বর্ণিত ঃ ... রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবেশ করলেন। আমি বললাম হে সায়েব! তোমার প্রতি রহমত বর্ষিত হউক ... (বুখারী)[২৩]

বিয়ের মুবারকবাদ ঃ রাবী বিন্‌তে মুয়াওবিয ইবনে আফরা থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন আমাকে যখন বাসর শয্যায় দেয়া হলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন, তিনি আমার বিছানায় বসলেন ঠিক অমনিভাবে যেমন তুমি এখন আমার বিছানায় বসে আছো। তারপর আমাদের এখানকার কয়েকটি মেয়ে দফ বাজাতে লাগলো... (বুখারী)[২৪]

প্রয়োজন পূর্ণ করা ঃ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত... রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِى إِلاَّ خَيْرًا ، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِى إِلاَّ مَعِي

"আল্লাহর কসম, আমার স্ত্রী সম্পর্কে আমি ভালো ছাড়া তো অন্য কিছু জানিনা। আর তারা এমন এক ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করছে, যার সম্পর্কে আমিও ভালো ছাড়া মন্দ ধারণা পোষণ করিনা। সে তো আমার উপস্থিতিতে আমার বাড়ীতে কখনও যায়নি।..." (বুখারী ও মুসলিম)[২৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের কার্যাবলী থেকে

জ্ঞানার্জন ঃ আসমা বিনতে উমাইস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি আবু মূসা ও আসহাবুস্ সাফিনাদের কে দেখেছি দলে দলে আমার কাছে এসেছে এবং এ হাদীসটি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেসা করেছে ... (বুখারী)[২৬]

পরিদর্শন ঃ আবু হুজাইফা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালমান ও আবু দারদার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সালমান ও আবু দারদাকে দেখতে গেলেন। তিনি উম্মে দারদাকে অসুন্দর সাদা-মাটা বস্ত্র পরিহিত দেখতে পেলেন, তিনি তাঁকে জিজ্ঞেসা করলেন, কি ব্যাপার আপনার কি হয়েছে ? ... (বুখারী)[২৭]

প্রজার অবস্থা অনুসন্ধান করা ঃ কায়েস ইবনে আবু হাযেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবু বকর (রা) আহমুস গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলেন, তার নাম যয়নব বিনতে মুহাজির... (বুখারী)[২৮]

চতুর্থ যুক্তি

আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সুলাইম (হযরত আনাসের মাতা) ছাড়া আর কারও ঘরে যেতেন না। তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের গৃহ অবশ্য এর

www.pathagar.com

বাইরে পড়ে। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন ঃ "তার প্রতি আমার মায়া হয় তার ভাইকে (হারাম ইবনে মিলহান) আমার সাথে থাকা অবস্থায় শহীদ করে দেয়া হয়।"

জবাবে আমরা বলবো

এ হাদীসটি আমাদের অনুধাবন করতে হবে। এক সাথে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে যেসব হাদীস উল্লেখিত হয়েছে এবং মদীনার বহু গৃহে তার প্রবেশ সম্পর্কে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার আলোকে আর উম্মে সুলাইমের গৃহে তিনি প্রবেশ করেছেন বারবার এবং বহুবার, এক্ষেত্রে কোন সাথী সঙ্গী নেননি তাঁরা তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছে। ইমাম বুখারী এ হাদীসটি এনেছেন "যে ব্যক্তি কোন গাজীকে সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করে দেয় অথবা তার অনুপস্থিতিতে কল্যাণকামিতা সহকারে তার গৃহ সংরক্ষণ করে" অধ্যায়ে।

আর ফাতহুল বারীতে এটি উদ্ধৃত হয়েছে, তার উক্তি ঃ "তিনি উম্মে সুলাইম ছাড়া মদীনার অন্য কারোর বাসায় প্রবেশ করেননি : শিরোনামের আওতায়। হুমাইদী বলেন ঃ সম্ভবতঃ এ ব্যবস্থাই স্থায়ী ছিল একথা তিনি বলতে চেয়েছেন।... ইবনুত তীন বলেন ঃ তিনি ইবনে সুলাইমের গৃহে বেশী গিয়েছেন।... ইবনুর মুনাইর বলেন ঃ আনাসের হাদীসের শিরোনামের শেষাংশটি এভাবে মানানসই হয় "অথবা তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারবর্গকে সংরক্ষণ করে"। কারণ তার জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যু ঘটলে সব সময়ের জন্য এটা খাপ খায় আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনের দিক থেকে উম্মে সুলাইমের গৃহে গিয়ে তার সাথে দেখা করতে বাধ্য ছিলেন। এর কারণ স্বরূপ তিনি বলেছিলেন, "তার ভাই তাঁর সাথে থাকা অবস্থায় যুদ্ধে শহীদ হন"। কাজেই এর মধ্যে রয়েছে তার অবর্তমানে তার মৃত্যুর পর তার পরিবারবর্গের জন্য কল্যাণ কামনা করা এবং এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অঙ্গীকার পালনের একটি দৃষ্টান্ত।[৩০]

সংক্ষেপে বলা যায়, আনাস বর্ণিত হাদীসের নেতি বাচক দিক হচ্ছে, গৃহপ্রবেশের বিশেষ গুণ, প্রকৃত গৃহপ্রবেশ নয়।

পঞ্চম যুক্তি

উম্মে সালামার বর্ণিত হাদীস ঃ আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম এবং তার কাছে মায়মুনাও ছিল। ইবনে উম্মে মাকতুমকে সামনে আসতে দেখা গেলো, এটা আমাদের জন্য হিজাব নাযিল হওয়ার পরবর্তী সময়ের ঘটনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তার থেকে পরদা করো। আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, সে কি অন্ধ নয়? সে আমাদের দেখতে ও চিনতে পারছেনা। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কি অন্ধ হয়ে গেছো? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছনা?[৩১]

www.pathagar.com

এ ক্ষেত্রে আমাদের জবাব হচ্ছে ঃ

১. এ হাদীসে উল্লেখিত দু'জন মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী। তাঁদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"পরদার আড়াল থেকে তাদের কাছে চাও। এটাই তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য বেশী পবিত্র।"

অর্থাৎ নবী (স:) পত্নীদেরকে না দেখা লোকদের অন্তরের অধিকতর পবিত্রতার ধারক। এ জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে একথা বলেন। অর্থাৎ তারা যেন হিজাব ছাড়া পুরুষদের সাথে কোনো মজলিশে মুখোমুখী না হন।

২. একদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে তার কোনো কোনো স্ত্রীকে ইবনে উম্মে মাকতূমের দিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন, যেহেতু তখন তাদের উপর হিজাব ফরয হয়ে গিয়েছিল, সেখানে তিনি ফাতেমা বিনতে কায়েসকে বলেছেন ঃ "তুমি তোমার চাচাত ভাই ইবনে উম্মে মাকতূমের গৃহে ইদ্দত পালন করো। কারণ সে চোখে দেখে না" অর্থাৎ তার গৃহে একই ছাদের তলে অবস্থান করে তোমার ইদ্দতকাল পূর্ণ করো। এভাবে উম্মে মাকতুমের গৃহে তার সাথে ফাতেমা বিনতে কাইসের সাথে মেলা মেশা হতে থাকবে পুরো ইদ্দতের সময়কাল পর্যন্ত। এ মেলামেশা এক মিনিটের বা কয়েক মিনিটের নয়। নিঃসন্দেহে এতে কোন ক্ষতি দেখা দেয়নি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তা উম্মাহাতুল মুমেনিন তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্যই নির্দিষ্ট। উম্মে সালমার উক্তি থেকে এ কথাই প্রকাশ হয় (এটি হিজাবের হুকুমের পরের ঘটনা)

৩. এ থেকে প্রমাণ হয় যে, "তোমরা দু'জন কি অন্ধ হয়ে গিয়েছো" হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথেই সংশ্লিষ্ট, এটি ইমাম আহমাদের উক্তি। আসরাম বলেন ঃ আমার পিতা আব্দুল্লাহকে বললাম : নিব্হান (উম্মে সালামার বর্ণিত হাদীসটির রাবী) বর্ণিত হাদীসটি মনে হয় নবী (স:) এর স্ত্রীদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং ফাতেমার হাদীসটি সমগ্র মুসলিম জনতার জন্য। তিনি বলেন : হাঁ ঠিকই।[৩৩]

আবু দাউদও এ কথাই বলেন ঃ হাদীসটি উপস্থাপন করার পর তিনি বলেন ঃ আর এটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

তুমি কি ইবনে উম্মে মাকতূমের গৃহে ফাতেমা বিনতে কায়েসের ইদ্দত পালন করার বিষয়টি দেখছো না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতেমা বিনতে কায়েসকে বলেছিলেন : "তুমি ইবনে উম্মে মাকতুমের গৃহে ইদ্দত পালন করো। কারণ সে অন্ধ। তার সামনে কাপড়-চোপড় বেসামাল অবস্থায়ও কাজ করতে পারবে"[৩৪]

www.pathagar.com

ষষ্ঠ যুক্তি

আবু হুমাইদ সায়েদীর স্ত্রী উম্মে হুমাইদের হাদীস ঃ তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসেন এবং বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার সাথে নামায পড়তে ভালবাসি। জবাব দেন তুমি জান শয়ন কক্ষে তোমার নামায তোমার গৃহে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম, তোমার গৃহে নামায তোমার বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম, তোমার বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে নামায তোমার গোত্রের মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে ভালো, তোমার গোত্রের মসজিদে নামায তোমার মুসলিম জামায়াতের মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।[৩৫]

এ ক্ষেত্রে আমাদের জবাব হচ্ছে :

১. উম্মে হুমাইদের হাদীস থেকে মূলত প্রমাণ হচ্ছে ঃ "তোমার শয়ন কক্ষের নামায তোমার গৃহের নামাযের চেয়ে ভাল এবং তোমার গৃহের নামায বাড়ীর নামাযের চেয়ে ভালো" আর সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী দেখা যায়, গৃহে ও বাড়ীতে মেয়েরা ও মাহরাম পুরুষরা থাকে। আর অপরিচিত ভিন্ন লোকের সংখ্যা কমই থাকে বা কখনও হয় বিরল। এ ক্ষেত্রে যখন বলা হচ্ছে এই সংখ্যা স্বল্পতা ও অত্যল্প সংখ্যায় শয়ন কক্ষেও নামাযকে গৃহের নামাযের চেয়ে এবং গৃহের নামাযকে বাড়ীর নামাযের চেয়ে উন্নত পর্যায়ে পৌছে দেবার কারণে পরিণত হয়েছে, তখন আমরা বলবো, এই অপরিচিত তথা বাইরের লোকেরা মেয়েদের গৃহে বা বাড়ীতে দেখে নামায ছাড়া ভিন্ন অবস্থায় এবং এটা ক্ষতিকর নয়। তবে ক্ষতিকর হচ্ছে তখন, যখন তাদের নামাযরত অবস্থায় দেখে। এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হচ্ছে, নামাযকে গোপন ও অন্তরালবর্তী করা। নারীর ব্যক্তিত্বকে পুরুষের চোখ থেকে গোপন ও অন্তরালবর্তী করা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

২. একটি মেয়ে যখন ইমামের কেরাত না শুনেও সমস্ত নামায মসজিদে পড়ার প্রবল আকাংখা পোষণ করে, তখন কি শয়ন কক্ষে মেয়েদের নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যাবে? তবে পুরুষের কাতারের পিছনে হওয়া বা যোহর ও আসরের মত অনুচ্চস্বরে কেরাত পড়ার কারণে এই শ্রেষ্ঠত্ব কেবল মাত্র মেয়েদের কষ্ট করার আকাংখার দিক দিয়ে হতে পারে।

৩. শয়ন কক্ষে মেয়েদের নামাযের শ্রেষ্ঠত্বের উদ্দেশ্য কি মেয়েদেরকে পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাত থেকে দূরে রাখা, যদিও এই সাক্ষাত হয় অত্যন্ত গৌরবময় ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে। অথবা সাধারনত একান্ত ভাবে আল্লাহর জন্য করা এবং লোক দেখানো ও লোকদেরকে শুনানো উদ্দেশ্য না নিয়ে গোপনে গোপনে যে ইবাদত করা হয় তার শ্রেষ্ঠত্বের পরও নামাযের উঠা-বসা ইত্যাদি কার্যকলাপকে (যেমন রুকু, সেজদা ইত্যাদি) পুরুষদের দৃষ্টির আড়ালে রাখাই উদ্দেশ্য? এটা কি শয়ন কক্ষে ইবাদতগাহ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

اجْعَلُوا فِى بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا

"তোমাদের ঘরের মধ্যে কিছু কিছু নামায পড়ো, এবং সে গুলোকে কবরে পরিণত করো না"

যদি তিনটি উপাদান সহকারে দ্বিতীয় বিষয়টি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে-অবশ্য সামনের দিকে আমরা এ অধিকতর প্রাধান্য লাভকারী বিষয় কয়টি বর্ণনা করবো-তাহলে অবশ্যই অন্য বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে, যেমন, কুরআন শোনা বা জ্ঞানের কথা শুনা। একে নামাযের উঠাবসা ইত্যাদি কার্যকলাপকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা ও ইবাদত গোপন করা এবং ঘরকে কল্যাণের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ওপর প্রাধান্য দেয়া যায়।

৪. মেয়েদেরকে পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাত থেকে দূরে রাখাই যদি এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হতো যদিও এই দেখা-সাক্ষাত হয় গৌরবময় ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে, তাহলে মসজিদে ই'তেকাফে বসা, জানাযা ও কুসুফের নামায পড়া, এবং জ্ঞানার্জনের জন্য মজলিশে বসা তাদের জন্য যায়েজ হতো না। তাহলে তাদের জন্য কোনো ই'তিকাফকারীকে না দেখা, মসজিদে কোনো মুমিন মেয়ের সাথে সাক্ষাত করার চেষ্টা না করা এবং মসজিদের খিদমত, যেমন মসজিদ পরিষ্কার করা, ধুলোবালি ও কোনো কিছুর ভাঙ্গা ও টুকরা উঠিয়ে ফেলে দেয়ার মতো কাজ করে বাড়তি সওয়াব লাভের চেষ্টা না করা শ্রেষ্ঠ কাজ হতো। ব্যাপার যদি এমনটিই হতো, তাহলে শরীয়ত প্রণেতা কখনও মেয়েদেরকে এমনকি পর্দানশীল কুমারী ঋতুবতীদেরকে নামাযে শরীক হবার হুকুম দিতেন না। তিনি কখনও মেয়েদেরকে একাধিকবার হজ্জ পালন অর্থাৎ ফরজ হজ্জ সম্পন্ন করার পর নফল হজ্জ করতে উৎসাহিত করতেন না। আর হজ্জের মধ্যে পুরুষদের সাথে সাক্ষাত বরং অনভিপ্রেত ভাবে ঠেলাঠেলি ছাড়া আর কি আছে।

৫. যদি শয়নকক্ষে নামায পড়ার শ্রেষ্ঠত্ব সাধারণভাবেই বিবেচিত হয়ে থাকে, তাহলে এই শ্রেষ্ঠত্ব ও এর সাথে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে মহিলা সাহাবীগণ উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হবেন। আর যেসব মেয়ে তাদের শিশুদেরকে সংগে করে নিয়ে আসে, তাদের দৃষ্টি মসজিদের দিকে ফিরানোই হবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য উত্তম কাজ। এই সংগে রসূল (স:) যখন তাঁর নামায দীর্ঘায়িত করতে মনস্থ করেন, তখন শিশুদের কান্না শুনে তাঁকে কষ্টভোগ করতে হয়। কেমন করেই বা তিনি মেয়েদের জামায়াতে উপস্থিতির মতো বাড়তি বিষয়ের কারণে নামায দীর্ঘায়িত করার শ্রেষ্ঠত্ব ত্যাগ করার ব্যাপারটি মেনে নিবেন? রসূল (স:) এর জন্য উত্তম হচ্ছে এশার নামায জামায়াতের সাথে পড়তে আগ্রহী মেয়েদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া। উমর (রা) যখন বলেন, মেয়েরা ও বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে তখন এশার নামায দেরী করে পড়াই যেখানে উত্তম, সেখানে রসূল (স:) কেমন করে তা

www.pathagar.com

তাড়াতাড়ি পড়ে নিতে পারেন? অর্থাৎ কেমন করে তিনি মেয়েদের জামায়াতে হাজির হওয়ার বাড়তি বিষয়ের কারণে দেরী করে এশার নামায পড়ার ফযিলত উপেক্ষা করতে পারেন?

৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মসজিদে নারী-পুরুষের এক সাথে নামায পড়া, বিভিন্ন কাজে শরীক হওয়া ও দেখা-সাক্ষাত হওয়ার বিষয়টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পথ-নির্দেশিকা রয়েছে। এর মধ্য থেকে নিম্নোক্ত পথ-নির্দেশিকাগুলো প্রণিধানযোগ্যঃ

ক. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় পদার্পণ করা থেকে নিয়ে তাঁর ইন্তে কাল পর্যন্ত সময়ে মেয়েদেরকে তাঁর সাথে তাঁর মসজিদে নামাযে শামিল হবার অনুমতি দিয়েছেন।

খ. জামায়াতের সাথে মেয়েদের নামায পড়ার ব্যাপারটি নিয়মিতভাবে চালু করেছেন। এমনকি মদীনার বাইরে শহরতলিতে পর্যন্ত এটা ছড়িয়েছেন। অর্থাৎ শুধুমাত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদের মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ থাকেনি।

গ. মেয়েদের মসজিদে আসার ব্যাপারে লোকদের মানা করতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন।

ঘ. মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার জন্য হাযির হতেন শ্রেষ্ঠ মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সাহাবীগণ। যেমন, আসমা বিনতে আবু বকর, উম্মুল ফযল, ফাতেমা বিনতে কায়েস, ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নব, উম্মে আবুদ দারদা, আতেকা বিনতে যায়েদ, উমর ইবনুল খাত্তাবের স্ত্রী এবং রাবী বিনতে মু'আবেয।

ঙ. মসজিদে মেয়েরা জামায়াতে এত বিপুল সংখ্যায় হাজির হতো যে, অধিকাংশ সময় পুরুষদের কাতারের পিছনে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরাই বেশী কাতার পূর্ণ করতো।

চ. মেয়েরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মসজিদে যেত। যেমন যে নামাযগুলোতে জোরে কেরাআত পড়া হতো (অর্থাৎ ফজর, মাগরিব ও এশা) জুমুয়ার নামায, নফল নামায, (কিয়ামুল লাইল) কুসুফের নামায, ইতিকাফ, ই'তিকাফ কারীর সাথে সাক্ষাত, অভিভাবক সহকারে সাধারণ সভায় যোগদান, হাবশীদের খেলাধূলা দেখা, মসজিদ পরিষ্কার করা ও মুমিন মেয়েদের সাথে সময় কাটানো।

আমরা মনে করি এই যুথিবদ্ধ পথ-নির্দেশিকাগুলো সংগতভাবে জামায়াতে হাজির হওয়ার সুবিধা থাকা অবস্থায় শয়নকক্ষে নামায পড়ার সাথে মেয়েদের নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষিত করে দেয়াকে সংশোধন করে দেবে। এর ফলে গৃহের কোনো কল্যাণও বিনষ্ট হবে না। মসজিদে জামায়াত অনুষ্ঠিত হবার সময় গৃহে মেয়েদের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার প্রকাশও এর মাধ্যমে ঘটবে। অধিকাংশ সময় মেয়েদের এটাই সাধারণ অবস্থা। এই বিশেষত্বটি মেয়েদের জিহাদের জন্য বাইরে যাওয়ার তুলনায় গৃহে অবস্থান

www.pathagar.com

ও সন্তান লালন-পালনকে প্রাধান্য দেবার বিশেষত্বটির সাথে সামঞ্জস্য রাখে। এটাই মেয়েদের জন্য এ ধরনের সুবিধা দেবার প্রয়োজন প্রমাণ করে। সাধারণভাবে মেয়েদের জীবনের কার্যকলাপের উপর এটাই প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তবে সেখানে মেয়েদের জীবনে এ ধরনের প্রয়োজন নেই, তাদের সাংসারিক কাজ কাম কম অথবা গৃহে তাদের জবাবদিহি করার ঝমেলাও নেই, সেখানে তারা আল্লাহর জন্য আত্মসমর্পিত হয়ে আল্লাহর কাছে সওয়াব লাভের ও শাহাদাতের প্রত্যাশা নিয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে বাইরে বের হতে পারে। নিচে আমরা দুটি হাদীস পেশ করছি। তার প্রথমটিতে মেয়েদের গৃহ তত্বাবধান করাকে যে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তার ব্যাখ্যা এসে যাবে এবং এই সাথে তাদের জিহাদে যাওয়ার বিষয়টিও সামঞ্জস্যশীল হয়ে উঠবে। অন্যদিকে দ্বিতীয় হাদীসটিতে শাহাদত লাভের প্রত্যাশায় মেয়েদের জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠবে।

প্রথম হাদীস : আবুল ইয়ালা ও বায্যার এটি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ মেয়েরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। তারা বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল! পুরুষরাতো আল্লাহর পথে জিহাদ করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে নিল। আল্লাহর পথে জিহাদের সমকক্ষ কি কাজ আমাদের জন্য রয়েছে? জবাব দিলেন ঃ

مهنة إحداكن في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله

"গৃহাভ্যন্তরে তোমাদের পরিশ্রম আল্লাহর পথে জিহাদকারী মুজাহিদদের কাজের সমকক্ষ হবে।"[৩৬]

দ্বিতীয় হাদীস ঃ ইমাম বুখারী "পুরুষ ও নারীদের জিহাদ করার ও শাহাদাত লাভের জন্য " অধ্যায়ে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ঃ

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের গৃহে গেলেন।... রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমালেন, তারপর জেগে উঠলেন। তখন তিনি হাসছিলেন, উম্মে হারাম বলেন, আমি বললাম ঃ "হে আল্লাহর রসূল! আপনি হাসছেন কেন?" জবাব দিলেন,"আমার উম্মতের কিছু লোককে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। তারা রাজকীয় জৌলুস নিয়ে এই সমূদ্রের বুকে জাহাজের আরোহী হয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন। (বর্ণনা কারী বলেন) অথবা রাজার মতো সিংহাসনে বসেছিল"। উম্মে হারাম বলেন, আমি বললাম ঃ "হে আল্লাহর রসূল! দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে তাদের মধ্যে শামিল করেন।" রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দোয়া করলেন।... তারপর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের শাসনামলে উম্মে হারাম (জিহাদের উদ্দেশ্যে জাহাজে চড়ে) সমূদ্র যাত্রা করেন এবং ফিরে আসার পর জাহাজ থেকে নামবার সময় তাঁর সওয়ারী পশুর পিঠ থেকে পড়ে নিহত হন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৭]

www.pathagar.com

যদি আমরা ধরে নেই, মেয়েরা যখন অবিমিশ্র নামাযের এরাদা করে, তখন শয়নকক্ষে নামায পড়া তাদের জন্য হয় উত্তম। কাজেই আমরা মনে করি যখন তারা উন্নতমানের সুদীর্ঘ কুরআন তিলাওয়াতকারী ইমামের পিছনে নামায পড়ার অথবা নামায শেষে জ্ঞানালোচনা কিংবা জুমুয়ার খুৎবা শূনার অথবা ভালো কাজে সহযোগীতা করার উদ্দেশ্যে মুমিন মেয়েদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করার সংকল্প করে-আর বিশেষ করে গর্ভ ধারণ, সন্তানকে দুধ পান করান, সন্তান পরিচর্যা ও গৃহকর্মের মতো কাজগুলোতে অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকার কারণে এ সৎ উদ্দেশ্য রহিত হয়ে যায়... এ অবস্থায় তারা উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলোর মধ্য থেকে যেটিকে সামনে রেখে জামায়াতে শামিল হয়, সেটিই তাদের জন্য ভাল ও উত্তম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন :

مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ

"যে ব্যক্তি কোনো জিনিষ অর্জন করার জন্য মসজিদে আসে সে তার অংশীদার হয়" (আবু;দাউদ)[৩৮] ইমাম মালেকও এর এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ পুরুষ ছাড়া যে জুমুয়ার নামাযে হাজির হতে চাইবে, সে যদি ফযিলত লাভের উদ্দেশ্যে হাজির হয়, তাহলে তার জন্য গোসল করা এবং জুমুয়ার অন্যান্য নিয়ম পালন করা জরুরী হয়ে পড়ে।[৩৯]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তিঃ

أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ

"ফরযগুলো ছাড়া গৃহে নামায পড়াই উত্তম নামায" (বুখারী ও মুসলিম)[৪০]

এ সত্বেও তিনি রমযান মাসে সাহাবাগণকে তাঁর সাথে রাতের পর রাত (তারাবীহের) নামাযের অনুমতি কেমন করে দিলেন। আমরা মনে করি, দীর্ঘ কিয়ামের মাধ্যমে কুরআন শুনে তাঁদেরকে শক্তিশালী করাই এর উদ্দেশ্য। তাদের সবাই কুরআনের হাফেযও ছিলেন না। যদি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর তারাবীহের নামায ফরয হয়ে যাওয়ার ভয় না করতেন, তাহলে তিনি তাদের সাথে মিলে নামায পড়তেন। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল এবং এই ভয় বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে সাহাবীগণ নারী ও পুরুষ একত্র হয়ে মসজিদে তারাবীহের নামায পড়তে থাকলেন। এভাবে একটি চমৎকার সুন্নতের উদ্ভব হলো, মুসলমানরা তা কার্যকর করতে থাকলো। এর উদ্দেশ্য ছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিযুক্ত হাফেয ইমামের পিছনে কুরআন শূনার ফযিলতের তাকিদ। ছোট ছেলে তার কওমের ইমামতি করতে পারতো যদি সে হতো তাদের মধ্যে সর্বাধিক কুরআন কণ্ঠস্থকারী। আমর ইবনে সালামাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আল্লাহর কসম আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে তোমাদের কাছে এসেছি সত্য নিয়ে। তিনি বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

« وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا » . فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّى ، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ ، سِنِينَ

"তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে কুরআন জানে, তারই তোমাদের ইমামতি করা উচিৎ। তারা খোঁজ খবর নিয়ে দেখলো, আমার চাইতে অধিক কুরআন জানা লোক আর কেহ নেই। কারণ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবার থেকে আগত কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করতাম (এবং এভাবে কুরআন শিখতাম)। তাই তারা ইমামতির জন্য আমাকে সামনে পেশ করে, অথচ তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ছয় বা সাত বছর।" বুখারী [৪১]

নামাযে কুরআন শুনার ফযিলত চিহ্নিত করার আগ্রহ ইতিমধ্যে বেড়ে গেছে। ইমাম আহমদ ও হাম্বলী ফকীহদের কয়েকজন এ ব্যাপারে ইজতিহাদ করেন এবং বলেনঃ "রমযান মাসে তারাবীহের নামাযে কোন মেয়ে কুরআন পাঠকারিণীর পিছনে দাড়িয়ে অশিক্ষিত পুরুষদের কুরআন পাঠ শুনা জায়েয"। এটি ইমাম আহমদের একটি বহুল প্রচলিত মত।"[৪১ক]

ইবনে কুদামাহ তাঁর মুগনী গ্রন্থে বলেন ঃ "আর সাধারণ ফকীহদের উক্তি অনুসারে কোন অবস্থায় মেয়েদের পিছনে দাড়িয়ে পুরুষদের কোন ফরয ও নফল নামায পড়া জায়েয নয়।... তবে আমাদের (অর্থাৎ হাম্বলীদের) কোনো কোনো ফকীহ বলেন ঃ তারাবীহে কোনো মেয়ে পুরুষদের ইমামতি করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষদের পিছনে দাড়াঁবে।"[৪২] আমরা মনে করি, তারাবীহের নামাযের পক্ষে উল্লিখিত ফকীহগণের উদ্ধৃত নস্ তথা কুরআন ও হাদীসের সমর্থন নারীর ইমামতিতে নামায পড়ার বৈধতা প্রমাণ করে, যদি সে পুরুষদের তুলনায় অধিক কুরআন হিফয্কারিণী হয়। আর তারাবীহের নামাযে দীর্ঘ কিরাত করাই ইসলামি শরীয়তের সঠিক পরিচিত রীতি।

সাত, মেয়েদের শয়নকক্ষে নামায পড়ার ফযিলত প্রসঙ্গে ইবনে হায্ম তার যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা যথার্থ প্রণিধানযোগ্য ঃ

"আমরা এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি। তাদের মসজিদে ও জামায়াতে গিয়ে নামায পড়াটাকে আমরা নামাযের অতিরিক্ত একটি কর্ম হিসেবে পেয়েছি। এটা তাদের অতি প্রত্যুষে ও রাতের আঁধারে হেঁটে চলা এবং মানুষের ভীর, মধ্যদিনের খর-তাপ, বৃষ্টি ও ঠান্ডার মধ্যে পথ চলার একটি কষ্ট। তাদের এ বাড়তি কর্মের ফযিলত যদি রহিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে দু'টি কারণের একটির প্রয়োজন কখনও পূর্ণ হবে না, এবং সে ক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় কারণ নেই। তাদের মসজিদে মুসল্লিদের সাথে নানায পড়া ঘরেও নামায পড়ার সমান হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের এই মসজিদে আসার কাজটি হবে অর্থহীন, বাতিল, লৌকিক, অসুবিধা ও ক্লেশে পরিপূর্ণ এবং এ ছাড়া এর মধ্যে আর কোনো

www.pathagar.com

যথার্থতা নেই। অথবা তাদের ঘরে নামায পড়ার তুলনায় মসজিদে মুসল্লিদের সাথে নামায পড়ায় যদি ফযিলতের অবনয়ন হয়ে থাকে, যেমন বিরোধীরা বলেন, তাহলে উল্লিখিত কাজটি পুরোপুরি হয়ে দাড়াবে একটি গুণাহ, ফযিলতের বিনষ্টকারী। যখন নামাযে এ ধরনের কাজের ফলে, যদি তা নিষিদ্ধ না হয়, ফযিলতের অবনমন হয় না। এবং এ ছাড়া কোনোটাই সম্ভব নয় আর তা ছাড়া এটা নামাযের মুস্তাহাব কাজগুলো পরিত্যাগ করার অধ্যায়ও নয়, সেক্ষেত্রে যদি সে তা করে তাহলে শুধুমাত্র পুরস্কারের অবনমন হতে পারে। কাজেই এ কাজ করলে গুণাহ হয় না। কিন্তু কাজটি না করাই ভালো। তবে যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যা তার নামায বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তার ফলে তার কিছু অর্জিত প্রতিদান নষ্ট হয়ে যায়, যে জন্য হয়তো সে কোনো কাজ করেনি। আবার তার কিছু কাজ বাজেয়াপ্ত হয়। এসব নিষিদ্ধ কাজ তাতে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া অন্য কিছু সম্ভব নয়। এই অপছন্দনীয় হবার বা বাজেয়াপ্তির পিছনে মূলত কোনো গুণাহ কাজ করছে না। বরং এর মধ্যে রয়েছে পুরস্কার ও প্রতিদান শূন্যতা এবং এর সঙ্গে বোঝার ভার। তবে একমাত্র হারাম হবার মধ্যেই রয়েছে গুণাহ এবং কর্ম বাজেয়াপ্তি। সারা দুনিয়ার মানুষ এ ব্যাপারেও একমত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমৃত্য তাঁর মসজিদে তাঁর সাথে নামায পড়তে মেয়েদেরকে মানা করেননি। তার পড়ে তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীনও মানা করেননি। এ কাজটি যে "মানসূখ" বা রহিত হয়নি তাও সঠিক। তাই নিসন্দেহে এটি একটি নেকীর কাজ, যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে এর স্বীকৃতি মূলক শব্দ শোনা যায়নি, এবং তিনি মেয়েদেরকে লাভ হবে না বরং ক্ষতি হবে এধরনের কোন কষ্টকর কাজের সাথে জড়িত করেও রেখে যাননি।"[৪৩]

সপ্তম যুক্তি

হাদীসে বলা হয়েছে : اِئْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

"মেয়েদের রাতের বেলায় মসজিদে আসার অনুমতি দাও" (বুখারী)[৪৪]

এরই ভিত্তিতে বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য হচ্ছে ঃ মেয়েদের মসজিদে যাওয়ার বিষয়টিকে রাতের সাথে বিশেষিত করে দেবার অর্থই হচ্ছে রাত তাদের জন্য বেশী পর্দার কাজ করে এবং তখন পুরুষেরা তাদেরকে দেখেনা।

এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাব হচ্ছে

১. ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা শব্দ ব্যবহার করে এ দিকে ঈঙ্গিত করেছেন যে, দিনের বেলা তারা তো মসজিদে যেতে মানা করেনা, তবে রাত যেহেতু স্বাভাবিক সন্দেহের ক্ষেত্র, তাই রাতের বেলা যেতে মানা করতো। এজন্যই আব্দুল্লাহ বিন উমরের পুত্র বলেন ঃ যদি বলা হয় রাতের বেলা শর্ত লাগাবার কারণে দিনের বেলা মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া বুঝায়, তাহলে একথা ঠিক নয়। কারণ জুমুয়ার নামায দিনের বেলা হয়। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে আমি বলবো, এতো বরং সমর্থনই পাওয়া যায়। কারণ রাতের

www.pathagar.com

আধার সন্দেহের ক্ষেত্র হলেও যখন রাতের বেলা মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তখন দিনের বেলা অনুমতিতো স্বাভাবিক ব্যাপার। কোনো কোনো হানাফী ফকীহ এ বিপরীত মত পোষণ করেছেন। তারা হাদীছের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন ঃ রাতের বেলা শর্ত এজন্য লাগানো হয়েছে যে, দুষ্কৃতিকারীরা এসময় তাদের দুষ্কর্মে মশগুল থাকে (ফলে তারা মেয়েদের উত্যক্ত করার সুযোগ পায়না)। অন্যদিকে দিনের বেলায় তারা চারদিকে ছড়িয়ে থাকে। এটা যদি সম্ভব হয় তাহলে রাতের বেলায়ই বরং তা সহজ। কারণ তখন সন্দেহের ক্ষেত্র আরো ঘনীভূত থাকে এবং দুস্কৃতিকারীরা রাতের বেলা প্রত্যেকেই তাদের লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। (কাজেই অনেকেই মেয়েদের উত্যক্ত করার সুযোগ পাবে)। অন্য দিকে দিনের আলো তাদের সবার সামনে উম্মুক্ত করে দিবে এবং তাদেরকে প্রকাশ্যে মেয়েদেরকে উত্যক্ত করতে বাধা দিবে। কারণ মানুষের বিপুল আনা-গোনা এবং তাদের চোখের সামনে একাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। ফলে এ থেকে তারা বিরত থাকবে।"[৪৫]

২. প্রবল মত এটাই যে, মেয়েরা বিপুল সংখায় রাতের নামাযে (ফজর, মাগরিব ও ইশা) মসজিদে যাবার অনুমতি চাচ্ছিল। যেহেতু এ নামাযগুলোতে উচ্চস্বরে কুরআন পড়া হয় এবং তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে কুরআন শুনতে চাচ্ছিল। নিচে আমি কতকগুলো হাদীস উদ্ধৃত করছি। এ গুলো এ বক্তব্যই সমর্থন করে ঃ

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মুমিন মেয়েরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফজরের নামাযে শামিল হতো" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৬]

উম্মুল ফযল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ... এ সূরাটি (ওয়াল মুরসালাতিল উরফা) আমি সর্বশেষ শুনি যখন তিনি মাগরিবের নামাযে এটি পাঠ করছিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৭]

"হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদিন ইশার নামায পড়তে রসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক বিলম্ব হলো। গভীর রাতের অন্ধকার ছেয়ে গেলো। এমনকি উমর (রা) বলে উঠলেন ঃ মেয়েরা তো ঘুমিয়ে পড়লো...।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪৮]

ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ" উমরের এক স্ত্রী ফজর ও ইশার নামায জামায়াতের সাথে মসজিদে পড়তেন।" (বুখারী)[৪৯]

অষ্টম যুক্তি

হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

www.pathagar.com

"নামাযের জামায়াতে পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হচ্ছে শেষের কাতার। আর মেয়েদের সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে শেষের কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হচ্ছে প্রথম কাতার। (মুসলিম)[৫০]

বিরুদ্ধবাদিরা এ হাদীসে তাদের রায়ের পক্ষে সমর্থন পাচ্ছেন। কারণ এতে মেয়েদেরকে পুরষদের কাতার হতে দূরে থাকতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এটা ঘটছে মসজিদে। আর মসজিদতো আল্লাহর ভীতির কেন্দ্র। পুরুষ ও নারীর অন্তর সেখানে মশগুল তাকে ইবাদতে। কাজেই মসজিদের বাইরে জীবন সংগ্রামে নারী ও পুরুষের যে কাজের ক্ষেত্র, তাতে নারীকে পুরুষ থেকে দূরে রাখাতো সর্বাধিক প্রয়োজন।

এর জবাবে আমাদের বক্তব্য

১. এ হাদীসে জামায়াতে নামায পড়ার বিশেষ নিয়ম কানুন বর্ণনা করা হয়েছে। নামাযের সমাবেশ অন্যান্য সমাবেশ থেকে আলাদা ধরনের। কাজেই যে সমাবেশ অংশগ্রহণকারীদের নৈকট্য সামনাসামনি হবার দাবী করে, তার জন্য এ হাদীস প্রযোজ্য নয়।

২. নির্ভেজাল এবাদতের জন্য অবশ্যই অন্তর আল্লাহর দিকে রুজু থাকা দরকার। দুনিয়ার সব কাজ থেকে তাকে বিমুক্ত হতে হবে। মনের মধ্যে বিভিন্ন রকম চিন্তা যেমন অনেক সময় এসে যায়, এই চিন্তার সাথে সংঘাত করে তাকেও দুরে সরিয়ে দিতে হবে। এই সঙ্গে অন্তর ইবাদত ও যিকিরের জন্য মুক্ত ও একাত্ম করতে হলে নারীদের পুরুষদের থেকে দূরে রাখতে হবে। এই অর্থে সারখাসী বলেছেন ঃ "এর কারণ হচ্ছে নামায মুনাজাতের মতোই, কাজেই কোনো প্রকার কামনা জাতীয় জিনিষ মনে ঠাই পেতে পারবে না। আর নারী নৈকট্য স্বভাবিক ভাবেই এ থেকে মুক্ত নয়।"[৫১]

৩. জামাতের সাথে নামায পড়ার সময় মেয়েদের থেকে দূরে থাকার মর্যাদাসংক্রন্ত বিশেষত্বই এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্য দিকে মেয়েরা যদি তাদের বাপ, ভাই বা অন্য কোনো মাহরামের সাথে জামায়াতে নামায পড়ে, তাহলে এক্ষেত্রে জামায়াতের সাথে তাদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ তখন তারা পুরুষের কাতারের পিছনে স্বতন্ত্র কাতারে দাড়ায়।

নবম যুক্তি

হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

(নামাযের মধ্যে যদি কোনো ভুল হয়) "পুরুষরা সুবহানাল্লাহ বলবে, আর মেয়েরা হাত দিয়ে হাতের উপর মারবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[৫২]

এ হাদীস থেকে বিরুদ্ধবাদীরা পুরুষরা যাতে নারীদের স্বর না শুনে এ জন্য তাদের উচ্চস্বর হারাম বা মাকরূহ হবার যুক্তি পেশ করে থাকেন।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে আমাদের জবাব

১. এখানে হাদীসে নামাজের আর একটি আদব বা নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র ও বিশেষ ভাবে নামাযের সাথেই সম্পর্কিত। কারণ নামায পড়ার সময় অন্ত রকে সব রকমের কাজ বা চিন্তা ভাবনা মুক্ত রাখতে হয়। ইমাম সারখাসীর উক্তি আগেই বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে তিনি বলেছেন ঃ নামায মুনাজাতের মতোই, কাজেই কোনো প্রকার কামনা জাতীয় জিনিষ মনে স্থান পাওয়া উচিত নয়।[৫৩]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন ঃ অর্থাৎ মেয়েদের সুবহানাল্লাহ বলতে মানা করার কারণ হচ্ছে এই যে, তাদের স্বরের মাধ্যমে ফিতনা সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে বলেই তাদেরকে নামাযে শর্তহীনভাবে স্বর নিম্নগামী করার হুকুম দেয়া হয়েছে।[৫৪] কুরআন মজীদ আমাদের নারী ও পুরুষদের মধ্যে কথা বলার আদব শিখিয়েছেন এ ভাবে ঃ

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ (٣٢)

"তোমরা পর পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমন ভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়।" (আহযাব ঃ ৩২) অর্থাৎ নারী ও পুরুষের মধ্যে কথা বলার নিয়ম হচ্ছে, নারী তার কথার মধ্যে গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব পুরোপুরি বজায় রাখবে এবং পুরুষরা শুনতে না পায় এমন ভাবে চাপা স্বরে কথা বলবে। এভাবে ফিতনা নিয়ন্ত্রণের জন্য শরীয়ত প্রণেতা একে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন ঃ সাধারণ অবস্থার একটি পর্যায়। এটি যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, "পর পুরুষের সাথে কথা বলার সময় কোমল কণ্ঠে কথা বলো না।" আর দ্বিতীয় পর্যায়টি হচ্ছে বিশেষ করে জামায়াতের সাথে নামায পড়া অবস্থায়। এটিই হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে সাধারণ ও বিশেষের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা উচিত।

২. মেয়েরা কিভাবে জীবনের সব ক্ষেত্রে ভাল কাজের ব্যাপারে পুরুষদের সাথে কথা বলবে তা সুন্নাত আমাদের শেখায়। (এ জন্য তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অনুচ্ছেদগুলোতে উদ্ধৃত নস্ তথা কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যগুলো দেখুন।)

দশম যুক্তি

হযরত আয়েশার (রা) উক্তি ঃ

لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللّٰهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ

(و في رواية مسلم : لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ) كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

"মেয়েরা এখন যেসব নতুন নতুন কার্যকলাপ করছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তা দেখতেন, তাহলে তিনি তাদেরকে মানা করতেন (মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ তিনি তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন) যেমন বনী ঈসরাইলের মেয়েদের নিষেধ করা হয়েছিল"। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫]

বিরুদ্ধবাদীরা এর সাহায্যে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ হবার যুক্তি পেশ করেন।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে আমাদের জবাব হচ্ছে

১. হযরত আয়েশা (রা) মেয়েদের সুগন্ধি ব্যবহার ও গয়না গাঁটি পরে বাইরে চলাফেরা দেখে তা অপছন্দ করেন এবং এ কারণে এ কথা বলেন। অর্থাৎ এ কথাগুলো তিনি অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ দমন ও সংযত করার উদ্দেশ্যেই বলেন। "মেয়েদের মসজিদে বিভিন্ন কাজে অংশ নিতে বাধা দিয়োনা" (মুসলিম)[৫৬] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উক্তি রহিত হয়ে যাবার সন্দেহ সৃষ্টি করা তার লক্ষ্য নয়।

তাছাড়া আমাদের শরীয়তের মূলনীতি হচ্ছে, কোনো একজন মানুষের কথায় তা মানসূখ বা রহিত হয়ে যায় না। সে মানুষটি জ্ঞান, দীনদারী ও নবী সাহচর্যের মর্যাদায় যত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হউক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। মুদাওনাতুল কুবরা গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ আমি জিজ্ঞেসা করলাম ঃ ইমাম মালেক কি মেয়েদের মসজিদে যাওয়া অপছন্দ করতেন? জবাব দিলেন ঃ তবে মসজিদে যাবার ব্যাপারে ইমাম মালেক বলতেন ঃ তাদের কখনও মসজিদে যেতে নিষেধ করো না।[৫৭]

হযরত আয়েশার উক্তি আনুমানিক একশত বছরে এবং মদীনাবাসীদের পরিচিত কর্মধারার যুক্তি অনুসারে ইমাম মালেক ছিলেন দারুল হিজরত তথা মদীনার ইমাম।

২. হযরত আয়েশার এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম চমৎকার বক্তব্য পেশ করেছেন। সেগুলো আমি এখানে তুলে ধরছিঃ

ইবনে হায্‌ম বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েরা নতুন নতুন কি সব কার্যকলাপ করছে তা দেখেননি। তাই সে গুলো মানা করেননি। কাজেই যখন তিনি মানা করেননি, তখন সেগুলো মানা করা বিদআত ও ভুল।... অবশ্য কোনো মেয়ে নতুন গর্হিত কাজ করেছেন এবং অন্য মেয়ে করেন নি। তাই বলে একজনের গর্হিত কাজের কারণে অন্য জন যে গর্হিত কাজ করেননি তাকে ভালো কাজ করা থেকে বিরত রাখা যেতে পারে না।... [৫৮]

ইবনে কুদামা বলেন ঃ "...রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতকে অবশ্যই সর্বাগ্রে মেনে চলতে হবে। তবে আয়েশা (রা)-এর উক্তি শুধুমাত্র যে গর্হিত কাজ করে তার সাথে সম্পর্কিত, অন্যের সাথে নয়। কাজেই যে গর্হিত কাজ করে তার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে যাওয়া মাকরূহ"।[৫৯] হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ "তাদের কেউ কেউ আয়েশার (রা) উক্তি থেকে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া শর্তহীনভাবে নিষিদ্ধ বলে যুক্তি পেশ করেছেন। এ ব্যাপারে দ্বিমত আছে। কারণ শর্ত যুক্ত হবার কারণে এখানে হুকুমের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আর শর্তটি এখানে পাওয়া যাচ্ছেনা। তার অনুমান ও ধারনার উপরই এর ভিত গড়ে উঠেছে। তাই তিনি বলেছেনঃ "যদি তিনি দেখতেন, তাহলে মানা করতেন।" এ কথা বলা যায় তিনি দেখেননি তাই তিনি মানা করেননি। এ অবস্থায় হযরত আয়েশার বক্তব্য থেকে যতই এ ধারনা পাওয়া যাক

www.pathagar.com

না কেন যে, তিনি যেন নিষেধাজ্ঞা দেখতে পাচ্ছিলেন, আসলে তিনি স্পষ্ট ভাবে নিষেধ না করা পর্যন্ত হুকুমটি জারীই থাকবে। তা ছাড়া আল্লাহ জানতেন তারা শীঘ্রই নতুন গর্হিত কাজ করবে অথচ তিনি তার নবীর কাছে তাদেরকে সেই কাজ করতে মানা করার জন্য ওহী করেননি। তাদের নতুন গর্হিত কাজের কারণে তাদের মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারটি নিষিদ্ধ হওয়া যদি অনিবার্য হয়, তাহলে বাজার ইত্যাদি অন্যান্য জায়গায় তাদের যাওয়া তো সর্বাগ্রে নিষিদ্ধ হবে। এ ছাড়া এ নতুন গর্হিত কাজ করছে কোনো কোনো মেয়ে, সব মেয়ে নয়। এ ক্ষেত্রে যদি মানা করতে হয়, তাহলে যারা গর্হিত কাজ করেছে তাদের মানা করা উচিত। এ পর্যায়ে সর্বোত্তম ফায়সালা হচ্ছে, যেখানে বিপর্যয়ের ভয় আছে সে দিকে দৃষ্টি রাখা এবং তা থেকে দূরে থাকা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদের খুশবু লাগিয়ে ও গয়না গাটি পরে বের হতে নিষেধ করার মাধ্যমে এ দিকেই ইশারা করেছেন।..."[৬০]

আব্দুল হামীদ ইবনে বাদীস বলেন ঃ "আর এটি অর্থাৎ আয়েশার বক্তব্য পূর্বোল্লিখিত বিষয় অর্থাৎ হাদীস বিরোধী নয়", যাতে বলা হয়েছে ঃ "তোমরা মেয়েদের মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না।" কারণ যে গর্হিত কাজে তারা লিপ্ত হয়েছে তা হচ্ছে খুশবু লাগানো ও গয়না গাটি পড়া। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এগুলো ব্যবহার করার ব্যাপারে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি তাদেরকে নিষেধ করেছেন বাইরে বের হবার সময় খুশবু লাগাতে। যদি কেউ দেখে তারা শর্ত ভঙ্গ করে গর্হিত কাজ করেছে তাহলে তাদেরকে অবশ্যই নিষেধ করবে, এমনকি এ নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য অপরিহার্য হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এই নিষিদ্ধ গর্হিত কাজ করার ফলে এটি তাঁর পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞাকে বাতিল করে দেয়নি "[৬১]

৩. যদি আয়েশা (রা) দেখতেন আমাদের আজকের যুগের মেয়েরা সেজেগুজে এবং তাদের সাথে যোগ দিয়ে অন্যরা বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে গিয়ে কি করছে, তাহলে তিনি তাদের গৃহের মধ্যে যেসব দুষ্কর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং যা তাদের বুদ্ধি ও হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিতেন। আর একমাত্র যে স্থানটিতে এখনো এ দুস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেনি সেটি হচ্ছে মসজিদ। কাজেই এ অবস্থায় তিনি কি মোটেই এ কথা বলতে ইতস্তত করতেন, "মেয়েরা কি করছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তা দেখতেন, তাহলে তিনি তাদের মসজিদে যাওয়াকে ওয়াজিব করে দিতেন" এটা এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে মেয়েদেরকে উৎসাহিত করা যায়, যেমন নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে এ ধরনের বক্তব্যের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এর ফলে কোনো কোনো সময় মেয়েরা ফিতনার পরিবেশ থেকে দূরে অবস্থান করে এবং পবিত্রতা এবং শালীনতা তাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনত ও তারা দ্বীনের গভীর তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়। আর এর ফলে তারা জোড়াতালি মার্কা জিনিষের পরিবর্তে লাভ করে দুর্লভ সম্পদ।

www.pathagar.com

একথা বলা যায় ঃ মূল লক্ষ্য এবং ওয়াজিব হচ্ছে দুষ্ট ও ক্ষতিকর দূর্ঘটনা রোধ করা এবং এ ভাবেই মহা কর্তৃত্বশালী আল্লাহর শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত রাখা যায়।

একাদশ যুক্তি

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস ঃ "আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! মেয়েদের উপর কি জিহাদ ফরয? জবাব দিলেন : হাঁ, মেয়েদের উপরও জিহাদ ফরয, তবে সে জিহাদে হত্যাকান্ড নেই। সেটি হচ্ছে হজ্জ ও ওমরা।" (ইবনে মাজাহ)[৬২]

নারী পুরুষের সাক্ষাত নিষিদ্ধ হবার দিকেই যে শরীয়তের প্রবণতা এ হাদীস থেকে বিরুদ্ধবাদীরা সে যুক্তিই পেশ করেন। জিহাদ বিরাট ফযিলতের কাজ হওয়া সত্ত্বেও মেয়েদেরকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে। এটা শুধু এজন্য করা হয়েছে যে, এর মাধ্যমে মেয়েরা সতর ঢাকার লক্ষ্য থেকে দূরে সরে এবং পুরুষের কাছে পৌছে যায়। এছাড়া তারা বলেন ঃ প্রথম দিকে জিহাদে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল প্রয়োজনের খাতিরে। তখন পুরুষরা ছিল সংখ্যায় কম।

এ ব্যাপারে আমাদের জবাব নিম্নরূপ ঃ

১. হাদীসে মূলত মেয়েদের জিহাদ ফরয না হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণটি হত্যাকান্ড। মেয়েদের স্বাভাবিক কোমলতা এ থেকে তাদেরকে দূরে সারিয়ে রাখে। তাই বলেন ঃ جهاد لا قتال فيه অর্থাৎ "এমন জিহাদ যাতে হত্যাকান্ড নেই" কিন্তু একথা বলেননি যে, "এমন জিহাদ যাতে অংশগ্রহণ করতে হবে না।" তারপর হজ্জ ও ওমরার ব্যাপারে বলা যায়, এ দুটি তো নারীর কাংখিত নিসংগতা বাড়িয়ে দেয় না। বরং হজ্জের ও ওমরাহর অনুষ্ঠান পালনের সময় মেয়েদের পুরুষদের সাথে সাক্ষাত ও মেলামেশি হয়ে যায়। এমনকি এমন ভিড়ের মধ্যে তাদের পড়তে হবে, যেমন জীবনের অন্য কোনো কর্মক্ষেত্রে পড়তে হয় না।

২. অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিহাদগুলোতে কিছু সংখ্যক মেয়ের অংশ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। অথচ বিপুল সংখ্যক বৃদ্ধ ও শিশু যারা জিহাদে অংশ গ্রহণের উপযুক্ত ছিল না তাদের পক্ষে এই মেয়েদের সেবা ও সাহায্যমুক্ত থাকা কি সম্ভব ছিল? আমরা যখন ধরে নিচ্ছি প্রথম দিকের যুদ্ধগুলোতে পুরুষদের সংখ্যা কম থাকার কারণে মেয়েদের অংশ গ্রহণের প্রয়োজন হয়েছিল, তখন পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে যেমন খাযবর ও হুনায়েনে তো পুরুষরা বিপুল সংখ্যায় পরিণত হয়েছিল, সে সময়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন হলো কেন? বুখারী ও মসলিম খয়বরের যুদ্ধে উম্মে সুলাইমের অংশগ্রহণের প্রয়োজন উপযোগিতা বর্ণনা করেছেন।[৬৩] ইমাম মুসলিম হুনায়েনের যুদ্ধে উম্মে সুলাইমের অংশগ্রহণ কথা উল্লেখ করেছেন।[৬৪]

ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাতুল কুবরায় পনের জন মহিলার অংশ গ্রহণের কথা বলেছেন।[৬৫] তাছাড়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়ার ভিত্তিতে

www.pathagar.com

আমীরে মুয়াবিয়ার যুগে উম্ম হারামের নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করার কি প্রয়োজন ছিল? অথচ তখন চতুর্দিকে ইসলামের বিজয় সুচিত হচ্ছিল এবং লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে অংশ গ্রহণ করছিল।[৬৬]

৩. জিহাদে মেয়েদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত হাদীসগুলোতে كان ও كنا শব্দ দুটি'র বার বার ব্যবহার জোরালো ভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, এ ব্যাপারটি নিয়মিত ঘটে চলছিল। এ জন্য ক্রিয়া পদের চলমান রূপ বর্ণনা করা হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ অব্দি কখনো মেয়েদের জিহাদে অংশ গ্রহণের ধারা শেষ হয়নি, সব সময়ে তা অব্যাহত ছিল। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ "রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সুলাইম ও কয়েকজন আনসার মহিলাকে সাথে নিয়ে জিহাদ করেছেন"। (মুসলিম)[৬৭] রাবী বিনতে মু'আওয়াজ থেকে বর্ণিত ঃ "আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে লড়াইয়ে অংশ নিতাম। আমরা মুজাহিদদের পানি পান করাতাম এবং তাদের সেবা করতাম"। (বুখারী)[৬৮]

৪. ইববে আব্বাস (রা) যখন নাজদাতুল খারেজীর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মেয়েদের জিহাদে অংশগ্রহণ করতে কিসে বাধ্য করেছিল, সে প্রয়োজন সম্পর্কে তিনি গাফেল হয়ে পড়েছিলেন? তিনি বলেছেন "তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করছো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি মেয়েদের জিহাদে শামিল করেছিলেন"? হাঁ, তিনি তাদের জিহাদে শামিল করেছিলেন। তাঁরা আহতদের শুশ্রুষা করেছিলেন এবং গণীমতের সম্পদ থেকেও তাদের দেয়া হয়েছিল। তবে তাদের জন্য কোন অংশ নির্ধারণ করেননি।" (মুসলিম)[৬৯]

মেয়েদের জিহাদে অংশগ্রহণ যদি প্রয়োজনের খাতিরে হতো, তাহলে ইবনে আব্বাস তা স্পষ্ট করে বলে দিতেন এবং সে বর্ণনাটি সেদিন নির্ধারিত হয়ে যেতো এবং লোকেরা বুঝতে পারতো যে, মেয়েদের জিহাদে অংশগ্রহণ করা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত নয়।

৫. ইবনে বাত্তাল ও ইবনে হাজার উভয়েই সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন ঃ "পুরুষের উপর জিহাদ যেমন ফরজ ছিল, মেয়েদের ঠিক তেমনি ফরজ ছিলনা এবং এর অর্থ এই নয় যে, এটা তাদের উপর হারাম ছিল বরং ছিল নফল দায়িত্ব।"

দ্বাদশ যুক্তি

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "নারী হচ্ছে গোপন অংশ, যখন সে বাইরে বের হয় শয়তান তাকে জন-সমক্ষে তুলে ধরে"। (বুখারী)[৭১]

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে আমাদের জবাব হচ্ছে

১. যদি তারা বলেন : প্রয়োজন ছাড়া মেয়েদের বাইরে বের হওয়া হারাম বা মাকরূহ, তাহলে আমরা বলবো : এটা কেমন করে হারাম বা মাকরূহ হতে পারে? কারণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদের নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ায় বাধা দিতে পুরুষদের নিষেধ করেছেন এ কথা জেনেও যে মসজিদে গিয়ে নামায পড়া প্রয়োজন বা তাদের চাহিদার অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যদি তারা বলেন প্রয়োজন ছাড়া তাদের বাইরে বের হওয়া উত্তম নয়, তাহলে আমরা বলবো এটা কেমন করে উত্তম নয়? কারণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে হারামের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন যেন আল্লাহ তাঁকে আল্লাহর পথে সামুদ্রিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সাথে যোগ দেবার তাওফীক দান করেন।[৭২] অন্য দিকে তার এ সামুদ্রিক যুদ্ধে যোগ দেয়াটা কোনো প্রয়োজন বা চাহিদার ভিত্তিতে ছিল না, বরং এটা ছিল আল্লাহর নৈকট্য লাভের ভিত্তিতে।

২. এটাই যখন প্রমাণিত যে, মেয়েদের প্রয়োজন, চাহিদা বা উন্নতির খাতিরে ঘরের বাইরে বের হওয়া মাকরূহ বা উত্তম ব্যবস্থার বিরোধী নয়, তখন এ হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয় কি? মেয়েদের গোপন হওয়া এবং শয়তান এ গোপনীয়তা ফাসঁ করে দেওয়ার মাঝখানে হাদীসটি সম্পর্ক জুড়ে দিচ্ছে। এভাবে এটি মেয়েরা যাতে তাদের সতর ঢাকার ব্যাপারে কমতি না করে, সে জন্য তাদের সতর্ক করে দিচ্ছে। (কাজেই তারা তাদের সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা শরীয়ত প্রণেতা যতটুকু উম্মুক্ত করার অনুমতি দিয়েছেন, তার বাইরে উম্মুক্ত করবে না। সুগন্ধি লাগাতে পারবে না এবং চলনে দ্রুত ও কণ্ঠে কৃত্রিম কোমলতা সৃষ্টি করতে পারবেনা)। এই সংগে এটি তাদেরকে এবং তাদের আশপাশে যেসব পুরুষ রয়েছে তাদেরকেও সতর্ক করে দিচ্ছে এই মর্মে যে, নারী পুরুষের দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে যে সুবিধা দেয়া হয়েছে, সে গুলোর ক্ষেত্রে যেন তারা বাড়াবাড়ী ও সীমা লঙ্ঘন না করে। এর ফলে নারীর গোপনীয়তা হেফাজত হবে, ফিতনা নির্মূল হবে এবং শয়তান বিতারিত ও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যাবে।

৩. অবশ্যই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য হাদীসে মেয়েদের বাইরে বের হওয়ার সাথে শয়তানের সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেনঃ إن المرأة تقبل في صورة الشيطان و تدبر في صورة الشيطان

"মেয়েরা যখন বাইরে বের হয়, তখন শয়তানের চেহারা ধারণ করে এবং যখন ফিরে যায়, তখনো শয়তানের চেহারা ধারণ করে"।[৭৩]

এখানে মেয়েরা সামনে আসা এবং ফিরে যাওয়ার ফিতনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই ফিতনা প্রতিরোধের জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা কেউ যখন কোনো মেয়েকে দেখবে, তখন নিজের স্ত্রীর কাছে

www.pathagar.com

চলে আসবে। এটিই হচ্ছে তখন তার মনের মধ্যে যা কিছু উদয় হয়েছে তার প্রতিবিধান" অর্থাৎ এর তাৎক্ষণিক প্রতিবিধান হচ্ছে আত্মসংযম ও দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ এবং তারপর নিজের স্ত্রীর কাছে চলে আসা। এভাবে সে নিজের চাহিদা পুরণ করতে এবং শয়তান ও তার প্ররোচনা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। এজন্য মেয়েদের গৃহকোণে আটকে থাকা এবং বাইরে বের না হওয়া এর কোনো প্রতিবিধান নয়। শত শত প্রমাণ এ বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে সামাজিক কাজকর্মে নারী পুরুষের একত্রে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে এ গ্রন্থের প্রথম দিকে আমি সেগুলো উদ্ধৃত করেছি।

৪. এ হাদীসটিতে মেয়েদের ফিতনা থেকে সতর্ক থাকার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যেমন অন্যান্য অনেক হাদীসে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির ফিতনা থেকে সতর্ক থাকার জন্য আমাদের বলা হয়েছে। এ ফিতনা হচেছ সাধারণ ফিতনা। ইবাদতের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ মানুষকে এর সম্মুখীন করেন। জীবন ক্ষেত্রে মুমিন ও নারীকে কঠোর পরিশ্রম করে উদ্যম সহকারে এগিয়ে যেতে হবে। তারা সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ লাভ করে এবং তাদের জীবন ক্ষেত্রে সমাবেশ ঘটে কল্যাণের। এ সময় তাদের জন্য ফিতনা থেকে সতর্ক থাকা জরুরী হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের জন্য যে সাফল্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা তারা লাভ করতে সক্ষম হয়।

৫. অন্য একটি হাদীসে এ হাদীস থেকে আরো কিছু কথা বাড়িয়ে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ "আর সে এভাবে গৃহকোণে বসে আল্লাহর বেশী নিকটবর্তী হবেনা"। এর মধ্যে মেয়েদের যে প্রেরণা রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, বাইরে বের হওয়ার পক্ষে প্রচুর সৎ উদ্দেশ্য সামনে না থাকলে মেয়েরা তাদের গৃহের কোণেই বসে থাকবে। আবশ্য প্রচুর সদুদ্দেশ্য একত্র হয়ে গেলে তখন তারা কল্যাণের লক্ষ্যেই বাইরে বের হবে।

ত্রয়োদশ যুক্তি

হাদীসে বলা হয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মেয়ে ফাতেমাকে (রা) বলেন ঃ

أي شيء خير للمرأة ؟ قالت : أن لا ترى رجلا ولا يراها فضمها إليه و قال : ذرية بعضها من بعضها .

"নারীর জন্য কি ভালো?" ফাতেমা (রা) জবাব দেন ঃ যেন সে কোনো পুরুষকে না দেখে এবং কোনো পুরুষও তাকে না দেখে।

এ জবাব শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাছে টেনে নেন এবং বলেন ঃ তাদের একজন অন্য জনের সন্তান"।[৭৮(ক)]

www.pathagar.com

এ হাদীস থেকে বিরোদ্ধবাদীদের কেউ কেউ এ যুক্তি পেশ করে থাকেন যে, মেয়েদের জন্য ঘরে বসে থাকাই ভালো। তারা মাত্র দুবার বাইরে বের হতে পারে। একবার পিতার গৃহ থেকে স্বামীর গৃহে এবং দ্বিতীয়বার স্বামীর গৃহ থেকে কবরে।

এ ব্যাপারে আমাদের জবাব হচ্ছে

১. এ হাদীসটির সনদ তথা বর্ণনা পরম্পরা অত্যন্ত দূর্বল। কাজেই একে দলীল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে না। হাফেজ ইরাকী এহইয়া ই-উলুমুদ্দীন গ্রন্থের হাদীসগুলো তাঁর যে গ্রন্থে সংকলন করেছেন, তাতে বলেছেন ঃ "বায্যার ও দারা কুতনী আলীর বর্ণিত হাদীস হিসেবে এটি ইফরাদে বর্ণনা করেছেন দুর্বল সনদের মাধ্যমে"[৭৫(খ)] মাজমাউল যাওয়ায়েদে তিনি অন্য একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে সম্পর্কে হাফেজ হাইসানী বলেনঃ বায্যার এটি রেওয়ায়েত করেছেন কিন্তু তার মধ্যে এমন রাবীও আছেন যার সম্পর্কে আমি জানি না।[৭৬ (ক)]

- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রা) এর স্ত্রী উম্মুল ফযল বিনতে হারেস স্বামীর প্রায় ১০ বছর আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি দূর্বল ইমানদারদের সাথে মক্কায় থেকে যান। তারপর মক্কা বিজয়ের পর স্বামীর সাথে মদীনায় চলে আসেন।
- উম্মে সুলাইম (রা), যাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন।
- উম্মে হারাম (রা), যার জন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পথে শাহাদাত লাভের দোয়া করেন।
- আসমা বিনতে উমাইস (রা), তিনি তিনজন আশারায়ে মুবাশশারাদের (জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ ব্যক্তি) স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা একের পর এক মারা যান। এদের মধ্যে জাফর ইবনে আবু তালেব (রা শাহাদাত লাভ করেন প্রথমে। তখন তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার ইন্তেকালের পর তিনি হযরত আলী ইবনে আবী তালেবকে (রা) বিবাহ করেন।
- আসমা বিনতে আবু বকর (রা) ছিলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী হযরত যুবাইরের (রা) স্ত্রী। তার স্বামী আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত।
- সঈরাতুল উসাইদিয়াহ (রা)। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

৩. ফাতেমা (রা) যে বিভিন্ন সময় ঘর থেকে বাইরে বের হয়েছেন হাদীস গ্রন্থগুলোতে এ সংক্রান্ত বহু হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। যদি বলা হয় ঃ তিনি পর্দাবৃত হয়ে বের হয়েছেন, ফলে পুরুষেরা তাকে দেখতে পায়নি, তাহলে বলবো তিনি তো পুরুষদের দেখেছেন। কুরআন ও হাদীসের কোনো কোনো বক্তব্যে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সাক্ষাতের কথা বলা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে এই জইফ (দূর্বল) হাদীসের বক্তব্যের সাথে কেমন করে এই নসগুলো তথা কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যকে একীভূত করা যায়?

www.pathagar.com

কুরআন ও হাদীসের নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলো অনুধাবন করুন :

আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (٦١)

"তোমাদের কাছে জ্ঞান এসে যাওয়ার পরে যে কেউ তোমাদের সাথে তর্ক করে। তাকে বলো ঃ এসো, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের মেয়েদেরকে ও তোমাদের মেয়েদেরকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে, তারপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যুকদের উপর দেই আল্লাহর লা'নত।" (আলে ইমরান ঃ ৬১)

ইবনে কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "তাকে... বলো ঃ এসো, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের মেয়েদেরকে ও তোমাদের মেয়েদেরকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে, অর্থাৎ হাজির করি "মুবাহেলা" তথা দু'পক্ষের পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করার জন্য।... পর দিন সকালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানের খৃস্টান পাদ্রীদেরকে খবর দেয়ার পর হাসান ও হুসাইনকে নিয়ে একটি কালো চাদর মুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসেন। ফাতেমাও লা'নত দেওয়ার জন্য তার পিছনে আসতে থাকেন। সেদিন তার ওখানে ছিলেন বহু মহিলা।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ "ফাতেমা হেঁটে আসতে লাগলো। তার হাটা ঠিক যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাটার মতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এসো মা, এসো, তারপর তাকে বসালেন তাঁর ডান দিকে" (বুখারী ও মুসলিম)[৭৭]

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হলেন সকাল বেলায়। তার গায়ে ছিল সেলাইবিহীন নকশাদার চাদর। সেটি ছিল কালো উলের তৈরী। হাসান ইবনে আলী এলো। তাকে চাদরের মধ্যে ঢোকালেন, তারপর হোসাইন এলো, সেও তাদের সাথে ঢুকলো, তারপর ফাতেমা এলো, তাকেও তার মধ্যে ঢোকালেন, তারপর আলী এলেন, তাকেও তার মধ্যে ঢোকালেন, তারপর বললেন ঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"হে নবী পরিবার! আল্লাহতো চান কেবল তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।" (মুসলিম)[৭৮]

www.pathagar.com

ওয়াসিলাহ ইবনূল আস্‌কা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আলীর খোঁজে এসেছিলাম, কিন্তু তাকে পেলাম না। ফাতেমা বললো ঃ তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেছেন তাকে ডেকে আনার জন্য। আপনি বসেন। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করলেন, আমিও তাদের সাথে প্রবেশ করলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ও হোসাইনকে ডাকলেন। এবং তাদেরকে বসালেন নিজের রানের উপর এবং ফাতেমাকে ও তার স্বামীকে তার কোলের কাছে। তারপর তার কাপড়টি তাদের উপর ছড়িয়ে দিলেন... বললেন ঃ "হে নবী পরিবার! আল্লাহতো চান কেবল তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে"।[৭৯]

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ হযরত ফাতেমাকে তাঁর কাছে পাঠালেন তাঁর কাছ থেকে অনুমতি আনতে। তখন তিনি আমার সাথে আমার চাদরের উপর এক পাশে ঠেশ দিয়ে অর্ধশায়িত ছিলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন...। " (মুসলিম)[৮০]

মিসওয়ার ইবনে মাখরামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আলী আবু জাহেলের মেয়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন, ফাতেমা তা শুনলেন, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন ঃ আপনার কওম মনে করে আপনি আপনার মেয়ের (স্বার্থহানীর) জন্য রাগ করবেন না।... " বুখারী ও মুসলিম)[৮১]

হাকেম আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতেমাকে আসতে দেখলেন, জিজ্ঞেসা করলেন ঃ কোথা থেকে আসছো? জবাব দিলেন ঃ রহম করেছে এই মুরদারের অধিকারীদের প্রতি তাদের মুরদাররা।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফন কাজ সম্পন্ন হবার পর ফাতেমা আলাইহা সালাম বললেন ঃ হে আনাস! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মাটি নিক্ষেপ করে কি তোমরা খুব আনন্দ পেলে?" (বুখারী)[৮৩]

আয়েশা থেকে বর্ণিত, ফাতেমা ও আব্বাস দুজন আবু বকরের কাছে এসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাদের প্রাপ্য মিরাস চাইতে লাগলেন... (বুখারী ও মুসলিম)[৮৪]

৪. হাদীস থেকে এ চিন্তার উদয় হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের উপর বিশেষ করে যে হিযাব ফরয করা হয়েছিল তা সাধারণ মেয়েদের জন্য ওয়াজিব না পছন্দনীয়? (আর এখানে যে হিযাব কাঙ্কিত সেটি হচ্ছে পুরুষের দৃষ্টি থেকে নারী সত্তার আড়ালে থাকা চিরন্তনভাবে গৃহমধ্যে অবস্থান করে বা খুব বড় রকমের প্রয়োজন ছাড়া গৃহের বাইরে না গিয়ে।) আর এই ওয়াজিব পছন্দনীয় হবার হুকুম দেয়া সঠিক নয়।

www.pathagar.com

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথেই হিজাব বিশেষ করে সম্পৃক্ত। এ সংক্রান্ত আলোচনায় শীঘ্রই এ বিষয়টি যথাযথভাবে খণ্ডন করা হবে। (এ উদ্দেশ্যে এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখুন।)

চতুর্দশ যুক্তি

ফাতেমা বিনতে কায়েস বর্ণিত হাদীস ঃ "আমর ইবনে হাফসের পিতা তাকে তিন তালাক দেয়। ফাতেমা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসেন এবং তাকে এ কথা জানান। তিনি বলেন ঃ "তার কাছে তোমার খোর-পোষ পাওনা নেই"? তাকে তিনি উম্মে শুরাইকের গৃহে ইদ্দত পালন করার হুকুম দেন। তারপর বলেন ঃ এ মেয়েটির কাছে আমার সাহাবীদের সর্বক্ষণ যাতায়াত আছে। বরং তুমি উম্মে মাকতুমের গৃহে ইদ্দত পালন করো কারণ সে অন্ধ। তার সামনে তোমার কাপড় চোপর রেখে চলাফেরা করতে পারবে।"[৮৫]

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ কারণ আমি অপছন্দ করি তোমার উড়নাটি কখনো গা থেকে পড়ে যাবে অথবা পায়ের গোছার উপর থেকে কখনও কাপড় সরে যাবে এবং তার ফলে লোকেরা তোমার শরীরের এমন কিছু জায়গা দেখে ফেলবে যা তোমার কাছে খারাপ লাগবে...।" (মুসলিম)[৮৬]

বিরুদ্ধবাদীরা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাতে লোকদের সাথে মেলা মেশা না হয়, সে জন্য ফাতেমাকে উম্মে শুরাইকের গৃহে ইদ্দত পালন করতে নিষেধ করেন।

এ ব্যাপারে আমাদের জবাব হচ্ছে

১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের সাথে দেখা সাক্ষাত থেকে দূরে রাখার জন্য ফাতেমাকে উম্মে শুরাইকের গৃহে ইদ্দত পালন করতে নিষেধ করেননি। কারণ সেখানে সর্বাবস্থায় মেলামেশা হতো উম্মে শুরাইক ও তার পরিবারের লোকদের সাথে মেহমানদের। এটাতো ফাতেমা ও উম্মে মাকতুমের মধ্যেও ঘটে। তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফাতেমা বিনতে কায়েসের প্রতি কোমলতা প্রদর্শনই ছিল উদ্দেশ্য। উম্মে মাকতুমের গৃহে তাকে সারা দিন দীর্ঘ কাপড় আবৃত হয়ে উড়না জড়িয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে না। কারণ উম্মে শুরাইকের গৃহে লোকদের যাওয়া-আসার শেষ হয়না। অপর দিকে উম্মে মাকতুমের গৃহে তার অবস্থা দেখুন। সেখানে গায়ে কাপড়-চোপড় কিছুটা হালকা করলে কেউ তা দেখছে না। কাজেই এখানে গায়ে কাপড়-চোপড় হালকা করার সাথে জড়িত। অর্থাৎ মুমিনদের জন্য সহজ করা হয়েছে এবং এ সহজ করেছেন দয়ার্দ্র-হৃদয় নবী নিজেই। আর একে তিনি পুরুষদের থেকে দূরে থাকার সাথে সম্পর্কিত করেননি।

২. উম্মে শুরাইকের মেহমানখানা ও বাসগৃহের মাঝখানে কোন অন্তরাল ছিলনা। নয়তো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও বলতেন না..." আমি পছন্দ করিনা

www.pathagar.com

তোমার গা থেকে কখনও উড়না পড়ে যাক এবং পায়ের গোছা থেকে কাপড় সরে যাক এবং লোকেরা তা দেখে ফেলুক, যা তুমি পছন্দ করো না...।" এভাবে সেটি এমন একটি গৃহ যেখানে মেয়েদের ও পুরুষদের মেলামেশা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ফাতেমা বিনতে কাইস এর পক্ষে উম্মে মাকতুমকে দেখায় কোনো ক্ষতি নেই, ক্ষতি হচেছ ফাতেমার পক্ষে সারাদিন কাপড় সামলে নিয়ে এবং একবোঝা কাপড় বহন করে চলা।

পঞ্চদশ যুক্তি

ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযল ইবনে আব্বাসকে কুরবাণীর দিন সওয়ারীর জানোয়ারের পিঠে নিজের পিছনে বসালেন ফযল ছিলেন একজন সুদর্শন ব্যক্তি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে কিছু মাসয়ালা-মাসায়েল বাতলে দেবার জন্য থামলেন। খাসয়াম গোত্রের একটি সুন্দরী মেয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করার জন্য এগিয়ে এলো। ফযল তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন এবং তার সৌন্দর্যে বিমোহিত হলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযলের দিকে তাকালেন। এ সময় ফযল মেয়েটিকে দেখছিলেন। নবী (সঃ) নিজ হাত খানা পেছনের দিকে নিয়ে গিয়ে ফযলের থুতনী ধরে মেয়েটির দিক থেকে তার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন।" (বুখারী মুসলিম)[৮৭]

বিরুদ্ধবাদীরা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেখানে ফযলের মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে দিতে হয়েছিল যাতে তিনি মেয়েটিকে দেখতে না পান, সেখানে কে সমাজ জীবনে মেয়ে-পুরুষের এক সাথে কাজ করার সময় মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকা যুবকের মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে? এ জন্যই নারী পুরুষের এক সাথে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

এ ব্যাপারে আমাদের জবাব

১. চোখের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা একটি সাধারণ নিয়ম। প্রত্যেক মুমিন নারী-পুরুষকে এর হুকুম দেয়া হয়েছে। একজন মুসলমান এই ইসলামি আদবটির অলংকারে নিজেকে ভূষিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। কখনও তার প্রবৃত্তি তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। তখন সে আল্লাকে স্মরণ করে। ইসতিগফার করে এবং তওবা করে আবার কখনও গাফলতিতে ডুবে যায়। তখন তার পাশের সাথীটি তাকে, স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার কখনও কামনা তাকে পরাস্ত করে অথবা স্মরণের বিষয়টি হারিয়ে বসে এবং এ অবস্থায় সে বারবার গুণাহগার হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর নিজ মেহেরবাণীতে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

২. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ফযলের মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন, তখন ফজলের মতো যাদের মুখ ও দিকে ফিরে ছিল তাদের মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন কে সেটা একবার চিন্তা করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর পিছনে সওয়ার ফযল ইবনে আব্বাস কি হজ্জ মওসুমের

www.pathagar.com

একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি শয়তানের প্ররোচনার শিকার হয়েছিলেন এবং নিষিদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন।

৩. অবশ্যই হজ্জ মওসূমকে সুকৃতির আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সময়ে মুসলিম সমাবেশে কোন প্রকার অনিষ্ট, জটিলতা ও ক্ষতিকর পরিণতি ছাড়াই নারী পুরুষের সাক্ষাত একটি সুস্পষ্ট রূপ নেয়। প্রচন্ড ভীড়ের মধ্যে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অস্থিরতার মধ্য দিয়েই সেখানে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। খাসয়াম গোত্র সংশ্লিষ্ট এ হাদীসটি নারী পুরুষের সাক্ষাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ভুলের প্রতি ইশারা করেছে। কিন্তু মেয়েরা সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও মুখ ঢেকে চলছে না এভুলের দিকে রসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন করে দৃষ্টি না দিয়ে পারলেন? বরং আমরা দেখছি তিনি উল্টো আরও বলছেন ঃ

"ইহরাম অবস্থায় মেয়েরা মুখে নেকাব ও হাতে দস্তনা পরবে না"। (বুখারী)[৮৮] এই ভূলের মধ্যে তিনি ঠিক তেমন কিছু দেখলেন না যা মেয়েদেরকে পুরুষদের সমাবেশ থেকে দূরে রাখতে পারে। এ কারণেই তিনি মেয়েদের তওয়াফের জন্য কোনো বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করেননি।

সবশেষে আমি বলবো ঃ সমাজ জীবনে নারী পুরষের একত্রে কাজ করা ও তাদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে যদি প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু করার বিষয়টি প্রবল হতো, তাহলে মহান আল্লাহ কখনও হজ্জের মতো একটি মুবারক মর্যাদাসম্পন্ন মওসুমে এভাবে নরী-পুরুষের একত্রে কাজ করার ও দেখা-সাক্ষাতের অনুমতি দিতেন না।

তিন : বিরুদ্ধবাদীদের কয়েকটি বক্তব্য পর্যালোচনা

প্রথম বক্তব্য

সতিত্ব একটি চরিত্র গুণ। দ্বীন ইসলাম একে উচ্চ মর্যাদা দান করেছে। কিন্তু জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ একত্রে কাজ করলে এই সতীত্ব আহত হয়।

এ ক্ষেত্রে আমাদের জবাব হচ্ছে

১. শরীয়ত প্রণেতা যতগুলো বিধান তৈরী করেছেন, তা মেয়েদের ঘরের বাইরে যাবার পোষাক সংক্রান্ত হউক বা জীবন ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে কাজের ব্যাপারে হোক সব ক্ষেত্রেই সতীত্ব ও চারিত্রিক শুচিতা প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। এ কথা বর্ণনা করার সময় লোকেরা ইতস্তত করে এবং তারা ভুলে যায় যে, চারিত্রিক শুচিতা প্রতিষ্ঠিত এ বিধানগুলো একাই যথেষ্ট নয়। কারণ দেহের সৌন্দর্য ও কামনাকে অপব্যবহার থেকে রক্ষা করার নামই চারিত্রিক শুচিতা। কিন্তু কাপড় বা ঘরের দেয়াল যা দিয়েই সতর বা পর্দা করা হউক না কেন, এ সংরক্ষণের জন্য তা যথেষ্ট নয়। সতর হচ্ছে একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান এবং সমস্ত উপাদানগুলোর প্রয়োজনীয়তার তুলনায় তার প্রয়োজনীয়তা কম নয়। চরিত্রের মূল ভিত্তি গড়ে উঠেছে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমানের উপর। ঈমান শূন্যে ঝুলন্ত কোন জিনিসের নাম নয় এবং সে মহাশূন্যে জীবন

www.pathagar.com

যাপনও করেনা। বুদ্ধিভিত্তিক ও অন্তরজগতে তার অধিবাস, শরীরে নয়। ইমানের অধিবাসের পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধির উন্নয়ন ও অন্তরের পরিশোধন, এ দুটি প্রক্রিয়া ঈমানকে শক্তিমন্ত করে। এই দৃষ্টিতে সচেতন বুদ্ধি, বিনীত অন্তকরণ ও পবিত্র আবৃত শরীরের ন্যায় উপাদানের মধ্যে স্থায়ী লাগাতার প্রতিক্রিয়া হতে থাকে। এটা হয় মুমিনের মানবিক প্রকৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে, কাজেই আমাদের দেখতে হবে কি ভাবে মেয়েদের চারিত্রিক সূচিতা সংরক্ষণের জন্য প্রবৃত্তির কামনা পরিত্যাগ না করে তাদের বিনীত হৃদয় ও সজাগ বুদ্ধিবৃত্তিকে রক্ষা করা যায়।

২. সচেতন বুদ্ধিবৃত্তি ও বিনীত হৃদয়বত্তা যেমন চারিত্রিক সূচিতা লাভে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি চারিত্রিক শুচিতা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচ্ছন্ন রাখতে, হৃদয়ে আনন্দ দান করতে এবং শারীরিক শক্তি যোগান দিতে সাহায্য করে। চারিত্রিক পবিত্রতার উপর এগুলো বাড়তি লাভ। এ যাবতীয় শক্তি তথা পরিচ্ছন্ন সচেতন বুদ্ধিবৃত্তি, তৃপ্তি ও নিশ্চিন্ত হৃদয়বত্তা এবং শক্তিশালী কাঠামো এগুলো সবই আল্লাহ বিজিত করে দিয়েছেন মুসলমানদের জন্য। পার্থিব জীবনে এ গুলোর চর্চা করে সে পৃথিবীকে পরিপূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন করবে। কাজেই মুমিনের বুত্তিবৃত্তি কেমন করে এটা অনুমোদন করবে যে, চারিত্রিক শুচিতা এ সমস্ত শক্তি থেকে ফল লাভ করবে, তারপর আমরা তাকে পরিত্যাগ করবো। এবং আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করবো না? কেউ হয়তো বলবেন গৃহাভ্যন্তরেও তো বিরাট কর্মক্ষেত্র রয়ে গেছে। সেখানেও তো শক্তিগুলোকে কাজে লাগানো যায়। কথাটি সত্য, তবে বাস্তবে এটা আদৌ কর্মক্ষেত্র নয়। কখনও গৃহকর্মে ও শরীর পরিচর্যায় মেয়েদের সবটুকু সময় ব্যয় হয়ে যায়। আবার কখনও হয়তো এ জন্য সামান্য সময় ব্যয় হয় এবং প্রায় পুরো সময়টা বেচেঁ থাকে। এ সময় তাদের হাতে কোন কাজ কর্ম থাকেনা। তারা নিজের কাদুঁনী গাইতে থাকে বরং অনেক ক্ষতিকর কথাবার্তা বলতে থাকে। অর্থাৎ যদি আমরা চারিত্রিক সূচিতা সংরক্ষণকারী শক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে মুসলিম সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত না করি এবং কোন প্রকার সৎ প্রবণতা ছাড়াই–মেয়েদের শুধুমাত্র গৃহকোণে আবদ্ধ রাখাকেই যথেষ্ট মনে করি, তাহলে আমরা এই উচ্চ চারিত্রিক গুণটিকে এমন একটি কষ্টদায়ক বৃক্ষে পরিণত করবো যা নির্বুদ্ধিতা ও হৃদয়হীনতা এবং শারিরিক আলস্য ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি করবে না। এ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

৩. সতীত্ব বা চারিত্রিক শুচিতা সর্বোৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণ। এটি মানবিক সত্তার মূল। চারিত্রিক শুচিতার ক্ষেত্রে তাই কোন প্রকার বাড়াবাড়ী বৈধ নয়। তবে গৃহকোণে আবদ্ধ থাকা এর একমাত্র প্রায়োগিক রূপ নয়। বরং মেয়েদের আশেপাশের পরিবেশ ও স্থান এ ব্যাপারে বহুতর কর্মক্ষেত্র নির্ণয় করে। শ্রেষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সাহাবীগণের জীবন থেকে আমরা এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি।

◆ সাহল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবু উসাইদ আসসাইদীর বিয়ে হলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদেরকে ওলীমার দাওয়াত দেন।

www.pathagar.com

তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রী উম্মে উসাইদ ছাড়া কেউ তাদের জন্য খাবার তৈরী ও পরিবেশন করেননি। তিনি একটি পাথরের বড় পেয়ালায় রাতের বেলায় খেজুর ভিজিয়ে রাখেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহার শেষ করলে তিনিই (নববধূ) তার শরবত তৈরী করেন এবং সেই তোহফা তাঁকে পান করান।[৮৯]

এ ঘটনার পর কি আমরা এ কথা বলা সংগত মনে করিনা যে নব পরিণীতা বধূ যখন বিয়ের মাহফিলে শালীনতা ও পবিত্রতা বজায় রেখে মেহমানের খেদমত করেন, তখন তিনি নিজের চারিত্রিক শুচিতা সংরক্ষণ করেন এবং যখন নিজ গৃহাভ্যন্তরে বসেন এবং নিজের সংগী ও সাথীদের সাথে বিভিন্ন বৈধ আনন্দ উল্লাস করেন, তখনও তার চারিত্রিক শুচিতা সংরক্ষণ করেন?

◆ আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :... রসূল ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবাইরকে যে ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের ছড়া বহন করে আনতাম। এ জমির দূরত্ব ছিল আমার বাড়ী থেকে প্রায় তিন মাইল। একদিন আমি মাথায় করে খেজুরের ছড়া বহন করে আনছিলাম, এমন সময় রসূল ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত হলো। তাঁর সাথে কয়েকজন আনসার ছিল। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং তার উটের পিছনে আমাকে বসাবার জন্য উটকে 'আখ'! 'আখ'! বললেন. যাতে সে বসে পড়ে এবং আমি তার পিঠে চরতে পারি, আমি পুরুষদের সাথে একত্রে বসে যেতে লজ্জাবোধ করলাম। আমার মনে পড়লো যুবাইরের আত্মমর্যাবোধের কথা। কারণ সে ছিল লোকদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন....। (বুখারী ও মুসলিম)[৯০]

এরপর কি আমরা একথা বলার অধিকার রাখি না যে, নারী যখন নিজের সাংসারিক প্রয়োজনের তাগিদে ঘরের বাইরে বের হয়, তখন সে পূর্ণভাবে তার চারিত্রিক শুচিতা সংরক্ষণ করে, যেমন করে যখন স্বামী বা খাদেম তার বাইরে বের হবার তাগিদ পূরণ করে এবং সে ঘরে বসে থাকে?

◆ হাফসা বিনতে সীরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ... "একবার এক মহিলা এলেন। তিনি বনী খালফের প্রাসাদে অবস্থান করলেন। আমি তার কাছে গেলাম। তিনি বললেন ঃ তার ভগ্নিপতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর তাঁর বোন নিজে স্বামীর সাথে ৬টি যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তার এ বোন বলেছিলেনঃ আমরা রুগ্নদের সেবা করতাম এবং আহতদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে মলম লাগিয়ে দিতাম।... (বুখারী)[৯১]

◆ রুবাই বিনতে মু'আওবিয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা মুজাহিদদের পানি পান করাতাম ও আহতদের সেবা করতাম এবং শহীদদের লাশ মদীনায় পৌছিয়ে দিতাম...। (বুখারী)[৯২ক]

www.pathagar.com

এরপর কি আমরা বলতে পারিনা মেয়েরা যখন শালীনতা ও পবিত্রতা সহকারে জিহাদে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল কাজে শরীক হয় তখন তারা নিজেদের চারিত্রিক সূচিতা পুরোপুরি সংরক্ষণ করে, যেমন সংরক্ষণ করে থাকে ঘরে বসে মুজাহিদদের জন্য কাপড় সেলাই করার সময়?

এ ভাবে এর বহুতর প্রায়োগিক রূপ দেখানো যায় এবং এরপরও মেয়েদের চারিত্রিক সুচিতা পুরো মাত্রায় বজায় থাকে।

দ্বিতীয় বক্তব্য

বিরুদ্ধবাদীরা বলেন ঃ মেয়েদের সাথে পুরুষদের দেখা-সাক্ষাত যদি জায়েয হয়ে থাকে, তাহলে তা হয় প্রয়োজন বা অপরিহার্যতার ক্ষেত্রে।

এ ব্যাপারে আমাদের জবাব হচ্ছে ঃ

১. যখন আমরা বলি নেহাত প্রয়োজন বা অপরিহার্যতার ক্ষেত্রে সাক্ষাত জায়েয, তখন তা হয় আনুষংগিকভাবে। আসলে তা হয় নিষিদ্ধ। আর প্রয়োজনের খাতিরে নিষিদ্ধ জিনিষও জায়েয হয়ে যায়। আর অপরিহার্য বিষয়াদিও প্রয়োজনের সমপর্যায়ে চলে আসে। এটা এমন একটি বর্ণনা যার সপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহের কোনো প্রমাণ নাই। বরং সুন্নাহ পুরোপুরি এর বিপক্ষে যায় যেমন তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম, ষষ্ট, সপ্তম ও অষ্টম অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

২. কেউ এ কথা বলতে পারেন, প্রয়োজন, অপরিহার্য বা উন্নয়নের স্বার্থে নারী পুরুষের দেখা সাক্ষাত সমর্থিত হতে পারে। কিন্তু এ অবস্থায় আমরা প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা ক্ষুণ্ন হবার ভয় করি। শরীয়ত যখন মানুষের পক্ষে সহজ করার জন্য বৈধতার বিধান দিয়েছে, তখন কখনো তা আসবে এবং তাকে আহবান করা হবে স্বতস্ফূর্তভাবে তার নিজস্ব লাভের কোনো নজির চিহ্নিত না করেই। অর্থাৎ বৈধতার কাজটি যে করে কেন করলো বা সে কেন করলো না তা জিজ্ঞেসা করা হবে না। সেটি হচ্ছে এমন কাজ যা আল্লাহ তার বান্দাকে তার নিজের সুবিধা মত করার সুযোগ দিয়েছেন। তাই বৈধ দেখা সাক্ষাতের ক্ষেত্রে অপরিহার্যতা বা প্রয়োজন চিহ্নিত হবার প্রশ্নই আসে না। এখানে প্রশ্ন থাকে শুধুমাত্র দেখা সাক্ষাতের বৈধতা বা অপরিহার্যতার বিধান বর্ণনা করা। গ্রামীণ সমাজে তো এই একত্রে কাজ করা ও দেখা সাক্ষাত হওয়াটা নিত্যকার ব্যাপার। এর কারণ গ্রামে মেয়েদের বেশী চলা ফেরা করতে, নানান তৎপরতায় জড়িত থাকতে ও বিভিন্ন ধরনের কাজের উদ্যোগ নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাদের একাকী বা নিসংগ থাকার সুযোগ খুব কমই আসে। কাজেই যেখানে এটাকে শরীয়ত বিরোধী কাজ বলার চেষ্টা কেউ করে না। ঠিক এই গ্রামীণ মেয়েদের মতো অবস্থা শহরের নারী শিক্ষায়তনগুলোর পরিচালকবৃন্দের, মেয়ে ডাক্তার ও নার্সদের। তারা এমন কাজের সাথে জড়িত যেখানে বিপুল সংখ্যক পুরুষের সাথে দেখা সাক্ষাত করতে হয়।

www.pathagar.com

৩. কখনো কখনো নারী-পুরুষ দেখা-সাক্ষাত নিষিদ্ধ বা মাকরূহ হওয়াই উচিত। অর্থাৎ যখন শরীয়তের নিয়ম-কানুন মেনে চলার পরিবেশ থাকে না। কিন্তু আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, একাকী নির্জনে সাক্ষাত নিষিদ্ধ বা মাকরূহ তখন, যখন কোনো ওয়াজিব বা বৈধ বিষয় মূলতবী হয়ে যায়। একই অবস্থা হয় যখন দেখা-সাক্ষাত বা একাকীত্বের কার্যকারণের প্রাচুর্য দেখা দেয় এবং একজন মুসলিম কার্যকারণের শক্তি অনুসারে তা এড়িয়ে চলতে পারে না। যদি এই কারণে ওয়াজিব হয় এবং একজন মুসলিম তা না করে, তাহলে সে হারাম পদক্ষেপ নিল। ওয়াজিব একাকীত্বের কার্যকারণের মধ্যে এমন কয়েকটি কাজ শামিল হয়ে যায়, যে ব্যাপারে পুরুষকে জানান দেয়া উচিত নয়, যেমন সাজগোজ ও সৌন্দর্য চর্চা করা, কাপড়-চোপড় আঁটসাট ও হ্রাস করা, খেলা করা ও হাসা।

অন্যদিকে বৈধ বা ওয়াজিব দেখা-সাক্ষাতের কার্যকারণের অন্তর্ভূক্ত হয় বিদ্যা শিক্ষা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে উপস্থিত হওয়া, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য করা। এভাবে বেচা কেনা এবং পুরুষ অসুস্থ বা অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় মেহমানদের খেদমত করাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। কাজেই একথা নিশ্চিত যে, জীবন যাপন সহজ করার ও জীবনের উচ্চতর প্রয়োজন ও কল্যাণ নির্ধারিত করার লক্ষ্যে মুসলিম সমাজে নারী পুরুষের একত্রে কাজ করার ও দেখা-সাক্ষাতের মূল্যমান প্রতিষ্ঠিত থাকা অপরিহার্য। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদে একত্রে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাতের কার্যকারণ সম্পর্কিত হাদীস প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে এর উল্লেখ করেছি। ঠিক তেমনি একাকী অবস্থায় একত্রে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাতের কার্যকারণের উপস্থিতিতে, যার কয়েকটিকে আমরা ইতিপূর্বে চিহ্নিত করেছি, মুসলিম সমাজের মধ্যে এজন্য মূল্যমান নির্ধারিত থাকা প্রয়োজন। তারপর শরীয়তের নিয়ম বিধান প্রয়োগ করার জন্য নারী পুরুষের দেখা সাক্ষাতের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এই ভারসাম্য বিস্তৃত জীবন ক্ষেত্রের সাথে সামাঞ্জস্য সীমানার মধ্যে অবস্থান করবে। এ অবস্থায় লম্বা কাপড় পড়া থেকে শুরু করে চলনে-বলনে মর্যাদা ও গাম্ভীর্য বজায় রাখা, স্থায়ী ভাবে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং ফিতনা ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সদা সতর্ক থাকার ক্ষেত্রে দেখা-সাক্ষাত বিশেষ করে নারীর জন্যই বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে। তবে মেলা-মেশা করা ও বিচ্ছিন্ন থাকার মূল্যমান নির্ধারিত করার বিষয়টি মুসলিম ব্যক্তি ও মুসলিম সমাজের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি -ব্যক্তিতে, সমাজে-সমাজে, এবং সময়ে- সময়ে তফাৎ আছে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে জীবন যাপনের ধাপেধাপে সহজীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং ধাপে-ধাপে শরীয়ত নির্ধারিত কল্যাণসমূহ অর্জন করা।

৪. নারী-পুরুষের সাক্ষাত ও বিচ্ছিন্নতার মূল্যবোধ যখন ইসলামের আদব তথা শিষ্টাচার ও ভদ্র আদব কায়দায় (Etiquette) পরিণত হয়, তখন তার হুকুম দেয়া হয়। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আমরা সাক্ষাতের আদব-কায়দা বর্ণনা করেছি।

www.pathagar.com

এখানে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা থাকার আদব কায়দা বর্ণনা করছি ঃ

ক. দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা এবং উঁকি দেওয়ার জন্য আসা যাওয়ার পথে জানালার পিছনে না দাঁড়ানো এবং বই পত্রে মূদ্রিত ছবির প্রতি দৃষ্টি না দেয়া।

খ. গালগল্প, কৌতুক ও রম্য কাহিনী এবং নির্লজ্জ যৌন উত্তেজক কাহিনী শোনার ব্যাপারে সংযম অবলম্বন করা।

গ. হিজাব তথা অন্তরাল থেকে কোমল ও আকর্ষণীয় স্বরে কথা না বলা।

ঘ. জেগে জেগে যৌন স্বপ্ন না দেখা।

ঙ. প্রত্যেকটি অস্বাভাবিক যৌন কর্ম থেকে নিজের যৌন অঙ্গের সংরক্ষণ করা, তা নিজের সাথে খেলাচ্ছলে হোক বা একই প্রজাতির কোনো ব্যক্তির সাথে হোক তাতে কিছু আসে যায় না।

৫. আমাদের বানোয়াট ধরনের সাক্ষাত ও বানোয়াট ধরনের বিচ্ছিন্নতা থেকে সতর্ক থাকা উচিত। এ দুটি সমান পর্যায়ভূক্ত।... কারণ বানোয়াট সাক্ষাতে রয়েছে প্রবৃত্তির কামনার জন্য হীনতম সন্তুষ্টি এবং বানোয়াট বিচ্ছিন্নতায়-তা স্থায়ী ও বৈধতা ছাড়াই হোক-রয়েছে প্রবৃত্তির কামনার জন্য এক ধরনের পরোক্ষ উত্তেজনা। তা উভয় পক্ষ থেকে অপ্রশংসনীয় চাপা উত্তেজনা ও প্রবল অনুভূতির বীজ বপণ করে। এর ফলে কঠিন হৃদরোগের আকারে আত্ম প্রকাশ করে। মহা জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ মানুষের জন্য একটি উদার করুণাদীপ্ত জীবন বিধান রচনা করেছেন, যা মুসলিম পুরুষ ও নারীর জন্য মানসিক দিক দিয়ে সমান ভাবে সন্তোষজনক।

৬. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন ঃ

رَحِمَ اللهُ عَبْدًا، قَالَ، فَغَنِمَ ، أو سَكَتَ، فَسَلِمَ .

"আল্লাহ তার সেই বান্দার প্রতি রহম করুন, যে কথা বলল, ফলে মূল্যবান সম্পদ লাভ করলো, অথবা নিরব রইল, ফলে নিরাপদ হয়ে গেল।" এ বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়, তার ভিত্তিতে আমরা বলবো ঃ আল্লাহ এমন পুরুষের প্রতি রহম করুন যে সাক্ষাত করলো মেয়েদের সাথে (সদুদ্দেশ্যে ও শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে), সে মূল্যবান সম্পদ লাভ করলো, অথবা (অবৈধ) সাক্ষাত থেকে দূরে থাকলো, সে নিরাপদ হয়ে গেল, আর এমন নারীর প্রতি আল্লাহ রহম করুন, যে পুরুষের সাথে কাজে শরীক হলো (সৎ কাজ ও শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে), সে মূল্যবান সম্পদ লাভ করলো, অথবা বিচ্ছিন্ন (অবৈধ) রইল কর্মক্ষেত্র থেকে, সে নিরাপদ হয়ে গেলো।

তৃতীয় বক্তব্য

বিরুদ্ধবাদীরা প্রশ্ন করে থাকেন নারী-পুরুষের মধ্যে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতের বিষয় আছে কি, যার লক্ষ্য হচ্ছে কল্যাণ লাভ?

www.pathagar.com

আমাদের জবাব হচ্ছে

১. বিরুদ্ধবাদিরা অবশ্যই এ ধরনের প্রশ্ন করার জন্য ক্ষমা লাভের যোগ্য। কারণ দুটি বিষয় তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। দুটিই প্রচণ্ড চাপের অধিকারী। তার একটি হলো, পূর্বসূরীদের থেকে পাওয়া ঐতিহ্য ও রসম-রেওয়াজ যা নারী পুরুষের পুরোপুরী আলাদা থাকা এবং গৃহের বাইরে জীবনের সমস্ত ময়দান থেকে নারীকে পুরোপুরি আলাদা রাখা ছাড়া আর কিছুই জানেনা। এমনকি মুসলিম নারীর প্রশংসা করে বলা হয় যে, তারা দুবার ছাড়া আর কখনও গৃহ ত্যাগ করেনা, একবার বাপ-মায়ের গৃহ ত্যাগ করে স্বামীগৃহে আসে, আর দ্বিতীয়বার স্বামীগৃহ ত্যাগ করে কবরে চলে যায়। তাই এ সমস্ত ঐতিহ্য নারীর চেহারা, কণ্ঠস্বর এবং নাম পর্যন্তও গভীর অন্তরালে ঠেলে দেয়। এ সমস্ত বিদআত এবং নারীর সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি।

আর অপরটি হলো ঃ অবাধ মেলামেশা। এর মধ্যে রয়েছে নির্লজ্জ, বেহায়াপনা যা পাশ্চাত্য সমাজের কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমাদের সমাজের কেউ কেউ অন্ধ অনুকরণ করে। এটি একটি মারাত্মক বিপর্যয় ও গোমরাহী এবং আল্লাহর শরীয়তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

একদিকে পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুসরণের প্রচন্ড চাপ এবং অন্য দিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার নির্লজ্জ বিপর্যয়, এ দুটি বিপরিতমুখীতার মাঝখানে অবস্থান করছে এসব অতি আগ্রহী হত- বিহ্বল লোকেরা। এটা যেন একটা শাখের করাত, আসতেও কাটে যেতেও কাটে। পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুসরণের ফলে মেয়েদের সম্পূর্ণরূপে পুরুষদের থেকে আলাদা রাখা হয়েছে, আবার পাশ্চাত্য সামাজিকতার আওতাধীনে ইসলামি সামাজিকতা থেকে বিচ্যুত হয়ে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা চলছে। অবশ্যই পূর্বসূরীদের অনুসরণ বাড়াবাড়ী এবং প্রগতিবাদিতার বিপর্যয়। এ দুটিই প্রত্যাখ্যাত কর্মনীতির অধীন বলে বিবেচিত হবে। এধরনের নীতি অবলম্বন করলে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রান্তিকতার শিকার হয়।

এই ক্ষতিকর নীতির প্রভাবকে এভাবে চিহ্নিত করা যায়, যেমন আমাদের প্রাচীন পন্থীরা বলেন ঃ নারীর প্রকৃতি ও তার ভূষণই হচ্ছে লজ্জা, সতীত্ব ও পবিত্রতা এবং এজন্য তাকে গৃহের মধ্যেই অবস্থান করতে হবে, গৃহের বাইরে আসা তার অস্তিত্ব ও প্রগতি সংরক্ষণের পরিপন্থী।

অন্যদিকে প্রগতিবাদীরা বলেন ঃ নারীর প্রকৃতি ও ভূষণ হচ্ছে তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা এবং এ জন্য সমাজ জীবনে তাকে পুরুষের সাথে অবাধে মেলামেশার সুযোগ দিতে হবে। তাহলেই তার সত্বা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে।

প্রাচীন পন্থীরা বলেন ঃ নারীর কর্মক্ষেত্র হচ্ছে গৃহের চৌহদ্দী। ছোট বা বড় যে কোনো কাজে সে বাইরে যেতে পারবে না। অন্যদিকে প্রগতিবাদীরা বলেন ঃ নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তারা পাশাপাশি কাজ করবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

এভাবে মুসলিম মিল্লাত বর্তমানে এক প্রান্তিকতা থেকে আরেক প্রান্তিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ নীতি পরিহার করছে। অথচ ইসলামি জীবন ব্যবস্থা এই সমতা ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতির জন্যই বৈশিষ্টময়।

২. এখানে অবশ্যই একটা ভালো বিকল্প আছে। এ ব্যবস্থাটি আমাদের প্রাচীনপন্থীদের বাড়াবাড়ি ও প্রগতিপন্থীদের বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করতে পারে এবং এই সংগে প্রত্যাখ্যাত বিপর্যয় কর্মনীতির আওতা থেকেও আমাদের বের করে আনতে সক্ষম হবে। যখন থেকে আল্লাহ মানুষকে পুরুষ ও নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন থেকে আল্লাহ মানুষকে হালালের সাথে সংযুক্ত করে হারাম থেকে রক্ষা করেছেন তখন থেকেই এ ব্যবস্থা দুনিয়ার বুকে বিরাজিত আছে। আল্লাহর কিতাব কুরআন মজিদে আমরা এ বিধান দেখি এবং রাত দিন তা পাঠ করে থাকি, যেখানে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দুটি মেয়ের সাথে সাক্ষাতের কথা বলা হয়েছে। তিনি কুয়া থেকে তাদের ভেড়ার পালকে পানি পান করাতে সাহায্য করেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (٢٣) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٤) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٥)

"সে মাদয়ানের কুপের কাছে পৌঁছে দেখলো, একদল লোক তাদের জানোয়ারদের পানি পান করাচ্ছে, এবং তাদের পিছনে দুটি মেয়ে তাদের পশুগুলোকে আগলে আছে। মূসা বললো ঃ তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বললো ঃ আমাদের জানোয়ারগুলোকে আমরা পানি পান করাতে পারি না যতক্ষণ রাখালেরা তাদের জানোয়ারগুলোকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ। মূসা তখন তাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করালো। তারপর সে ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে বললো ঃ হে আমার রব! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে আমি তার কাঙ্গাল। অতপর মেয়ে দুজনের একজন লাজনম্র ভঙ্গিতে তার কাছে এসে বললো, আমার আব্বা আপনাকে ডাকছেন, আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাবার পারিশ্রমিক আপনাকে দেবার জন্য। তারপর মূসা তার কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে, সে বললো ঃ ভয় করোনা, তুমি জালেম সম্প্রদায়ের নাগাল থেকে বাইরে চলে এসেছো।" (আল-কাসাস : ২৩-২৫)

www.pathagar.com

সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর সাথে সাবার রাণীর সাক্ষাতের প্রসঙ্গেও এ বিষয়টি পাওয়া যায়। তিনি তাকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার প্রতি দাওয়াত দেন।

আল্লাহ বলেন :

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٤)

"তাকে বলা হলো এ প্রাসাদে প্রবেশ করো। যখন সে তা দেখলো, সে তাকে একটি গভীর জলাশয় মনে করলো এবং তার উভয় পায়ের গোছা অনাবৃত করলো, সুলাইমান বললো ঃ এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত প্রাসাদ। সেই নারী বললো ঃ হে আমার রব! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছিলাম, আমি সুলাইমানের সাথে জগতসমূহের রব আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করছি" (আন্ নামল ঃ ৪৪)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে নারী ও পুরুষের একসাথে কাজ করার ও দেখা সাক্ষাতের যেসব ঘটনা ঘটেছিল, তার মধ্যেও এ বিষয়টি পাওয়া যায়। বুখারী ও মুসলিমে এ ধরনের প্রায় তিনশত ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

যথার্থই বিরুদ্ধবাদীরা ক্ষমা লাভের যোগ্য। কারণ পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুসরণকারীরা যে নীতি অবলম্বন করেছেন তা দেখে তারা হতাশা ও সংকীর্ণতার শিকার হয়েছেন। ফলে তারা সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করে পাশ্চাত্যের আপাত চোখ ঝলসানো সভ্যতার পিছনে ছুটে চলেছেন রাতের আঁধারে। অর্থাৎ তারা একটি অন্ধ অনুসৃতির শিকল কেটে আর একটি অন্ধ অনুসৃতির শিকল গলায় পড়ে নিয়েছেন। কিন্তু আফসোস! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমেই যে সঠিক পথ নির্দেশনা দিয়েছেন, সেদিকে ফিরে আসার তৌফিক তাদের হয়নি।

৩. অধ্যাপক মালেক ইবনে নবী রাহেমাল্লাহু ইতিপূর্বে যে রোগ নির্দেশ করেছেন আমরা সে দিকে একটু নিজেদের দৃষ্টি ফিরাতে চাই। অর্থাৎ অনায়াসলব্ধ প্রাচুর্য ও অসম্ভাব্যতার ফলে সৃষ্ট মনোবিকার। এ রোগের শাস্তি হচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত প্রাচুর্য ও পরিপূর্ণ অসম্ভাব্যতা-এ দু'য়ের মধ্যে অবস্থান। এ যেন সম্ভাব্য কষ্টের হাত হতে বাচোঁয়া নেই। এ রোগাক্রান্ত ও রোগে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা দেখতে পায় তাদের ক্ষমতা-ইখতিয়ার পূর্বসূরীদের সুস্পষ্ট অন্ধ অনুসরণ নির্ভর এবং সৎ লোকদের জন্য তা সহজ। অন্যদিকে তা পাশ্চাত্যের সুস্পষ্ট অন্ধ অনুকরণ নির্ভর এবং প্রগতিবাদীদের জন্য সহজ। যখন তাদের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাদের ভূমিকা ও নীতি বর্ণনা করা হয়, তখনা তারা তাকে অসম্ভব মনে করে। অর্থাৎ এ থেকে তারা বুঝাতে চায়, আল্লাহর হিদায়েত ও নবীর সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যশীল করে আমাদের আধুনিক জীবন

www.pathagar.com

ধারা গড়ে তোলার কোনো উপায় নেই। আমরা আশা করি, আল্লাহ আমাদের এ রোগ থেকে মুক্ত করবেন এবং অনেক কষ্টসাধ্য হলেও আমাদের জীবনের কর্মকান্ডকে আল্লাহর হিদায়েতের সাথে সামঞ্জস্যশীল করবেন।

তবে এ জন্য প্রথমত আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন, দ্বিতীয়ত প্রয়োজন সংস্কারবাদী ও পুংখানুপুংখ অনুসন্ধানকীদের উদ্যোগ। তৃতীয়তঃ মুসলমানদের হিম্মত ও সুদৃঢ় সংকল্প। এ জন্য অবশ্যই ভালো বিকল্পের প্রয়োজন এবং নিছক নারী-পুরুষের ক্ষতিকর গভীর মেলামেশা থেকে দূরে থাকা যথেষ্ট নয়। শুকনো খড় কুটোর মধ্যে আগুন যেমন হু-হু করে ছড়িয়ে পড়ে তা আমাদের সমাজে ঠিক তেমনিভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন লোকেরা বলে থাকে। এর কারণ যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ জীবন এবং মানুষের সাথে সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ ও যোগাযোগই সমকালীন জীবনের দাবী। অন্য দিকে অতি আগ্রহীরা যখন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় না এবং সৎ বিকল্প তথা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যমুখী সাক্ষাতকে এগিয়ে দেয় না অর্থাৎ সত্যপ্রিয় মুসলিমের পক্ষে যে সত্যনিষ্ঠার আদর্শ অনুসরণ করা সম্ভব তা অনুসরণ করে না, তখন স্থানচ্যুতকারী প্রচণ্ড বেগবান ঝড়-ঝন্‌ঝাই প্রভাব বিস্তার করে।

৪. শায়েখ নাসের উদ্দীন আলবাণী তাঁর "হিজাবুল মারআতিল মুসলিমা" (মুসলিম নারীর পর্দা) গ্রন্থের ভূমিকায় মেয়েদের চেহারা অনাবৃত রাখার বৈধতা সম্পর্কে যে কথা লিখেছেন আমরা এই অতি আগ্রহীদের শুধু এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন ঃ "আল্লাহই এ ব্যাপারে সুরক্ষা করবেন, তবে আমার দৃষ্টিতে যা সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যদিও এ যুগে মেয়েদের মধ্যে সেজে-গুজে চেহারার সৌন্দর্য দেখিয়ে বেড়াবার প্রবণতা বেড়ে গেছে এবং এ জন্য আমি অত্যন্ত বেদনাক্লিষ্ট ও মর্মাহত, আসলে এভাবে তারা অগ্নি শয্যায় আরাম করতে চাচ্ছে, তবুও মহান আল্লাহ তাদের চেহারার যে অংশটুকু অনাবৃত রাখার অনুমতি দিয়েছেন আল্লাহ ও তার রাসুলের হুকুম ছাড়াই সে অংশটুকু ঢেকে রাখার মধ্যে আমি এর প্রতিষেধক দেখি না বরং শরীয়তের আইন ও ক্রমধারা এবং তার কোনো কোনো নীতি হচ্ছে যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "يسروا و لا تعسروا " [সহজ করো, কঠিন করো না।] এটিই হচ্ছে যথার্থ প্রশিক্ষণ নীতি। মুসলিম মিল্লাতের ফকীহগণ ও নেতৃবৃন্দের কর্তব্য হচ্ছে মেয়েদের প্রতি কোমল ও সদয় ব্যবহার করা, কঠোর ব্যবহার না করা এবং যে ব্যাপারে আল্লাহ তাদেরকে সহজ সুযোগ দিয়েছেন, সে ব্যাপারটি তাদের জন্য সহজ করে দেয়া।"[৯২গ]

মানুষের কোমল ও সদয় ব্যবহার এবং যে ব্যাপারে আল্লাহ সহজ সুযোগ দিয়েছেন, সে ব্যাপারটি সহজ করা, এটিই হচ্ছে ভালো বিকল্প ব্যবস্থা। কার্যত এই বিকল্প ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হওয়া উচিত। তাহলে লোকেরা এটাকে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করবে। সমাজে যখন অবাধ মেলামেশার নির্লজ্জ মহড়া চলে, তখন এ ধরনের ব্যবস্থা তার জন্য কল্যাণকর হয়। বিশেষ করে যারা সৎ প্রবণ এবং সৎ ও সরল জীবন যাপন করতে চায়, তাদের জন্য এছাড়া গত্যন্তর নেই।

www.pathagar.com

আমরা মনে করি, যারা প্রাচীন ঐতিহ্যের অন্ধ অনুসরণের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেননি তারা সবাই পাশ্চাত্যের ফ্রয়েডীয় যৌন দর্শনের ধারক বাহক। তবে যারা পবিত্র দ্বীন আদর্শের ধারক বাহক তাদের অধিকাংশই স্রোতের মুখে অসহায় এবং কোনো সাহায্যকারী ও উদ্ধারকারীর মুখাপেক্ষী। তারপর যে সংরক্ষিত সমাজ কেবলমাত্র পূর্বসুরীদের ঐতিহ্যপ্রীতির শক্তিতে বলীয়ান হয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আধুনিকতাকে অস্বীকার করে এই বিকল্প সৎ ব্যাবস্থা তার জন্য কল্যাণকর হয় এবং পাশ্চাত্যবাদিতার এই বেগবান স্রোতকে স্তব্দ করে দেয়ার জন্য এ পদ্ধতির ব্যবহার বহু নগরে জনপদে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে এবং সেখানে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ জন্য নতুন পদক্ষেপ ও নতুন নীতি অবলম্বন প্রয়োজন। এ নীতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়েত নির্ভর হতে হবে এবং সংগ্রাম ও প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে শক্তি অর্জন করবে। সংরক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় যখন এ নীতির প্রকাশ ঘটবে, তখন তা পাশ্চাত্য-প্রেমিকদেরকে তাদের সর্বনাশা পথ থেকে সরিয়ে আনার দায়ভার গ্রহণ করবে।

৫. অতি আগ্রহীদের উদ্দেশ্যে বলবো ঃ সমাজ অঙ্গনে যখন নারী-পুরুষকে একত্রে কাজ করতে দেখেন, তখন আমাদের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, সেই দৃষ্টিতে দেখা ছাড়া এর সঠিক অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবেনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থায় বলেছেন ঃ إنما النساء شقائق الرجال "মেয়েরা পুরুষদের বোন" (আবু দাউদ)[৯৩]

নারীও একজন মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ। তার সাথে পুরুষের সম্পর্ক কেবলমাত্র যৌন কামনা বাসনার সম্পর্ক নয়, বরং একজন মানুষের সাথে আর একজন মানুষের সম্পর্কের মতো। তারা এক সাথে জীবন যাপন করে। চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি এবং উন্নত জীবন যাপনের উপাদানের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ফারাক নেই। জীবনের বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাথে তারা জড়িত। এই একত্রে জীবন যাপন যখন বিপরীত লিঙ্গের প্রতি প্রকৃতিগত আকর্ষণে উদ্বুদ্ধ হয়, তখন শরীয়ত প্রণেতা এই ধরনের আকর্ষণ ও ঝোক-প্রবণতা যাতে বিপথগামী না হয়, সে জন্য সম্মানজনক অপরিহার্য নীতি প্রণয়ন করেছেন এবং জীবনকে আবদ্ধ করেছেন একটি পবিত্র বন্ধনে।

৬. সমস্ত বিষয়ের সার-সংক্ষেপ হলো, এই পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুসৃতির ফলে নারী নির্যাতিত হয়েছে এবং সমাজ জীবনে একত্রে কাজ করা থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আর এ সমস্ত করা হয়েছে ইসলামের নামে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এগুলো ইসলামের উপর উৎপীড়ন এবং শরীয়তের বহু সুযোগ-সুবিধা বিনষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

হতে পারে শরীয়ত নারী-পুরুষকে একত্রে কাজ করার যে বৈধ ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে এ দূর্বলতা সে ক্ষেত্রে বিরাজিত ছিল। এই একত্রে কাজ করার জন্য যে শরীয়তসম্মত আনুগত্যের বিধান রয়েছে, তা কখনো মানুষের শরীয়ত বিরোধী আনুগত্যের পথে পা বাড়াবার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আবার কখনো বিশৃংখল শরয়ী নীতির দিকে এগিয়ে যাবার কারণ হয়েছে। এটা হয়েছে একদিকে প্রয়োজনের চাপে আবার অন্য দিকে চিন্তার বিপর্যয়ের কারণে। এখান থেকেই শরীয়তের বিধান গ্রহণে উৎসাহিত হওয়া এবং তাকে নারী-পুরুষের একত্রে কাজ করার মূল্যমানের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা উচিৎ। এভাবে একত্রে কাজ করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান ও মীমাংসা লাভ করা যায়।

চতুর্থ বক্তব্য

বলা হয়, পুরুষ ও নারীর প্রকৃতিই এমন যে, তারা একত্র হলেই তাদের মধ্যে আকর্ষণ, প্রেম, ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং কথা পরস্পরে মানসিক প্রশান্তি লাভ করার প্রবণতা দেখা দেয়।

অনেক জিনিস অন্য জিনিসকে আকর্ষণ করে। কাজেই এ পথ বন্ধ করলে এবং কঠোরতার পথ অবলম্বন করলেই ফিতনার দরোজা বন্ধ হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাব হচ্ছে :

১. বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য সঠিক এতে সন্দেহ নেই। যথার্থই পুরুষ প্রকৃতগতভাবে নারী সংগ পেলে উভয়ের মধ্যে একটা পারস্পরিক আকর্ষণ, মানসিক যোগাযোগ এবং কথা বলে আরাম ও আনন্দ ভোগ করার ভাব ও প্রবণতা জাগে। এটা একটা নির্ধারিত বিষয় যে, জন্মগতভাবে প্রত্যেকটি নারী ও পুরুষের প্রকৃতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা আকর্ষণ, প্রীতিভাব এবং কথা-বার্তা ও আলাপচারিতার মাধ্যমে আনন্দ লাভের ভাব সক্রিয় রয়েছে। এই যখন অবস্থা, তখন কেন আল্লাহ নারী ও পুরুষকে সমাজ জীবনের সাধারণ ও বিশেষ নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে এক সাথে কাজ করার বিধান দিয়েছেন ও ক্ষেত্র তৈরী করেছেন? (তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম অনুচ্ছেদে দেখুন) অবশ্যই এর মধ্যে রয়েছে গভীর ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান।

২. একটি মেয়ে ও একটি পুরুষের মধ্যে দেখা সাক্ষাত হলে তাদের মধ্যে স্বতস্ফুর্তভাবে একটু আকর্ষণ, প্রীতিভাব ও কথা বলে আনন্দ অনুভব করার মত ব্যাপার ঘটবে। এটা স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বেচ্ছাকৃতভাবে এটা ঘটবে। আল্লাহ মানুষের জন্য এ ব্যবস্থা করেছেন এবং তাকে এ পরীক্ষার মুখোমুখী করেছেন। তারপর তাদের কেউই যখন আকর্ষণ, প্রীতি ও দেখা-সাক্ষাতের কার্যক্রমকে সচেতনভাবে প্রলম্বিত করছেনা বরং যে অর্থপূর্ণ কাজের উদ্দেশ্যে তারা একত্রিত হচ্ছে তাই তাদের ব্যস্ত রাখছে, তখন একজন মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য কোনো ক্ষতির কারণ নেই। তবে তাদের চেতনাকে সংযত করতে হবে এবং একত্রে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

www.pathagar.com

৩. প্রথম সাক্ষাতে যে স্বতস্ফূর্ত আকর্ষণ ও প্রীতির কথা বলা হয়, তারপর সচেতনতার সাথে যে সংযত এবং সাক্ষাতের উদ্দেশ্য স্থির করার মাধ্যমে যে কর্মব্যস্থতার লক্ষ্যে পৌছানো হয়, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে প্রথম দর্শনের মতো এবং তারপর সচেতন অনুমোদনের মাধ্যমে যা উৎপন্ন হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন ঃ জনৈক সাহাবী হঠাৎ কোনো মেয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বললেন ঃ اصرف بصرك "তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও"[৯৩(ক)] এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন ঃ

النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ

অর্থাৎ "প্রথম দৃষ্টিটা তোমার জন্য, দ্বিতীয়টা নয়"।[৯৩খ]

এভাবেই আল্লাহ নারী পুরুষের জন্য এ ব্যবস্থা করেছেন। ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে তাদের পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। নারীর সতর ঢাকা অপরিহার্য করার মাধ্যমে তার সামনে সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেননি। এভাবেই তাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন এবং তাদেরকে দেখা-সাক্ষাতের সময় সচেতন ক্ষণস্থায়ী প্রীতির পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। একত্রে কাজ করা এবং দেখা-সাক্ষাত নিষিদ্ধ করে সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেননি। অবশ্য আমরা এ কথা ভুলিনি যে বিজ্ঞানময় শরীয়ত এই পরীক্ষার অন্তরালে মূলত মুমিন নারী ও পুরুষের জীবনধারাকে সহজ করতে চায়। এভাবে শরীয়তের কল্যাণময়তা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং পৃথিবীতে মানুষের জীবন পূর্ণতর ও পবিত্রতর রূপ লাভ করবে।

৪. কঠোরভাবে ফিতনার দরজা বন্ধ ও বিপর্যয়ের পথরোধ করার যে কথা বলা হয়ে থাকে, সে বিষয়ে আমরা আশা করি প্রিয় পাঠকগণ এ বইয়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা পাবেন। সেখানে বিপর্যয়ের পথ রোধ করতে গিয়ে যে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, সে ব্যাপারে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সাথে আমরা ইবনূল আরাবীর কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি তার কিতাবুল আহকাম গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "প্রত্যেকটি আশংকাজনক ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে তাঁর আমানতের সঠিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন। সে ব্যাপারে তিনি এ কথা বলেননি যে, এ ব্যাপারে তো তাকে মানা করা হয়েছিল অথচ সে এ ব্যাপারে নাক গলানোর জন্য কৌশল অবলম্বন করেছে।[৯৩.গ]

৫. বিরুদ্ধবাদীরা নারী ও পুরুষের মধ্যে সাধারণ আকর্ষণ ও প্রীতির ক্ষেত্রে যে পরস্পর বিরোধী নীতি অবলম্বন করেছেন, সে কথাটি আমি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ যামানা বিগড়ে গেছে, মানুষের স্বভাব চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তালাক দেবার এবং একাধিত বিয়ে করার ব্যাপারে লোকেরা বাড়াবাড়ি করছে। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ তালাক ও একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত অথবা এব্যাপারে শর্ত আরোপ করা ও শক্ত বাধন দেয়া উচিত। তখন

www.pathagar.com

তারা বলেনঃ আল্লাহ যা যায়েয ও হালাল করেছেন তা কেমন করে আমরা হারাম ও নিষিদ্ধ করবো? আল্লাহ যে ক্ষেত্রে মানুষকে সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে এটা আমরা কেমন করে সংকীর্ণ করে দেব? এই সংগে তারা একথাও বলেন ঃ এ সব দোষ-ত্রুটি ও বিকৃতি দূর করে দেয়ার পথ এগুলো হারাম এবং এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্র সংকীর্ণ করে দেয়া নয় বরং এজন্য তাদেরকে বুঝাতে ও যথাযথ শিক্ষা দিতে হবে।

আল্লাহ তালাক দেয়া ও একাধিক বিবাহ বৈধ ঘোষণা করেছেন। ঠিক তেমনি মেয়েদের মুখ খুলে চলা ও সামাজিক কর্মক্ষেত্রে কাজ করাকেও বৈধ করেছেন। কাজেই তালাক দেয়া ও একাধিক বিয়ে করাকে নিষিদ্ধ করা বা এগুলোর ওপর শর্ত আরোপ করা ও শক্ত বাঁধনে বেধে ফেলা যদি মানুষের জীবনক্ষেত্রকে সংকীর্ণ ও তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে মেয়েদের মুখ খুলে চলা এবং নারী-পুরুষের এক সাথে কাজ করা ও দেখা সাক্ষাতও মানুষের জীবনক্ষেত্রকে সংকীর্ণ ও তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা মনে করি, আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই অধিকতর সঠিক পদ্ধতি এবং এই সংগে বিপর্যয় রোধ করার জন্য ভারসাম্যপূর্ণভাবে বুঝিয়ে শুঝিয়ে ও শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করার চেষ্টা করাই এই রোগ নিরাময়ের প্রকৃষ্ট পন্থা।

পঞ্চম বক্তব্য

বিরুদ্ধবাদীরা বলেন ঃ কুরআন ও হাদীসে নারীদের বৈধ সাক্ষাত সম্পর্কিত যে বিধানগুলো আছে সে গুলোর ব্যাপারে আমাদের বিজ্ঞ আলেম সমাজ অজ্ঞ নন, অথচ তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র কল্যাণময় যুগে যে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছিল, সেগুলোর আজকের সামাজিক ও চারিত্রিক বিপর্যয় দেখে তাতে সংকীর্ণতা ও কঠোরতা আরোপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন।

বিরুদ্ধবাদীরা আরো বলে থাকেন ঃ আমরা বিশ্বাস করি, আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে মেয়েরা যেভাবে বাইরে বের হয়ে এসেছে এবং নারী পুরুষের সর্বক্ষেত্রে অবাধ মেলা মেশার ফলে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের এখানেও এই চোখ ঝলসানো সভ্যতার প্রভাব পড়েছে এবং তার প্রতিরোধ একমাত্র এভাবেই করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাব নিম্নরূপ

১. আমরা আমাদের এই বিজ্ঞ ও মর্যাদাবান পন্ডিতবর্গের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পোষণ করি। তাঁরা আমাদের দৃষ্টিতে এবং আমাদের যে সকল প্রজন্ম তাদের ছাত্রত্ব বরণ করেছে, তাদের দৃষ্টিতে বিপুল মর্যাদার অধিকারী। তা ছাড়া তাঁদের যোগ্যতার দিক দিয়ে তাদের মতের বিরোধিতাকারীদের মধ্য থেকে তাদের

www.pathagar.com

সমকালীন বা তাদের পরে আগমনকারী কাউকে তাঁরা ছোট বা নগণ্য মনে করেননি। তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হচ্ছে, যা কিছু বলবেন আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নতের ভিত্তিতেই বলবেন। আর লোকদের মতামতের ব্যাপারে ইমাম মালেক ইবনে আনাসের কথায় বলতে হয় "প্রত্যেক ব্যক্তির কথা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে, শুধু এই কবরের অধিবাসী (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথা ছাড়া।

২. এরপর আসে তাদের দ্বিতীয় কথাটি। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সুযোগ সুবিধার মোকাবেলায় এ বিপর্যয়ের যুগে সংকীর্ণতার প্রভাব। এর জবাব আমরা এ অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদে দিয়েছি।

৩. তারপর তাদের তৃতীয় বক্তব্য অর্থাৎ ইউরোপিয় সমাজের আপাত চাকচিক্য সম্পর্কে। এ ব্যাপারে শুধু আল্লাহই জানেন তার বান্দাদের দিলে কি ছিল। পাশ্চাত্য কি তাদের চোখ ঝলসে দিয়েছে, নাকি রাসুলের সুন্নতকে জানার পর তা তাদেরকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছে এবং গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে? আর পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে শুধু ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি। তিনি বলেছেন ঃ... "আসল কথা হচ্ছে, তাদের (অর্থাৎ আহলে কিতাবদের) সাথে আমাদের মিল্লাতের পূর্বসূরীদের যেসব কাজে সাদৃশ্য করেননি সে সব কাজে সাদৃশ্য করতে আমাদের মানা করা হয়েছে। তবে আমাদের পূর্বসূরীগণ যা করে গেছেন আহলে কিতাবগণ করুক বা না করুক তা করার মধ্যে আমাদের জন্য কোন সন্দেহের ব্যাপার নেই।"

কারণ কাফেররা করেছে বলে আমরা আল্লাহর কোনো হুকুম অমান্য করতে পারি না। এই সংগে আল্লাহ আমাদের এমন কোনো কিছু করার হুকুম দিবেন না যা আমাদের উপযোগী নয়। তবে তার মধ্যে এমন কোনো ভিন্নতর জিনিষ থাকতে হবে আল্লাহর সত্য দ্বীন যাকে প্রত্যাখ্যান ও বাতিল করার ফলে তা থেকে তা ভিন্নরূপ লাভ করেছে।"[৯৪]

ইমাম যথার্থই বলেছেন : অবশ্যই আল্লাহর দ্বীনের সাথে ভিন্নতা পোষণকারী জিনিষ সেখানে আছে। ইসলামি শরীয়ত সমাজ জীবনে মুসলিম নারীকে পুরুষের সাথে একত্রে কাজ করার যে নীতি নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা পাশ্চাত্য সমাজ জীবনে নারী পুরুষের একত্রে কাজ করার নীতি নিয়ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

ষষ্ঠ বক্তব্য

বিরুদ্ধবাদীরা বলেন ঃ নারী-পুরুষেরা দেখা-সাক্ষাতের বৈধতা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বহু কথা আছে এবং আমাদের আলেম সমাজ এগুলো চিহ্নিত করেছেন, একথা ঠিক কিন্তু তারা মনে করেন এগুলো (অথবা সম্ভবত এ গুলো) হিজাবের নির্দেশ নাযিল হবার আগের কথা। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য নির্দেশের তাৎপর্যকে তাদের এভাবে

www.pathagar.com

বাতিল করার যুক্তির জবাব আমরা দিয়েছি আমাদের এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে (নবী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের হিজাবের বিশেষত্ব শিরোনামে)। সেখানে আমরা বিরুদ্ধপক্ষের বক্তব্যের যথাসম্ভব বিস্তারিত জবাব দিয়েছি।

সপ্তম বক্তব্য

বিরুদ্ধবাদীরা বলেন ঃ কুরআন ও হাদীসে এমন অনেক কথা আছে, যে গুলো আমাদের উলামায়ে কেরাম নারী পুরুষের দেখা- সাক্ষাতের ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিতে কল্যালকর বলে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু যামানার বিপর্যয়ের কারণে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তারা এই সাক্ষাত নিষিদ্ধ করেছেন। আমরা তাদের এ মতের বিরোধী। এ যুক্তিটি তারা বারবার পেশ করেছেন এবং কুরআন ও হাদীসের বহু নির্দেশ বাতিল ও মুলতবী করে দিয়েছেন। তাই তাদের এ বক্তব্য বিশ্লেষণ করার এবং প্রায়োগীক ক্ষেত্রে তারা যে বাড়াবাড়ি করেছেন, তার জবাব দেবার জন্য আমারা "বিপর্যয় রোধের উপায়" নামে একটি পৃথক অধ্যায়ের অবতারণা করেছি। (এ জন্য এ অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদ দেখুন)

প্রথম অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[উল্লেখ্য, এখানে সহীহ বুখারীর অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের যে বরাত দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যই সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী, প্রকাশক মোস্তফা আল হালবী, কায়রো থেকে গৃহীত। অন্যদিকে সহীহ মুসলিমের অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের যে হাওয়ালা দেয়া হয়েছে, তা গৃহীত হয়েছে ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত আলজামেউস্ সহীহ লিল ইমাম মুসলিম কিতাব থেকে।]

১. মাজমাউল ফাতাওয়া, ১৮ খণ্ড ৯পৃষ্ঠা এবং ১৫ খণ্ড ৪৪৪ পৃষ্ঠা।

২. আল-বুখারী, অধ্যায় ঃ বিবাহ, অনুচ্ছেদ ঃ আত্মমর্যাদা, ১১ খণ্ড ১৩৪ পৃষ্ঠা এবং মুসলিম, অধ্যায় ঃ সালাম, অনুচ্ছেদ ঃ অপরিচিত মেয়েকে সওয়ারীর পিছনে বসানোর বৈধতা, ৭ খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠা।

৩. আল বুখারী অধ্যায় ঃ সৃষ্টির সূচনা, অনুচ্ছেদঃ জান্নাতের গুণাবলী, ৭ খণ্ড ১৩০ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ অধ্যায় ঃ সাহাবাদের ফযিলত, অনুচ্ছেদ ঃ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফযিলত, ৭ খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা।

৪. বুখারী ঃ স্ত্রীর ব্যাপারে উমরের ভূমিকা সম্পর্কিত হাদীস দেখুন অধ্যায় ঃ জুমুআ, অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও শিশু আমাদের মধ্য থেকে যার জুমুযার জামায়াতে শামিল হবে, তাদেরকে কি গোসল করতে হবে? ৩ খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা। আরো দেখুন পঞ্চম অনুচ্ছেদ বিষয়বস্তুঃ মসজিদে পুরুষদের সাথে মেয়েদের একত্রে নামায পড়া।

৫, ৬. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ বিবাহ, অনুচ্ছেদ ঃ আত্মর্যাদা, ১১ খণ্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ অধ্যায় ঃ লিয়ান, ৪ খণ্ড ২১১ পৃষ্ঠা

৭. ফাতহুল বারী ঃ ৮ খণ্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা।

৮. ফাতহুল বারী ঃ ৪ খণ্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৯. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ মর্যাদা, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী, ৭ খণ্ড ৩৮৫ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ অধ্যায় ঃ ফাযায়েল, অনুচ্ছেদ ঃ অপরাধ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দূরে থাকা।

১০. ফাতহুল বারী ঃ ৫ খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা।

১১ক,খ. আল বুখারী ঃ অধ্যায় ঃ বিবাহ, অনুচ্ছেদ ঃ মাহরামের সঙ্গ ছাড়া কোনো পুরুষ কোনো মেয়ের কাছে যাবে না। এবং স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রীর কাছে যাওয়া, ১১ খণ্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ অধ্যায় ঃ সালাম, অনুচ্ছেদঃ অপরিচিতার সাথে নিরিবিলি বসা, এবং তার কাছে যাওয়া হারাম, ৭খণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

১২. ফাতহুল বারী ঃ ১১ খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা।

১৩. শারহ সহীহ মুসলিম ঃ ১৪ খণ্ড ১৫৪ পৃষ্ঠা।

১৪. সুনান আত তিরমিযী দেখুন ৪ খণ্ড ১৫২ পৃষ্ঠা। (অধ্যায় ঃ ধুমপান অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর অবর্তমানে তার স্ত্রীর কাছে যাওয়া মাকরূহ)

১৫. আহকামুল আহকাম শারহে উমদাতিল আহকাম, ২খণ্ড, ১৯৭পৃষ্ঠা।

১৬. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ হজ্জ, অনচ্ছেদঃ মেয়েদের হজ্জ করা, ৪ খণ্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা।

১৭. মুসলিম, অধ্যায় ঃ সালাম, অনুচ্ছেদ ঃ অপরিচিতিদের সাথে নিরিবিলিতে বসা ও তার কাছে যাওয়া হারাম, ৭ খণ্ড, ৮পৃষ্ঠা।

১৮. আল বুখারী অধ্যায় ঃ বিবাহ, অনুচ্ছেদঃ বিয়ের কনের জন্য উপহার, ১১ খণ্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

১৯. মুসলিম, অধ্যায় ঃ নামায, অনুচ্ছেদ ঃ নফল নামায জামায়াতের সাথে পড়ার বৈধতা, ২ খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা।

২০. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ রোযা, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন গোষ্ঠীর সাথে সাক্ষাত করলো, কিন্তু তাদের সাথে ইফতার করলো না, ৪ খণ্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা।

২১. ফাতহুল বারী, ৫ খণ্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

২২. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ বিবাহ, অনুচ্ছেদ ঃ দীনের ক্ষেত্রে কুফু বা সমমর্যাদাসম্পন্ন হওয়া, ১১ খণ্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ যে হজ্জ করার উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছে রোগও অনুরূপ কোনো ওযরের ভিত্তিতে তার হালাল হওয়ার শর্ত আরোপ করা, ৪ খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

২৩. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ সাক্ষদান, অনুচ্ছেদ ঃ সমস্যা দেখা দিলে লটারী করা। ৬ খণ্ড, ২২৩পৃষ্ঠা।

২৪. আল বুখারী,অধ্যায় ঃ বিবাহ, অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ে ও ওলীমায় দফ বাজানো। ১১ খণ্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা।

২৫. আল বুখারী, অধ্যায়ঃ যুদ্ধবিগ্রহ, আনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা অপবাদের কথা ৮ খণ্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ তওবা, অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা অপবাদের কথা এবং মিথ্যা অপবাদদাতার তওবা কবুল হওয়া, ৮ খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

২৬. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ যুদ্ধবিগ্রহ, অনচ্ছেদ ঃ খয়বারের যুদ্ধ, ৯ খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ সাহাবাদের ফযিলত, অনুচ্ছেদ ঃ জাফর ইবনে আবু তালেব, আসমা বিনতে উমাইস ও তাদের নৌকার ফযিলত। ৭ খণ্ড ১৭৩ পৃষ্ঠা।

২৭. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ মর্যাদা, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নফল রোযা ভাঙ্গার জন্য তার ভাইকে কসম দিল, ৫ খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা।

২৮. আল বুখারী ঃ অধ্যায় ঃ মর্যাদা, অনুচ্ছেদ ঃ আইয়ামে জাহিলিয়াত, ৮ খণ্ড ১৪৮ পৃষ্ঠা।

২৯. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ জিহাদ ও অভিযান, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোনো সৈনিককে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে প্রস্তুত করে দেয় অথবা তার পিছনে থেকে তার বাড়ীর লোকজনদের উত্তমরূপে তত্বাবধান করে তার মর্যাদা, ৬ খণ্ড ৩৯০পৃষ্ঠা। মুসলিম, সাহাবাদের ফযিলত, অনুচ্চেদঃ আনাসের মাতা উম্মে সালিমের ফযিলত, ৭ খণ্ড ১৪৫ পৃষ্ঠা।

৩০. ফাতহুল বারী, ৬ খণ্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা।

৩১. আবু দাউদ তাঁর সুনানে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, ৪১১২নম্বর হদিসটি দেখুন, ৪খণ্ড, ৩৬১ পৃষ্ঠা। পোষাক অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী প্রসঙ্গে

قل للمؤمنات يغضضن من أبصار هن

৩২. মুসলিম, অধ্যায় ঃ তালাক, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাক লাভকারিনীর কোনো খোরপোষ নেই, ৪ খণ্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

৩৩. আল, মুগনী, ইবনে কুদামাহ, ৭ খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

৩৪. ৩১ নম্বরে দেখুন।

৩৫. ফাতহুল বারীতে উদ্ধৃত হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ আহমাদ ও তাবারানী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করছেন এবং আহমাদের সনদ 'হাসান' এর পর্যায়ভূক্ত। ২ খণ্ড ৪৫৯ পৃষ্ঠা।

৩৬. 'মাজমাউয যায়ায়েদ' কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে। অধ্যায় ঃ বিবাহ, অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর আনুগত্য করা, তার সম্পদ রক্ষা করা এবং তার সন্তান গর্ভে ধারন করা, প্রসব ও লালন পালন করার জন্য স্ত্রীর সওয়াব ৪ খণ্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা। হাফেস হাইসামী বলেন ঃ এর রাবীদের মধ্যে আছে রাওহ ইবনুল মুসাইয়েব। ইবনে মঈন ও বাযযার তাকে নির্ভর যোগ্য বলেছেন এবং এবনে হিব্বান ও আদী তাকে দুর্বল বলেছেন।

৩৭. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ আলজিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ ও নারীর জিহাদ করার ও শাহাদাত লাভের জন্য দোয়া করা, ৬ খণ্ড ৩৫০ পৃষ্ঠা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ নেতৃত্ব, অনুচ্ছেদ ঃ নৌযুদ্ধের ফযিলত, ৬ খণ্ড ৪৯ পৃষ্ঠা।

৩৮. আবু দাউদ, অধ্যায় ঃ নামায, অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে বসার ফযিলত, ৪৭২ নং হাদীস, ১ খণ্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা;) জামেউস সাগীর ৫৮১২নং হাদীস।

৩৯. ফাতহুল বারী, ৩ খণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৪০. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নামায, ২ খণ্ড ৩৫৭ পৃষ্ঠা, মুসলিম, অধ্যায় ঃ মুসাফিরের নামায, অনুচ্ছেদ ঃ গৃহে নফল নামায পড়া উত্তম। ২ খণ্ড ১৮৮ পৃষ্ঠা।

৪১. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ যুদ্ধ বিগ্রহ, অনুচ্ছেদ ঃ লাইস বলেন ঃ ... ৯ খণ্ড ৮৪ পৃষ্ঠা।

৪১.ক.কিতাবুল মারাতিবিল ইজমা, ইবনে হাযম এবং আর রদ্দু-আল মারাতিবিল ইজমা, ইবনে তাইমিয়া, ২০৮ পৃষ্ঠা, প্রকাশ দারুল আফাক আল জাদীদাহ বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০০হিজরী, ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

৪২. আল মুগনী, ইবনে কুদামাহ, ২ খণ্ড, ১৬৪ ও ১৬৫ পৃষ্ঠা।

৪৩. আল মুহাল্লা, ৩ খণ্ড, ১৩৭ ও ১৩৮ পৃষ্ঠা।

৪৪. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ জুমুয়া, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েরা শিশুরা এবং অন্য যারা জুমুআ পড়বে তাদের কি গোসল করতে হবে? ৩ খণ্ড ৩৩ পৃষ্ঠা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ নামায, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের মসজিদে যাওয়া, ২ খণ্ড ৩৩ পৃষ্ঠা।

৪৫. ফাতহুল বারী, ৩ খণ্ড, ৩৩ ও ৩৪ পৃষ্ঠা।

৪৬. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ নামায, অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সময়, ২ খণ্ড ১৯৫ পৃষ্ঠা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মসজিদ ও নামাযের জায়গা, অনুচ্ছেদঃ সকালের নামায ভোরের প্রারম্ভেই পড়া মুস্তাহাব, ২ খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

৪৭. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচেছদঃ মাগরিবের নামাযে কিরাত পড়া, ২ খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ নামায, অনুচ্ছেদ ঃ ফজর ও মাগরিবের নামাযে কিরাত পড়া, ২ খণ্ড ৪০ পৃষ্ঠা।

৪৮. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ আযান, অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ও ভোরে অন্ধকারে মেয়েদের ঘর থেকে মসজিদের দিকে যাওয়া, ২ খণ্ড, ৪৯২পৃষ্ঠা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ মসজিদ ও নামাজের স্থানসমূহ, অনুচ্ছেদ ঃ এশার সময় এবং তাতে দেরী করা, ২ খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা।

৪৯. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ জমুআ, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের ও শিশুদের মধ্য থেকে যারা জুমুআর নামায পড়বে তাদেরকে কি গোসল করতে হবে? ৩ খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

৫০. মুসলিম, অধ্যায় ঃ নামায, অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কাতার সোজা করা এং ইকামত দেয়া... ৩ খণ্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা।

৫১. আলন মাবসূত, ১ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

৫২. আল বুখরী, অধ্যায় ঃ নামাযের মধ্যে কাজ করা, নামাযের মধ্যে ভুল হলে মেয়েদের হাত তালি দেয়া, ৩ খণ্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ নামায, অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে বেঠিক বা নিয়ম বিরোধী কিছু ঘটে গেলে পুরুষেরা আল্লাহর প্রশংসামূলক শব্দ উচ্চারণ করবে এবং মেয়েরা হাত তালি দিয়ে ভুল নির্দেশ করবে, ২ খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা

৫৩. আল মাবসূত, ১ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

৫৪. ফাতহুল বারী, ৩ খণ্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৫৫. আল বুখারী, অধ্যায়ঃ নামাযের গুণাবলী, অনুচ্ছেদ ঃ আলেম ইমামের পিছনে নামায পড়ার জন্য লোকদের অপেক্ষা করা,... ২ খণ্ড, ৪৯৫ পৃষ্ঠা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ নামায, অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে নামায পড়ার জন্য মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়া, ২ খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

৫৬. মুসলিম, অধ্যায় ঃ নামায, অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনার অবকাশ না থাকলে মেয়েদের নামায পড়ার জন্য মসজিদের দিকে যাওয়া।

৫৭. আল মুদাওয়াতুল কুবরা, ১ খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠা।

৫৮. আল মুহাল্লা, ৩ খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা।

৫৯. আল মুগনী, ২ খণ্ড ৩৭৫ও৩৭৬ পৃষ্ঠা, আলমানার প্রকাশিত ১৩৬৭ হিজরী

৬০. ফাতহুল বারী, ২ খণ্ড, ৮৯৫ পৃষ্ঠা।

৬১. কিতাবু আসারে ইবনে বাদীস ...প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অংশ, ২১৮ পৃষ্ঠা

৬২. সহীহ সুনান ইবনে মাজাহ, অধ্যায় ঃ হজ্জের আচার অনুষ্ঠান, অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ হচ্ছে মেয়েদের জিহাদ, ২ খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা ২৩৪৫ নং হাদীস।

৬৩. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ নামায, অনুচ্ছেদ ঃ উরু সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, ২ খণ্ড, ২৫পৃষ্ঠা। মসলিম, অধ্যায় ঃ বিবাহ, অনুচ্ছেদ ঃ বাঁদীকে স্বাধীন ভাবে বের করে দেয়ার পর বিয়ে করার ফযিলত, ৪ খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

৬৪. মুসলিম,অধ্যায় ঃ জিহাদ ও অভিযান অনুচ্ছেদঃ জিহাদে অংশগ্রহণকারী মেয়েদের দমিয়ে দেয়া হয় এবং তারা অস্ত্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেনি। ৫ খণ্ড ১৯৭ পৃষ্ঠা।

৬৫. খয়বরের যুদ্ধে যে সব মহিলা অংশগ্রহণ করেন তাদের ঘটনা দেখুন তারাকাতের অষ্টম অংশে। আর উম্মে সুলাইতের ঘটনা দেখুন ৪১৯ পৃষ্ঠায়।

৬৬. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ ৬ খণ্ড ৪১৬ পৃষ্ঠা।

৬৭. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ জিহাদ ও অভিযান, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের সাথে মেয়েদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ..., ৫ খণ্ড, ১৯৬পৃষ্ঠা

৬৮. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ আহত ও নিহতদের তদারকীতে মেয়েরা। ৬ খণ্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা।

৬৯. মুসলিম, অধ্যায় ঃ জিহাদ ও অভিযান, অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদে অংশগ্রহণকারী মেয়েদের দমিয়ে দেয়া হয় এবং তারা অস্ত্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেনি। ৫ খণ্ড ১৯৭ পৃষ্ঠা

৭০. ফাতহুল বারী, ৪ খণ্ড, ৪৪৫ ও ৪৪৬ পৃষ্ঠা। এবং ৬ খণ্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা।

৭১. আততিরমিযি, অধ্যায় ঃ দুধপান, অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ (৪ খণ্ড, ১৫৩পৃষ্ঠা) এবং এটি সহীহ জামেউস সাগীরে উদ্ধৃত হয়েছে ৬৫৬৬ নম্বরে। এছাড়া জামেউত তিরমিযিও দেখুন ৯৩৬ নং হাদীস।

www.pathagar.com

৭২. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ ও নারীর জিহাদে অংশগ্রহণ ও শাহাদাত লাভ করার জন্য দোয়া করা। ৬ খণ্ড ৩৫০ পৃষ্ঠা। মুসলিস, অধ্যায় ঃ নেতৃত্ব, অনুচ্ছেদ ঃ সামুদ্রিক যুদ্ধের ফযিলত, ৬ খণ্ড ৪৯ পৃষ্ঠা।

৭৩. মুসলিম, অধ্যায় ঃ বিবাহ, অনুচ্ছেদ ঃ কোনো মেয়েকে দেখে মনে কোনো বিষয় উদয় হওয়া বৈধ, ৪ খণ্ড, ১২৯ ও ১৩০ পৃষ্ঠা।

৭৪. এটি আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের রেওয়ায়েত। মাযমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত হয়েছে। অধ্যায় ঃ বিবাহ, অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার, ৪ খণ্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইসামী বলেন ঃ তাবারানী তাঁর আলআওসাত এ এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর রাবীগণ সহীহ ও বিশুদ্ধ।

৭৫ক, খ. দেখুন এহইয়াউল উলুমুদ্দিন, অধ্যায় ঃ বিবাহ, তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ জীবন যাপনের নিয়মাবলী, মানুষ কিভাবে নিজের আত্মমর্যদা রক্ষা করবে?

৭৬.ক. মাযমাউয যাওয়ায়েদ, অধ্যায় ঃ বিবাহ, অনুচ্ছেদ ঃ নারীর জন্য কোন্ বস্তু ভালো? ... ৯ খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠা।

৭৬ খ. এই সমস্ত মহিলা সাহাবীদের ঘটনা জানার জন্য এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখুন, শিরোনাম ঃ হিজাব ছাড়া যেসব মহিলা সাহাবী পুরুষদের সাথে সাক্ষাত করতেন তাঁদের মর্যাদা।

৭৭. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ অনুমতি চাওয়া, অনুচ্ছেদ ঃ সবার সামনে যে কানে কানে কথা বলে এবং তার সাথীদের বা প্রভূর গোপন কথা কাউকে বলে না, ১৩ খণ্ড ৩২২ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ অধ্যায় ঃ সাহাবাগণের ফযিলত, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফযিলত, ৭ খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।

৭৮. মুসলিম, অধ্যায় ঃ সাহাবাগণের ফযিলত, অনুচ্ছেদ ঃ ফাতেমা বিনতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলে বাইতের ফযিলত, ৮ খণ্ড ১৩০ পৃষ্ঠা

৭৯. এ হাদীসটি ইমাম নববী তাঁর "আলমাজমু" কিতাবে সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ বাইহাকী বলেন ঃ এটি সহীহ সনদযুক্ত হাদীস, ৩ খণ্ড ৪৪৩ পৃষ্ঠা।

৮০. মুসলিম, অধ্যায় ঃ সাহাবাদের ফযিলত, অনুচ্ছেদ ঃ আয়েশা (রা)এর ফযিলত, ৭ খণ্ড ১৩৫ পৃষ্ঠা।

৮১. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ নৈতিক গুণাবলী, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতাগণের কথা ৭ খণ্ড, পৃষ্ঠা মুসলিম, অধ্যায় ঃ সাহাবাগণের ফযিলত, অনচ্ছেদ ঃ নবী কন্যা ফাতেমার ফযিলত, ৭ খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা

৮২. ফাতহুল বারী, ৩ খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা।

৮৩. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ যুদ্ধ বিগ্রহ, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোগ ও মৃত্যু, ৯ খণ্ড ২১৫ পৃষ্ঠা।

৮৪. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ ফারায়েজ, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ "আমাদের কোনো উত্তরাধিকার নেই। যা কিছু আমরা পরিত্যাগ করে যাই সবই সাদকাহ," ১৫ খণ্ড, ৬ পৃষ্ঠা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ জিহাদ,

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ঃ "আমাদের উত্তরাধিকার নেই। যা কিছু আমরা রেখে যাই সবই সাদকাহ," ..৫ খণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

৮৫. মুসলিম, অধ্যায় ঃ ফিতনাসমূহ এবং কিয়ামতের পূর্বাবস্থা, অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের অভ্যুদয় এবং পৃথিবীতে তার অবস্থান, ৮ খণ্ড ২০৩পৃষ্ঠা।

৮৬. মুসলিম, অধ্যায় ঃ তালাক, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাক প্রাপ্তার জন্য খোরপোষ নেই ৪খণ্ড ১৯৫পৃষ্ঠা

৮৭. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ অনুমতি চাওয়া অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না" ১৩ খণ্ড ২৪৫ পৃষ্ঠা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ অক্ষম ব্যক্তির হজ্জ, ৪ খণ্ড ২৪৫ পৃষ্ঠা।

৮৮. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদ ঃ মাহরাম পুরুষ ও নারীর জন্য যে খুশবু ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। ৪ খণ্ড ৪২৪ পৃষ্ঠা।

৮৯. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ বিবাহ, অনুচ্ছেদ ঃ নব বিবাহিত বধূ নিজের বিয়ের অনুষ্ঠানে শামিল থেকে পুরুষের খেদমত করা। ১১ খণ্ড ১৬০ পৃষ্ঠা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ পানি পান, অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর ভিজানো পানি সংকট ও তীব্রতর না হওয়া পর্যন্ত পানি পান করা বৈধ। ৩ খণ্ড ১০৩ পৃষ্ঠা।

৯০. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ বিবাহ, অনুচ্ছেদ ঃ আত্মমর্যাদা, ১১ খণ্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা। মুসলিম, অধ্যায় ঃ সালাম. অনুচ্ছেদ ঃ অপরিচিত স্ত্রীলোককে সাওয়ারীর ফিছনে বসিয়ে আনা বৈধ, ৭ খণ্ড ১১পৃষ্ঠা।

৯১. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ ঈদাঈন, অনুচ্ছেদ; ঈদের সময় যদি কোনো স্ত্রীলোকের বড় চাদর না থাকে, ৩ খণ্ড ১২২ পৃষ্ঠা।

৯২ক. আল বুখারী, অধ্যায় ঃ জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকদের তদারকিতে আহত ও নিহতদের পাঠিয়ে দেয়া, ৬ খণ্ড ৪২০পৃষ্ঠা।

৯২খ. দেখুন সহীহ জামেউস সাগীর ৩৪৯১নং।

৯২গ. দেখুন হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ কিতাবের পৃষ্ঠা ৭ পৃষ্ঠা

৯৩ক. মুসলিম, অধ্যায় ঃ আদব কায়দা, অনুচ্ছেদ ঃ আকস্মিক দৃষ্টি, ৬ খণ্ড ১৮২ পৃষ্ঠা।

৯৩খ. সহীহ সুনান আততিরমিযি, ২২২৯ নং হাদীস

৯৩গ. দেখুন "তাহযিবুল ফুরুক ওয়াল কাওয়ায়েদিস ফিল আসরিল ফিকহিয়াহ" ২ খণ্ড ৪৪ পৃষ্ঠা।

৯৪. ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ লিখিত "ইকতিদাউ সিরাতিল মুস্তাকীম মুখালিফাতা আসহাবিল জাহিম" ১৭৭ পৃষ্ঠা। আনাস ইবনে মালেক প্রকাশনী কর্তৃক শাইখ মুহাম্মাদুল ফিকী লিখিত টিকা সহকারে ১৪০০ হিজরী প্রকাশিত।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

নারী ও পুরুষের একত্রে কাজ করার প্রশ্নে বিরুদ্ধবাদীদের জবাব

হিজাব সম্পর্কে আল্লাহর বাণী

فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ

"তাদের কাছে কিছু চাইতে হলে হিজাবের পিছন থেকে চাও"

একে কেন্দ্র করেই এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং একে কেবলমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট প্রমাণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

হিজাব কেবলমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট

নারী ও পুরুষের দেখা সাক্ষাতের ব্যাপারে ইতিপূর্বে আমরা যে বিতর্ক আলোচনা করেছি সেখানে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে এমন অনেক ঘটনার উদাহরণ রয়েছে, যা থেকে আমাদের উলামা কেরাম এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, তা থেকে নারী-পুরুষের দেখা-সাক্ষাতের বৈধতার প্রমাণ হয়। কিন্তু এটাকে আবার এভাবে সংশোধন করেছেন যে, এসব ঘটনার অনেকগুলো ঘটেছে হিজাব ফরয হওয়ার আগে। হাদীসে উদ্ধৃত বিভিন্ন কর্মকে বাতিল করার এহেন যুক্তিধারা পুনরাবৃত্তির সাথে দ্বিমত পোষণ করে আমাদের বক্তব্য "হিজাব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথে নির্দিষ্ট ছিল" প্রমাণ করার জন্য পৃথকভাবে এ অনুচ্ছেদটির অবতারণা করেছি। এভাবে আমরা বিরোধী পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করার ব্যবস্থা করেছি।

www.pathagar.com

প্রথম কথা

হিজাব শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ

وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ

"যখন তোমরা তাদের কাছে কিছু চাও পর্দার অন্তরাল থেকে চাও" (সূরা আহযাবঃ ৫৩)

এ আয়াতে যে হিজাবের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এমন সতর বা অন্তরাল যার পেছনে বসে থাকে পর্দানশীলা নারী। আর এ অন্তরাল বলতে বুঝায় অপরিচিত লোকেরা এমন কিছুর আড়াল থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথে কথা বলবে যার ফলে তারা তাঁদের ব্যক্তিসত্তা তথা শরীর দেখতে পাবেনা। তবে তাঁদেরকে অতি জরুরী প্রয়োজনের বাইরে বের হবার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ সময় তাঁদের সমস্ত শরীর ঢাকার সাথে সাথে মুখমন্ডল ঢাকাও ওয়াজিব করা হয়েছে। অর্থাৎ হিজাব বা পর্দা করার আসল অর্থ হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের পর-পুরুষের সাথে অন্তরাল ছাড়া সাক্ষাত না করা এবং পুরুষের চোখ থেকে তাদের সমগ্র ব্যক্তি সত্তাকে আড়ালে রাখা। অন্য দিকে প্রয়োজনে বাইরে বের হবার সময় শরীরের সাথে সাথে মুখমণ্ডল ঢেকে নেওয়াই হচ্ছে পূর্ণাংগ সতর। কারণ তাদের মাঝখানে যে হিজাবের বিধান হয়েছে এটি হচ্ছে তার বিকল্প ব্যবস্থা।

এভাবে হিজাবের দুটি আকৃতি দেখা যাচ্ছে ঃ একটি হচ্ছে তার আসল বা প্রধান আকৃতি। অর্থাৎ যখন গৃহে অবস্থান করা হয়, তখন এক ধরনের হিজাব এবং তা হচ্ছে পর-পুরুষের সাথে কথা বলা অন্তরাল থেকে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সারা শরীর ঢেকে রাখার সাথে সাথে চেহারা ঢাকা। এখানে আমরা হিজাবের আসল আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা যথেষ্ট মনে করছি। কারণ নারী ও পুরুষের দেখা-সাক্ষাতের প্রশ্নের সাথে তার শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে। বাকী থাকে হিজাবের অপ্রধান আকৃতির আলোচনা। সেটি ইন্‌শাআল্লাহ নারীর চেহারা খোলা রাখার শরীয়ী বিধানের আলোচনা প্রসংগে এসে যাচ্ছে। হিজাবের আসল অর্থ যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের ব্যক্তি সত্তাকে অন্তরালবর্তী বা আড়াল করা এর সপক্ষে আমরা প্রমাণ পত্র পেশ করছি।

কুরআনের সাক্ষ্য

إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"যখন তাদের কাছে কোনো জিনিষ চাও পর্দার পিছন থেকে চাও। এটা তোমাদের ও তাদের জন্য পবিত্রতর।" কুরআনের এ আয়াতটি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট যে, প্রশ্ন এবং তার উত্তর হতে হবে পর্দার পিছন থেকে। আর পর্দার যে প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে সে অনুযায়ী এখানে হিজাব বা পর্দা হচ্ছে ব্যক্তি সত্তাকে অন্তরালে রাখা। তারপর আয়াত এ

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, "এটা হচ্ছে তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র" অর্থাৎ পর্দার অন্তরাল থেকে চাওয়া তোমাদের মনকে অধিকতর পবিত্র রাখার উপযোগী এবং এটা এভাবে হতে হবে যেন তোমরা তাদের দেখা না পাও। আবার এটা তাদের মনকেও বেশী পবিত্র রাখার উপযোগী এবং সেটা এভাবে হতে হবে যাতে তারা তোমাদেরকে দেখতে না পান। তবে ব্যক্তি সত্তাকে অন্তরাল না করে এটা করা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয় আর শরীরের পর্দা হচ্ছে, পুরুষদের যদিও নিষেধ করা হয়েছে মেয়েদেরকে দেখতে কিন্তু মেয়েদের পুরুষদের দেখতে নিষেধ করা হয়নি। এ অর্থটির যথার্থতা নিরূপনের জন্য তাবারীর তাফসীর দেখুন। তিনি আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

"চোখ দিয়ে দেখার ফলে মেয়েদের ব্যাপারে পুরুষদের মনে এবং পুরুষদের ব্যাপারে মেয়েদের মনে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা থেকে তোমাদের ও তাঁদের মনকে পবিত্রতর করে। আর এটাই ভালো যে, তোমাদের ও তাঁদের ওপর শয়তানের এ ব্যাপারে কোনো জারিজুরি খাটবে না।

হাদীসের সাক্ষ্য

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

أَنَا أَعْلَمُ النَّاس بِهَذِهِ الآيَةِ آيَةِ الحِجَابِ ، لَمَّا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ إِلى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَتْ مَعَهُ فِي البَيْتِ ، صَنَعَ طَعَامًا ، وَدَعَا القَوْمَ ، فَقَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ (و في رواية مسلم : و زَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الحَائِطِ) فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ ، وَهُمْ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ) إِلَى قَوْلِهِ (مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) فَضُرِبَ الحِجَابُ ، وَقَامَ القَوْمُ .

"এ আয়াত– হিজাবের আয়াত– সম্পর্কে আমি সবার চেয়ে বেশী জানি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) এর বিয়ে হলো এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে এলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবার তৈরী করে লোকদের দাওয়াত দিলেন। খাওয়ার পরে [মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ এবং হযরত যায়নব দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন এবং] লোকেরা বসে বসে গল্প করছিল। নবী (সঃ) বার বার উঠে বাইরে

www.pathagar.com

যাচ্ছিলেন এবং ফিরে আসছিলেন। তখনো তারা বসে গল্প করছিল। তখন আল্লাহ হিযাবের আয়াত নাযিল করলেন।" হে ঈমাদাররা! তোমরা! বিনা অনুমতিতে নবীগৃহে প্রবেশ করে আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা করোনা।..." তারপর পর্দা টেনে দেওয়া হলো এবং লোকেরা উঠে পড়লো।" (বুখারী ও মুসলিম)[১]

শরীর ঢেকে রাখাই যদি পর্দা হতো, তাহলে যয়নব দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিলেন কেন? তাঁর (নব পরিনীতা) মুখ খুলে থাকলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ঢেকে নিতে বলতেন। এজন্য মাঝখানে পর্দা টানিয়ে দেয়ার দরকার হতো না। আনাসেরও সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ হতো না।[৬৮]

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন ঃ হিযাব ফরয হওয়ার পর একদিন নবী পত্নী সওদা (রা) প্রকৃতির ডাকে সারা দেবার জন্য বাইরে বের হলেন। তিনি ছিলেন একটু বেশী মোটাসোটা। যারা তাঁকে চিনতো তাদের থেকে তিনি নিজেকে লুকাতে পারতেন না। উমর ইবনে খাত্তাব তাকে দেখে ফেললেন। তিনি বললেন, হে সাওদা! আল্লাহর কসম আপনি আমাদের কাছ থেকে লুকাতে পারবেন না, এখন ভেবে দেখুন কিভাবে বাইরে বের হবেন? (বুখারী ও মুসলিম)[২]

হিযাব যদি শরীর ঢেকে রাখার নাম হয়ে থাকে, এটা উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে অপ্রকাশ থেকে গেল কেমন করে? তিনি তো ছিলেন নবীর হীরামের পরামর্শদাতা। উমর সাওদার বাইরে বের হবার বিরুদ্ধে আপত্তি জানান। কারণ তিনি ধারনা করেন, ব্যক্তি সত্তাকে হিজাবের মধ্যে রাখতে হলে তাকে সকল ক্ষেত্র থেকে হটিয়ে দিতে হবে। তাই ওহী নাযিল হলো। ব্যক্তি সত্বাকে হিজাবের মধ্যে রেখে ও প্রয়োজনের খাতিরে বাইরে যাওয়াকে তা থেকে আলাদা করে দেয়া হলো। তর্কের খাতিরে যদি আমরা মেনে নেই যে, উমরের কাছে তা অপ্রকাশ ছিল। তাহলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তা অপ্রকাশ হয়ে গেল কেমন করে? অথবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরের আপত্তির মধ্যে কোনো কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তাতে বিতর্কের অবকাশ ছিল। তাই ওহী নাযিল হলো এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে তোমাদের নিজেদের প্রয়োজন পুরণের জন্য বাইরে যেতে পার।" কাজেই বিষয়টি স্থিরীকৃত হয়ে গেলো।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খয়বর ও মদীনার মাঝখানে তিনদিন অবস্থান করলেন। সেখানে সাফিয়্যা বিনতে হুয়ায়ের সাথে রাত্রি যাপন করলেন। ...মুসলমানরা বললো : তিনি কি উম্মাহাতুল মুমেনিনের অন্তর্ভুক্ত হবেন, অথবা বাদী হিসেবে গণ্য হবেন? তারপর তারা বললো ঃ যদি তার জন্য হিজাবের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে তিনি হবেন উম্মহাতুল মুমিনীন। আর যদি হিজাবের ব্যবস্থা না করা হয় তা হলে তিনি বাঁদী হিসেবে গণ্য হবেন।... নবী (সঃ) যখন সেখান থেকে রওনা হলেন সাফিয়্যার জন্য উটের পিছনে জায়গা করলেন এবং তার ও লোকদের মাঝখানে পর্দা টানিয়ে দিলেন" (বুখারী ও মুসলিম)[৩]

www.pathagar.com

অবশ্য সাফিয়্যা যখন ঘর থেকে বের হয়েছিলেন এবং সাহাবাদের সামনে আনীত হয়েছিলেন, তখন তার সারা শরীর পুরোপুরি ঢাকা ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নাই। তাহলে এ ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের একথা বলার প্রয়োজন ছিল কেন? যদি তাকে হিজাবের মধ্যে রাখা হয় তাহলে তিনি উম্মাহাতুল মুমেনিনের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বা কেন এ প্রয়োজন দেখা দিল? তিনি জনতা ও সাফিয়ার মাঝখানে পর্দা টেনে দিলেন? এর এছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে যে, হিজাব হচ্ছে সারা শরীর ঢেকে রাখার চেয়ে আরো বেশী কিছু?

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একটি বালকের দাবী নিয়ে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও আবদ ইবনে জাময়ার মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। সা'দ বললেন হে আল্লাহর রসূল! সে আমার ভাই উতবা ইবনে আবি ওয়াক্কাসের ছেলে। তিনি আমাকে অসিয়ত করে গেছেন যে, সে তার পুত্র। উতবার সাথে তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করুন। অন্য দিকে আবদ ইবনে জাময়া বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! সে আমার ভাই। আমার পিতার বাড়ীতে (তাঁর বিছানায়) তাঁরই বাদীর গর্ভে জন্ম লাভ করেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উতবার সাথে তার চেহারার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করলেন। তিনি বললেন ঃ হে আবদ ইবনে জাময়া এ বালকটি তোমার জন্য কারণ, الولد للفراش وللعاهر حجر "বিছানা যার সন্তান তারই আর জিনা কারীর জন্য পাথর"। আর হে সাওদা বিনতে জাময়া واحتجبي منه "তুমি তার সামনে হিযাব করবে" فلم تره سودة قط কাজেই তারপর থেকে সাওদা তাকে আর কোনো দিন দেখেননি" (বুখারী ও মুসলিম)[৪]

ব্যক্তি সত্তাকে আড়াল করা নয়, শরীর ঢাকাই যদি হিজাব হতো, তাহলে অবশ্যই সওদা তাকে দেখতেন, সে সাওদাকে দেখতো না। এ অবস্থায় হাদীসে বলা হতো ঃ সে এর পর থেকে আর কোনো দিন সাওদাকে দেখেনি।

তারপর আমরা দেখছি বড় বড় হাদীসের বইগুলোতে উম্মাহাতুল মুমেনীনদের থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু একটি হাদীসেও এদিকে ইশারা করা হয়নি যে, তারা যখন হাদীস শুনাচ্ছিলেন, তখন তাদের ব্যক্তি সত্তাকে আড়ালে রাখেননি বরং শরীর ঢেকে রেখেছিলেন। বরং তারা নিজেদের ব্যক্তি সত্তাকে আড়ালে রেখেছিলেন, এ বর্ণনাই হাদীসে এসেছে।

দ্বিতীয় কথা

হিজাবের আয়াত নাযিলের তারিখ

অধিকতর শক্তিশালী মত অনুযায়ী হিযাবের আয়াত নাযিল হয় ৫ম হিজরীতে জিলকদ মাসে। ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাতুল কবরা কিতাবে একথাই লিখেছেন। পরবর্তী হাদীস বর্ণনায় আমরা এ কথাই প্রমাণ করেছি যে, এ সময়ের পরে এসব ঘটনা ঘটে। এটি

www.pathagar.com

প্রমাণ করে, আমরা হিজাবের যে আসল অর্থ বর্ণনা করেছি ঠিক সে অর্থে কোনদিন তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের ছাড়া কারও উপর ফরয করা হয়নি। অন্যদিকে সাধারণ মহিলা সাহাবীগণ নবী (সঃ) এর স্ত্রীদের কাছ থেকে হিজাবের বৈশিষ্ট অনুধাবন করে তাদের অনুসৃতির দায়ে আবদ্ধ হলেও কখনও নিজেদের ব্যক্তি সত্তাকে পর্দান্তরালে রেখে হিজাব করেননি। আর একান্তভাবে নবীর (সঃ) স্ত্রীদের ওপর যা ফরয করা হয়েছে তা সাধারণ মহিলা সাহাবীগণের নিজেদের জন্য ফরয করে নেওয়ার কোনো অধিকারই ছিলনা।

একান্তভাবে নবীর (সঃ) স্ত্রীদের জন্য হিজাব ফরয হবার প্রমাণ

প্রথম যুক্তি

আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٣)

"হে মুমিনগণ! তোমরা অনুমতি ছাড়া নবীর গৃহে প্রবেশ করোনা এবং খাবার প্রস্তুত হবার জন্য অপেক্ষা করো, তবে তোমাদের ডাকা হলে প্রবেশ করো এবং খাওয়া শেষ হলে চলে যাও। তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। কারণ তোমাদের এ আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়, এবং সে তোমাদের উঠিয়ে দিতে সংকোচবোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেননা। তোমরা তাঁর স্ত্রীদের কাছ থেকে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এ বিধান তোমাদের ও তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদের বিয়ে করা কখনো সংগত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৩)

এভাবে আমরা দেখেছি মহান আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে তাঁদের মাহরামদের সামনে হাজির করা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। তার এ অব্যাহতি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বিধৃত হয়েছে। ঃ

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ....

www.pathagar.com

অন্য দিকে মুমিন মেয়েদেরকে তাদের মাহরামদের সামনে নিজেদের সাজ-সজ্জা গোপন করা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এটি বিধৃত হয়েছে আল্লাহর এ বাণীতেঃ

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

"তারা যেন তাদের স্বামী, বাপ, শশুর... ছাড়া কারো সামনে তাদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করে" (নূর ঃ ৩১)

আল্লামা বাগবী নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যখ্যায় তাঁর তাফসীর গ্রন্থ বাগাবীতে বলেছেন ঃ

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

"অর্থাৎ হিজাবের অন্তরাল থেকে মানে সতর তথা পর্দার অন্তরাল থেকে। আর এ হিজাবের আয়াত নাযিল হবার পর থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে নিকাব পরিহিত অবস্থায় বা নিকাব ছাড়া কেউ দেখেনি।"

দ্বিতীয় যুক্তি

হিজাব ফরয হওয়ার প্রস্তাবনা

নবীর (সঃ) স্ত্রীদের হিজাবের অন্তরালে রাখার জন্য উমরের প্রস্তাব

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ...আমি বললাম, "হে আল্লাহর রসূল, আপনার কাছে ভালো মন্দ সব ধরনের লোকই আসে, যদি আপনি উম্মাহাতুল মুমেনিনদের হিজাবের অন্তরালে রাখার নির্দেশ দিতেন (তাহলে কতইনা ভাল হতো) ফলে আল্লাহ হিজাবের আয়াত নযিল করলেন ঃ।" (বুখারী)[৭]

হাদীস এ কথাই বলেছে যে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ "আপনার স্ত্রীদের হিজাবের অন্তরালে রাখুন।" তিনি একথা বলেননিঃ "আপনার স্ত্রীদের পর্দার অন্তরালে রাখার হুকুম দিন।" এর কারণ উমর শুনলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হারেমে লোকদের যাওয়া আসা চলছে এবং তাদের মধ্যে ভালো মন্দ সব রকম লোকই আছে, ফলে তার মধ্যে অসন্তোষ ও বিরূপ ভাব জাগলো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত মুবাল্লিগ। কাজেই তার গৃহে অবশ্যই সবার জন্য উম্মুক্ত থাকতে হবে। আর সাধারণ মুসলমানদের গৃহে প্রবেশ করবে তাদের আত্নীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও তাদের আস্থাশীল ও বিশ্বাসভাজন লোকেরা। কাজেই নবী-পত্নীদের হিজাবের মধ্যে থাকতে হবে।

উমর হিজাবের অভিলাষী ছিলেন-সাওদাকে ঘর থেকে বের হবার পর চিনতে পেরেছিলেন বলে ঘোষণা দিলেন

www.pathagar.com

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরা মলমূত্র ত্যাগ করার জন্য রাতের বেলা 'মানাসেয়ে'র দিকে যেতেন, মানাসেয় ছিল একটি উন্মুক্ত প্রান্তর। আর উমর (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতেন আপনার স্ত্রীদেরকে হিজাবের মধ্যে রাখেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করতেন না। এক রাতে ইশার সময়-নবী পত্নী সাওদা বিনতে যাময়া, যিনি ছিলেন একজন দীর্ঘকায় নারী, বাইরে বের হলেন। উমর তাকে ডেকে বললেন ঃ "হে সাওদা, আমরা আপনাকে চিনতে পেরেছি এবং তাঁর ইচ্ছা ছিল হিজাবের হুহুম নাযিল হয়ে যাক। কাজেই আল্লাহ হিজাবের বিধান নাযিল করলেন।" (মুসলিম)[৮]

খাওয়ার পর লোকদের বসে বসে গল্প করার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়া

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যখন যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) এর বিয়ে হলো, তখন তিনি নবীর (সঃ) গৃহে এলেন। তিনি তাঁর গৃহে খাবার তৈরী করে লোকদের দাওয়াত দিলেন। (খাওয়ার পর) লোকেরা বসে বসে গল্প করছিল। (মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে তাঁর স্ত্রী যয়নব দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন)। নবী (সঃ) উঠে বারবার বাইরে যেতে এবং ফিরে আসতে লাগলেন। তখন তারা বসে বসে গল্প করছিল। তখন আল্লাহ হিজাবের আয়াত অবতীর্ণ করেন।... তারপর পর্দা টেনে দেয়া হলো এবং লোকেরা উঠে গেল।" (বুখারী মুসলিম)[৯]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ "মুজাহিদ হযরত আয়েশা (রা) থেকে অন্য একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে হিজাবের আয়াত নাযিলের অন্য আর একটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম নাসায়ী হাদীসটি নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেন "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একটি কাঠের পেয়ালায় খেজুর, পনির ও গোশতের মণ্ড আহার করছিলাম। উমর সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে আহারে শরীক হবার জন্য ডাকলেন। উমর খেতে বসলেন। খাবার নিতে নিতে আমার আঙ্গুল তার আঙ্গুলের সাথে লেগে গেল। তিনি বলে উঠলেন ইস ...ওহ্ ওহ্ - যদি তোমরা আনুগত্য করতে, তাহলে তোমরা দৃষ্টি গোচর হতে না। কাজেই হিযাবের আয়াত নাযিল হলো"[১০]

ইবনে জারীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে মুজাহিদের সূত্রে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাচ্ছিলেন এবং তাঁর সাথে কোনো সাহাবা ও আয়েশাও খাচ্ছিলেন। তাদের কারো হাত আয়েশার হাতে লেগে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা অপছন্দ করেন। ফলে হিজাবের আয়াত নাযিল হয়।"[১১]

ইবনে মারদূয়া ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলো। তার বৈঠক দীর্ঘস্থায়ী হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বের হয়ে গেলেন যাতে সে বের হয়। কিন্তু

www.pathagar.com

সে তা করেনি। উমর (রা) সেখানে এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় দেখলেন বিরক্তির ভাব। লোকটিকে বললেন ঃ নিশ্চয়ই তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিয়েছো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি তিনবার উঠেছি যাতে সে আমার অনুসরণ করে বাইরে চলে আসে। কিন্তু সে তা করেনি। উমর (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, যদি আপনি হিজাবের ব্যবস্থা করতেন (তাহলে ভালো হতো)। কারণ আপনার স্ত্রীরা অন্যান্য মুসলমান মেয়েদের মতো নয়। আর এটি তাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতর। ফলে হিজাবের আয়াত নাযিল হলো।" ...একাধিক কারণ হওয়ার পথে কোনো বাধা নেই।[১২] এই কারণগুলো একত্র করার এবং তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, হিজাব নাযিল হওয়ার একাধিক কারণ দেখা দিয়েছিল এবং যয়নবের ঘটনাটি ছিল এর শেষ কারণ, যার ভিত্তিতে হিজাবের আয়াত নাযিল হয়।[১৩]

উমরের উদ্যোগ এবং হিজাবের দিকে পথ নির্দেশনা

১. উমর (রা) বলেন ঃ তিনটি বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত আল্লাহর ওহীর অনুরূপ হয়েছে। অথবা আমার রব আমার তিনটি সিদ্ধান্তের (সাথে একমত পোষণ করে) অনুরূপ ওহী নাযিল করেছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি যদি মাকামে ইবরাহীমে (হযরত ইবরাহীম যেখানে নামায পড়েছিলেন) নামায পড়তেন (তাহলে কতইনা ভালো হতো)। আমি বললাম, হে আল্লার রসূল ! আপনার কাছে ভালো মন্দ সব রকম লোকই আসে। তাই আপনি যদি উম্মুল মুমেনিনগণের হিজাব করার হুকুম করতেন, তাহলে কতইনা ভালো হতো। ফলে আল্লাহ হিজাবের আয়াত নাযিল করেন। এর পরই আমি জানতে পারলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোনো স্ত্রীকে তিরষ্কার করেছেন। কাজেই আমি তাদের কাছে গেলাম এবং বললাম যদি আপনারা এভাবে নবীকে নারায করা হতে বিরত না থাকেন, তাহলে আল্লাহ আপনাদের পরিবর্তে তাঁর রসূল কে আপনাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী প্রদান করবেন। শেষে আমি তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ হে উমর! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামতো তাঁর স্ত্রীদের এতো বেশী নসীহত করেননি যেমন আপনি করছেন। কাজেই আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেন ঃ

عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ ...

"অবাক হবার কিছু নেই যদি তিনি তোমাদের তালাক দিয়ে দেন তাহলে তাঁর রব এর বদলে তোমাদের চেয়ে উত্তম মুসলিম স্ত্রী দান করবেন ..."। বুখারী[১৪]

২. উমর (রা) বলেন ঃ ...বদর যুদ্ধের বন্দীদের যখন নিয়ে আসা হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর ও উমরকে বললেন ঃ এই বন্দীদের ব্যাপারে তোমাদের মত কি? আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর নবী এরাতো আপনার

www.pathagar.com

চাচার ছেলে আর আপনারই আত্মীয় স্বজন। আমি মনে করি এদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে এদেরকে ছেড়ে দিন। এর ফলে এটা কাফেরদের উপর আমাদের শক্তির প্রকাশ হবে এবং তার পর আল্লাহ হয়তো এদেরকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসবেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন "তুমি কি বলো হে ইবনে খাত্তাব?" আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল , আল্লাহর কসম, আবু বকর যা বলেছেন আমি তা মনে করি না। আমি মনে করি যদি আমাদের ক্ষমতা থাকে, তাহলে এদেরকে হত্যা করি এবং সেটাই ভালো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরের রায় গ্রহণ করলেন, আমার রায় গ্রহণ করলেন না। পরের দিন আমি যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম, দেখলাম তিনি ও আবু বকর বসে কাঁদছেন। ...মহান আল্লাহ নাযিল করছেন :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ

"ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত কোনো নবীর পক্ষে বন্দী রাখা সংগত নয়।" মুসলিম[১৫]

৩. ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন এবং তাঁর কাছে তাঁর জামাটি পিতার কাফনের জন্য দান করার আবেদন করলেন। তিনি জামাটি তাঁকে দিয়ে দিলেন। তারপর তাঁর নামাযে জানাযা পড়াবার জন্য তিনি অনুরোধ করলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামায পড়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তখন উমর উঠে দাড়ালেন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড় টেনে ধরে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল আপনি কি তার জানাযার নামায পড়াতে যাচ্ছেন? অথচ আপনার রব আপনাকে তা করতে নিষেধ করেছেন! আল্লাহ আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন এই বলে যে-

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً

"তুমি তাদের জন্য মাগফিরাত চাও অথবা মাগফিরাত না চাও, যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও মাগফিরাত চাও (তবুও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না)।" তার জন্য আমি সত্তরবারের বেশী মাগফিরাত চাইবো (হতে পারে বেশী মাগফিরাত চাইলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন)। উমর বললেন, কিন্তু সেতো মুনাফিক! ইবনে উমর বললেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নামায পড়ালেন। কাজেই আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ

www.pathagar.com

আর তাদের মধ্য থেকে যে কেউ মারা গেলে কখনোও তার জানাযার নামায পড়বেন না এবং তার কবরের কাছেও দাড়াবেন না"। (বুখারী)[১৬]

কুরআন ও হাদীসের এ সমস্ত বক্তব্য থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, উমর (রা) তিনটি বিষয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সে গুলো সাধারণ মুসলমানদের সাথে সম্পর্কিত। এ বিষয়গুলো ছিল ঃ এক, মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়া। দুই, বদর যুদ্ধের বন্দীদের ভবিষ্যত। তিন, মুনাফিকের জানাযার নামায পড়া। চতুর্থ যে বিষয়টি তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেটি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের প্রতি নসীহত। এদের একজন ছিলেন উমরের কন্যা হাফসা। তবে বিশেষ উদ্যোগটি ছিল তার হিজাবের ব্যাপারে। এটি ছিল নবীর নিজস্ব এবং বিশেষ ব্যাপার। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জীবনের কর্মকান্ডকে বিন্যস্ত ও সংগঠিত করার জন্য পবিত্রতা ও লজ্জাশীলতার প্রতিষ্ঠা এ ব্যাপারে ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। এগুলো ছিল উন্নত ও অভিজাত পৌরুষের সাথে সামঞ্জস্যশীল। কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্ধ ও আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো ওহী এবং উমরের কোনো নসীহত ছাড়াই অর্জিত হওয়া সম্ভব ছিল। ব্যাপারটি যখন এই, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের বাইরে বের হবার ক্ষেত্রে চারিত্রিক পবিত্রতার পক্ষে ক্ষতিকর এবং মর্যাদাহানীর বিষয়টি অনুভব করে রসূল (সঃ) ও তার স্ত্রীদের হিজাবের মধ্যে রাখার সূচনা করার ব্যাপারে অগ্রবর্তী হচ্ছিলেন না কেন? ঠিক তেমনি উমরের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসছিলেন না কেন?

এর জবাব হচ্ছে পবিত্রতা ও শালীনতার গন্ডির মধ্যে নারী পুরুষের মেলা মেশাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষের উদারতা, মহানুভবতা, সৌজন্যবোধ ও আত্মমর্যাদা বিশেষ করে তার সম্মানের বিরোধী মনে করেননি। অথচ তিনিই বলেছেন ঃ

تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، وَاللّٰهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللّٰهُ أَغْيَرُ مِنِّي

সা'দের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে তোমরা অবাক হচ্ছো? আল্লাহর কসম, আমার আত্মমর্যাদাবোধ তার চেয়ে বেশী এবং আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ আমার চেয়ে বেশী।[১৭]

এ সঙ্গে তিনি একে নারীর চারিত্রিক সূচিতা বিরোধী এবং লজ্জার জন্য বিপজ্জনক মনে করেন নি। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মদীনার প্রচলিত সমাজ রীতির প্রতি দৃষ্টি রাখছিলেন এবং তৎকালীন সমাজের প্রতিষ্ঠিত সদাচারের বিরোধিতা করার তিনি কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি। অনুরূপভাবে তিনি মেয়েদের ব্যাপারে সকল প্রকার সাধারণ সম্মানজনক অবস্থায় হিজাব আরোপ করার বিষয়টিও চিন্তা করেননি। মহান আল্লাহর নির্ধারিত শরীয়ত অনুযায়ী ওড়না জড়িয়ে রাখা ও দীর্ঘ পোষাক পরা এবং শালীনতা বজায় রাখার মধ্যেই রয়েছে তাদের সম্মান ও মর্যাদা।

www.pathagar.com

কিন্তু উমর দেখছিলেন, নবী গৃহে প্রবেশ করছে সৎ ও অসৎ সব রকমের লোক এবং সেই একই সময়ে তিনি মূলত চাচ্ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের ও সাধারণ মুসলিম নারীদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হউক। তিনি এই পার্থক্য সৃষ্টির উপর জোড় দিতে থাকেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন না। কারণ এর ফলে তাঁর এবং সাধারণ সাহাবাদের মধ্যে পার্থক্যের দেয়াল সৃষ্টি হয়ে যায় এবং এটা তিনি অপছন্দ করছিলেন। তারপর এক সময় এলো যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট পেতে হলো। এটা ঘটলো বিভিন্নভাবে। পার্থক্য সৃষ্টি করার কার্যগুলো একত্র হয়ে গেলো। কারণ ঘরগুলো ছিল সংকীর্ণ এবং বিভিন্ন কাজ ও প্রয়োজনে লোকদের রাসূলের কাছে ও তাঁর স্ত্রীদের কাছেও প্রায়ই আসতে হতো। তারপর বাড়তি চাপ ছিল বৈঠক দীর্ঘায়িত হওয়া ও লম্বা চওড়া আলাপ আলোচনা চলার। এর কষ্টের প্রভাবটা পড়তো সমস্ত গৃহবাসীদের উপর, বিশেষ করে নববধূর স্বামীগৃহে আসা তথা ওলীমার দিন (দেখুন যয়নবের বিয়ের ওলীমার দিন সংক্রান্ত হাদীস)। এ কষ্টটি বেশী অনুভূত হয় যখন কোনো মেহমান দীর্ঘক্ষণ আবস্থান করে এবং তাদের একজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পরে তাঁর কোনো স্ত্রীকে বিয়ে করার সংকল্প ব্যক্ত করে।[১৮(ক)] কাজেই আল্লাহ তার নবীর স্ত্রীদেরকে তাঁর মর্যাদা ও সম্মানের খাতিরে মুমিনদের মা হবার জন্য বেছে নিলেন। মহা পবিত্র সত্তা আল্লাহ তাঁর নবীকে সব রকমের কষ্ট রোধ এবং তাঁর গৃহ সংরক্ষণ করতে চাইলেন। বরং সমস্ত মুমিনদের গৃহ থেকে তাঁর গৃহকে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করলেন। একটি আয়াত নাযিল করে এ সম্পর্কিত অপরিহার্য বিধানাবলী একত্র করে দিলেন। ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ

১. "হে মুমিনগণ! তোমরা অনুমতি ছাড়া নবীর গৃহে প্রবেশ করোনা এবং খাবার প্রস্তুত হবার জন্য অপেক্ষা করো না।"

فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ

"খাওয়া শেষ হলে চলে যাও। তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না।"

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

৩. "তোমরা তাঁর স্ত্রীদের কাছ থেকে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র।"

www.pathagar.com

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا-

৪. "তোমাদের কারও পক্ষে আল্লার রসূল কে কষ্ট দেয়া এবং তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদের বিয়ে করা কখনো সংগত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এসব ঘোরতর অপরাধ"

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাখ্যা দান পর্ব শেষ করার আগে আমরা কিছু বাস্তব উপলব্ধি সামনে আনতে চাই। ঃ

প্রথম উপলব্ধি

উমরের মধ্যে ছিল একটি পৃথক ও বিশেষ আত্মমর্যাদা। দু'টি হাদীস থেকে বিষয়টি নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি হচ্ছে ইবনে উমরের বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন ঃ এক মহিলা ফজর ও ইশার নামায নিয়মিত মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে পড়তেন। তাঁকে বলা হলো, বাইরে যাও কেন? অথচ তুমি জান উমর এটা অপছন্দ করেন এবং তিনি ক্ষুব্ধ হন। জবাব দিলেন, আমাকে মানা করতে তাঁর বাধা কোথায়? (অর্থাৎ সরাসরি তিনি আমাকে মানা করেন না কেন?) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী তাকে বাধা দেয় ঃ

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ...

"আল্লাহর দাসীদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না" (বুখারী) [১৮(খ)]

দ্বিতীয়টি : আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন ঃ আমি স্বপ্নে আমাকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। দেখলাম, এক মহিলা একটি প্রাসাদের কিনারায় উযু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার প্রাসাদ? ফেরেশতারা বললো, এটা উমর ইবনে খাত্তাবের প্রাসাদ। উমরের আত্মমর্যাদার কথা স্মরণ করে আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম। (ভিতরে প্রবেশ করিনি) উমর কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কাছেও কি আমার আত্মমর্যাদা চলে?" (বুখারী ও মুসলিম)[১৯]

দ্বিতীয় উপলব্ধি

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মমর্যাদা ছিল সমতাপূর্ণ। সমতার ক্ষেত্রে তা পূর্ণতার পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল এবং এটাই ছিল তার পূর্ণতাপ্রাপ্ত নৈতিক চরিত্রের উপযোগী।

তৃতীয় উপলব্ধি

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মমর্যাদা সম্ভবত তাঁর স্ত্রীদের জন্য হিজাব না করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ওহী নাযিল হলো এবং আল্লাহ

www.pathagar.com

তায়ালা তার রসূলকে সকল প্রকার কষ্ট দেবার পথ বন্ধ করে দিলেন। এই সংগে তার নবীর গৃহকে অনেক উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করলেন। অনুরূপ ভাবে তিনি মুমিন মেয়েদের জন্য হিযাব না করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে মসলিম মেয়েদের দেখতে থাকেন। প্রকৃত অবস্থা যখন এই, তখন বিভিন্ন প্রয়োজন ও কল্যাণের স্বার্থে হিজাব ছাড়া নারী-পুরুষের দেখা-সাক্ষাতের বৈধতা নিরুপণ করাই আমাদের পক্ষে সম্ভব। আর এ ক্ষেত্রে কখনও আকস্মিক দুর্ঘটনা সৃষ্টি হলে এ বিষয়টি তার মূলত হালাল অবস্থা থেকে বের হয়ে মাকরূহ তানযিহী বা মাকরূহ তাহরিমীর দিকে এগিয়ে যায়।

তৃতীয় যুক্তি

হিযাব ফরয হওয়ার অনিবার্য পরিণাম

হিযাব ফরয হবার পর উম্মুল মুমিনীন সাওদার বাইরে বের হওয়ার সমালোচনা

"আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ "হিজাব ফরয হবার পর সাওদা প্রকৃতির ডাকে সারা দেবার জন্য বাইরে বের হন। তিনি ছিলেন বেশ মোটাসোটা মহিলা। যারা তাকে চিনতো, তাদের চোখ থেকে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারতেন না। উমর ইবনে খাত্তাব তাকে দেখে ফেলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আপনি আপনাকে আমাদের কাছ থেকে নিজেকে লুকাতে পারবেন না এবং আপনি ভাবেন কিভাবে আপনি বাইরে বের হবেন? আয়েশা বলেন ঃ সাওদা ফিরে আসেন। রসূলুল্লাহ তখন আমার কামরায় ছিলেন। তিনি রাতের খাবার খাচ্ছিলেন এবং তার হাতে ছিল একটু গোশত সহ হাড্ডি। এ সময় সাওদা সেখানে প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমি নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণে বাইরে গিয়েছিলাম। পথে উমর আমাকে এমন এমন সব কথা বললো। আয়েশা বলেন ঃ তখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লামের উপর ওহী নায়িল হওয়া শূরু হয়। ওহী নাযিল হওয়া শেষ হলো। হাড় খানা তখনও তাঁর হাতেই ছিল। তিনি বললেনঃ "তোমাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)[২০]

হিজাবের আয়াত নাযিল হবার পর উমর (রা) সাধারণ মুসলিম মেয়েদের বাইরে বের হবার কোনো সমালোচনা করেননি। গৃহের কোনো অংশে পায়খানার ব্যবস্থা না থাকার কারণে সাধারণ মুসলিম মেয়েরা সবাই বাইরে পায়খানা করতে বের হতো। বিভিন্ন মুসলিম মেয়ে তাঁদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূর্ণ করতে যে বাইরে বের হতো এটা ছিল তার অতিরিক্ত। কিন্তু তিনি কেবল মাত্র সাওদার সমালোচনা করেন। এ থেকে প্রকৃত ব্যাপার অনুধাবন করা যায়। এর কারণ হচ্ছে তিনি জানতেন হিজাব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হাফেজ ইবনে হাজার ইমাম কুরতুবী থেকে উদ্ধৃত করেছেনঃ "অবশ্যই কোনো ব্যক্তির আকস্মিকভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হারেমে প্রবেশ করার ব্যাপারে উমরের আত্মমর্যাদাবোধ সজাগ হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নীদের জন্য হিজাবের ব্যবস্থা করার

www.pathagar.com

আবেদন তাঁর কাছে পেশ করেছিলেন। তারপর যখন হিজাবের আয়াত নাযিল হয়ে গেলো, তখন তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখলেন যাতে নবীর স্ত্রীগণ বাইরে বের না হন। এটা ছিল তাদের জন্য কষ্টকর। তাই তাঁদেরকে অপরিহার্য প্রয়োজন পুরণের জন্য বাইরে বের হবার অনুমতি দেয়া হলো।"[২১]

চতুর্থ যুক্তি

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হিজাব শব্দটাকে উম্মুল মুমিনীনদের জন্য বিশিষ্ট করা হয়েছে

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থগুলো পাঠ করলে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হিজাব শব্দটি এবং কুরআন মজীদের فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ আয়াত সেটির যে অর্থ প্রকাশ করেছে তা একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের ছাড়া আর কারোও জন্য আরোপিত হতে পারেনা। বুখারী ও মুসলিমে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী পাওয়া যায়।

প্রথমত ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। "আমি বললামঃ হে আল্লাহর রসূল , আপনার কাছে সৎ-অসৎ সব রকমের লোক আসে। যদি আপনি উম্মূল মুমেনীনদের হিজাব করার হুকুম দিতেন (তাহলে কতইনা ভাল হতো)। কাজেই আল্লাহ হিজাবের আয়াত নাযিল করলেন।" (বুখারী)[২২]

আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যয়নব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করলেন, তিনি লোকদের দাওয়াত দিলেন ঃ লোকেরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করলো এবং তারপর বসে কথাবার্তা বলতে লাগলো। এক সময় নবী (সঃ) উঠে দাঁড়াতে চাইলেন (যাতে লোকেরা তা দেখে উঠে চলে যায়)। কিন্তু তারা উঠলো না। তিনি যখন এ অবস্থা দেখলেন, তখন নিজে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁকে দাড়াতে দেখে সবাই উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু তিন জন লোক বসেই থাকলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিতরে যাবার জন্য ফিরে এলেন তখনো তারা বসে ছিল। তারপর তারা উঠলো। আমি দ্রুত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম তারা চলে গেছে। তখন তিনি এলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমি গেলাম ভিতরে প্রবেশ করার জন্য। কিন্তু তিনি আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা টেনে দিলেন। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ

ইমাম মুসলিম তার বর্ণনায় এতুটুকু বৃদ্ধি করেছেন ঃএবং নবী (সঃ) এর স্ত্রীদের হিজাবের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করা হলো" (বুখারী ও মুসলিম)[২৩]

www.pathagar.com

নবী-পত্নী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফর করতে চাইতেন তখন স্ত্রীদের মধ্য থেকে কাউকে সংগে নেবার জন্য লটারী করতেন। যার নাম লটারীতে উঠতো তাকে সংগে নিয়ে তিনি সফর করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ এক যুদ্ধে যাবার সময় তিনি এভাবে আমাদের মধ্যে লটারী করলেন। সেবার লটারীতে আমার নাম উঠে। কাজেই আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রওয়ানা হয়ে গেলাম। এ ঘটনাটি ঘটে হিজাব্ নাযিল হবার পরে। আমাকে উঠের পিঠে চড়ানো হতো হাওদাসহ এবং সেভাবেই নামানো হতো। ...আমি সেখানেই আমার জায়গায় বসে ছিলাম। এমন সময় আমার ঘুম এসে গেল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল সুলামী পরবর্তীতে যাকওয়ানী (পদবী ধারী) সেনা দলের পিছনে পিছনে আসছিলেন। (সেনা দলের কারও কোনো জিনিস পিছনে রয়ে গেলে তিনি সেটা উঠিয়ে নিতেন, এটাই ছিল তখনকার নিয়ম)। তিনি শেষ রাতে সফর শুরু করেছিলেন। আমার জায়গায় যখন এসে পৌছলেন তখন সকাল হয়ে গিয়েছিল। তিনি (দূর থেকে) একটি মানুষের কাঠামো শুয়ে থাকতে দেখেন। তিনি আমার কাছে এলেন এবং আমাকে দেখে চিনে ফেললেন। ইতিপূর্বে হিজাব নাযিল হবার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে দেখে চিনতে পেরে তিনি ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন বলে উঠলেন। তাঁর একথায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো এবং আমি জেগে উঠলাম। তখন আমি আমার চেহারা চাদর দিয়ে ঢেকে নিলাম।... (বুখারী ও মুসলিম)[২৫]

আবু মূসা আশ'য়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। ..."উম্মে সালামাহ পর্দার পিছন থেকে ডেকে বললেন ঃ তোমাদের মায়ের জন্যও কিছুটা রেখে দাও ...।" বুখারী ও মুসলিম)[২৪]

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বর ও মদীনার মাঝখানে তিনদিন অবস্থান করেন। তার সাথে বিয়ে হয় সাফিয়্যা বিনতে হুয়াইয়ের ...মুসলমানরা বললো ঃ তিনি হবেন উম্মুল মুমেনীনদের এক জন অথবা বাদীদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর তারা বললো, যদি তাকে হিজাবের মধ্যে রাখা হয় তবে তিনি হবেন উম্মুল মুমিনদের একজন। আর যদি হিজাবের মধ্যে না রাখা হয় তাহলে তিনি বাদী হিসেবে গণ্য হবেন। তারপর যখন সেখান থেকে যাত্রা শুরু হলো, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে তার আসন বসিয়ে দেয়া হলো এবং তাঁর ও জনতার মাঝখানে পর্দা টেনে দেয়া হলো।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৬]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও আব্দ ইবনে যাময়া একটি বালককে নিয়ে ঝগড়া করতে থাকেন। সা'দ বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! এ আমার ভাই উতবা ইবনে আবি ওয়াক্কাসের ছেলে। তিনি আমাকে ওসিয়াত করে গেছেন যে, এটি তার ছেলে। আপনি তার সাথে উতবার সাদৃশ্যতা

www.pathagar.com

একবার দেখুন। অন্যদিকে আবদ্ ইবনে যাময়া বলতে থাকেন, হে আল্লাহর রসূল! সে আমার ভাই। আমার পিতার বাদীর ঘরে সে জন্ম লাভ করেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উতবার সাথে তার সাদৃশ্যতা দেখলেন। এরপর তিনি বললেন, সে তোমার প্রাপ্য হে আব্দ ইবনে যাময়া। সন্তান যার বিছানায় জন্ম গ্রহণ করেছে তার প্রাপ্য এবং যিনা কারীর প্রাপ্য হচ্ছে প্রস্তারাঘাতে মৃত্যু। আর হে সা'দ বিনতে যাময়া, তুমি তার থেকে হিজাব করো। তারপর থেকে সাওদা তাকে আর কোনো দিন দেখেননি"(বুখারী ও মুসলিম)[২৭]

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আমার দুধ চাচা আমার সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস না করে তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। ... আর এটা আমাদের প্রতি হিজাব ফরয হবার পরবর্তী ঘটনা। (অন্য আরেকটি রেওয়াতে[২৮] বলা হয়েছে ঃ তিনি বলেনঃ তুমি আমাকে হিজাব করবে অথচ আমি তোমার চাচা?)। অন্য দিকে মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তিনি তাঁর কাছে অনুমতি চান। কিন্তু তিনি তাঁর কাছে হিযাব করেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানান। জবাবে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "তুমি তাঁর সামনে হিজাব করো না।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৯]

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমর রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। সে সময় তার কাছে কুরাইশদের কয়েকজন মহিলা বসা ছিল (অর্থাৎ তারা ছিল রাসূলের স্ত্রী এবং সম্ভবত স্ত্রীদের ছাড়া আরো কয়েকজন মহিলা হবেন)। তারা তাঁর সাথে কথা বলছিল এবং তার কাছে বেশী বেশী চাচ্ছিল। (অর্থাৎ যদি তারা তাঁর স্ত্রী হয়ে থাকেন, এর অর্থ হবে তারা তাঁর কাছে বেশী বেশী খোরপোষ চাচ্ছিল। আর যদি অন্য মেয়ে হয়ে থাকেন তাহলে এর অর্থ হবে তাঁরা তাঁর সাথে কথা বলার ও নিজেদের প্রয়োজন পেশ করার জন্য আরো বেশী সময় দাবী করছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তাদের আওয়াজ প্রবল হয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি উমরকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তখন তাঁরা উঠে পড়লেন এবং দ্রুত হিজাব টেনে দিলেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩০]

আয়েশা (রা) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন ঃ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যায়েদ বিন হারেসা, জাফর ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাতাদাতের খবর পৌছল তখন তিনি এমনভাবে বসেছিলেন যে, তাঁর চেহারায় শোকের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। আমি দরোজার ফোকর থেকে তা দেখছিলাম" (বুখারী ও মসলিম)[৩২]

আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূল (সঃ) মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হবার পর তিনদিন বাইরে আসেননি। একদিন নামাযের জামায়াত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আবু বকর সামনে এগিয়ে এলেন। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুজরা মুবারকের হিজাব

www.pathagar.com

উঠালেন। নবী করীম (সঃ) এর চেহারা দেখা গেল। দেখলাম তার চেহারার চাইতে বেশী সুন্দর আর কোনো দৃশ্য আমরা এর পূর্বে কখনো দেখিনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে সামনে এগিয়ে যাবার ইশারা করলেন। তার পর হিজাব নামিয়ে দিলেন এর পর থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁর আর বাইরে আসার সামর্থ্য হয়নি।" (বুখারী ও মুসলিম)[৩৩]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের কাছে এক হিজরা আসতো। তাকে নারী সংগের প্রয়োজনহীনদের মধ্যে গণ্য করা হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ সাবধান, আমি দেখছি এখানকার বিষয় সে জানে। এরা যেন তোমাদের কাছে না আসে। আয়েশা বললেন ঃ নবীপত্নীগণ এরপর থেকে তাকে হিজাব করতেন। (মুসলিম)[৩৪]

আব্দুল মুত্তালিব ইবনে রাবিআহ ইবনুল হারেস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ... রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যহুরের নামায পড়া হয়ে গেলে আমরা (অর্থাৎ আব্দুল মুত্তালিব ও ফযল ইবনে আব্বাস) এগিয়ে গেলাম হুজরার দিকে এবং তাঁর কাছে দাড়িয়ে পড়লাম। তিনি আমাদের কান ধরলেন... তার পর দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা মনে করলাম তাঁর সাথে কথা বলবো। কিন্তু যয়নব হিজাবের পিছন থেকে ইশারায় আমাদের তাঁর সাথে কথা বলতে মানা করছিলেন। (মুসলিম)[৩৫]

উমর ইবনে খাত্তাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করলেন, তখন আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম লোকেরা পাথরের টুকরা নাড়া চাড়া করছে এবং বলাবলী করছে ঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। এটা ছিল হিযাবের হুকুম নাযিল হবার আগের ঘটনা। ...(কিন্তু এব্যাপারে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে এটা ছিল হিযাব ফরয হবার পরের ঘটনা)[৩৬] ইমাম মালেক এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।[৩৭]

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সঃ) এর কাছে এলো। সে তাঁর কাছে তার সমস্যার সমাধান জানতে চাচ্ছিল এবং তিনি দরজার আড়াল থেকে তার কথা শুনছিলেন।' (মুসলিম)[৩৮]

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি নিজের ঘরে বসেছিলাম। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে ইশারা করলেন, আমি উঠে তার কাছে গেলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন। আমরা হাটতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা তাঁর কোনো স্ত্রীর হুজরার কাছে পৌছে গেলাম। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। তারপর আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। সেখানে হিজাব টাঙ্গানো ছিল। ..." (মুসলিম)[৩৯]

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ "রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তোমাকে হিজাব উঠিয়ে দেবার হুকুম দেয়া হয়েছে" (মুসলিম)[৪০]

দ্বিতীয়ত ঃ সাহাবা কেরামের যুগে

মাসরুক থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশার কাছে এলেন। আয়েশা কে তিনি বললেন ঃ হে উম্মুল মুমিনীন, যদি কোনো ব্যক্তি কুরবানীর গোশত কাবা শরীফে পাঠিয়ে দেয়, তারপর নিজের শহরে বসে থাকে, এবং যার মাধ্যমে পাঠায় তাকে এই মর্মে ওসিয়ত করে দেয় যে, এই পশুর গলায় চিহ্ন হিসেবে মালা পরিয়ে দিবে, তাহলেই সেদিন থেকেই সে ততক্ষণ পর্যন্ত মুহরিম হয়ে যাবে যতক্ষণ না হাজীরা তাদের ইহরাম খুলে ফেলবে? তিনি বলেন, একথার পর আমি পর্দার পিছন থেকে উম্মুল মুমেনীনের এক হাতের তালু দিয়ে অন্য হাতের তালুতে আঘাত করার শব্দ শুনতে পেলাম এবং এই সাথে তিনি বললেন ঃ আমি নিজে নবী (সঃ) এর কুরবানীর পশুর গলায় মালা পাকাচ্ছিলাম। তিনি তাঁর কুরবানীর পশু কাবা শরীফের দিকে পাঠাতেন। কিন্তু হাজিদের ফিরে আসা পর্যন্ত তাঁর উপর এমন কোনো জিনিস হারাম হতো না যা তাঁর ঘরের অন্য লোকদের জন্য হালাল।" (বুখারী ও মুসলিম)[৪১]

আবু সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি ও আয়েশার ভাই এ দু'জন আয়েশার কাছে গেলাম। তাঁর ভাই তাকে জিজ্ঞেস করলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোসল সম্পর্কে। তিনি একটি পাত্র আনলেন। পাত্রটি ছিল এক সা' (চার আজলা পরিমাণ পানি ধারণকারী একটি পাত্র)। তিনি সেই পানি মাথায় ঢেলে গোসল করলেন। এ সময় আমাদের ও তাঁর মাঝখানে হিজাব টানানো ছিল। (বুখারী)[৪২]

আউফ ইবনে তোফাইল থেকে বর্ণিত। মিসওয়ার ও আব্দুর রহমান গায়ে চাদর জড়িয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে সাথে নিয়ে এলেন। তাঁরা আয়েশার কাছে যাবার অনুমতি চাইলেন, তাঁরা দু'জন বললেন ঃ আস্‌সালামু আলাইকে ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু, আমরা কি ভিতরে আসতে পারি? আয়েশা বললেন, এসো। তারা বললেন, আমরা সবাই? বললেন, হাঁ সবাই ভিতরে এসো। তিনি জানতেন না যে তাদের সাথে ইবনে যুবাইরও(আয়েশার বোনের ছেলে) আছেন। তারা ভিতরে প্রবেশ করলেন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর পর্দার ওপারে চলে গেলেন।" (বুখারী)[৪৩]

ইউসূফ ইবনে আসেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মারওয়ান ছিলেন হিজাযের গভর্নর। আমীর মুয়াবিয়া তাকে নিযুক্ত করেন। একবার তিনি খুতবা দিলেন। তিনি খুতবায় ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়ার কথা বারবার বললেন, যাতে তার পিতার পরে লোকেরা তার হাতে বাইআত করে। আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর প্রতিবাদ করে তাকে কিছু বললেন ঃ তিনি বললেন তাকে পাকড়াও করো। তিনি আয়েশার গৃহে প্রবেশ করলেন।

www.pathagar.com

কাজেই মারওয়ানের লোকেরা তাকে ধরতে পারলো না। মারওয়ান বললেন ঃ এই লোকের ব্যাপারেই আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের মা-বাপকে বললো, আফসোস তোমাদের জন্য, তোমরা আমাকে এই ভয় দেখাচ্ছ...।" এ কথায় হযরত আয়েশা বললেন হিজাবের পিছন থেকে আল্লাহ আমাদের ব্যাপারে কুরআনে কিছুই নাযিল করেন নি। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ আমার ওজরের ব্যাপারটি কুরআনে উল্লেখ করেছেন।" (বুখারী)[৪৪]

ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ "আতা আমাদের খবর দিয়েছেন যে, হিশাম যখন মেয়েদেরকে পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করা বন্ধ করে দিলেন, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন আপনি কেমন করে মেয়েদের তাওয়াফ করতে নিষেধ করছেন, অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরা পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করেছেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কখনকার ঘটনা হিজাবের আয়াত নাযিল হবার আগের না পরের? তিনি বললেন আমার প্রাণের কসম, আমি তা দেখেছিলাম হিজাবের আয়াত নাযিল হবার পরে। ...আমি ও উবায়দুল্লাহ ইবনে উমাইর আয়েশার খেদমতে হাজির হতাম। তখন তিনি ছাবির পাহাড়ের মধ্য এলাকায় বাস করতেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তখন তাঁর হিজাবের কি অবস্থা ছিল। জবাব দিলেন, তিনি ছিলেন একটি ছোট তাবুর মধ্যে এবং তার দরজায় ছিল পর্দা। আমাদের ও তাঁর মাঝখানে এ ছাড়া আর কিছুই ছিলনা সে সময় আমি তাঁর গায়ে দেখেছিলাম একটি গোলাপী রঙের জামা"। (বুখারী)[৪৫]

সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে আমের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ "...তারপর আমরা আয়েশার কাছে চললাম। তাঁর কাছে যাবার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাদের ভিতনে যাবার অনুমতি দিলেন। আমরা তার কাছে গেলাম। তিনি বললেন আরে হাকিম নাকি? তিনি তাকে চিনলেন। সে জবাব দিল, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে আর কে? জবাব দিল, সা'দ ইবনে হিশাম। বললেন, কোন হিশাম? জবাব দিলেন, ইবনে আমের। তিনি আল্লাহর কাছে তার প্রতি রহম করার জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন ঃ বেশ ভালো।" (মুসলিম)[৪৬]

পঞ্চম যুক্তি

বুখারী মুসলিমের বাইরের প্রমাণ ঃ উম্মুল মুমিনীনদের সাথে হিজাবকে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট করেছে

ইবনে সা'দ তার তাবাকাতুল কুবরায় নিম্নোক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেনঃ

আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে আবি 'আওনিদ দাওসী' বলেন ঃ নো'মান ইবনে আবিল জ্ওন আলকিন্দী রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন মুসলমান হয়ে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনাকে আরবের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বিধবার সাথে বিয়ে দেব না, যে তার চাচাত ভাইয়ের স্ত্রী ছিল? স্বামী মারা যাবার পর সে

www.pathagar.com

বিধবা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। সে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আছে এবং তার ইচ্ছা আপনি তাকে বিয়ে করুন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সাড়ে বারো আওকিয়া (এক আওকিয়া এক আউন্স পরিমাণ ওজন) মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে করেন। তিনি নো'মানের সাথে আবু উসাইদ আবু সা'দকে গৃহে প্রবেশের অনমতি দিলেন। তখন আবু উসাইদ বললেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদেরকে কোনো পুরুষ দেখতে পারবেনা। আবু উসাইদ বললেন, এটি হিজাব নাযিল হবার পরের ঘটনা। বিষয়যটি তার জন্য সহজ করে বুঝিয়ে দেবার জন্য তিনি আবু উসাইদের কাছে খবর দিলেন। জবাবে আবু উসাইদ বললেন, আপনার ও আপনার সাথে পুরুষের মধ্য থেকে যে কথা বলবে তার মাঝখানে হিজাব থাকতে হবে। তবে যদি আপনার সাথে আপনার কোনো মাহরাম কথা বলে, তাহলে সেখানে হিজাবের প্রয়োজন নেই। কাজেই তিনি ঠিক তিনি তেমনটি করলেন।"[৪৭]

আবু উসাইদ আস সাইদী জাওন গোত্রের এক মহিলাকে-যাকে বিয়ের পর মিলিত হবার পূর্বেই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন-বলেন ঃ নিজের গৃহের মধ্যে অবস্থান করুন এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে যেন আর কেউ আপনাকে বিয়ে করার অভিলাষী না হয়, কারণ আপনি মুমিনদের মাতা"। কাজেই তিনি গৃহের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। এরপর কাউকে নিজের ব্যাপারে অভিলাষী হতে দেননি। এভাবে তিনি হজরত উসমান ইবনে আফ্‌ফানের খিলাফাত আমলে নাজদে পরিবার পরিজনের মাঝে ইন্তেকাল করেন।"[৪৮]

ইবনে আব্বাস থেকে বর্নিত তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে মুহাজির ইবনে আবি উমাইর ইবনুল মুগীরা আসমা বিনতে নো'মানকে বিবাহ করেন। উমর তাদের দু'জনকে শাস্তি দিতে চান। একথা জানতে পেরে আসমা বলেন ঃ আল্লাহর কসম,আমার জন্য হিজাব ফরয করা হয়নি এবং আমাকে উম্মূল মুমেনিন বলে আখ্যায়িত করা হয়নি। ফলে উমর তাদের শাস্তি থেকে বিরত থাকেন।[৪৯ক]

দাউদ ইবনে আবি কিন্দি থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন। তিনি কিন্দিগোত্রের একজন মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। তাকে বলা হতো কাতিলাহ। তার গোত্রের সঙ্গে তিনিও মুরতাদ হয়ে যান। এর পর ইকরামা ইবনে আবু জাহেল তাকে বিয়ে করেন। আবু বকর এ ঘটনায় মনে প্রচন্ড ব্যাথা পান। উমর তাকে বলেন ঃ হে আল্লাহর খলিফা! আল্লাহর কসম, সে তো মূলত তাঁর স্ত্রী ছিল না। তিনি তাকে ইখতিয়ারও দেননি এবং হিজাবের মধ্যেও রাখেননি।"[৪৯খ]

তাবারী তাঁর তাফসীরে শেষোক্ত বর্ণনাটির অন্য একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ... আমের থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন। তিনি

www.pathagar.com

বিয়ে করেছিলেন কাইলা বিনতে আশআসকে। এরপর ইকরামা আবু জেহেল তাকে বিয়ে করেন। এ ঘটনায় আবু বকর ভীষণভাবে ব্যথিত হন। উমর তাকে বলেন ঃ হে রসূলুল্লাহর খলিফা, সে তাঁর স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলোনা। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইখতিয়ারও দেননি এবং তাকে হিজাবের মধ্যেও রাখেননি।... এ কথায় আবু বকর নিশ্চিত ও শান্ত হন।"[৫০]

এখানে বিশেষ লক্ষণীয় হচ্ছে, আমরা সম্মানিত পাঠকবর্গের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট করতে চাই যে, এর পরই আমরা ষষ্ট থেকে নিয়ে একাদশ পর্যন্ত যুক্তিগুলো অবতারণা প্রসঙ্গে যেসব ঘটনাবলী উপস্থাপন করেছি, সেগুলো পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করলে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারবো যে, এ ঘটনাগুলো সবই হিজাবের আয়াত নাযিল হবার পর সংঘটিত হয়েছিল।

ষষ্ঠ যুক্তি

হিজাব ফরয হবার পর উম্মুল মুমেনীনদের জিহাদে অংশ গ্রহণের অনুমতি না দেয়া এবং সাধারণ মুসলিম মেয়েদের অনুমতি দান নবীপত্নীদের জিহাদে অংশ গ্রহণের অনুমতি ছিল হিজাব ফরয হবার পূর্বে

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উহুদের যুদ্ধের সময় মুসলমানরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। আমি আয়েশা বিনতে আবু বকর ও উম্মে সুলাইমকে (আনাসের মাতা) দেখলাম, তাঁরা নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র টেনে ধরে রেখেছিলেন, যার ফলে তাদের পায়ের গোছা দেখা যাচ্ছিল। তাঁদের মশক থেকে পানি ছল্‌কে পড়ছিল। এ অবস্থায় তাঁরা মশক বহন করে চলছিলেন। তারপর তা থেকে লোকদেরকে পানি পান করাবার পর আবার ফিরে গিয়ে ভরে এনে আবার লোকদেরকে পানি পান করাচ্ছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫১]

হিজাব ফরয হবার পর নবী-পত্নীদেরকে জিহাদে অংশ গ্রহণের অনুমতি না দেয়া

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা দেখছি জিহাদ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। তাহলে আমরা কি জিহাদ করবো না? জবাব দিলেন, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হচ্ছে মকবূল হজ্জ।[৫২]

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ জিহাদের অনুমতি চেয়েছিলেন। তিনি জবাবে বলেন ঃ তোমাদের জিহাদ হচ্ছে হজ্জ। (বুখারী)[৫৩]

আয়েশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে তাঁর স্ত্রীরা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন জিহাদ সম্পর্কে। তিনি বলেছিলেন ঃ হজ্জই হচ্ছে ভালো জিহাদ। (বুখারী)[৫৪]

www.pathagar.com

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো স্ত্রী সাহচর্য দেবার জন্য তাঁর সাথে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, যুদ্ধে শরীক হবার জন্য নয়

নবী পত্নী আয়েশা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জিহাদের সফরে যাবার সংকল্প করতেন, তখন স্ত্রীদের মধ্য থেকে কে তাঁর সাথে যাবেন লটারীর মাধ্যমে তা নির্ধারণ করতেন। লটারীতে যার নাম উঠতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সফর সঙ্গী করতেন। আয়েশা বলেন ঃ এক যুদ্ধে যাবার জন্য আমাদের মধ্যে লটারী করা হলো। সেবার লটারীতে আমার নাম উঠলো। কাজেই আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হয়ে পড়লাম, এটা ছিল হিজাবের আয়াত নাযিল হবার পরের ঘটনা। আমাকে হাওদাজের মধ্যে বসিয়ে উঠের পিঠে চড়িয়ে দেয়া হতো এবং সেভাবেই নামানো হতো। (বুখারী মুসলিম)[৫৬]

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফরে যেতে চাইতেন, তখন তার স্ত্রীদের মধ্য থেকে কে তার সঙ্গী হবেন তা স্থির করার জন্য লটারী করতেন। একবার লটারীতে আয়েশা ও হাফসার নাম উঠলো। রাতে সফর করার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশার সাথে কথা বলতে বলতে চলতেন। একবার হাফসা আয়েশাকে বললেন ঃ আজ রাতে তুমি আমার উটে সওয়ার হওনা কেন? আর আমি তোমার উটে সওয়ার হয়ে যাই। এভাবে তুমি নতুন দৃশ্য দেখতে পাবে আর আমিও। আয়েশা বললেন ঃ ঠিক আছে। প্রত্যেকে অন্যের উটে সওয়ার হয়ে গেলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৬]

মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওআন থেকে বর্ণিত। তাদের উভয়ে পরস্পরের বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করেন। তাঁরা উভয়ে বলেন ঃ হোদাইবিয়ার সন্ধিকালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হলেন। ...তার পর সোহাইল ইবনে আমর এসে বললো, আমাদের ও আপনাদের মধ্যে সন্ধির চুক্তিপত্র লিখে দিন। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন লেখককে ডাকিয়ে আনলেন এবং বললেন লেখ ...তারপর চুক্তি নামার কাজ শেষ হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীদেরকে বললেন ঃ উঠো, পশুগুলো (যেগুলো সংগে করে আনা হয়েছে) কুরবানী করো এবং নিজেদের মাথাও মুড়িয়ে নাও। রাবী বলেন ঃ আল্লাহর কসম, সাহাবাদের মধ্য থেকে একজনও উঠলেন না, তারপর এভাবে তিনি তাদেরকে তিনবার বললেন। যখন তাদের মধ্য থেকে একজনও উঠে দাড়ালেন না, তখন তিনি উম্মে সালামার খিমার মধ্যে গেলেন এবং লোকদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছেন তা বললেন। (বুখারী)[৫৭]

নবী পত্নী হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা একটি সফরে (বনিল মুসতালিকের যুদ্ধ) বের হয়েছিলাম। আমরা বাইদা বা যাতল জাইশ নামক স্থানে পৌছাবার পর আমার একটি হার হারিয়ে গেলো। হারটির সন্ধান চালাবার জন্য রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে থেমে গেলেন এবং লোকজনও তার সাথে থেমে গেল। কিন্তু কাছাকাছি কোথাও পানি

www.pathagar.com

ছিল না। কাজেই লোকেরা আবু বকর সিদ্দিকের কাছে এসে বলতে লাগলো, দেখলেন আয়েশার কান্ডটা? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং সমস্ত লোকদের থামিয়ে রেখেছে। অথচ আশে-পাশের কোথাও পানি নেই। কাজেই আবু বকর এলেন, এ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আবু বকর বলেন, তুমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে থামিয়ে দিয়েছো। অথচ ধারে কাছে পানি নেই, আর লোকদের কাছেও পানি নেই। আয়েশা বলেন, এরপর আবু বকর আমাকে ভীষণভাবে তিরস্কার করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৮]

হিজাব ফরয হবার পর মুমিনদের অনেকের স্ত্রীদের জিহাদে অংশগ্রহণ

আনাস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খয়বরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে আমরা ভোরের আবছা আঁধারের মধ্যে ফজরের নামায পড়ি। ...যখন আমরা গ্রামে প্রবেশ করলাম, তিনি বললেন ঃ

اللّٰهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ

"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। খায়বরের উপর ধ্বংস নেমে এসেছে। যখন আমরা কোনো জাতির গৃহের সামনে যুদ্ধের জন্য নেমে যাই, তখন ভীতি প্রদর্শিত লোকদের প্রভাব ভয়াবহ হয়ে উঠে।" এ কথাগুলো তিনি তিন বার বলেন। ...কাজেই আমরা যুদ্ধ করে খয়বর জয় করলাম। তারপর কয়েদীদের একত্রিত করা হলো, এরপর দেহইয়া (রা) আসেন। তিনি বলেনঃ হে আল্লাহর নবী! কয়েদীদের মধ্য থেকে কোন বাঁদী আমাকে দান করুন। জবাবে তিনি বলেন ঃ যাও, কোনো বাদী নিয়ে নাও। তিনি সাফিয়্যা বিনত হুয়াইকে নিয়ে নিলেন। তখন একব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! সাফিয়া বনী কুরাইযা এবং বনী নাযিরের সরদার হুয়াইয়ের কন্যা, আপনি তাকে দিয়ে দিয়েছেন দেহইয়াকে। সে তো একমাত্র আপনারই উপযুক্ত ছিল। তিনি বলেন, তাকে সহ দেহইয়াকে ডেকে নিয়ে আস। দেহইয়া তাকে নিয়ে এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফয়াকে দেখে বললেন ঃ তুমি একে বাদ দিয়ে অন্য কোনো বাদী নাও। রাবী বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আযাদ করে দেন এবং বিয়ে করেন। ...তারপর পথেই উম্মে সুলাইম (আনাসের মা) তাঁকে নবী (সঃ) এর জন্য দুহলিনের সাজে সজ্জিত করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৯]

আনাস থেকে বর্ণিত। হুনাইনের যুদ্ধে উম্মে সুলাইম একটি খনজর সংগে করে এনেছিলেন। আবু তালহা সেটি দেখেন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! উম্মে সুলাইমের কাছে একটি খনজর আছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ এ খনজরটা কোন কাজে আসবে? উম্মে সুলাইম জবাব দিলেন, এটা আমি নিয়ে এসেছি এ জন্য যে, যদি মুশরিকদের কেউ আমার কাছাকাছি এসে যায়, তাহলে এ দিয়ে আমি তার পেট ফেড়ে ফেলবো। এ কথায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে দিলেন। (মুসলিম)[৬০]

www.pathagar.com

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের (তাঁর আত্মীয়) বাড়ীতে যান। সেখানে শয়ন করেন। তারপর উঠে হাসতে থাকেন। বিনতে মিলহান বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি হাসছেন কেন? জবাব দেন, আমার উম্মতের কিছু লোক (আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য) নৌযানে চড়ে ভূমধ্যসাগরে যাবে। (দুনিয়া ও আখেরাতে) তারা সিংহাসন উপবিষ্ট বাদশাহদের মতো। একথা শুনে মিলহান বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহর কাছে আমার জন্য দোয়া করুন আমাকে যেন তাদের মধ্যে শামিল করেন। ...তারপর (ভূমধ্যসাগরে সাইপ্রাস অভিযানকারী) নৌবহরে তিনি সওয়ার হন (মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের যুগে)[৬১] বিনতে কারযার সাথে। তারপর ফেরার সময় নিজের সওয়ারীর পিঠে চড়েন, সে তাঁকে ফেলে দেয়। তিনি নিচে পড়ে গিয়ে মারা যান। (বুখারী ও মুসলিম)[৬২]

ইয়াজিদ ইবনে হরমুয থেকে বর্ণিত। নাযদাতুল খারেজী ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লেখেন। তার মাধ্যমে তিনি পাঁচটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে চান।...ইবনে আব্বাস জবাবে লেখেন ঃ তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছো রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি মেয়েদেরকে জিহাদে শামিল করেছিলেন? হাঁ, তিনি তাদেরকে শামিল করেছিলেন। তারা আহতদের শুশ্রুষা করেছিল এবং গণীমতের সম্পদ লাভ করেছিল। (মুসলিম)[৬৩]

এখানে চমৎকার ভাবে যে বিষয়টি উপলব্ধি করা যায় তা হচ্ছে এই যে, খয়বরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ৭ হিজরীর মহররম মাসে এবং হুনাইনের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ৮ হিজরীর শাওয়াল মাসে অর্থাৎ হিজাব ফরয হবার পরে। অন্যদিকে উম্মে হারাম সামুদ্রিক যুদ্ধে যান রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পরে। ইবনে আব্বাসের হাদীসের শব্দাবলী (তিনি মেয়েদের জিহাদে শামিল করতেন) কোনো কালের গন্ডিতে আবদ্ধ না হয়ে কর্মের ধারাবাহিকতা ও অবিচ্ছিন্নতা বুঝায়। তাছাড়া হিজাবের আয়াত নাযিল হবার পর বহু সংখ্যক মুমিন মহিলার জিহাদে সামিল হবার চাক্ষুষ প্রমাণ রয়েছে। (তৃতীয় অধ্যায় পঞ্চম অনুচ্ছেদ দেখুন। শিরোনাম ঃ জিহাদে অংশগ্রহণ)

সপ্তম যুক্তি

পুরুষদের থেকে দূরে থেকে উম্মুল মুমিনীনদের হজ্জ, অন্য দিকে পুরুষদের সাথে মিলে মিশে সাধারণ মুসলিম মেয়েদের হজ্জ

ইব্রাহিম ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ থেকে বর্ণিত। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর শেষ হজ্জে নবী-পত্নীদের হজ্জ করার অনুমতি দেন। এজন্য তাঁদের সাথে পাঠান উসমান ইবনে আফ্ফান ও আব্দুর রহমানকে। (বুখারী)[৬৪]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ "... এ ভাবে ইমাম বুখারী একে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করেছেন ..., আব্দুল্লাহ বাইহাকীর বর্ণনায় এর মধ্যে যা বৃদ্ধি করেছেন তা হচ্ছে এই যে, উসমান ইবনে আফ্ফান আওয়াজ দিতে থাকেন যেন কেউ তাঁদের নিকটবর্তী না হয়

www.pathagar.com

এবং তাঁদের দিকে না তাকায়। তাঁরা তাঁদের উটের পিঠের হাওদায় সওয়ার ছিলেন। গিরিপথে প্রবেশ করলে তাদেরকে সামনের দিকে রাখতেন এবং কেউ তাদের দিকে যেতে পারতো না। আব্দুর রহমান ও উসমান গিরিপথের পিছনদিকে থাকতেন।

ইবনে সা'দের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ উসমান তাঁদের সামনে চলতেন এবং আব্দুর রহমান চলতেন তাদের পিছনে। ইবনে সা'দ সহীহ সনদ সহকারে আবু ইসহাক সাবী'ঈর সূত্রে আরো বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন ঃ আমি দেখলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ হজ্জ করছেন তাদের হাওদায়। তার ওপর লম্বা চাদর টাঙানো ছিল। এটা ছিল মুগীরা ইবনে শো'বার শাসনকাল। আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন, তখন মুগীরা ছিলেন আমীরে মুয়াবীয়ার পক্ষ থেকে কুফার গভর্নর"।[৬৫]

হাফেজ ইবনে হাজার বাইহাকী ও ইবনে সাদের তাবাকাত থেকে অধিক যা কিছু উদ্ধৃত করেছেন তা হাসান তথা উত্তম সূত্র পরম্পরা সমৃদ্ধ।

ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত। আতা আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, এবনে হিশাম যখন মেয়েদেরকে পুরুষদের সাথে কাবা শরীফ তাওয়াফ করার নিষেধ করলেন, তখন তিনি তাদের বললেন ঃ তুমি কেমন করে তাদের নিষেধ করছো অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীরা পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করেছেন? আমি বললাম, (হিজাবের আয়াত নাযিল হবার) পূর্বে না পরে? জবাব দিলেন, হাঁ, হিজাবের আয়াত নাযিল হবার পরেই তাঁদের তাওয়াফ করতে দেখেছি। জিজ্ঞেস করলাম, তাঁরা পুরুষদের সাথে কিভাবে মিশতেন? জবাব দিলেন, তাঁরা পুরুষদের সাথে মিশতেন না। বরং আয়েশা (রা) পুরুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের সাথে না মিশে তাওয়াফ করতেন। এক মহিলা তাকে বললেন, হে উম্মুল মুমিনিন, চলুন আমরা (হাজরে আসওয়াদ) স্পর্শ করি বা চুম্বন করি। হযরত আয়েশা উত্তর দিলেন, তোমারা যাও এবং তিনি নিজে অস্বীকার করলেন। তাঁরা বের হতেন পর্দা করে এবং রাতের বেলা এবং তখন তাওয়াফ করতেন পুরুষদের সাথে। কিন্তু যখন তারা কাবা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইতেন, তখন ভেতরে যাবার আগে বাইরে দাঁড়িয়ে পড়তেন যাতে পুরুষেরা বের হয়ে যায় এবং তারপর তাঁরা প্রবেশ করতেন। (বুখারী)[৬৬]

উম্মুল হোসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের সময় তাঁর সাথে হজ্জ করতেছিলাম। আমি তাঁকে দেখছিলাম যখন জমরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করছিলেন। সাওয়ারীর পিঠে চড়ে তিনি সেখান থেকে ফিরলেন এবং তার সংগে ছিলেন বেলাল ও উসামা। তাদের একজন তার সওয়ারী টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং অন্যজন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার উপর তার কাপড় টেনে ধরে রোদ থেকে ছায়া করছিলেন। উম্মুল হোসাইন বলেন ঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক কথা বললেন। তারপর আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ যদি কোনো নাক কাটা (আমার মনে হয় ভদ্র মহিলা বলেছিলেন) কালো গোলামকেও তোমাদের আমীর বানানো হয় এবং সে

www.pathagar.com

তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী নেতৃত্ব দান করেন, তাহলে তার কথা শোন এবং তার আনুগত্য করো। (মুসলিম)[৬৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর দিন ফযল ইবনে আব্বাসকে তাঁর পিছনে সওয়ারীর পিঠে বসিয়ে নিয়েছিলেন। ...নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের কাছে মাসয়ালা বর্ণনা করার জন্য থেমে গেলেন। এ সময় খাসয়াম গোত্রের এক সুন্দরী মহিলা তার কাছে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করার জন্য এলো। ...সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল ! হজ্জের ব্যাপারে আল্লাহর বান্দাদের ওপর যে ফরয আরোপিত হয় তা আমার পিতার ওপরও আরোপিত হয়েছে অথচ তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং সওয়ারীর পিঠে সোজা হয়ে বসতে পারেন না। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করি তাহলে কি হজ্জ আদায় হয়ে যাবে? তিনি জবাব দেন, হাঁ। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮]

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযায় (মক্কা ও মদীনার মাঝখানে একটি জায়গা) একটি কাফেলার সাথে সাক্ষাত হলো। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? জবাব দিল, আমরা মুসলমান। তারপর তারা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে? জবাব দিলেন, আল্লাহর রসূল। তখন তাঁর সামনে এক মহিলা একটি শিশুকে নিয়ে এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, এও কি হজ্জ করতে পারে? জবাব দিলেন, হ্যাঁ এবং তার সওয়াব তুমি পাবে। (মুসলিম)[৬৯]

এ হাদীসগুলি থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের হিজাব করার বিধান দেবার কারণে তাঁদের হজ্জের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তারা পুরুষদের সাথে সম্ভাব্য পর্যায়ে হিজাব করেন। রাতের বেলা পর্দা করে তওয়াফ করেছেন। পুরুষদের থেকে দূরে থেকেছেন। অন্য দিকে সাধারণ মুমিন মেয়েরা রাতে ও দিনে তওয়াফ করেছেন এবং আয়ত্তের মধ্যে পেলে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেছেন। সাধারণ মেয়েরা পুরুষদের সাথে মিশে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করেছেন। উল্লেখ্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ করেন ৯ হিজরীতে।

অষ্টম যুক্তি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য হিজাব, বাঁদীদের জন্য নয়

আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার ও মদীনার মাঝখানে তিনদিন অবস্থান করেন। সেখানে তিনি সাফিয়্যা বিনতে হুয়াইয়ের সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হবার পর বাসর রাত্রি যাপন করেন। আমি মুসলমানদেরকে তাঁর ওলীমার দাওয়াত দিলাম। আহার্য দ্রব্যাদির মধ্যে কেনো রুটি ও গোশত ছিলনা। নবী (সঃ) দস্তরখানা বিছাবার হুকুম দেন। সেখানে খেজুর, পনীর ও ঘি পরিবেশন করা হলো। এটি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওলীমা। মুসলমানরা (সাফিয়্যা সম্পর্কে) বলেঃ তাকে উম্মুল মুমিনের মর্যাদা দেয়া হবে নাকি বাদী করা হবে? এতে কেউ কেউ বললো, যদি নবী (সঃ) তাঁকে হিজাবের মধ্যে রাখেন,

www.pathagar.com

তাহলে তিনি উম্মুল মুমিনীনের অন্তভূক্ত হবেন। আর যদি তার জন্য হিজাবের ব্যবস্থা না করেন, তাহলে তিনি বাঁদীর অন্তর্ভুক্ত হবেন। (মুসলিম বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যদি তিনি তাঁকে হিজাবের মধ্যে না রাখেন, তা হলে তিনি হবেন তাঁর পুত্রের বাদী মাতা।) কিন্তু রওয়ানা হবার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য নিজের সওয়ারীর পিছনে জায়গা করেন এবং তাঁর ও লোকদের মাঝখানে পর্দা টাঙিয়ে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৭০]

এ হাদীসটি থেকে পরিষ্কার ভাবে এ কথা অনুধাবন করা যায় সাহাবায়ে কেরাম নিশ্চিত ভাবে জানতেন যে, হিজাব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য একান্ত ভাবে ফরয করা হয়েছে। তাঁর বাদীদের ও পুত্রের বাদী মাতাদের জন্য -তারা যতই অনিন্দ্য সুন্দরীই হন না কেন-ফরয করা হয়নি। এখানে স্বাধীন ও বাদীর পার্থক্যটা মুখ্য নয়। কারণ বাদীরা যখন সুন্দরী হয়, তখন তাদের জন্য উত্তম হয়, স্বাধীনদের পথ অনুসরণ করে তাদের মত সতর ঢাকা যেমন ইবনে তাইমিয়া বলেছেন।[৭১] আবার এ পথ অনুসরণটি তখনই আরো বেশী শক্তিশালী হয়, যখন তারা গৃহ-স্বামীর স্ত্রী হিসেবে ব্যবহৃত হন, যেমন বলেছেন ইবনে কাইয়েম।[৭২] কাজেই এখানে পার্থক্যটা হচ্ছে অন্য সমস্ত স্বাধীন বা বাদী মেয়েদের থেকে উম্মাহাতুল মুমিনীনদের পার্থক্য।

নবম যুক্তি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের হিজাব, কন্যাদের নয়

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٥٩) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (٦٠) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (٦١)

"আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে বলেছিলেন, হও ফলে সে হয়ে গেলো। এসত্য তোমার রবের কাছ থেকে, কাজেই সংশয়ীদের আন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তোমার কাছে আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে। তাকে বলো, এসো আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে। তারপর বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহর লা'নত।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৫৯,৬০,৬১)।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে ঃ "...এসো আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের কন্যাদেরকে ও তোমাদের কন্যাদেরকে,

www.pathagar.com

আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে।" অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করার জন্য তাদের হাজির করবো। একথা জানাবার পর দিন সকালে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ও হোসাইনকে নিয়ে একটি পশমী চাদরে আবৃত হয়ে ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী হন। তাঁর পিছনে পিছনে লা'নত বর্ষণ করার জন্য ফাতেমা হেটে চলছিলেন। সে সময় তার সাথে তাঁর বেশ কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন"। সেখানে আরো বলা হয়েছে ঃ "রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন নাযরানের আকেব ও তাইয়াব (দুই খৃস্টান সরদার)। তিনি তাদেরকে লা'নত বর্ষণ করার আহবান জানালেন। তারা দুজন প্রতিশ্রুতি দিল যে, তারা আগামী কাল লা'নত বর্ষণ করার জন্য আসবেন। রাবী বলেন ঃ পরদিন অতি প্রত্যুষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইনের হাত ধরে এলেন। কারপর তাদের কাছে লোক পাঠালেন। তারা এসে লা'নত বর্ষণ করতে অস্বীকৃতি জানালো। ...জাবের বলেন ঃ তাদের ব্যাপারেই নাযিল হয়। এসো আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের কন্যাদেরকে ও তোমাদের কন্যাদেরকে এবং আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে" এবং জাবের বলেন : "আমাদের নিজেদেরকেও তোমাদের নিজেদেরকে" বলতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আলী ইবনে আবু তালেবকে, 'আমাদের পুত্রদের' বলতে হাসান হোসাইনকে এবং 'আমাদের কন্যাদের' বলতে ফাতেমাকে বুঝানো হয়েছে।

হাকেম তার মুসতাদরেক গ্রন্থে আলী ইবনে ঈসা থেকে ঠিক এমনি ধরনের বর্ণনাই দিয়েছেন। তারপর বলেছেন ঃ মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী এটি সহীহ-এর পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু বুখারী ও মুসলিম এটি উদ্ধৃত করেননি। এমনটিই তিনি বলেছেন। আরো একটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও তায়ালেসী শু'বা থেকে, তিনি মুগীরা থেকে এবং তিনি শা'বী থেকে মরসাল রেওয়াতের মাধ্যমে। এটিই অধিকতর সহীহ। ইবনে আব্বাস ও বারায়া থেকেও এমনি ধারা বর্ণনা করা হয়েছে।[৭৩]

ব্যাখ্যাসহ এ আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, ফাতেমার উপর হিযাব ফরয ছিলনা। একারণে তিনি 'মুবাহিলা' (লা'নত বর্ষণ) করার জন্য ময়দানে চলে আসেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ আসেননি। এখানে রাবীর বক্তব্য গভীরভাবে নিরিক্ষণ করলে দেখা যাবে (সে সময়ে তার বেশ কয়েকজন স্ত্রী ছিলেন) বহু মেয়ে অথাৎ ফাতেমা ছাড়া নবী পরিবারের বহু মহিলার মধ্যে আর কোনো মহিলা আসেননি। যদিও এঘটনাটি সম্পর্কিত ছিল একান্তভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে। ...অথচ আমরা দেখছি তাঁদের অন্যান্য মেয়েদের সাথে ময়দানে বের হবার পথে কোনো বাধা ছিলনা। কিন্তু তাঁদের উপর হিজাব ফরয হওয়ার কারণে তাঁরা বাইরে আসেননি।

আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোগ যখন খুব বেড়ে গেলো তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহ আনহা বললেন ঃ আহ, আমার আব্বাজান কত কষ্ট পাচ্ছেন! রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আজকের দিনের পরে তোমার আব্বার আর কোনো

www.pathagar.com

কষ্ট হবে না।" তারপর যখন তিনি মারা গেলেন ফাতেমা এই বলে কাঁদতে লাগলেন ঃ ওগো আমার আব্বাজান তাঁর রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। ওগো আমার আব্বাজান যার স্থায়ী ঠিকানা জান্নাতুল ফিরদাউস। হায় আমার আব্বাজান! আমি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে আপনার মৃত্যুর সংবাদ শুনাচ্ছি। তারপর তাঁকে দাফন করা হলো। ফাতেমা আনাসকে বললেনঃ হে আনাস! তোমাদের মন কেমন করে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাটি চাপা দেবার কাজে সায় দিল? (বুখারী)[৭৪]

ফাতহুল বারী কিতাবে আব্দুল্লাহ ইবনুল আমর ইবনুল আসের একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। এ হাদীসটি সংকলন করেছেন ইমাম আহমদ ও হাকেম এবং আরো কয়েকজন তাঁদের হাদীস সংকলন গ্রন্থসমূহে। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতেমাকে তাঁর দিকে আসতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা থেকে আসছো? ফাতেমা জবাব দিলেন, এই মৃতের পরিবারের প্রতি তাদের মৃতেরা রহম করেছে! রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি বোধ হয় তাদের সাথে কবরস্তানে গিয়েছিলে?" জবাব দিলেন, না।[৭৫]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ফাতেমা ও আব্বাস আলাইহিমাস সালাম আবু বকরের কাছে এসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে ফাদাকের (মদীনা থেকে দু'দিনের পথে অবস্থিত পল্লী) যমীনের মিরাস দাবী করছিলেন এবং সে সংগে খায়বারেও নিজেদের অংশ দাবী করছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের দু'জনকে বললেন ঃ আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ

"আমরা কোনো উত্তরাধিকার রেখে যাই নাই। আমরা যা কিছু রেখে যাই সবই সাদাকাহ। মুহাম্মদের পরিবারবর্গই এ সম্পদ থেকে নিজেদের ব্যয় নির্বাহ করবে"। আবু বকর বললেন ঃ আল্লাহর কসম, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি যা করতে দেখেছি তেমন কোনো কাজ আমি কখনও পরিত্যাগ করবো না। আমি তা করবোই। রাবী বলেন ঃ এরপর ফাতেমা তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে আর কথা বলেননি। [অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ[৭৬] তার পর তিনি আবুবকরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং মৃত্যুর আগে তাদের এ বিচ্ছিন্নতার অবসান হয়নি।] (বুখারী ও মুসলিম)[৭৭]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ ...কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন তাঁর সম্পর্কের বিষয়টি ছিল এ রকমের যে তিনি আবু বকরের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতে ও তাঁর কাছে বসতে সংকোচ বোধ করতেন। যে ধরনের সম্পর্কচ্ছেদ হারাম এটা তা ছিলনা। কারণ আবু বকর তাঁদের সাথে বসলে তাঁদের সমালোচনায় বিভিন্ন কথা বলবেন এ ভয় ছিল।

www.pathagar.com

আর আবু বকর ওখান থেকে বের হবার পর ফাতেমা তাঁর নিজের সাংসারিক কাজে জড়িয়ে পড়েন এবং রোগশোকে আক্রান্ত হন।

আর উল্লেখিত হাদীসে আবু বকরের প্রতিবাদসহ তাঁর যে ক্রোধের কথা বলা হয়েছে তার কারণ ছিল তাঁর এই ধারনা যে, তিনি হাদীসের যে অর্থ গ্রহণ করেন আবু বকর তার ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। সম্ভবত তিনি আমাদের 'উত্তরাধিকার নাই' শব্দগুলোর মধ্যে ব্যাপক অর্থে যে কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষত্ব সৃষ্টি করার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনি দেখছিলেন রসূলের পরে যে জমি-জমা ও স্থাবর সম্পত্তি থেকে গেছে, তা ভোগ দখল করার কাজ শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু আবু বকর একে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। এ হাদীসটির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিরোধ হয়েছে। এ ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছার পর তিনি আবু বকরের সাথে আর পরবর্তী বৈঠক করা বন্ধ করলেন। শা'বীর সূত্রে বাইহাকী বর্ণনা করেন, আবু বকর ফাতেমাকে দেখতে আসেন। আলী ফাতেমাকে বলেন ঃ আবু বকর তোমার কাছে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। জবাবে তিনি বলেন, তুমি কি চাও আমি তাকে অনুমতি দেই? আলী বললেন, হাঁ। কাজেই তিনি তাঁকে অনুমতি দেন। তিনি তাঁর কাছে যান। তিনি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চান এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট হন। এটি একটি মুরসাল হাদীস হলেও শা'বীর সাথে সংযুক্ত। এর সনদ সম্পূর্ণ সহীহ এবং এর মাধ্যমে আবু বকরের সাথে ফাতেমার সম্পর্কচ্ছেদের দীর্ঘসূত্রতা বৈধ হওয়ার যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর হয়ে যায়। ...কাজেই শা'বীর হাদীসের ফলে পুরোপুরি সন্দেহ নিরসন হয়েছে এবং ফাতেমার বিপুল জ্ঞান ও দ্বীনদারী সম্পর্কে যেমন জানা যায় ঠিক তেমনিই কার্যকারিতার দিক দিয়েও তা বেশী উপযোগী হয়েছে।

এভাবে বুখারী, মুসলিম ও শা'বীর হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে এবং শেষোক্ত জনের হাদীস থেকে আমরা জেনেছি যে, হযরত ফাতেমার মৃত্যুর পূর্বে আবু বকর তাঁকে দেখতে যান। ...এর অর্থ দাঁড়ায় তাহলে আমৃত্য আবু বকরের সাথে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেন। অর্থাৎ আমৃত্যু তিনি আবু বকরের কাছে আর যাননি। অন্য দিকে আমৃত্যু তিনি আবু বকরের সাথে কথা বলেননি। "অর্থাৎ মিরাসের ব্যাপারে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আর আবু বকরের সাথে কোনো কথা বলেননি। এখানে আমরা আল্লাহর এ কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣)

"হে নবী পরিবারবর্গ! আল্লাহ তোমাদের থেকে গুনাহ দূর করে দিতে এবং তোমাদের যথার্থ পবিত্র করতে চান।" (সূরা আহযাব ঃ ৩৩)

এই সংগে হযরত আয়েশার এ হাদীসটির প্রতি দৃষ্টি দিতে চাই। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) প্রত্যুষে বের হলেন। তিনি নিজেকে আবৃত করে রেখেছিলেন, একটি নকশাদার কালো পশমী চাদরে। হাসান ইবনে আলী এলো। তাকে চাদরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন।

www.pathagar.com

তারপর হোসাইন এলো। তাকেও তাঁর মধ্যে নিলেন। অতপর ফাতেমা এলেন। তাঁকেও নিয়ে নিলেন চাদরের মধ্যে। এরপর আলী এলেন। তাঁকেও চাদরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর বললেন ঃ "হে নবীর পরিবার বর্গ! আল্লাহ চান তোমাদের থেকে গুনাহ দূর করতে এবং তোমাদেরকে যথার্থ পবিত্র করতে।" (মুসলিম)[৭৯]

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসের মাধ্যমে তাঁর কন্যা ফাতেমা এবং তাঁর সাথে তার স্বামী ও সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং এই সংগে তাদেরকে এমন একটি আয়াতের বিষয়বস্তুর মধ্যেও শরীক করে নিয়েছেন যেখানে তার স্ত্রীদের সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে আমরা একথাও চিন্তা করতে পারি, কিভাবে মহান আল্লাহ তায়ালা ফাতেমাকে পবিত্র করে যথার্থ পবিত্রতার পর্যায়ে উন্নীত করলেন। তারপর কিভাবে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু-আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতেমা কে তার বক্তব্যের মাধ্যমে মর্যাদার শিখরে পৌছালেন। তিনি বলেনঃ জান্নাতের শ্রেষ্টতম মহিলাগণ হচ্ছেন ঃ খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ, মারইয়াম বিনতে ইমরান ও আসিয়া বিনতে মুযাহিম তথা ফিরআউনের স্ত্রী।[৭৯ক]

এ মহিলাগণের প্রত্যেকের মর্যাদা ও পবিত্রতার জন্য তাঁদের উপর হিজাব ফরজ হবার কোনো প্রয়োজন ছিলনা। অন্যান্য সমস্ত মহিলাদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নবীর স্ত্রীদের জন্য হিজাব ফরয হওয়া একটি বিশেষ বিষয়কে চিহ্নিত করে। সম্ভবত আয়াতে যে পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে (অর্থাৎ এটা তোমাদের ও তাদের জন্য বেশী পবিত্র) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর তাদের জন্য আর কোনো পুরুষকে বিয়ে করা হারাম হওয়ার সাথে তা সম্পর্কিত। আয়াতের পরবর্তী আলোচনা থেকেও এ দিকেই ঈঙ্গিত পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ আলোচনায় ইনশাআল্লাহ আমরা বিস্তারিত বক্তব্য উপস্থাপন করবো।

দশম যুক্তি

মর্যাদাবান মহিলা সাহাবাগণ হিজাব ছাড়াই পুরুষদের সাথে সাক্ষাত করেছেন

উম্মুল ফযল বিনতে হারেস

উম্মুল ফযল ছিলেন আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচী। তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ ভগিনী চতুষ্টয়ঃ মায়মুনা, উম্মুল ফযল, সালমা ও আসমা বিনতে উমাইস, এঁরা এক মায়ের পেটের চারজন মুমিন বোন।"[৮০]

উম্মুল ফযল বিনতে হারেস থেকে বর্ণিত। আরাফাতের দিনে রসূলুল্লাহ (সঃ) রোযা রেখেছেন কিনা এমর্মে একদল লোক তাঁর সামনে সন্দেহ পোষণ করলো ও বিতর্কে লিপ্ত হলো। কেউ বললো, তিনি রোযা রেখেছেন। আবার কেউ বললো না, রাখেননি। উম্মুল ফযল তাঁর কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তখন তাঁর উটের পিঠে বসেছিলেন। তিনি তা পান করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৮১]

www.pathagar.com

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী বলেনঃ এ হাদীসের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, সেখানে জ্ঞানগত বিতর্ক চলছিল পুরুষ ও নারীদের মধ্যে।[৮২]

আসমা বিনতে উমাইস

তিনি ছিলেন জাফর ইবনে আবু তালেবের স্ত্রী। তাঁর সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "সে হচ্ছে মুমিনের বোন"[৮৩] এবং তাঁর স্বামীকে বলেছেনঃ "আমার চেহারা চরিত্রের সাথে তার সাদৃশ্য রয়েছে।[৮৪]

আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা ইয়ামনে ছিলাম, এমন সময় আমাদের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরাতের খবর পৌঁছলো। আমরা তাঁর কাছে পৌঁছে যাবার জন্য হিজরাত করলাম। আমি ছিলাম ও আমার দুই ভাই, একজনের নাম আবু বুরদাহ এবং অন্যজনের নাম আবু রুহ্‌ম, আমি ছিলাম তাদের সবার ছোট। ... আমরা ছিলাম তিপ্পান্ন বা বায়ান্ন জন পুরুষ। সবাই আমাদের একই কওমের। আমরা একটি জাহাজে চড়লাম। জাহাজটি আমাদের (মদীনায় নিয়ে যাবার পরিবর্তে) হাব্‌শায় নাজ্জাশীর দেশে নামিয়ে দিল। সেখানে আমাদের সাক্ষাত হলো জাফর ইবনে আবু তালেবের সাথে। আমরা তাঁর সাথে অবস্থান করলাম। তারপর সবাই মিলে এক সাথে (মদীনায়) চলে এলাম। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যখন আমাদের কথা হলো, তখন তিনি খায়বর জয় করেছিলেন। কিছু লোক আমাদের (অর্থাৎ জাহাজের আরোহীদেরকে) বলছিল, আমরা হিজরাতের ব্যাপারে তোমাদের থেকে অগ্রবর্তী। আসমা বিনতে উমাইসও আমাদের সাথে জাহাজে করে ফিরে এসেছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হাফসার সাথে দেখা করতে তাঁর কাছে গেলেন। তিনিও হিজরতকারীদের সাথে হিজরাত করে নাজ্জাশীর দেশে গিয়েছিলেন। উমর হাফসার কাছে এলেন। এ সময় আসমা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আসমাকে দেখে উমর জিজ্ঞেস করলেন, এ মহিলাটি কে? হাফ্‌সা জবাব দিলেন, আস্‌মা বিনতে উমাইস। উমর বললেন, কে? হাব্‌শা থেকে যে এসেছে? সামুদ্রিক জাহাজে চড়ে যে এসেছে? আস্‌মা বললেন, হ্যাঁ। উমর বললেন, আমরা তোমাদের চেয়ে আগে হিজরাত করেছি, কাজেই আমরা তোমাদের তুলনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে নৈকট্য লাভের বেশী হকদার। এতে আসমা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেনঃ কখ্‌খনো না, আল্লাহর কসম! আপনারা ছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে। আপনাদের মধ্য থেকে যারা অনাহারে থাকতো তিনি তাদেরকে খাবার খাওয়াতেন এবং অজ্ঞ ও জ্ঞানহীনদেরকে উপদেশ দিতেন। অন্যদিকে আমরা ছিলাম বহুদূরে শত্রুদেশ ও শত্রুভূমি হাব্‌শায়। আর এ সব কিছুই তো আমরা সহ্য করেছি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথে। আল্লাহর কসম! আপনি যা বলেছেন তা রসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে না বলা পর্যন্ত আমি খাবার খাব না, পানিও পান করবো না। আমাদের কষ্ট দেয়া হতো এবং ভয় দেখানো হতো। আমি এখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলবো এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করবো। আল্লাহর কসম!

www.pathagar.com

আমি একটুও মিথ্যা বলবো না, তারপর নবী (সঃ) এলে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর নবী! উমর এমন এমন সব কথা বলে থাকেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তাকে কি বলছো? জবাব দিলেনঃ আমি তাকে এই এই জবাব দিয়েছি। নবী (সঃ) বললেনঃ "তোমাদের চেয়ে বেশী কেউ আমার নৈকট্য লাভের অধিকার রাখেনা। তাঁর ও তাঁর সাথীদের হিজরাত হয়েছে একবার। অন্যদিকে তোমাদের তথা নৌকার আরোহীদের হিজরাত হয়েছে দুবার।" আসমা বলেনঃ এ ঘটনার পর আমি দেখেছি আবু মূসা ও নৌকার আরোহীরা আমার কাছে দলে দলে আসতেন এবং এ হাদীসটি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারে যা বলেছেন দুনিয়ার কোনো জিনিস তাদের কাছে তাদের চেয়ে বেশী বড় ও আনন্দদায়ক ছিল না। রাবী আবু বুরদাহ বলেন, আসমা বলেছেনঃ আবু মূসাকে দেখেছি, তিনি আমার কাছ থেকে বারবার এ হাদীসটি শুনতে চাইতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৫]

তারপর আবু বকর সিদ্দীক তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। আবু বকর (রা.) সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ "লোকদের মধ্যে আবু বকরই সাহচর্য ও ধনসম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশী অনুগ্রহ করেছে যদি আমার রবকে ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে বন্ধু রূপে আমি গ্রহণ করতাম, তাহলে সে হতো আবু বকর। কিন্তু ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসাই যথেষ্ট। (বুখারী ও মুসলিম) [৮৬]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত বনী হাশেমের একদল লোক আসমা বিনতে উমাইসের কাছে গেলো। তারপর আবু বকর সেখানে গেলেন। সে সময় আসমা ছিলেন আবু বকরের স্ত্রী। আবু বকর তাদেরকে দেখলেন এবং তা অপছন্দ করলেন। তিনি (আবুবকর) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সে কথা উল্লেখ করে বললেন, অবশ্য আমি ভালো ছাড়া আর কিছু দেখিনি। একথায় রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তাকে মন্দ থেকে মুক্ত করেছেন। তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে উঠে বললেন ঃ

لاَ يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِى هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَو اثْنَان .

"আজকের পর থেকে স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো ব্যক্তির সংগে অন্য এক ব্যক্তি বা দুইজনকে না নিয়ে তার স্ত্রীর সাথে দেখা করতে পারবে না।" (মুসলিম)[৮৭]

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন বলতে চাচ্ছিলেন যে, একদল লোক যদি কোনো মহিলার সাথে দেখা করতে যায়, তাহলে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এর ফলে আবু বকর মানসিক নিশ্চিন্ততা লাভ করেন। কারণ আসমা বিনতে উমাইসের কাছে একজন নয়, একদল লোক গিয়েছিল।

তাবারানী কায়েস ইবনে আবু হাযেম থেকে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছেঃ আমরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলাম। তখন তিনি রোগ-শয্যায় ছিলেন। আমি তাঁর কাছে একজন ফর্সা মহিলাকে দেখলাম। তিনি মেহেদী দিয়ে দুহাতে

www.pathagar.com

নকশা করেছিলেন এবং আবু বকরের শরীর থেকে মাছি তাড়াচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন আসমা বিনতে উমাইস।[৮৮]

তারপর হযরত আলী ইবনে আবু তালেব তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। আলী সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের যুদ্ধে বলেছিলেন ঃ আগামীকাল আমরা এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দেবো, যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালোবাসেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৯]

তামীম ইবনে আবু সালমাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমর ইবনুল আস নিজের কোনো প্রয়োজনে আলী ইবনে আবু তালেবের বাড়িতে গলেন। তিনি সেখানে আলীকে পেলেন না। তিনি ফিরে এসে আবার গেলেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় বার এবং এরপর তৃতীয় বারও তাঁকে পেলেন না। তারপর আলী এলেন এবং তাঁকে বললেনঃ আপনার প্রয়োজন যখন ফাতেমার সাথে ছিল, তখন ফিরে না গিয়ে আপনি তাঁর কাছে গেলেন না কেন? জবাব দিলেনঃ মেয়েদের স্বামীদের অনুপস্থিতিতে তাদের কাছে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।[৯০]

আসমা বিনতে আবু বকর

তিনি ছিলেন যুবাইর ইবনুল আওয়ামের স্ত্রী। যুবাইর সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "অবশ্যই প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী তথা সাহায্যকারী থাকে এবং যুবাইর হচ্ছে আমার হাওয়ারী।" (বুখারী ও মুসলিম)[৯১]

আসমা বিনতে আবু বকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আয়েশার কাছে গেলাম। তখন লোকেরা নামায পড়ছিল। আমি (লোকদেরকে এই অসময়ে নামায পড়তে দেখে অবাক হয়ে) বললামঃ লোকদের কি হয়েছে? আয়েশা তাঁর মাথা হেলিয়ে আকাশের দিকে ইশারায় বললেন, হ্যাঁ (কারণ তখন সূর্যগ্রহণ চলছিল।) আসমা বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতো দীর্ঘ সময় ধরে নামায পড়তে থাকলেন যে, আমার বেহুশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। আমার পাশেই একটি মশকে পানি রাখা ছিল। সেটি খুলে তা থেকে পানি নিয়ে আমি নিজের মাথায় ঢালতে থাকলাম। রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করলেন। তখন সূর্য পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল। তিনি জনতার উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। তারপর বললেনঃ 'আম্মা বা'দ' অর্থাৎ তারপর। আসমা বলেনঃ এসময় আনসার গোত্রের কিছু মহিলা হৈ চৈ করছিল। তাদেরকে চুপ করবার জন্য আমি সেদিকে চলে গেলাম। ...অন্য এক বর্ণনায়[৯১ক] বলা হয়েছে রসুলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি কবরের ফিতনার (পরীক্ষা) কথা বললেন। তিনি বললেন, সেখানে মানুষ পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যখন তিনি এ কথা বললেন, মুসলমানরা ভীষণ চিৎকার করে উঠল"। (বুখারী)[৯১খ]

হাফেয ইবনে হাজর বলেন ঃ ...আসমা বিনতে আবু বকরের হাদীসটি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। ...তবে বুখারী যেভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, সেভাবে এটি

www.pathagar.com

বর্ণনা করার পর নাসায়ী ও ইসমাঈলী তাঁর "ভীষণভাবে চিৎকার করে উঠলো" কথার পরে আরো যে বাড়তি অংশ এনেছেন তাতে বলা হয়েছেঃ "রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ কথাগুলো আমি বুঝতে পারলাম না। কাজেই লোকদের চিৎকার ও হৈ চৈ থেমে যাবার পর আমি আমার কাছের পুরুষটিকে জিজ্ঞেস করলাম। আল্লাহ আপনাকে বরকত দান করুন, রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর কথার শেষের দিকে কি বললেন? (লোকটি জবাবে বললো) তিনি বলেছেনঃ আমার কাছে ওহী এসেছে যে, কবরের মধ্যে তাদেরকে এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, যা প্রায় দুনিয়ায় দাজ্জালের পরীক্ষার মতো।"[৯২]

আবু নওফেল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তারপর হাজ্জাজ আসমা বিনতে আবু বকরের কাছে লোক পাঠালো তাকে নিয়ে আসার জন্য। তিনি তার কাছে যেতে অস্বীকার করলেন। আবার লোক পাঠিয়ে এইমর্মে জানিয়ে দিলেন যে, আপনি আমার কাছে চলে আসুন,অন্যথায় আমি এমন লোক পাঠাবো যে আপনার ঝুটি ধরে টেনে আনবে। তিনি তারপরও অস্বীকার করলেন এবং বলে পাঠালেন ঃ আল্লাহর কসম! আমি তোমার কাছে যাবো না, তবে তুমি লোক পাঠাও সে আমার ঝুটি ধরে টেনে নিয়ে যাক। রাবী বলেন ঃ এ কথায় হাজ্জাজ বললো ঃ দাওতো আমার জুতা, সে তার জুতা নিয়ে সদর্পে রওনা হলো এবং হযরত আসমার কাছে এলো। সে আসমাকে বললো ঃ আল্লাহর দুশমনের (অর্থাৎ আসমার ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর) সাথে আমি কেমন ব্যবহার করেছি তা তুমি দেখছো? আসমা জবাব দিলেন ঃ আমি দেখেছি, তুমি তার দুনিয়া বরবাদ করে দিয়েছো এবং সে তোমার আখেরাত বরবাদ করে দিয়েছে। আমি শুনেছি তুমি তাকে বিদ্রুপ করে বলেছো, "হে দুটি কটি বন্ধওয়ালীর ছেলে"। আল্লাহর কসম, আমি সে কটিবন্ধওয়ালী। কিন্তু তার মধ্য থেকে আমি একটি কটিবন্ধ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ও আবু বকরের খাবার বেঁধে দিয়েছিলাম, আর অন্যটি আমি পরিধান করেছিলাম, যা একটি মেয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তবে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন যে, অবশ্যই সাকিফ গোত্রে 'কায্যাব' (মহা মিথ্যুক) 'মুবির' (মহা ধ্বংসকারী) এর উদ্ভব হবে। কায্যাবকে আমরা দেখেছি (অর্থাৎ নবুওয়াতের ভন্ড দাবীদার মুখতার ইবনে আবু উবাইদ সাকাফী)। আর মবীর তথা ধ্বংসকারী ও অত্যধিক নরহত্যাকারী নিঃসন্দেহে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। বর্ণনা কারী বলেন ঃ এর পর হাজ্জাজ আসমার কাছ থেকে চলে যায় এবং আর তাঁকে বিরক্ত করেনি। (মুসলিম)[৯৩]

আল গামীসা বিনতে মিলহান (উম্মে সুলাইম)

তাঁর সম্পর্কে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করে চলার আওয়াজ শুনলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এ কে? তারা জবাব দিল ঃ এ হচ্ছে গামীসা বিনতে মিলহান। (মুসলিম)[৯৩] তিনি ছিলেন আবু তালহা আনসারীর স্ত্রী। আবু তালহা সম্পর্কে আনাস বলেন ঃ ওহুদের যুদ্ধে লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, তখন আবু তালহা তাঁর কাছেই ছিলেন।

www.pathagar.com

তিনি নবী (সঃ)-কে নিজের ঢাল দিয়ে আড়াল করে রেখেছিলেন। ...পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ বাড়িয়ে দেখতে গেলে আবু তালহা বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী, আমার বাপ ও মা আপনার জন্য কুরবান হয়ে যাক! আপনি মুখ বাড়াবেন না। শেষে কোনো দিক থেকে তীর এসে আপনার গায়ে লেগে না যাক, আমার বুক আপনার বুকের জন্য ঢাল হয়ে আছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৫]

আনাস ইবনে মালেক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যুদ্ধ করতেন তখন তার সাথে উম্মে সুলাইম আনসারদের কয়েকজন মহিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো। যুদ্ধের মধ্যে তারা যোদ্ধাদেরকে পানি পান করাতেন এবং আহতদের শুশ্রুষা করতেন। (মুসলিম)[৯৬]

আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। ...অবশেষে যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (খায়বারের যুদ্ধ থেকে) মদীনায় ফিরে আসার পথে ছিলেন, তখন উম্মে সুলাইম তার জন্য (কনে) সাজিয়ে দিলেন (অর্থাৎ সাফিয়া বিনতে হুয়াইকে সাজিয়ে দিলেন)। তারপর তিনি রাতের একটি অংশে তাঁর (সাফিয়া) সাথে রাত্রি যাপন করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৭]

উম্মে আইমান

তিনি শৈশবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোলে নিয়ে ছিলেন। পরে তিনি যায়েদ ইবনে হারেসার সাথে তাঁর বিয়ে দেন এবং তার গর্ভে জন্ম নেয় উসামা ইবনে যায়েদ।[৯৮]

আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর একদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উমরকে বললেন ঃ আমার সাথে চলো উম্মে আইমানের বাড়ীতে, আমরা তাকে দেখে আসি যেমন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে যেতেন। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। আবু বকর ও ওমর তাকে বললেন ঃ তুমি কাঁদছো কেন? আল্লাহর কাছে তার রসূলের জন্য কল্যাণ ছাড়া তো আর কিছু নাই। তিনি জবাব দিলেন ঃ আল্লাহর কাছে তার রসূলের জন্য কল্যাণ আছে তা আমি জানি না বলে কাদঁছিনা, বরং আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আকাশ থেকে ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে গেল। এ কথায় তারা দু'জনও আকুল হয়ে তার সাথে কাঁদতে লাগলেন। (মুসলিম)[৯৯]

ফাতিমা বিনতে কায়েস ও উম্মে শারিক

তিনি ছিলেন প্রথম দিকের মুহাজির মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন ঃ আমি যখন বিধবা হলাম, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। অন্য দিকে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আজাদকৃত যায়েদের পুত্র উসামার সাথে আমার বিয়ের প্রস্তাব দেন। আমি ইতিপূর্বে হাদীস শুনেছিলাম যে, রসুলুল্লাহ

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ যে আমাকে ভালবাসে সে যেন উসামাকে ভালবাসে। কাজেই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমার বিয়ের প্রস্তাবের কথা বললেন ঃ আমি বললামঃ আমার ব্যাপারটা আপনার হাতে। আপনি যেখানে চান সেখানে আমাকে বিয়ে দিয়ে দেন।[১০০] কাজেই আমি তাকে বিয়ে করলাম।[১০১] তার মধ্যেই আল্লাহ কল্যাণ রেখেছিলেন এবং আমি তাতে আনন্দিত হয়েছিলাম।[১০২]

উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা থেকে বর্ণিত। আবু আমর ইবনে হাফস ইবনে মুগীরা ইয়ামানের উদ্দেশ্যে আলী ইবনে আবু তালেবের সাথে বের হলেন। আবু আমর তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বিনতে কায়েসকে তার আগের তালাকের সাথে বাকি তালাকও দিয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং হারেস ইবনে হিশাম এবং আইয়াশ ইবনে আবু রাবিয়াহকে তার পক্ষ থেকে ফাতেমাকে ভরণ পোষণের খরচ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত আলী ও আবু আমর তাকে বললেন ঃ তুমি যদি গর্ভবতী হতে তাহলে তোমার ভরণপোষণ পাওনা হতো। আল্লাহর কসম! এছাড়া তোমার কোনো ভরণপোষণ পাওনা নেই। ফাতেমা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং আলী ও আবু আমরের কথা তাকে বললেন। তিনি বললেন, তোমার কোনো ভরণপোষণ পাওনা নেই। তিনি সেখান থেকে স্থানান্তরিত হবার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।

অন্য একটি হাদীসে[১০৩] বলা হয়েছে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি উম্মে শারীকের ওখানে স্থানান্তরিত হয়ে যাও। উম্মে শারীক ছিলেন একজন ধনাঢ্য আনসার মহিলা। তিনি আল্লাহর পথে বিপুল অর্থ ব্যয় করতেন। তার বাড়ীতে মেহমানদের আগমন হতো। ফাতেমা বিনতে কায়েস বলেন ঃ ঠিক আছে, আমি তার বাড়ীতে যাব। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ না, সেখানে যেয়ো না। কারণ উম্মে শারীকের বাড়ীতে মেহমানের আনাগোনা খুব বেশী। সেখানে তোমার ওড়নাটা কখনও তোমার গা থেকে পড়ে যাবে অথবা তোমার পায়ের গোছার উপর থেকে তোমার কাপড় সরে যাবে এবং তোমার শরীরের যে অংশ দেখাতে অপছন্দ করো তা তারা দেখে ফেলবে। এটা আমি অপছন্দ করি। কাজেই তোমার চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে উম্মে মাকতুম এর গৃহে স্থানান্তরিত হয়ে যাও। সে কুরাইশদের ফিহির গোত্রের লোক এবং একই বংশোদ্ভূত। কাজেই তিনি তার ওখানে স্থানান্তরিত হয়ে গেলেন। (মুসলিম)[১০৫]

উম্মে হারাম বিনতে মিলহান

তিনি ছিলেন উবাদা বিনতে সামেতের স্ত্রী। উবাদা সত্তর জন আনসার সাহাবার সাথে বায়য়াতে আকাবায় শরীক হয়েছিলেন। বার জন নকীবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং বদর, ওহুদ ও খন্দক প্রতিটি যুদ্ধে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১০৬]

উমাইর ইবনে আসওআদ আল আনাসী থেকে বর্ণিত। তিনি উবাদা ইবনে সামেতের কাছে গেলেন। উবাদা তখন হিমসের সমুদ্রোপকূলে নিজস্ব একটি বাড়ীতে বসবাস

www.pathagar.com

করছিলেন। উম্মে হারাম তার সাথে ছিলেন। উমাইর বললেন ঃ উম্মে হারাম আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মতের প্রথম যে সেনাদলটি নৌযুদ্ধে অংশ নিবে তারা নিজেদের কাজের দ্বারা জান্নাতকে তাঁদের জন্য ওয়াজিব করে নিয়েছে। উম্মে হারাম বলেন ঃ আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল !আমি কি তাদের মধ্যে আছি? জবাব দিলেন, হাঁ, তুমি তাদের মধ্যে আছ। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমার উম্মতের প্রথম যে দলটি কাইসারের শহর আক্রমণ করবে আল্লাহ তাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাদের মধ্যে আছি? জবাব দিলেনঃ না। (বুখারী)[১০৭]

ষষ্ট যুক্তির আলোচনায় উম্মে হারামের প্রসংগ এসেছে। উম্মে হারাম ছিলেন উম্মে সুলাইমের বোন।

সুবাই'আহ বিনতে হারেস আল আসলামিয়া

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াতকারী[১০৮] ও হিজরতকারী মহিলাদের অন্যতম। তাঁর স্বামী ছিলেন মুহাজিরদের অর্ন্তভুক্ত সা'দ বিন খাওলাহ। তিনি বদর, ওহুদ, খন্দক ও হোদাবিয়ায় অংশগ্রহণ করেন।[১০৯]

সুবাই'আহ বিনতে হারেস আল আসলামিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি সাদ ইবনে খাওলার স্ত্রী ছিলেন। সাদ ছিলেন বনী আমের ইবনে লুয়াই এর অর্ন্তভুক্ত। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিদায় হজ্জের সময় তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন সুবাই ছিলেন অন্তঃসত্বা। সাদ বিন খাওলার (রা) ওফাতের কিছুদিন পরই তিনি সন্তান প্রসব করেন। নেফাসের সময়কাল উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর বিয়ের পয়গাম প্রেরণকারীর উদ্দেশ্যে তিনি ভাল কাপড় চোপড় পরেন। এসময় বনী আব্দুদ দারের আবু সানাবেল ইবনে বাহাক নামক একজন সাহাবী তাঁর কাছে যান এবং তাকে বলেন ঃ আমার মনে হয় তুমি বিয়ের পয়গাম প্রেরণকারীর জন্য এ সাজ পোষাক করেছো। তোমার কি বিয়ের ইচ্ছা আছে? কিন্তু আল্লাহর কসম চারমাস দশদিন (স্বামীর মৃত্যুর পর) অতিক্রান্ত না হলে তুমি বিবাহ যোগ্য হবেনা। সুবাই'আহ (রা) বলেন তিনি আমাকে একথা বলার পর আমি সন্ধ্যা হতেই কাপড় চোপড় পরলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হলাম, তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে জবাব দিলেন, সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর যথার্থই আমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে এবং আমি চাইলে এখন বিয়ে করতে পারি। (বুখারী ও মুসলিম)[১১০]

সাঈরাতুল আসাদিয়া (উম্মে যুফার)

আতা ইবনে আবু রিবাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইবনে আব্বাস আমাকে বলেন ঃ তোমাকে কি আমি একজন বেহেশতী মহিলা দেখিয়ে দেবো না? বললাম ঃ অবশ্যই। বললেন ঃ এই কালো মহিলাটি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির

www.pathagar.com

হয়ে সে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমার মৃগী রোগ হয় এবং এ জন্য আমার সতর খুলে যায়, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি চাইলে সবর করতে পারো, এর ফলে তুমি জান্নাতের অধিকারী হবে। আর তুমি চাইলে আমি আল্লাহর কাছে তোমাকে এই রোগমুক্তি করার জন্য দোয়া করতে পারি। সে জবাব দিল ঃ আমি সবর করবো। এরপর সে আবার বললো ঃ (মৃগীতে আক্রান্ত হলে) আমার সতর খুলে যায়। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন সতর খুলে না যায়। তিনি তার জন্য দোয়া করলেন। (বুখারী)[১১১]

একাদশ যুক্তি

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাগণ মেয়েদের সাথে সাক্ষাত করতেন হিজাব ছাড়াই (সাধারণ ও বিশেষ নির্বিশেষে সব ক্ষেত্রে)

ফরয নামাযে

ফাতেমা বিনতে কায়েস হতে বর্ণিত।... "আমার ইদ্দত পূর্ণ হবার পর আমি নকীবের (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নকীব) আওয়াজ শুনতে পেলাম। নকীব ফুকারে বলছে ঃ الصلاة جامعة অর্থাৎ নামাযের জামায়াত দাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলাম। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। আমি মেয়েদের কাতারে দাড়িয়ে ছিলাম। এটা ছিল পুরুষদের নিকটবর্তী কাতার।" ...অন্য হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "লোকদের মধ্যে এই মর্মে আওয়াজ দিয়ে জানানো হলো যে, নামাযের জামায়াত দাড়িয়ে যাচ্ছে। কাজেই লোকদের সাথে আমিও চলতে লাগলাম। আমি ছিলাম মেয়েদের প্রথম সারিতে এবং এটি ছিল পুরুষদের সর্বশেষ কাতার।" (মুসলিম)[১১২]

দুই ঈদের নামাযে

উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ঈদের দিন আমাদের ঈদগাহে যাবার হুকুম দেয়া হলো। কুমারী মেয়েদেরকেও আমরা গোপন কক্ষ থেকে বের করে আনতাম এবং ঋতুবতী মেয়েরাও নামাযের উদ্দেশ্যে বের হতো। মেয়েরা পুরুষদের পিছনে দাড়াতো। পুরুষের তাকবীরের সাথে তারাও তাকবীর দিত এবং যখন তারা দোয়া করতো তখন মেয়েরাও দোয়া করতো। এভাবে তারা সেদিনের বরকত ও পবিত্রতার অভিলাষী হতো। (বুখারী ও মুসলিম)[১১৩]

কাসুফের নামায

নবী পত্নী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। "রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সকালে (কোথাও যাবার জন্য) তাঁর উটের পিঠে সওয়ার হলেন। এরপর সূর্যগ্রহণ শুরু হলো। কিছু বেলা হলে তিনি ফিরলেন। পবিত্র স্ত্রীদের কামরা অতিক্রম করে তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন। (মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ আমি নবী পত্নীদের কক্ষ পার হয়ে মসজিদে মেয়েদের মধ্যে চলে গেলাম)। তারপর তিনি নামাযে

www.pathagar.com

দাড়ালেন এবং লোকেরাও তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে পড়লো। তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন...। (বুখারী ও মুসলিম)[১১৪]

সহীহ বুখারীর "সূর্য গ্রহণের সাথে পুরুষদের সময় মেয়েদের নামায" অনুচ্ছেদেও একথা বলা হয়েছে এবং তারপর এ হাদীসে আসমা বিনতে আবু বকর বর্ণিত একটি অংশ আছে, তাতেও নামাযে পুরুষদের সাথে মেয়েদের অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

হাফেজ ইবনে হাজ.র আসকালানী বলেনঃ যারা পুরুষদের সাথে মেয়েদের নামায পড়ার বিরোধিতা করেন এ শিরোনামের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য খণ্ডনের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে।[১১৫] ইমাম মুসলিম জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে যে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, তা ইমাম বুখারীর এই শিরোনামকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করে। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তারপর তিনি বিলম্বিত করেন (নামায) এবং নামাযীদের সারিও পিছন দিকে বাড়তে থাকে, এমনকি তা আমাদেরকে একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। (আবু বকর শাইখ মুসলিম বলেন ঃ তা মেয়েদের পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়।)[১১৬]

হজ্জে

ইয়াহইয়া ইবনুল হোসাইন এর দাদী উম্মূল হোসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ আমি বিদায় হজ্জের সময় শামিল ছিলাম। তিনি যখন জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করেন, তখন আমি তাঁকে দেখেছি। তারপর তিনি ফিরেন এবং তখন তিনি ছিলেন তাঁর উটের পিঠের উপর সওয়ার। তাঁর সাথে ছিল বেলাল ও উসামাহ। তাদের একজন তাঁর উটের রশি টেনে নিয়ে চলছিল। অন্য জন রোদ থেকে বাচাঁবার জন্য রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথার উপর তার কাপড় দিয়ে ছায়া করছিল। তিনি বলেন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক কথা বললেন। তারপর আমি তাকে বলতে শুনলাম "যদি আমি কোনো নাক কাটা (আমার মনে হয় তিনি অর্থাৎ উম্মুল হোসাইন বলেছেন) কালো গোলামকে তোমাদের উপর আমীর নিযুক্ত করি এবং সে তোমাদের আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করে, তাহলে তোমরা তাঁর কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে।" (মুসলিম)[১১৭]

জিহাদে

রুবাই বিনতে মু'আওবিয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি। আমরা যুদ্ধাদেরকে পানি পান করাতাম, এবং নিহত ও আহতদের মদীনায় ফিরত পাঠাতাম। (বুখারী ও মুসলিম)[১১৮]

মাসায়েল জানার জন্য

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ফযল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাওয়ারীর পেছনে তাঁর সাথে বসেছিল। এ সময়

www.pathagar.com

খাসয়াম গোত্রের একটি মেয়ে তার কাছে এলো। ফযল তার দিকে তাকাতে থাকলো এবং সেও ফযলের দিকে তাকাতে থাকলো। নবী (সঃ) ফযলের মুখটি ঘুরিয়ে অন্য দিকে দিচ্ছিলেন। মেয়েটি বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ। তার উপর হজ্জ ফরজ হয়ে গেছে। তিনি উটের পিঠে চড়তে পারেননা। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ করতে পারি? জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ। এটা ছিল বিদায় হজ্জের ঘটনা। (বুখারী ও মুসলিম)[১১৯]

ইলম শিখার জন্য

আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে এসে বললঃ হে আল্লাহর রসূল! পুরুষেরা তো আপনার সমস্ত বাণী নিয়ে গেছে, আমাদের জন্যও আপনার পক্ষ হতে কোনো একটি দিন নির্ধারিত করুন। সেদিন আমরা আপনার কাছে আসবো এবং আপনি আমাদের শেখাবেন। তিনি বলেনঃ তোমরা অমুক অমুক দিন অমুক অমুক জায়গায় জমায়েত হও। তারা জমায়েত হলো। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে এলেন। আল্লাহ তাঁকে যা শিখিয়েছেন তা তাদেরকে তিনি শিক্ষা দিলেন। তারপর বললেন ঃ তোমাদের মধ্য থেকে যে মেয়ে তার তিনটি সন্তানকে তার আগে পাঠিয়ে দিবে, (অর্থাৎ তাদের মৃত্যু হবে) তারা জাহান্নাম ও তাদের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়াঁবে। এক মহিলা জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল! যদি দু'টি হয়? সে দু'বার একথাটি বললো। তারপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হাঁ। দু'টি হলেও, দু'টি হলেও, দু'টি হলেও। (বুখারী ও মুসলিম)[১২০]

আমর বিল মারুফে

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ থেকে ফিরে এসে আনসার মহিলা উম্মে সানানকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের হজ্জে যেতে কিসে আটকে রেখেছিল? জবাব দিলেন ঃ অমুকের বাপ। (অর্থাৎ তার স্বামী) তার পানি টানা উট হচ্ছে দু'টি। তাদের একটিতে চড়ে সে হজ্জ করতে চলে যায় এবং অন্যটি আমাদের জমিতে পানি সেচ দিতে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ রমজানে উমরা পালন হজ্জের প্রয়োজন পূরণ করে অথবা (রাবীর সন্দেহ তিনি বলেন ঃ) আমার সাথে হজ্জ করার যে ফযিলত তা পূরণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)[১২১]

যথোচিত সুবিধা দানের জন্য

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হাযম পরিবারকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাপের কামড়ে ঝাড়-ফুক করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি আসমা বিনতে উমাইসকে বললেন ঃ কি ব্যাপার আমার ভাইয়ের (অর্থাৎ জাফর) গোত্রের লোকদের শরীর এমন শুকনা ও দুর্বল দেখছি কেন? তারা কি অনাহারে শুকিয়ে যাচ্ছে? আসমা বললেন, না, বরং অতি দ্রুত তাদের নজর লেগে যায়। জবাব দিলেন ঃ

www.pathagar.com

তাদের ঝাড়ফুঁক করো। আসমা বললেন ঃ আমি তাঁর কাছে আরয করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তাঁদেরকে ঝাড়ফুক করো। (মুসলিম)[১২২]

মর্যাদা প্রদান ও প্রশংসা করার জন্য

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হিন্দা বিনতে উতবা (ইসলাম গ্রহণ করার পর) এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল! একদিন ছিল যখন পৃথিবীর পৃষ্ঠে আপনার ঘরানার তুলনায় অন্য কোনো ঘরানার অপমান আমার কাছে বেশী প্রিয় ছিলনা। আর আজ পৃথিবী পৃষ্ঠে আপনার ঘরানার তুলনায় অন্য কোনো ঘরানার মর্যাদা ও সম্মান আমার কাছে প্রিয় নয়। রসূলূল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ আর এখন হতে আরো বৃদ্ধি হবে, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ সমর্পিত। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৩]

দোয়া লাভের জন্য

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার এক শিশু পুত্রকে নিয়ে এসে বললো ঃ হে আল্লাহর নবী! এর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। (অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ) সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং তার জন্য আমার ভয় হচ্ছে)। ইতিপূর্বে আমি তিনটি সন্ত ানকে দাফন করেছি। জিজ্ঞেস করেন ঃ তিনটি সন্তান দাফন করেছো? মেয়েটি জবাব দেয়, হ্যাঁ। বললেন ঃ অবশ্যই তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাঁর জন্য বড় মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করেছো। (মুসলিম)[১২৪]

সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা মদীনা পৌছার পর আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এক মাস ধরে আমি রোগে ভুগতে থাকলাম। আর এ দিকে লোকদের মধ্যে অপবাদ দাতাদের ঘটনা খুবই ছড়িয়ে পড়লো। ...আমার আব্বা আম্মা তখনও আমার কাছে বসে ছিলেন এবং আমি কেদেঁই চলছিলাম। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা ভিতরে আসার জন্য অনুমতি চাইল। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সেও আমার সাথে বসে কাঁদতে লাগলো। আমরা তখনও এ অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তিনি সালাম দিলেন, তারপর বসে পড়লেন। ... (বুখারীর অন্য হাদীসে আছে[১২৫] বলা হয়েছে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তারপর বললেন ঃ হে আয়েশা, যদি তুমি কোনো অন্যায় করে থাক অথবা ভুল করে থাক, তবে আল্লাহর কাছে তওবা করো। কারণ আল্লাহ তার বান্দার তওবা কবূল করে থাকেন। আয়েশা বলেন ঃ জনৈকা আনসারী মহিলা ভিতরে আসছিল। সে দরজায় এসে বসেছিল। আমি বললামঃ অন্য একজন মহিলার উপস্থিতিতে কোনো কথা বলা কি অশোভন নয়? (বুখারী ও মুসলিম)[১২৬]

ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম কুরাইয থেকে বর্ণিত।... তারপর উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুরাকাত (অর্থাৎ আসরের পরে দু রাকাত) নামায পড়তে নিষেধ করতে শুনেছিলাম। তারপর

www.pathagar.com

একদিন আমি তাঁকে দেখলাম আসরের নামাযের পর তিনি দু'রাকাত নামায পড়েছেন। অতপর তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। সে সময় আমার কাছে আনসারদের হারাম গোত্রের কয়েকজন মহিলা বসেছিল। কাজেই আমি আমার বাদীকে তাঁর কাছে পাঠালাম। আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। সে নবী করীম (সঃ) এর পাশে দাঁড়িয়ে বললো ঃ উম্মে সালামাহ জিজ্ঞেস করেছেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি শুনেছি আপনি এ দু'রাকাত নামায পড়তে নিষেধ করে থাকেন, অথচ আমি দেখছিলাম আপনি নিজেই এ দু'রাকাত পড়ছেন। এতে যদি তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন, তাহলে তুমি পিছনে সরে যাবে। বাদী আমার কথামতই করলো। নবী (সঃ) তার হাত দিয়ে ইশারা করলেন। ফলে বাদী পিছনে সরে এলো। তারপর যখন তিনি অবকাশ লাভ করলেন, তখন বললেন ঃ ওহে বনী উমাইয়ার মেয়ে! তুমি আমাকে আসরের নামাযের পরে দু'রাকাত পড়া বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলে। ব্যাপার হচ্ছে আমার কাছে আব্দুল কায়েস গোত্রের কিছু লোক এসে গিয়েছিল এবং তাদের সাথে ব্যস্ত থাকায় যোহরের ফরযের পরের দু'রাকাত নামায পড়তে পারিনি। তাই সে দু রাকাত নামায পড়লাম। (বুখারী ও মুসলিম)[১২৭]

উম্মুল ফযল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার গৃহে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় একজন বেদুইন তার কাছে এলো। সে বললো ঃ হে আল্লাহর নবী! আমার এক স্ত্রী আছে, তা সত্ত্বেও আমি আরেকটি বিয়ে করেছি। কারণ আমি ধারণা করছিলাম যে আমার প্রথমা স্ত্রী দুর্ঘটনা ক্রমে আমাকে একবার বা দুবার তার স্তনের দুধ পান করিয়েছে। জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এক চুমুক বা দু'চুমুক দুধ পানে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে না।"(মুসলিম)[১২৮]

মিশকাতুল মাসাবীহে উম্মে হানী থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন ঃবিজয়ের দিন (অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের দিন) ফাতেমা এলো। সে বসলো রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাঁ পাশে এবং উম্মে হানি ডানপাশে। তারপর একটি দাসী একপাত্র পানীয় নিয়ে এলো, সে তা নবী করীমের (সঃ) কাছে পেশ করলো। তিনি তা থেকে কিছুটা পান করলেন। তারপর তা উম্মে হানীকে দিলেন। তিনি ও তা থেকে পান করলেন। তারপর বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো রোযা রেখেছিলেন। এখন যে রোযা ভেঙ্গে ফেললেন? জবাবে নবী (সঃ) তাকে বললেনঃ তুমি কি কাযা রোযা রেখেছো? জবাব দিলেন, না। বললেন ঃ নফল রোযা ভাঙ্গলে কোনো ক্ষতি নেই।[১২৯]

আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলাইম (হযরত আনাসের মা) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য চামড়ার বিছানা বিছিয়ে দিতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাড়ীতে তার উপর শুয়ে বিশ্রাম নিতেন। আনাস বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমিয়ে পড়লে (এবং তারপর জেগে উঠলে) উম্মে সূলাইম তাঁর শরীর থেকে নির্গত ঘাম এবং মাথা থেকে ঝরে পড়া চুল নিয়ে নিতেন এবং

www.pathagar.com

তা একটি শিশিতে সংরক্ষণ করতেন। তারপর খুশবুর সাথে তা মিশাতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৩০]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন ঃ ... মুহাম্মদ ইবনে সা'দের বর্ণনায় সহীহ সহকারে উল্লেখিত হয়েছে ঃ তা থেকে জানা যায়, উল্লেখিত ঘটনাটি ঘটে বিদায় হজ্জের পরে।[১৩১]

কায়েস ইবনে আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। আবু বকর উহমুস গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলেন। সে যয়নব বিনতে মুহাজির নামে পরিচিত ছিল। আবু বকর দেখলেন ঃ ভদ্র মহিলা কথা বলছেনা। জিজ্ঞেস করলেন, তার কি হয়েছে? কথা বলছেনা কেন? লোকেরা বললো পূর্ণাঙ্গ নিরবতা সহকারে হজ্জ করছে। আবু বকর বললেন ঃ কথা বলো। কারণ এভাবে হজ্জ করা যায়েয নয়। কারণ, এটা জাহেলী যুগের পদ্ধতি। তখন সে মহিলাটি কথা বললো। সে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কে? জবাব দিলেন ঃ মুহাজিরের গোষ্ঠির একজন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুরাইশ গোষ্ঠির? জবাব দিলেন ঃ তুমিতো দেখছি খুব বড় বেশী প্রশ্ন করো? আমি আবুবকর। মহিলা বললো ঃ জাহিলিয়াতের পর আল্লাহ আমাদেরকে এই যে সত্য দীন দান করেছেন, এর ওপর আমরা (মুসলমানরা) কতদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবো। জবাব দিলেন ঃ তোমরা এর উপর ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে, যতদিন তোমাদের নেতারা এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। জিজ্ঞেস করলেন ঃ নেতা কাকে বলে? জবাব দিলেন ঃ তোমাদের কওমের কি এমন সরদার ও নেতা নেই যারা লোকজনকে আদেশ দেয় এবং তাদের হুকুম তারা পালন করে? জবাব দিল ঃ হ্যাঁ। আবু বকর বললেন ঃ ইমামদের ব্যাপারটিও সমস্ত মুসলমানদের সাথে এমনটিই হবে। (বুখারী)[১৩২]

আন্দাজ অনুমান করার সময়

আবু হুমাইস আস সাঈদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমরা ওয়াদিউল কুবা (মদীনা ও সিরিয়ার মাঝখানে একটি স্থানে) পৌছলে সেখানে একটি মহিলাকে তার বাগানের মধ্যে দেখলাম। নবী (সঃ) তার সাহাবাদেরকে বললেন ঃ এর বাগানের ফলের অনুমান করো। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমান করে বললেন ঃ দশ ওয়াসক (এক ওয়াসক ষাট সা' এর সমান এবং একটি উট তা পরিবহনে সক্ষম) পরিমাণ হতে পারে।তারপর তিনি মহিলাকে বললেন ঃ এর যাকাতের পরিমাণ মনে রেখো। তারপর আমরা যখন তাবুকে এসে পৌছলাম, তিনি বললেন ঃ আজ রাতে প্রচণ্ড ধূলি ঝড় চলবে। কাজেই তোমাদের কেউ যেন বাইরে না বের হয় এবং যার সাথে উট আছে, সে যেন তা বেঁধে রাখে। কাজেই আমারা উট বেঁধে রাখলাম। রাতে প্রচণ্ড ধূলিঝড় হলো। রাতে এক ব্যক্তি (কোনো প্রয়োজনে) বের হয়েছিল, বাতাস তাকে তাই পাহাড়ে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল (তবে সে মরে যায়নি)। আইলার শাসক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাদা খচ্চর এবং একটি চাদর উপহার হিসেবে পাঠিয়ে ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হুকুমত অক্ষুণ্ন রাখার কথা লিখিত আকারে তাকে জানিয়ে দিলেন। তারপর তিনি যখন ওয়াদিউল কুরায় ফিরে আসেন, সেই মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার বাগানে কত ফলন হয়েছে? জবাব দিল ঃ দশ ওয়াসক যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আন্দাজ করেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১৩৩]

রোগী দেখার জন্য

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবাইরের মেয়ে দুবা'আর কাছে এলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ মনে হয় তুমি হজ্জ করার জন্য সংকল্প করেছ? জবাব দিল ঃ আল্লাহর কসম! আমি ভীষণ ভাবে রোগাক্রান্ত। তাকে বললেন ঃ তুমি হজ্জ করতে পারো, তবে এই সাথে শর্ত লাগিয়ে নাও এই মর্মে যে, হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা যদি কঠিন হয়ে পড়ে, তাহলেই তুমি হালাল হয়ে যাবে। তুমি বলবে ঃ হে আল্লাহ! আমি তখন হালাল হয়ে যাবো। যখন তুমি (রোগের কারণে) আমাকে রুখে দিবে। দুবা'আহ রাদিয়াল্লাহু আনহা এসময় ছিলেন মিকদাদ ইবনে আসওয়াদের স্ত্রী। (বুখারী ও মুসলিম)[১৩৪]

খাবার আসরে

ইয়াযিদ ইবনুল আম্মার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মদীনায় আমরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হই। সেখানে আমাদের সামনে আনা হয় তেরটি গোসাপ। আমাদের কেউ কেউ খায়, কেউ কেউ খায়না। পরদিন ইবনে আব্বাসের সাথে আমার দেখা হয়ে গেলো। তাদের কেউ কেউ বলল ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তা খাব না। কাওকে খেতে মানাও করবোনা এবং তাকে হারামও বলবোনা। একথায় ইবনে আব্বাস বললেন ঃ তোমরা যা বললে তা খুবই খারাপ কথা। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন জিনিষকে হালাল ও হারাম করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন উম্মুল মুমেনীন মায়মুনাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে ছিলেন এবং তার কাছে ছিলেন ফযল ইবনে আব্বাস, খালেদ ইবনে ওয়ালিদ এবং অন্য একজন মহিলা। এ সময় তাদের কাছে আনা হলো একটি খাঞ্চা। তাতে ছিল গোশত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা থেকে যখন খাবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন, মায়মূনাহ বললেন এতে আছে গোসাপের গোশত। তখন তিনি তা থেকে হাত টেনে নিলেন এবং বললেন ঃ এ গোশত আমি কখনো খাব না। এ সংগে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা খাও। কাজেই ফযল, খালেদ ইবনে ওয়ালিদ এবং মহিলাটি তা থেকে খেলেন। মায়মুনা বললেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা খেয়েছেন তা ছাড়া অন্য কিছু আমি খাব না। (মুসলিম)[১৩৫]

রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য

হাফসা ইবনে সিরিন থেকে বর্ণিত। এক ভদ্র মহিলা আসেন। তিনি বলেন ঃ তার স্বামী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বারটি যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তার

www.pathagar.com

বোনও স্বামীর সাথে ছ'টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার বক্তব্য হচ্ছে, আমরা রুগীদের সেবা করতাম এবং আহতদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ঔষধ লাগিয়ে দিতাম। (বুখারী)[১৩৬]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকলে মেয়েদের অপরিচিত ও গায়ের মাহরাম পুরুষকে প্রয়োজন মাফিক ওষুধ দেয়া ও চিকিৎসা করতে পারার বৈধতা এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়।[১৩৭]

বায়'আত গ্রহণ উপলক্ষে

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈদুল ফিতরের নামায পড়েছি। ...তারপর আল্লাহর নবী (সঃ) মিম্বার থেকে নামলেন। সে সময় তিনি যে লোকদের হাতের ইশারায় বসিয়ে দিচ্ছিলেন তা যেন আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি। অতপর তিনি সারি ভেদ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং মেয়েদের কাছে পৌছলেন। বেলাল ছিলেন তার সংগে। তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন। "হে নবী! মুমিন মেয়েরা যখন তোমার কাছে এসে বায়'য়াত করবে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাওকে শরীক করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, সজ্ঞানে কোনো অপবাদ তৈরী করে রটাবে না এবং সৎ কাজে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের বায়'আত গ্রহণ করবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। আল্লাহতো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" তারপর আয়াত পড়া শেষ করে তিনি বললেন ঃ তোমরা কি এই শর্ত গুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অংগীকার করছো। তাদের মধ্য থেকে একজন জবাব দিলেন ঃ হাঁ, হে আল্লাহর রসূল । সে ছাড়া আর কেউ কোনো কথা বললো না। রসূল বললেন ঃ তাহলে দান করো। তখন মেয়েরা দান করতে লাগলো এবং বেলাল তার চাদর বিছিয়ে দিলেন। মেয়েরা বেলালের চাদরে তাদের ছোট-বড় আংটি ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। (বুখারী ও মুসলিম)[১৩৮]

নেতৃবৃন্দের কাছে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে

আবু তালেবের কন্যা উম্মে হানি থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছরে আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে (মক্কায়) গেলাম। আমি দেখলাম, তিনি গোসল করছেন এবং তার মেয়ে ফাতেমা তাকে পর্দা করে রেখেছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে? বললাম ঃ আমি আবু তালেবের কন্যা উম্মে হানি। জবাব দিলেন ঃ শুভাগমন হউক উম্মে হানীর। গোসল শেষ করে তিনি নামাযে দাড়ালেন এবং আট রাকাত নামায পড়লেন। এ সময় তিনি শরীরে মাত্র একটি কাপড় জড়িয়ে রেখেছিলেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল , আমার ভাই আলী বলছে ঃ সে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা না করে ক্ষান্ত হবে না, যাকে আমি অভয় দিয়েছি। এ ব্যক্তি হচ্ছে হোরাইরার অমুক ছেলে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ উম্মে হানী, যাকে তুমি অভয় দিয়েছো তাকে আমিও অভয় দিলাম। উম্মে হানী বলেন, তখন ছিল চাশতের সময়। (বুখারী ও মুসলিম)[১৩৯]

www.pathagar.com

যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি উমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে বাজারে গেলাম। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাত করলো একটি যুবতী মেয়ে। সে বলল ঃ হে আমিরুল মুমেনীন, আমার স্বামী মারা গেছে। তিনি রেখে গেছেন কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ে। আল্লাহর কসম তাদের কাছে না আছে সামান্য খাদ্য যা দিয়ে জীবন রক্ষা করতে পারে, না আছে কৃষি ক্ষেত, না দুধ দেবার মতো কোনো পশু, ভয় হচ্ছে অনাহারে তারা মারা যাবে। আমি খুফাফ ইবনে আইমা আলগিফারীর মেয়ে। আমার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হুদাইবিয়ার যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। একথা শুনে উমর কিছুক্ষণ তার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, বাহ্, তোমার বংশীয় সম্পর্ক তো বেশ নিকটতর। তিনি সেখান থেকে অন্তরালে বাধা মোটা সোটা একটি উটের কাছে গেলেন এবং তার পিটে দুই বস্তা চাউল চাপালেন। বস্তা দুটির মাঝখানে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র ও কাপড়-চোপড় রেখে দিলেন এবং তার লাগাম মেয়েটির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন ঃ এটা নিয়ে যাও। এ গুলো শেষ হবার আগেই আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করবেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আমিরুল মুমেনীন! আপনি তাকে অনেক বেশী দিয়ে দিলেন। উমর জবাব দিলেন ঃ তোমার মা তোমার জন্য কাদুঁক, আল্লাহর কসম! এই মেয়ের পিতা এবং তার ভাই যেন আজো আমার চোখের সামনে রয়েছে, তারা দীর্ঘদিন একটি দূর্গ অবরোধে শরীক ছিল এবং শেষ তক তা দখলও হলো। আমরা গনিমতের সম্পদ থেকে নিজেদের অংশ নিয়েছিলাম এবং তাদেরকেও দিয়েছিলাম। (বুখারী)[১৪০]

সুপারিশ করার জন্য

আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বারীরাহকে ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন। কিন্ত তার মালিক পক্ষ শর্ত আরোপ করলো যে, (স্বাধীন লাভ করার পর) তার 'ওয়ালায়া' তথা অভিভাবকত্ব উত্তরাধিকার (Order of Succession) একমাত্র তারই থাকবে। হযরত আয়েশা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন। তিনি জবাবে বললেন ঃ তাকে কিনে নিয়ে আযাদ করে দাও। কারণ 'ওয়ালায়া' তার সাথেই সংশ্লিষ্ট থাকে যে আযাদ করে দেয়। ...তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং তাকে ইখতিয়ার দিলেন তার স্বামীর ব্যাপারে)। অর্থাৎ আজাদী লাভ করার পর সে চাইলে তার স্বামীর সাথে থাকতে পারে এবং চাইলে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারে। তারপর সে বললো ঃ সে যদি আমাকে এত এত পরিমাণও দেয়, তবুও আমি তার কাছে ফিরে যাবনা। কাজেই সে তার নিজেকেই গ্রহণ করলো (অর্থাৎ স্বামী ত্যাগ করলো।)

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক দাস ছিল বারীরাহর স্বামী। তার নাম ছিল মুগীস। আমি যেন এখনো তাকে দেখছি। সে বারীরার পিছনে কাদঁতে কাদঁতে ঘুরছে এবং তার চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে যাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আব্বাসকে বললেনঃতুমি কি বারীরার প্রতি মুগীসের

www.pathagar.com

ভালবাসা এবং মুগীসের প্রতি বারীরাহর ঘৃণা দেখে আবাক হচ্ছো না? তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারীরাকে বললেনঃ তুমি যদি তার ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দিতে (তাহলে কতো ভাল হতো)। বারীরাহ বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন? জবাব দিলেন ঃ আমি সুপারিশ করছি মাত্র। সে বললো ঃ তাকে দিয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। (বুখারী) [১৪১]

লিয়ান বা লা'নত বর্ষণ করার ক্ষেত্রে

সাইদ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মুসআব ইবনে যুবায়েরের আমলে আমাকে প্রশ্ন করা হলো লা'নত বর্ষণ করার ব্যাপারে। আমি কোনো জবাব খুঁজে পেলাম না। আমি আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে গেলাম। তাকে বললাম ঃ পরস্পরের প্রতি লা'নত করার ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তাদের দু'পক্ষকে কি পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে?

জবাব দিলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! হাঁ অবশ্যই। প্রথম যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল সে ছিল অমুকের পুত্র অমুক। সে বলেছিল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীকে ফাহেশা কাজে লিপ্ত অবস্থায় পায় তাহলে সে কি করবে? যদি সে একথা বাইরে বলে তবে বড় মারাত্মক কথা বলবে। আর যদি নীরব থাকে, তাহলে সে নীরবতাও হবে অনুরূপ? ইবনে উমর বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে থাকলেন, কোনো জবাব দিলেন না। এরপর যখন আবার সেই ব্যক্তি তার কাছে এলো এবং বললো ঃ ইতিপূর্বে আমি যে ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম এখন আমি বাস্তবে তার মুখোমুখী হয়েছি। তখন মহান শক্তিমান আল্লাহ নাযিল করলেন সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি ঃ

والذين يرمون أزواجهم ...

তিনি আয়াতগুলি পাঠ করলেন তার সামনে। সেগুলো সম্পর্কে তাকে উপদেশ দিলেন এবং তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং জানালেন যে, আখেরাতের কষ্টের তুলনায় এ কষ্ট দুনিয়ায় অনেক সহজ। সে বললো, না, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছিনা। তারপর নবী (সঃ) তার স্ত্রীকে ডেকে এনে উপদেশ দিলেন এবং স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং জানালেন যে, এ দুনিয়ার কষ্ট আখেরাতের তুলনায় অনেক সহজ। তার স্ত্রী বললো ঃ না, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন সেই সত্তার শপথ, সে অবশ্যই মিথ্যা বলছে। তখন তিনি পুরুষকে দিয়ে শুরু করলেন। তারপর সে চারবার আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বললো যে, সে সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বললো ঃ যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহর লা'নত পড়বে। তারপর তার স্ত্রী শুরু করলো ঃ সে চারবার আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বললো যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চম বার বললো তার স্বামী যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে তার নিজের উপর আল্লাহর গজব পড়বে। তারপর নবী (সঃ) তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন। (মুসলিম)[১৪২]

www.pathagar.com

শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে

আল্লাহ বলেনঃ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী এদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও এবং, মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" (আন-নূর ঃ ০২)

আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। ...তিনি বলেন ঃ গামেদীয়া এলো এবং বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, আমি যিনা করেছি। আমাকে পবিত্র করুন। কিন্তু তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। পরের দিন সে আবার এসে বললো হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কেন ফিরিয়ে দিলেন? সম্ভবত আপনি আমাকেও ঠিক তেমনি প্রত্যাখ্যান করছেন যেমন মা'য়াযকে করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি অন্তঃসত্তা। জবাব দিলেন ঃ তাহলে তুমি চলে যাও এবং সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর এসো। ...তারপর সন্তান জন্মের পরে তাকে একটি বস্ত্র খন্ডে জড়িয়ে নিয়ে হাজির হলো। সে বললো ঃ এই দেখুন এটি আমার গর্ভে জন্ম নিয়েছে। জবাব দিলেন ঃ চলে যাও। একে দুধ পান করাও। যতদিন সে দুধ না ছাড়বে ততদিন এসো না। যখন শিশুটি দুধ ছাড়লো তখন তার হাতে একটি রুটির টুকরা দিয়ে তাকে নিয়ে হাজির হলো এবং বললো ঃ এই যে দেখুন, হে আল্লাহর নবী। সে এখন দুধ ছেড়েছে এবং চিবিয়ে খেতে শুরু করেছে। শিশুটিকে মুসলমানদের একজনের কোলে দিয়ে দেয়া হলো এবং তারপর তাকে রজম করার হুকুম দেয়া হলো। তাকে বুক পর্যন্ত পুঁতে দেয়া হলো এবং লোকদেরকে পাথর মারার হুকুম দেয়া হলো, লোকেরা তাকে পাথর মেরে হত্যা করলো। খালেদ ইবনে ওয়ালিদ তার মাথায় একটি পাথর ছুঁড়ে মারতেই মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগলো এবং তা ছিটে খালেদের মুখেও এসে লাগলো এতে তিনি তার প্রতি কটুবাক্য উচ্চারণ করলেন। এ কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানেও গেলো। তিনি বললেন ঃ ভেবে চিন্তে কথা বলো, হে খালেদ! যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি ঃ সে এমন তাওবা করেছে যে, যদি কোনো জালেম শুল্ক আদায়কারী তা করতো, তাহলে তার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হতো। তারপর তিনি তার জানাযার নামায পড়ালেন এবং তাকে কবরস্থ করা হলো। (মুসলিম)[১৪৩,১৪৪]

www.pathagar.com

হিজাব একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য সংশ্লিষ্ট হবার ব্যাপারে ফকীহগণের উক্তি

আসরাম বলেনঃ আমি আবু আব্দুল্লাহকে (অর্থাৎ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল) জিজ্ঞেস করলাম যেন মনে হচ্ছে নিবহান বর্ণিত হাদীসের বিষয়টি।

(أفعمياوان أنتما)

"তোমরা দু'জনতো অন্ধ নও" একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথেই সংশ্লিষ্ট এবং ফাতেমা বিনতে কায়েসের হাদীসটি

(اعتدي عند بن أم مكتوم)

"তুমি উম্মে মাকতুমের ঘরে ইদ্দত পালন করো"। অন্যান্য সকল মুসলমানের জন্য? জবাব দিলেন ঃ হাঁ।[১৪৫]

ইবনে উম্মে মাকতুমের প্রবেশের সময় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুই স্ত্রী সালমাহ ও মায়মুনাকে যে কথা বলেছিলেন احْتَجِبَا مِنْه "তোমরা তার থেকে হিজাব করো"... আবুদাউদ তা বর্ণনা করার পর বলেন ঃ এটি ছিল একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কেন তোমরা কি ইবনে উম্মে মাকতুমের ঘরে ইদ্দত পালন করার বিষয়টি দেখছো না? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতেমা বিনতে কায়েসকে বলেছিলেন ঃ "তুমি উম্মে মাকতুমের ঘরে ইদ্দত পালন করো" কারণ সে ছিল অন্ধ। তার সামনে তুমি কাপড় চোপড় রেখে চলাফেরা করতে পারবে।[১৪৬]

তাবারী বলেন, মহান আল্লাহ নিজেই তাঁর বাণীর ব্যাখ্যা করে বলেন :

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٥٥)

"নবী-পত্নীগণের জন্য তাদের পিতাগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতাগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ,সেবিকা গণ এবং তাদের অধিকারভূক্ত দাসদাসীগণের ব্যাপারে তা পালন না করা অপরাধ নয়। হে নবী পত্নীগণ, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ সব কিছু দেখেন।" [আহযাব ৫৫] অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন ঃ রসূল (সঃ) এর স্ত্রীগণের কাছে যদি তাঁদের পিতারা আসে তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি ও গুনাহ নাই। তারপর ব্যাখ্যা দাতাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নীগণ থেকে যে অর্থে গুনাহ নিরোধ করা হয়েছে, সে ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন ঃ তাঁদের থেকে গুনাহ নিরোধ করা হয়েছে যদি তারা তাদের সামনে হিজাব তথা ওড়না খুলে রাখেন।... অন্যরা বলেন ঃ

www.pathagar.com

যদি তারা তাদের সামনে হিজাব ত্যাগ করেন তাহলে তাঁদের গুনাহ হবে না। ...এদুটি বক্তব্যের মাঝে উত্তম হচ্ছে তাদের কথা যারা বলেছেন ঃ আয়াতে উল্লেখিত নির্দিষ্ট পুরুষদের সামনে তারা হিজাব করবে না, এরি ভিত্তিতে গুনাহ নিরোধ করা হয়েছে। আর হিজাবের আয়াতের পরে এ আয়াতটি এসেছে তাই স্বাভাবিক ভাবে এ কথাটি যথার্থ প্রমাণিত হয়।[১৪৭]

উল্লেখিত নির্দিষ্ট পুরুষদের সামনে নবী পত্নীদের হিজাব ত্যাগ করার ফলে গুনাহ না হবার বিষয়টি যথার্থ প্রমাণিত হবার ফলে এটি হিজাবকে একমাত্র নবী পত্নীদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছে। কারণ সূরা আননূরে যেসব পুরুষকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে সাধারণ মুমিনদের স্ত্রীগণ তাদের সামনে কাপড়-চোপড় সামলে না চললে এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করলে কোনো গুনাহ নেই। সূরা নূরের এ আয়াতটি হচ্ছে ঃ

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ.

"অর্থাৎ তারা যেন তাদের স্বামী,পিতা, শশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের পুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ,এবং নারীদের গোপন অংগ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো সামনে তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।" (আয়াত ঃ ৩১)

ইবনে কুতাইবা বলেন ঃ মহান ও শক্তিমান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের হিজাব করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন হিজাব তথা অন্তরাল ছাড়া তাঁদের সাথে কথা না বলি, তাই তিনি বলেছেন ঃ

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

"যখন তোমরা তাদের কাছে কিছু চাও হিজাব তথা অন্তরাল থেকে চাও"। অন্ধ বা চক্ষুষমান যে কেউ তাদের কাছে কিছু চাইলে অন্তরাল থেকে চাইতে হবে, নবী পত্নীগণ ও তাদের মাঝখানে হিজাব থাকতে হবে। কারণ অন্যথায় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান উভয়ই আল্লাহর কাছে গুণাহগার হবে। আর নবী পত্নীগণও তাদের নিজেদের সামনে আসার অনুমতি দেবার কারণে গুনাহগার হবেন। এটি একমাত্র নবী পত্নীদের জন্যই নির্দিষ্ট। যেমন সমস্ত মুসলমানদের সাথে তাঁদের বিয়ে হারাম করে দিয়ে এটি একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য তাদেরকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যখনই তারা বের হয়েছেন নিজেদের গৃহ থেকে হজ্জ বা অন্যান্য ফরয আদায় করার জন্য অথবা গৃহ থেকে বের হতে বাধ্য করে এমন ধরনের অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণ করার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন আর তখনই হিজাব শিথিল হয়ে গেছে। কারণ সে সময় তাদের কাছে যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না যাদের থেকে তারা হিজাব করবেন। যখন তারা সফরে থাকেন তখন বাইরেই থাকেন। আর ফরযের বিধান আরোপিত হয় তখন যখন তারা অবস্থান করেন গৃহে বা মনজিলে"।[১৪৮]

ইমাম নববী তাঁর সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় কাযী আয়াযের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। "হিজাব ফরয করা হয়েছে একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য।" তাঁদের চেহারাও দুই হাত আবৃত রাখাসহ তা তাদের উপর ফরয করা হয়েছে। সাক্ষ্য দেবার জন্য বা অন্য কোন কাজের উদ্দেশ্যে তাঁদের হাত ও চেহারা উন্মুক্ত করা যায়েয নয়। যখন তারা কোথাও আবদ্ধ থাকেন, তখন তাদের ব্যক্তি সত্তা প্রকাশও বৈধ নয়। তবে পায়খানা করার জন্য বাইরে যাবার প্রয়োজন হলে তা প্রকাশ করা যেতে পারে।

কখনও তারা লোকদের জন্য বসলে হিজাবের পিছনে বসেন এবং বাইরে বের হলে হিজাবের মধ্যে থাকেন এবং নিজেদের ব্যক্তিসত্তাকে আবৃত রাখেন। যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন মারা যান তখন তার লাশের উপর লম্বা চাদর রেখে তার ব্যক্তি সত্তাকে ঢেকে দেয়া হলো।[১৪৯]

একথাই যথার্থ, তবে ইমাম নববী কাযীর উক্তি অনুসরণ করেননি। আর একেই তার স্বীকৃতি বলে গণ্য করা যেতে পারে।

মাহলাব বলেন ঃ "...হিজাব একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিল"।[১৫০]

ইবনে বাত্তাল বলেন ঃ "...নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য যে হিজাব ফরয করা হয়েছে, অন্য মুসলিম মেয়েদের জন্য তা ফরয নয়"।[১৫১]

কুরতুবী বলেন ঃ উম্মে সালামার আজাদকৃত গোলাম নিবহান থেকে ইমাম তিরমিযি বর্ণনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সালামাহ ও মায়মূনাকে বলেছিলেন যখন তাদের কাছে আসছিলেন ইবনে উম্মে মাকতুম ঃ তোমরা দু'জন হিজাব করো। তারা বলেছিলেন ঃ তিনিতো অন্ধ। জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ তোমরা দু'জনতো অন্ধ নও, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাচ্ছো না? বলা হলো মুহাদ্দিসের দৃষ্টিতে এ হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ উম্মে সালামার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার আযাদকৃত গোলাম নিবহান। যার বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মর্যাদার ব্যাপারে তার অশিষ্ট আচরণ হিজাবের ব্যাপারে তার বর্ণনাকে নিরাপদ করে না। আবুদাউদ ও অন্যান্য ইমামগণ এদিকে ইশারা করেছেন"।[১৫২]

www.pathagar.com

উসূলে ফিকহের আলোকে হিজাবের বিশেষত্ব

এক : নবী- পত্নীদের প্রতি হিজাব ফরয হবার কার্যকারণ

হিজাব ফরয হবার কারণ আল্লাহর বাণীর মধ্যেই বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

অর্থাৎ "এটা তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার ধারক।" কিন্তু এখানে পবিত্রতা বলতে কোন্ ধরনের পবিত্রতা বুঝানো হয়েছে? সাধারণ পুরুষ ও নারীর মধ্যে সাধারণ পর্যায়ের যে কাংখিত পবিত্রতা, শুধু কামনার প্রাবল্য থেকে যে পবিত্রতা, তাই কি এখানে কাম্য? আর এতে কি কমবেশী হলেও ফিতনার ভোগান্তি আছে, যা কাদায় লেপ্টে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং শরীয়ত প্রণেতা নারী-পুরুষের দেখা-সাক্ষাতের বিধি বিধানের মধ্যে যে পবিত্রতার প্রচলন করেছেন তাই এখানে অভীপ্সিত? অথবা তা বিশেষ ধরনের পবিত্রতা? কোনো ব্যক্তির সাথে তার মায়ের যে পবিত্রতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত সেই পর্যায়ের পবিত্রতাই কাংখিত। মহান আল্লাহ তাদেরকে মুমিনের মায়ের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। এ পদ্ধতিতে আল্লাহ নবীগৃহকে মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন এবং সকল প্রকার ময়লা আবর্জনা মুক্ত করে তাতে পরোপুরি পবিত্রতা দান করেছেন।

এভাবে আল্লাহর বাণী ঃ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ এর অর্থ হয় ঃ এ ব্যবস্থা সাধারণ অবস্থায় একটু পরিচয়, একটু দেখা-সাক্ষাত বা একটু কথা বলার ফলে যে ফিতনা সৃষ্টির অবকাশ থাকে, তা থেকে তোমাদেরকে মুক্ত রাখে এবং তা তোমাদের ও তোমাদের মায়েদের মধ্যকার কোনো অবৈধ জিনিষ নয়। আর এ কারণে এরপর যে আয়াত এসেছে-

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٣)

"তোমাদের কারো জন্য আল্লাহর রসূল কে কষ্ট দেয়া অথবা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা কখনও সংগত নয়।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৩)

এর মাধ্যমে যখন থেকে বেগানা পুরুষদের থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের হিজাব করার ব্যবস্থা হয়েছে তারপর থেকে তাঁদের জন্য অন্যত্র বিয়ে হারাম হয়ে গেছে। এটা এজন্য যে, সাক্ষাত বিয়ের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। এ আগ্রহ

www.pathagar.com

নারীর পক্ষ থেকে অথবা পুরুষের পক্ষ হতেও হতে পারে। আর বিয়ে একটি প্রকৃতিগত ব্যাপার এবং শরীয়তও এটা বৈধ করেছে। কিন্তু নবী পত্নীদের বিয়ে যখন নিষিদ্ধ গণ্য করা হয়েছে, তখন তাঁদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করাতো হারাম হবে এবং হিজাবের পিছনে থেকে তাঁদের সাথে কথা বলতে হবে। এটা তো স্বাভাবিক। অর্থাৎ বিয়ে নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারটি বিয়ের ব্যাপারে কঠোর সংযম নির্দেশিত হবার নিরাপদ ব্যবস্থা দাবী করে। এই কঠোর সংযম হবে সাধারণভাবে নবী পত্নীদের এবং মুমিনদের পক্ষ থেকে। এটা নবী পত্নীদের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও বিশেষ নিরাপত্তার দাবী করে। কাজেই কোনো পুরুষ তাঁদেরকে দেখবে না এবং তারাও কোনো পুরুষকে দেখবে না। অর্থাৎ তারা যেন গীর্জারযোগী। এ চিত্রটিই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মধ্যে ফুটে উঠেছে। তিনি উম্মুল মোমেনীনদের অন্যতমা। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তার বয়স মাত্র আঠারো বছর। তিনি আর বিয়ে না করে সারা জীবন সন্তানহীনা বিধবা হিসেবে কাটিয়ে দেন। এভাবে আটষট্টি বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

তাবাকাতে ইবনে সা'দে বলা হয়েছে ঃ "...নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের ইদ্দত হচ্ছে চারমাস দশ দিন। তাঁরা পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাত করতেন। নিজেদের গৃহের বাইরে অবস্থান করতেন না। এমনভাবে সবার থেকে আলাদা থাকতেন যেন মনে হতো তারা যোগী। কখনও পরপর একদিন দু'দিন বা তিনদিন এমন কোনো দিন যায়নি যখন তাদের কান্নার রোল শোনা যায়নি।"[১৫৩]

এখন হিজাব ফরয হবার বিয়ে হারাম হবার শর্তে ...যদি কিয়াসে তা স্থিরীকৃত হয় মাহরামদের সামনে সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা ক্ষতি হওয়ার বিধান প্রযুক্ত হয়। কিন্তু আমরা দেখছি কিয়াস স্থিরীকৃত হয়নি এবং আমাদের মতে এর প্রতিপাদ্য যে হারাম হওয়া সেটি এখানে একটি বিশেষ ও একক বিষয়। সেটি একটি নিছক নৈতিক ও বস্তুনিষ্ট বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর রাসুলের অবস্থানের প্রতি যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করা। তারপর তা দেশ ও বংশ নির্বিশেষে সারা দুনিয়ার সকল পুরুষের জন্য হারাম। রক্ত সম্পর্কে ও দুধ সম্পর্কের মায়েদের বিয়ে হারাম হওয়া যখন ব্যক্তিগত ও বস্তুগত মূল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা মানুষের প্রকৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন তা সীমিত সংখ্যক নিকটাত্বীয়ের সাথে হারাম।

সংক্ষিপ্ত সার

এখানে ফিতনা হচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা। কারণ সাধারণ মাহরামদের মধ্যে আল্লাহ যেমন একটি স্বভাবিক প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টি করে রেখেছেন উম্মুল মুমেনীন ও সাধারণ পুরুষদের মধ্যে তেমনটি নেই। এ কারণে তার সবকিছু কিয়াসের ভিত্তিতে স্থিরীকৃত হয়নি। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের ওপর পূর্নাঙ্গ হিজাব ও

www.pathagar.com

চিরতরে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা ফরয করা হয়েছে। এভাবে পুরুষদের মনে সম্মানের ভাব জাগবে এবং তাদের মনে সৃষ্টি হবে ভীতি, যেমন বিপরীত লিঙ্গের কোনো ব্যক্তির প্রতি স্বাভাবিক ঝুকে পড়ার বিরুদ্ধে তাদের মনে গর্ব ও শ্রেষ্টত্বের ভাব সৃষ্টি করে দেয়া হয় এরই ভিত্তিতে উভয় পক্ষ থেকে মাতৃত্বের (নীতিগত) ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য আল্লাহ এটা ফরয করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

"নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের থেকেও ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।" (আহযাব ঃ ০৬)

দুই ঃ হিজাবের বৈশিষ্ট্য এবং নবুওয়াতের বিশেষ গুণাবলীতে তার ভূমিকা

নবুওয়াতের বিশেষ গুণাবলীকে আমরা দু' ভাগে ভাগ করতে পারি ঃ

ক. একটি অংশ হচ্ছে মূলগতভাবে আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও শ্রেষ্ঠ কর্মসম্পাদন করা। যেমন ঃ রাতভর ইবাদত বন্দেগী করা, লাগাতার রোযা রাখা, দান-খায়রাতের অর্থ না খাওয়া এবং দূর্গন্ধযুক্ত খাবার না খাওয়া। এ অংশে তাঁর পদাংক অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর। এ উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য যে সীমা নির্ধারিত হয়েছে স্বতন্ত্র যুক্তির ভিত্তিতে তার মধ্যেই আমাদের অবস্থান করতে হবে।

খ. দ্বিতীয় অংশটি দু'ভাগে বিভক্ত। এর একভাগে রয়েছে এমন সব গুণাবলী যেগুলো শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সাধারণ মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ কিন্তু তাঁর জন্য বৈধ করা হয়েছে। যেমন ঃ চারজনের বেশী স্ত্রী গ্রহণ করা এবং স্ত্রীদের পালা ও দিন বন্টনের ব্যাপারে স্বাধীনতা দান।

দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে এমন সব গুণাবলী যে গুলো শরীয়তের বিধানে বৈধ, কিন্ত তাঁর ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে। যেমন তাঁর সন্তান ও পরিবারবর্গের জন্য তাঁর মীরাস গ্রহণ করা হারাম করা হয়েছে এবং তার স্ত্রী পরিবর্তন করা হারাম করা হয়েছে। হিজাবের পিছন থেকে তাঁর স্ত্রীদের কাছ থেকে কিছু চাওয়া ওয়াজিব এবং ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীদের আবার বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে। এ অংশে তাঁর পদাংক অনুসরণ করার কোনো ক্ষেত্র নেই। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার পদাংক অনুসরণ করা সাধারণ মুসলমানদের জন্য আল্লাহ যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা লংঘন করার নামান্তর হবে। তা মুবাহের পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করার বা মুবাহকে হারাম বা মাকরূহে পরিণত করার মাধ্যমে করুক উভয়ই সমান। আমাদের ভেবে দেখতে হবে কিভাবে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তানদের জন্য জ্ঞান গর্ভ শরীয়তকে সংকীর্ণ করা হয়েছে। তাঁর থেকে তার উত্তরাধিকারীদের মীরাস গ্রহণ হারাম করে দেয়া হয়েছে এবং

www.pathagar.com

কিভাবে সাধারণ মুসলমানদের জন্য শরীয়তকে উদার করে দেয়া হয়েছে। বরং তাদেরকে এগিয়ে দেয়া হয়েছে প্রশস্ততা থেকে আরো বেশী প্রশস্ততার দিকে। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি পীড়িত থাকায় আমাকে দেখতে এলেন। আমি তখন ছিলাম মক্কায়। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ অসিয়ত (আল্লাহর পথে) করতে চাই। (অন্য বর্ণনায় আছে[১৫৪] আমার একটি মেয়ে আছে) জবাব দিলেন ঃ না। বললাম তাহলে অর্ধেক ওসিয়ত করতে চাই? জবাব দিলেন ঃ না। তখন বললামঃ তাহলে এক-তৃতীয়াংশ। জবাব দিলেন ঃ হাঁ, এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করতে পারো। এক-তৃতীয়াংশ অনেক বেশী। তোমার পরে তোমার উত্তরাধিকারীরা মানুষের কাছে হাত পাতবে তার চেয়ে তুমি তাদের ধনাঢ্য রেখে যাও, সেটাই বরং ভাল। (বুখারী ও মুসলিম)[১৫৫]

আমাদের আরো ভেবে দেখতে হবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য একদিকে চিরস্থায়ী হিজাবের ব্যবস্থা করে এবং অন্যদিকে তাঁর ইন্তেকালের পরে তাদের বিবাহ নিষিদ্ধ করে শরীয়তকে তাদের জন্য কঠোর করে দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইবনে কুতাইবা বলেন ঃ যেমন আমরা আগেই বলেছি মহান সর্ব শক্তিমান আল্লাহ নবী পত্নীদেরকে হিজাব করার হুকুম দিয়েছেন এবং আমাদের হুকুম দিয়েছেন যেন হিজাবের পিছন থেকে ছাড়া আমরা কথা না বলি। আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

এ সুব্যবস্থা একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সাথেই সংশ্লিষ্ট, যেমন সমস্ত মুসলমানদের জন্য তাদের বিয়ে করা হারাম করে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করা হয়েছে।[১৫৬]

অন্যদিকে মুমিন মেয়েদের চলা ফেরায় ও কর্মতৎপরতায় এবং জীবন যাত্রায় ও মানুষের সাহচর্যে তারপর স্বামী বিচ্ছেদ বা তাদের মৃত্যুর পর আবার বিয়ে করার সুযোগ দিয়ে শরীয়তকে তাদের জন্য উদার করে দেয়া হয়েছে। বরং এই বিয়ের মাধ্যমে তাদের দ্রুত চলার পথকে সহজ করা হয়েছে। আল্লাহর বাণীর মধ্যে একথাই বিধৃত হয়েছে ঃ

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত" (তালাক ঃ ৪)

আল্লাহ আরো বলেন :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

www.pathagar.com

"যখন তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে, তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই" (আল বাকারা ঃ ২৩৪)
সাজ-সজ্জা করা ও বিয়ের কন্যা হিসেবে নিজেকে পেশ করার জন্য যা করবে ঃ এ প্রসঙ্গে তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

"স্ত্রীলোকদের কাছে তোমরা ইঙ্গিতে বিবাহ প্রস্তাব দিলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই" (আল-বাকারা ঃ ২৩৫)

এভাবে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যা বিস্তৃত করে দিয়েছেন তাকে হারাম বা মাকরূহ করার মাধ্যমে সংকীর্ণ করে দেয়া ইসলামের বিধান নয়। আল্লাহ যখন কোনো সংকীর্ণতাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদার খাতিরে তাঁর স্ত্রীদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন, তখন এটি আল্লাহর পক্ষ হতে পবিত্র স্ত্রীদের জন্য একটি পরীক্ষা। তাঁদের এর উপর সবর করতে হবে এবং সাধারণ মুমিনদের স্ত্রীদের এর মধ্যে কোনো কল্যাণ আশা করা যায় না। অবশ্যই এ সংকীর্ণতার বিনিময়ে আল্লাহ নবী করীমের (স) পবিত্র স্ত্রীদের জন্য উত্তম প্রতিদান দিয়েছেন এবং দুনিয়ায় তাঁদেরকে দিয়েছেন নবীর সাহচর্যের মর্যাদা। তাঁর জীবদ্দশায় তাদেরকে তাঁর স্ত্রীর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সাথে সম্পর্কিত করেছেন। উম্মুল মুমেনীনদের উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করার মাধ্যমে এটা সম্ভব হয়েছে। আখিরাতে তাঁদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে বহুগুণ প্রতিদান এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জান্নাতুল ফিরদাউস এ অবস্থানের উচ্চতম মর্যাদা। আল্লাহ যখন তাঁর রসূল ও রাসূলের পরিবারকে তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানার্থে সমগ্র মানব জাতির মোকাবেলায় এহেন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, তখন নবুয়াতের যে মর্যাদা একমাত্র তার জন্য বিশিষ্ট করা হয়েছে তার অনুসরণ করার উদ্যোগ নেয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্যকে এভাবে নির্দিষ্ট হবার পর আমরা জিজ্ঞেস করবো, এখন তাহলে হিজাবের বিশেষ নির্দেশকে আমরা কোন পর্যায়ে রাখবো? প্রথম পর্যায়ে, না দ্বিতীয় পর্যায়ে? কারণ একদিকে সাধারণ মুমিন মেয়েদের জন্য যদি হিজাব নির্দেশিত হয়, তাহলে শরীয়ত তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমগ্র বিষয়টি তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই আরোপিত হয়েছে। আবার অন্যদিকে এর মাধ্যমে নৈকট্যও অর্জিত হয়না। হিজাব যদি মুমিন মেয়েদের জন্য মর্যাদা ও সম্মানের ধারক হতো এবং তার মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারতো, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'উম্মে ওয়ালাদের' (অর্থাৎ বাদীর) জন্য সাহাবা কেরাম এটাকে অত্যধিক বাড়তি বিষয় মনে করছিলেন কেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়া সাল্লাম যেদিন সুফিয়া বিনতে হুয়াইয়ের সাথে বাসর রাত্রি যাপন করলেন সেদিন কেন তারা বললেন ঃ

إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ

"যদি নবী (সঃ) তাঁকে হিজাবের মধ্যে রাখেন, তাহলে তিনি উম্মুল মুমেনীনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, আর যদি হিজাবের মধ্যে না রাখেন তাহলে তিনি বাদী"। অন্যত্র মুসলিমের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ যদি তাঁকে হিজাবের মধ্যে না রাখা হয় তাহলে তিনি হবেন তাঁর 'উম্মে ওয়ালাদ' তথা সন্তানের মা অর্থাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর যে বাঁদী আযাদ হয়ে যায়। হিজাব যদি নারীত্বের অলংকার হিসেবে যথার্থই কোনো পূর্ণতার ধারক হয়ে থাকতো, তাহলে অবশ্যই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর যে সুন্দরী বাঁদীকে সেবিকা নয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতেন তাকেও এই পূর্ণতা দানে অভিষিক্ত করতেন। চিরস্থায়ী হিজাব যদি মেয়েদের শ্রেষ্টত্বের ধারক বাহক হতো, তাহলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেদের ও সাহাবাদের বাড়িতে যেখানেই হোক না কেন মেয়েদের সাথে দেখা করতেন হিজাবের পিছন থেকে এবং পুরুষ সাহাবী ও মহিলা সাহাবীগণও এ পথ অনুসরণ করতেন। কিন্তু ঘটনা আমরা দেখছি তার বিপরীত।

এখানে আমরা মনে করি স্থায়ী হিজাব যদি মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্যের ধারক বাহক হতো তাহলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে ক্রমানুসারে প্রতিষ্ঠিত করতেন। যেমন ঃ

১. মসজিদে পুরুষদের ও মহিলাদের সারির মাঝখানে অন্তরাল তৈরি করতেন।

২. রসূলের দরবারে প্রশ্ন বা সমস্যাবলী উপস্থাপন করার সময় পুরুষদের থেকে মেয়েদের মজলিস দূরে রাখার ব্যবস্থা করতেন।

৩. নারী পুরুষের তাওয়াফের জন্য পৃথক পৃথক সময় নির্ধারণ করতেন।

৪. হিজাব যদি সাধারণ মেয়েদের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার ধারক হতো, তাহলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনই উম্মে হারামকে নৌযুদ্ধে মুজাহিদদের সাথে যাবার এবং শাহাদাত বরণ করার জন্য দোয়া করতেন না।

সংক্ষেপে বলা যায়, মুসলিম নারী যখন স্থায়ী ভাবে হিজাব অবলম্বন করবেন, তখন তা হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের বৈশিষ্ট্যসমূহে তাদের অংশগ্রহণ করার প্রচেষ্টা এবং তার মাধ্যমে উম্মূল মুমেনীনদের মর্যাদায় অংশগ্রহণের দুঃসাহস। অথচ আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেনঃ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء-

"হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য কোনো মেয়েদের মতো নও"। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের হিজাবের হুকুম মেনে চলার মধ্যে এবং নবী পত্নীদের অনুসরণ করতে গিয়ে

www.pathagar.com

তাদের একটি স্থায়ী গুণ হিসেবে স্বামীর মৃত্যুর পরে আর বিয়ে করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ব্যবস্থা করার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। অন্যদিকে হিজাবের বিধানের মধ্যে থাকা এবং যে কোনো অবস্থা ও কারণে বিধবা থাকার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, প্রথম বিষয়টির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর শরীয়তের উপর আক্রমণ। এ দিক দিয়ে যে, যা ওয়াজিব ছিল না তা আমরা ওয়াজিব করে নিয়েছি এবং যা হারাম ছিল না তা হারাম করে নিয়েছি। অথবা আমাদের জন্য যা বৈধ ছিল না তা আমরা বৈধ করে নিয়েছি, এবং যা আমাদের জন্য মাকরূহ ছিলনা তা আমরা মাকরূহ করে নিয়েছি।

আর দ্বিতীয় বিষয়টির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর শরীয়তের জন্য এমন সব কাজ যা মুবাহের আওতাভূক্ত এবং আল্লাহ যেগুলোর ব্যাপারে আমাদেরকে প্রশস্ততা দান করেছেন, সেগুলো থেকে আমরা কোনোটা গ্রহণ করতে ও কোনোটা ত্যাগ করতে পারি, তাতে কোনো ক্ষতি নেই এবং যেভাবে আমরা চাই,সেভাবে সেগুলো প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারি।

তিন ঃ নবীর বৈশিষ্ট্য সাধারণ মুসলমানদের জন্য সেগুলোর বৈধতার পক্ষে কোনো যুক্তি আছে কি?

এ বিষয়ে ফিকহ্‌বিদগণ বিভিন্ন মত পেশ করেছেন ঃ

১. একটি দলের মতে, নবীর বিশেষ কার্যাবলীর মধ্যে সাধারণ মুসলমানদের জন্য সেগুলোর পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। ইমাম গাজ্জালী বলেনঃ "যেটি সম্পর্কে জানা গেছে যে তা রসূলের বিশেষ কার্যাবলী, তা অন্যদের জন্য কোনো দলীল হতে পারে না"। এরপর তিনি আরো বলেন ঃ প্রতিপক্ষ বলে থাকেন ঃ রসূলের (সঃ) কাজের অপরিহার্য গুণ হচ্ছে, তা ন্যায় সংগত, সঠিক ও কল্যাণকর এবং যদি তা না হতো, তাহলে কেউ তা অবলম্বন করার সাহস করতো না এবং কেউ তার লালনও করতো না। আমরা বলবো ঃ তার সম্পর্কে এ কথা পুরোপুরি স্বীকৃত, বিশেষ করে নিষিদ্ধ হওয়া থেকে তাকে বের করে আনার জন্য।তবে কথাটা আমাদের পক্ষে। কারণ তার জন্য যা সত্য, সঠিক ও কল্যাণকর তা যে আমাদের জন্যও তাই হবে এটা অপরিহার্য নয়। বরং সম্ভবত তার কল্যাণকারিতা আপেক্ষিক এবং তা সম্পর্কিত নবুওয়াতের গুণাবলীর সাথে অথবা যার সাথে তা বিশেষভাবে নির্দেশিত তার সাথে। এ জন্য আমরা সমস্ত জায়েয ওয়াজিব ও নিষিদ্ধ বিষয়ে বিরোধিতা করছি। বরং এক্ষেত্রে তো নামাযের ব্যাপারে মুকিম ও মুসাফির এবং।ঋতুবতী এবং ঋতুকাল উত্তীর্ণ নারীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কাজেই নবী ও উম্মতের মধ্যে পার্থক্য করা নিষিদ্ধ নয়।[১৫৭]

ঠিক এভাবেই শাওকানী বলেন ঃ "প্রকৃতপক্ষে যে বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের কাছে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, যা একমাত্র নবীর জন্যই নির্ধারিত, তার অনুসরণ করা হবেনা, তা যাই হোক না কেন। কারণ তা একান্তভাবে তার সাথে সম্পর্কিত। তবে যদি

www.pathagar.com

শরীয়ত তা আমাদের জন্য নির্ধারিত করে দেয় তাহলে আমরা তা অনুসরণ করবো আর যখন তিনি এভাবে বলেন ঃ এটা আমার জন্য ওয়াজিব এবং তোমাদের জন্য বৈধ তখন সেটা আমাদের জন্য বৈধ হিসেবেই গণ্য করতে থাকবো, ওয়াজিব হিসেবে নয়।"[১৫৮]

তিনি আরো বলেন ঃ আর যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "এটি আমার একার জন্য হারাম এবং যদি তোমাদের জন্য হালাল একথা না বলেন তাহলে তা না করা কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি বলেন ঃ আমার জন্য হারাম এবং তোমাদের জন্য হালাল, তখন তা করা শরীয়ত সম্মত হবে। এক্ষেত্রে হালাল কাজ ত্যাগ করার মধ্যে কোনো তাকওয়া নেই।"[১৫৯]

২. অন্যদের মতে, নবীর বিশেষ কাজগুলোর মধ্যেও উম্মতের জন্য দলীল আছে। এ ব্যাপারে শাইখ আবু শামাহ আল মুকাদ্দেসী বলেন ঃ "...এ ব্যাপারে তার ওপর যেগুলো ওয়াজিব, সেগুলোর ক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃতি মুস্তাহাব। যেমন চাশত ও বেতেরের নামায। ঠিক তেমনি তিনি যেগুলো নিজের ওপর হারাম করেছেন, যেমন দূর্গন্ধ খাবার আহার করা এবং যে তাঁর সাথে সহবাস চায় না তার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা অর্থাৎ স্ত্রী থেকে"[১৬০] এ অনুসৃতি মুস্তাহাব পর্যায়ের। অর্থাৎ যদি তা ওয়াজিব হিসেবে নবীর (সঃ) বিশেষ কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে উম্মতের জন্য তা বৈধ এবং যদি তা হারাম হিসেবে নবীর (সঃ) বিশেষ কাজের অর্ন্তভুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে উম্মতের জন্য তা মাকরূহ তানযিহী।

কিন্তু নবীর (সঃ) বিশেষ কার্যাবলী থেকে সবার জন্য তা করার কার্যকারণ বের করার এ পদ্ধতি প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় পক্ষের এ উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি মোটেই স্থির ও একরকম নয়। কাজেই তার স্ত্রী পরিবর্তন বা তার সাথে যারা হিজরত করেনি সে সব মেয়েকে বিয়ে করা তার বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে কেউ এ কথা বলেননি যে, তিনি মুসলমানদের জন্য তার স্ত্রী পরিবর্তন বা তাদের সাথে যেসব মেয়ে হিজরত করেনি, তাদেরকে বিয়ে করা মাকরূহ গণ্য করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর স্ত্রীদের ও সন্তান-সন্ত তির জন্য তার মিরাস হারাম হওয়া এবং তার পরে তাঁর স্ত্রীদের জন্য অন্য পুরুষকে বিয়ে করা হারাম হওয়ার বিষয়ও তার বৈশিষ্ট্যের অর্ন্তভূক্ত।এ ক্ষেত্রে কেউ বলেনি যে, তিনি মুসলমানদের মৃত্যুর পর তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য তাদের মিরাস গ্রহণ মাকরূহ অথবা সাধারণ মুসলিম নারীদের তাদের স্বামীদের মৃত্যুর পর পূনরায় বিয়ে করা মাকরূহ ঘোষণা করেছেন।

ইমামুল হারামাইন যথার্থই বলেছেন ঃ "সবচেয়ে বড় ভুলটি করেন ফিকহী মতাবলম্বীগণের অগ্রবর্তী লোকেরা সঠিক অর্থ নিরূপনের ব্যাপারে। কার্যকারণ নির্ধারণ করে তার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট করার জন্য যে কারণটি সাধারণ ভাবে অন্তর্ভুক্ত অথবা বিস্তারিত তা তারা যথার্থভাবে পরীক্ষা করেননি।"[১৬১]

www.pathagar.com

এরই ভিত্তিতে আমরা প্রথম দলটির রায়কে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। এ দলটির মতে নবীর বিশেষ কার্যাবলীর মধ্যে সাধারণ মুসলমানদের জন্য তা করার পক্ষে কোনো দলীল নেই। মুসলমানদের কোনো হুকুম পালন করতে হলে স্বতন্ত্র দলীলের ভিত্তিতে করতে হবে। শাওকানী যে নীতি নির্ধারণ করেছেন সে ব্যাপারে আমরা চিন্তভাবনা করতে পারি। তিনি বলেছেন ঃ "যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এটি আমার জন্য হারাম এবং তোমাদের জন্য হালাল তাহলে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজ হতে দূরে সরে যাওয়া শরীয়ত সম্মত হবে না এবং এ ধরনের হালাল কাজ পরিত্যাগ করার মধ্যে কোনো তাকওয়া নাই।" এব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করলে এনীতিটাকে আমরা হিজাবের বিষয় বস্তুর জন্যও যথার্থ হিসেবে পাই। এভাবে অবশ্যই একদিকে যেমন হিজাব একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য প্রমাণিত হয়, ঠিক তেমনি অন্যদিকে সাধারণ মেয়েদের বিনা হিজাবে পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাত ও শরীয়ত সম্মত বলে প্রমাণিত হয়। এর মূলে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, তার কর্ম ও নীরব সমর্থনমূলক আচরণ। এ দু'টি বিষয়ের সপক্ষে আমরা যুক্তি উপস্থাপন করেছি। অর্থাৎ যেন তিনি বলতে চাচ্ছেন ঃ আমার স্ত্রীদের সাথে বিনা হিজাবে সাক্ষাত করা হারাম এবং সাধারণ মুসলমানদের স্ত্রীদের সাথে বিনা হিজাবে সাক্ষাত বৈধ। এরই ভিত্তিতে নবী পত্নীদের পদাংক অনুসরণ করে মুমিনদের স্ত্রীদের হিজাব ছাড়া পুরুষদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা শরীয়তের বিধান অনুসারে স্থায়ী ভাবে নিষিদ্ধ নয়। যেমন পুরুষদের জন্য হিজাব ছাড়া মেয়েদের সাথে দেখা সাক্ষাত করা শরীয়তের বিধান অনুসারে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ নয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিজে একটি বিষয়ের অনুমতি দেবার পর লোকদেরকে তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করতে দেখে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করলেন,[১৬২] তখন আমাদের পক্ষে তাঁর প্রদত্ত হেদায়েতের প্রতি অনীহা প্রকাশ করা কি বৈধ? এটি হিজাবের শরয়ী বিধানকে কখনও নাকচ করে দেয়নি যেমন ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

সবশেষে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই

এক ঃ হিজাব একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের জন্য নির্ধারিত হবার কিছু ফলাফল আছে। পাঠকবর্গের কাছ থেকে আমরা আশা করবো তাঁরা 'সমাজ জীবনে নারী পুরুষের একত্রে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাত' অনুচ্ছেদ অধ্যয়ন কালে এ বিষয়টি সামনে রাখবেন। অনুরূপ ভাবে 'মেয়েদের মুখ খোলা রাখার শরয়ী বিধান ' অধ্যায়টিও। এফলাফলের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হচ্ছে ঃ

ক. হিজাবের আয়াতে (فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) পুরুষদের সাথে মেয়েদের পর্দার পিছনে থেকে কথা বলা ওয়াজিব বা বৈধ হবার কোনো ইংগিত নেই।

www.pathagar.com

খ. হিজাবের আয়াতে মেয়েদের চেহারা পুরুষদের থেকে ঢেকে রাখা ওয়াজিব বা বৈধ হবার যুক্তি নেই।

গ. যে সমস্ত নস্ থেকে মেয়েদের চেহারা খুলে রাখা বা পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের বৈধতা প্রমাণিত হয়, সেগুলো রদ করার পিছনে কোনো যুক্তি নেই। এগুলো সম্ভবত হিজাব ফরয হবার আগের ঘটনা, এ দাবী ইতিহাসের ধোপে টেকে না।

দুই ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে নারীর হিজাব– আবৃত থাকা এবং অনুরূপভাবে পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। শরীয়তের এ ব্যবস্থা পাঁচটি বিধানের পথ তেরী করে দেয়। বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করার জন্য আমরা বলবোঃ আসল হুকুম হচ্ছে বৈধ হওয়া এবং তা অন্যান্য পাঁচটি হুকুমও প্রকাশ করে। সেগুলোর প্রত্যেকটি বিশেষ অবস্থার সাথে বিশেষভাবে জড়িত ঃ

ক. কখনো কখনো মেয়েদের পুরুষদের সাথে সাক্ষাতের বৈধতা প্রমাণিত হয়। যেমন ঃ ছাত্রাবস্থায় বা মুজাহিদদের সাহায্য করার প্রয়োজনে।

খ. কখনো ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন ঃ সাক্ষ্য দেবার জন্য অথবা নিতান্ত অভাবের ক্ষেত্রে রুজি-রোজগারের তালাশে কিংবা দুর্ঘটনা কবলিত আহতদের সাহায্যার্থে।

গ. কখনো মাকরূহ হয়। যেমন ঃ অধিকতর প্রভাবশালী ফিতনার সময় অথবা শরীয়তের কোনো নীতি ভংগ হবার কালে।

ঘ. কখনো হারাম হয়। যেমন ঃ নিশ্চিত ফিতনার সময় অথবা নিষিদ্ধ কাজ যেমন নিরিবিলিতে সাক্ষাতের সময়।

ঙ. কখনো মেয়েদের হিজাবের মধ্যে থাকার বৈধতা প্রকাশিত হয়। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ প্রবলতর ফিতনার অস্তিত্ব যখন থাকে।

চ. কখনো হিজাব ওয়াজিব হয়। যেমন ঃ ফিতনা যখন প্রকাশিত হয়ে যায় এবং তা নিশ্চিত রূপ লাভ করে।

ছ. কখনো হিজাব মাকরূহ হয়। যেমন ঃ সৎ কাজের ক্ষেত্রে হিজাব যখন বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

জ. কখনো হিজাব হারাম হয়। যেমন ঃ হিজাব যখন ওয়াজিব কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[উল্লেখ্য, এখানে সহীহ বুখারীর অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের যে বরাত দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যই সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারী, প্রকাশক মুস্তফা আল হাল্‌বী কায়রো থেকে গৃহীত। অন্যদিকে সহীহ মুসলিমের অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের যে হাওয়ালা দেয়া হয়েছে, তা গৃহীত হয়েছে ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত আল জামেউল সহীহ লিল ইমাম মুসলিম কিতাব থেকে।

১. আল বুখারী ঃ কিতাবুত তাফসীর, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ لا تَدْخُلوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلاَّ أنْ يُؤْذَنَ لكُمْ إلى طعَام .... ১০ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যায়নাব বিনতে জাহশের বিয়ে, ৪ খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা।

২. আল বুখারী ঃ তাফসীর অধ্যায়, সূরাতুল আহযাব, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী لا تدخلوا بيوت النبي ১০ম খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ প্রকৃতির ডাকে সারা দেবার জন্য মেয়েদের বাইরে যাবার বৈধতা, ৭খণ্ড, ৬ পৃষ্ঠা

৩. আল বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বাঁদীদেরকে শয্যা সঙ্গিনী করার জন্য নির্বাচিত করা এবং যে ব্যক্তি বাঁদীকে আযাদ করে দিয়ে তারপর তাকে বিয়ে করলো তার দেয়া এবং তারপর তাকে বিয়ে করার সওয়াব, ৪ খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

৪. আল বুখারী ঃ ব্যবসায় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দারুল হারবের অধিবাসীর কাছ থেকে গোলাম খরিদ করা, ৫ খণ্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা। মুসলিম : স্তন্যপান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যার শয্যা সংগিনী সে-ই সন্তানের মালিক, ৪খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা।

৫. আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ ঃ ৮ খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

৬. তাফসীরুত তাবারী ঃ ২২ খণ্ড, ৪১-৪২ পৃষ্ঠা।

৭. আল বুখারী ঃ তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ..... و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ৯ম খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা।

৮. আল বুখারী ঃ উযু অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ প্রকৃতির ডাকে সারা দিয়ে মেয়েদের বাইরে বের হওয়া, ১খণ্ড, ২৫৯পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃসালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মানব প্রকৃতির ডাকে সারা দিয়ে মেয়েদের বাইরে বের হওয়ার বৈধতা, ৭খণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

৯. আল বুখারী ঃ তাফসীর অধ্যায়, সুরা আহযাব, অনচ্ছেদ ঃ لا تَدْخُلوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلاَّ أنْ يُؤْذَنَ لكُمْ إلى طعَام ১০খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যয়নব বিনতে জাহাশের বিয়ে এবং হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়া ও বিয়ের ওলিমার প্রমাণ, ৪ খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা।

১০. ফাতহুল বারী ঃ ১০খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা, এ হাদীসটি মাযমাউয যাওয়ায়েদে উদ্ধৃত হয়েছে এবং হাফেজ হায়সামী বলেনঃ তাবারানী এটি রেওয়াত করেছেন আওসাত গ্রন্থে এবং

www.pathagar.com

তার রাবীগণ সবাই নির্ভুল বর্ণনাকারী কেবল মাত্র মূছা ইবনে কাসির ছাড়া, তবে তিনি নির্ভরযোগ্য (কিতাবুত তাফসীর, সূরা আহযাব, ৭ খণ্ড , ৯৩ পৃষ্ঠা)।

১১. ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, ২৬০পৃষ্ঠা।

১২. ফাতহুল বারী ঃ১০ খণ্ড, ১৫০পৃষ্ঠা।

১৩. ফাতহুল বারী ঃ ১খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা।

১৪. আল বুখারী ঃ তাফসীর অধ্যায়, সুরাতুল বাকারা, অনুচ্ছেদ ঃ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ৯ম খণ্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা।

১৫. মুসলিমঃ জিহাদ ও সীরাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের সাহায্য করা এবং গনীমাতের সম্পদের বৈধতা, ৫ম খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা।

১৬. আল বুখারী ঃ তাফসীর অধ্যায়, সুরা বারাআ; অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ৯ম খণ্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা।

১৭. আল বুখারী ঃ তাওহীদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবীর (সঃ) বাণী ঃ "কোনো ব্যক্তি আল্লাহর চেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাশীল নয়।" ১৭ খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ লিয়ান অধ্যায়, ৪ খণ্ড, ২১১ পৃষ্ঠা।

১৮. ক. তাফসীর আততাবারী, আয়াত وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ

খ. আল বুখারী ঃ জুমুআ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ "নারী ও শিশু ইত্যাদি যাদের জন্য জুমুআর নামায পড়া অপরিহার্য নয় তাদেরও কি গোসল করতে হবে?" ৩ খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা।

১৯. আল বুখারী ঃ সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের বৈশিষ্ট্যাবলী ও জান্নাত একটি সৃষ্টি এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে ঃ ৭ খণ্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ সাহাবাদের গুণাবলী, অনুচ্ছেদ ঃ উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গুণাবলী, ৭ম খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠা।

২০. আল বুখারী ঃ সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ প্রকৃতির ডাকে সারা দিয়ে মেয়েদের বাইরে বের হবার অনুমতি, ৭ম খণ্ড, ৬ পৃষ্ঠা।

২১. ফাতহুল বারী ঃ ১৩ খণ্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা।

২২. তাফসীর অধ্যায়, সূরা আহযাব, অনুচ্ছেদ আল্লাহর বাণী ঃ

... لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلي طعام ১০ খণ্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা।

২৩. আল বুখারী ঃ তাফসীর অধ্যায়, সূরা আহযাব, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

..... لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلي طعام ১০ খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

মুসলিম ঃ বিবাহ অধ্যায়, যয়নব বিনতে জাহাশের বিবাহ, ৪ খণ্ড, ১৪৮পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

২৪. আল বুখারী ঃ তাফসীর অধ্যায়, সূরাতুন নূর, অনুচ্ছেদ ঃ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ১০ খণ্ড, ৭০পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ তাওবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যাদোষারোপের ঘটনা, ৭ম খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা।

২৫. আল বুখারী ঃ যুদ্ধ বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তায়েফ যুদ্ধ, ৯ খণ্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ সাহাবা কেরামের গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আবু মূসা আশআরীর গুণাবলী, ৭ম খণ্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা।

২৬. আল বুখারী ঃ ব্যবসায় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বাদীকে স্বাধীন করে দেবার পর বিয়ে করার ফযিলত, ১১ খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বাদীকে স্বাধীন করে দেবার পর বিয়ে করার মর্যাদা ৪ খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

২৭. আল বুখারী ঃ ব্যবসায় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দারুল হারবের অধিবাসীর কাছ থেকে গোলাম ক্রয় করা। ৫ খণ্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ স্তন্যপান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সয্যাসংগীই সন্তানের মালিক। ৪ খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা।

২৮. আল বুখারী ঃ সাক্ষ্যদান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বংশ ধারা সম্পর্কে সাক্ষ্যদান, ৬ খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা।

২৯. আল বুখারী ঃ বিবাহদান অধ্যায়, দুধ সম্পর্কের ভিত্তিতে মেয়েদের কাছে যাওয়া ও দেখা করা বৈধ। ১১ খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ স্তন্যদান অধ্যায়, অনচ্ছেদঃ تحريم الرضاعة من ماء الفحل ৪ খণ্ড, ১৬৩ ও১৬৪ পৃষ্ঠা।

৩০. আল বুখারী ঃ মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উমর ইবনে খাত্তাবের মর্যাদা, ৮ম খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ সাহাবা কেরামের গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উমর ইবনুল খাত্তাবের গুণাবলী ৭ম খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা।

৩১. ফাতহুল বারী ঃ ৮ম খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা।

৩২. আল বুখারী ঃ জানাযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিপদের সময় যাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখা যায়, ৩ খণ্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ জানাযা অধ্যায়, মৃতের উদ্দেশ্যে জোরে কান্নাকাটি করা, ৩ খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা।

৩৩. আল বুখারী ঃ আযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আলেমগণই ইমামতির বেশী হকদার, ২ খণ্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ওজরের প্রেক্ষিতে ইমামের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা। ২ খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা।

৩৪. মুসলিম ঃ সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ হিজড়ার অপরিচিত মেয়েদের কাছে যাওয়া নিষেধ। ৭ খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

৩৫. মুসলিম ঃ কিতাবুয যাকাত, অনুচ্ছেদ ঃ নবী পরিবারের দান সামগ্রী গ্রহণ না করা। ৩খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা।

৩৬. রাবী ভুলবশত "এটা হিজাবের হুকুম হবার পূর্বের কথা" এ উক্তি করেছেন। নয়তো মুলত ঈলার ঘটনা নিশ্চিতভাবে হিজাব ফরয হবার পরবর্তী সময়ের ঘটনা।এছাড়া দেখুন ঃ ফাতহুল বারী ঃ ১১খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা। এখানে সন্তোষ জনক বর্ণনা পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

৩৭. মুসলিমঃ তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈলা ও স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা ও তাদেরকে ইখতিয়ার দেয়া, ৪ খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা।

৩৮. মুসলিম ঃ সওম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের পরেও রোযাদার নাপাক অবস্থায় থাকলেও তার রোযা হয়ে যায়, ৩ খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা।

৩৯. মুসলিম ঃ পান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সিরকা এবং তা দিয়ে রুটি ভিজিয়ে খাওয়ার ফযিলত, ৬ খণ্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা। ইমাম নববী তার সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থের ১৪ খণ্ডের ৮ পৃষ্ঠায় যে কথা বলেছেন ঃ অর্থাৎ فدخلت الحجاب عليها এর অর্থ হচ্ছে আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম এবং সামনে হিজাব ছিল অর্থাৎ যেখানে নবী করীমের (সঃ) স্ত্রী ছিলেন, সেখানে হিজাব ছিল এবং তিনি ভেতরে ঢুকে তাঁকে দেখতে পাননি। এরপর ইমাম নববী আরো বলেছেনঃ মেয়েরা যেখানে থাকেন জাবেরের সেখানে প্রবেশ ছিল উম্মুল মুমিনীনদের জন্য যা ফরয করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি ব্যাতিক্রম এবং এ ধরনের ব্যতিক্রমের কারণ আল্লাহই ভালো জানেন।

৪০. মুসলিম ঃ সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতি নেয়ার বৈধতা, হিজাব বা ঐ ধরনের বিষয় উঠিয়ে দেয়া। ৭ম খণ্ড, ৬ পৃষ্ঠা।

৪১. আল বুখারী ঃ কুরবানী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোনো ব্যক্তি কারোর মাধ্যমে কুরআনীর পশু জবেহ করার জন্য হারাম শরীফে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে তার উপর কোনো জিনিষ হারাম হয়না, ১২ খণ্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হারাম শরীফে কুরবানীর পশু পাঠনো মুস্তাহাব। ৪ খণ্ড, ৯১ পৃষ্ঠা।

৪২. আল বুখারী ঃ গোসল অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ এক সা' বা অনুরূপ পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করা। ১ খণ্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা।

৪৩. আল বুখারী ঃ শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হিজরত, ১৩২ খণ্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা।

৪৪. আল বুখারী ঃ তাফসীর অধ্যায়, অনচ্ছেদ ঃ وَالَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي ১০ খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা।

৪৫. আল বুখারী ঃ হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের সাথে মেয়েদের তওয়াফ করা, ৪ খণ্ড, ২২৬ প্রষ্ঠা।

৪৬. মুসলিম ঃ মুসাফিরদের নামায, অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নামায একত্রকারী এবং যে নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে, ২ খণ্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

৪৭. ঐ, ৮খণ্ড, ১৪৩ পৃ পৃষ্ঠা।

৪৮. ঐ, ৮ খণ্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা।

৪৯. (ক, খ) ঐ, ৮ খণ্ড, ১৪৭পৃষ্ঠা।

৫০. **নিম্নোক্ত আয়াতটির তাফসীর দেখুন ঃ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا (সূরাতুল আহযাব, ৫৩ আয়াত)**

www.pathagar.com

৫১. আল বুখারী ঃ জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ বিগ্রহে মেয়েদের পুরুষদের সাথে অংশগ্রহণ, ৬ খণ্ড, ৪১৮পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে পুরুষদের সাথে মেয়েদের অংশগ্রহণ, ৫খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা।

৫২. আল বুখারী ঃ কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ ও সীরাতের শ্রেষ্ঠত্ব, ৬ খণ্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা।

৫৩. আল বুখারী ঃ জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের জিহাদ, ৬ খণ্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা।

৫৪. আল বুখারী ঃ জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের জিহাদ, ৬ খণ্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা।

৫৫. আল বুখারী ঃ যুদ্ধ বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা দোষারোপ সম্পর্কিত হাদীস, ৮ খণ্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ তওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা দোষারোপ সম্পর্কিত হাদীস, ৮ খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা।

৫৬. আল বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সফর করার সংকল্প করলে লটারীর মাধ্যমে স্ত্রীদের মধ্য থেকে একজনকে সফর সংগিনী করা, ১১ খণ্ড, ২২২ পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ সাহাবাগণের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আয়েশার মর্যাদা সম্পর্কে, ৭ খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা।

৫৭. আল বুখারী ঃ শর্তাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আহলে হারবদের সাথে জিহাদ ও সন্ধির শর্তাবলী এবং শর্তাবলী লিখন, ৬ খণ্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা।

৫৮. আল বুখারী ঃ তায়াম্মুম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফের হাদীস বর্ণনা, ১ খণ্ড, ৪৪৮ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ হায়েজ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুম, ১খণ্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা।

৫৯. আল বুখারী ঃ কিতাবুস সালাত, অনুচ্ছেদ ঃ উরু সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, ২ খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বাঁদীকে মুক্ত করে দেবার পর তাকে বিয়ে করার ফযীলত, ৪ খণ্ড, ১৪৫পৃষ্ঠা।

৬০. মুসলিম ঃ জিহাদ ও সীরাত অধ্যায়, অনুচেছদ ঃ যুদ্ধে পুরুষদের সাথে মেয়েদের অংশগ্রহণ, ৫ খণ্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

৬১. বন্ধনীর মধ্যে বর্ণিত হাদীসের অংশটি উদ্ধৃত করেছেন ইমাম বুখারী কিতাবুল জিহাদে, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের ও মেয়েদের জিহাদে অংশগ্রহণ ও শাহাদাত লাভের জন্য দোয়া, ৬ খণ্ড, ৩৫০পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণের মর্যাদা. ৬ খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

৬২. আল বুখারী ঃ জিহাদ অধ্যায, অনুচ্ছেদ ঃ নৌযুদ্ধে মেয়েদের অংশ গ্রহণ, ৬ খণ্ড, ৪১৬ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নৌ যুদ্ধের ফযিলত, ৬ খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

৬৩. মুসলিম ঃ জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যোদ্ধা মেয়েদেরকে গনীমতের সম্পদ থেকে দেয়া, ৫ খণ্ড, ১৯৭পৃষ্ঠা।

৬৪. আল বুখারী ঃ হজ্জ অধায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের হজ্জ, ৪ খণ্ড, ৪৪৪ পৃষ্ঠা।

৬৫. ফাতহুল বারী ঃ ৪ খণ্ড, ৪৪৪ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৬৬. ক. আততাবাকাতুল কুবরা, ৮ খণ্ড, ২১০ পৃষ্ঠা। শাইখ নাসির উদ্দিন আলবানী বলেন ঃ হাদীসটির সনদ হাসান, বর্ণনা কারীদের মধ্যে একমাত্র ওয়ালিদ ইবনে আতা ছাড়া বাকী সবাই ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের মানদন্ডে নির্ভরযোগ্য (হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ, ৫১ পৃষ্ঠা।

খ. আল বুখারী ঃ হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের সাথে মেয়েদের তওয়াফ করা, ৪ খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা

৬৭. মুসলিম ঃ হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করা। ৪ খণ্ড , ৭৯ পৃষ্ঠা।

৬৮. আল বুখারী ঃ অনুমতি প্রার্থনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ يأيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ৩ খণ্ড, ২৪৫পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ হজ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ও বার্ধক্য অবস্থায় অক্ষম ব্যক্তির হজ্জ, ৪ খণ্ড, ১০১পৃষ্ঠা।

৬৯. মুসলিম ঃ হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ শিশুর হজ্জের যথার্থতা এবং যার সাথে সে হজ্জ করে, সে-ই হয় সওয়াবের অধিকারী, ৪ খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা।

৭০. আল বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বাঁদীকে শয্যায় সংগিনী করার জন্য নির্বাচিত করা এবং যে ব্যক্তি বাঁদীকে মুক্তি দেবার পর বিয়ে করে, ১১ খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নিজের বাঁদীকে আযাদ করে দেবার পর বিয়ে করার ফযিলত, ৪ খণ্ড, ১৪৭পৃষ্ঠা।

৭১. ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া সমগ্র, ১৫ খণ্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা।

৭২. ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২ খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।

৭৩. তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা আল ইমরানের ৬১আয়াত।

৭৪. আল বুখারী ঃ যুদ্ধবিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবীর (সঃ) রোগ ও তাঁর ওফাত, ৯ খণ্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা।

৭৫. ফাতহুল বারী ঃ ৩ খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা। এছাড়া প্রণিধানযোগ্য বিয়য় হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস হিজরতের সাত বছর পর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। হিজাব যখন ফরয হয়, তখন তার বয়স ছিল বারো কাজেই এ ঘটনাটি হিজাব ফরয হবার পরই ঘটেছিল, এটিই বেশী গ্রহণযোগ্য।

৭৬. আল বুখারী ঃ খুমুস তথা গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ ফরয হওয়ার অধ্যায়, ৭ খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

৭৭. আল বুখারী ঃ ফারায়েজ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবীর (সঃ) বাণী ঃ

لا نورث ما تركنا صدقة অর্থাৎ আমাদের মিরাস নেই, যা কিছু আমরা রেখে যাই সব সাদাকাহ), ১৫ খণ্ড, ৬ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ ঃ নবীর (সা) বাণী ঃ لا نورث ما تركنا صدقة....৫ খণ্ড, ১৫৫পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৭৮. ফাতহুল বারী ঃ ৭ খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

৭৯. মুসলিম ঃ সাহাবা কেরামের গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলে বাইতদের ফযিলাত, ৭ খণ্ড, ১৩০পৃষ্ঠা।

৭৯. ক. ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে এটি রেওয়ায়েত করেছেন। দেখুন, সহীহ জামে'উস সাগীর, ১১৪৬ হাদীস।

৮০. হাদীসটি সহীহ জামে'উসসাগীরে ২৭৬০ নম্বরে উদ্ধৃত হয়েছে।

৮১. আল বুখারীঃ সওম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের দিনে হাজীদের আরাফাতে রোযা না রাখা মুস্তাহাব, ৩ খণ্ড, ১৪১পৃষ্ঠা।

৮২. ফাতহুল বারী ঃ ৫ খণ্ড, ১৪২পৃষ্ঠা।

৮৩. ইতিপূর্বে আসমা বিনতে উমাইস সংক্রান্ত হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।

৮৪. আল বুখারী ঃ সন্ধি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ চুক্তিপত্র কিভাবে লিখা হবে? অমুকের পুত্র অমুক এ চুক্তি সম্পাদন করেছে এভাবে লিখা হবে? ৬ খণ্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা।

৮৫. আল বুখারীঃ যুদ্ধবিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খায়বরের যুদ্ধ, ৯খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ সাহাবা কেরামের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জা'ফর ইবনে আবু তালেব ও আসমা বিনতে উমাইসের মর্যাদা, ৭ খণ্ড. ১৭২ পৃষ্ঠা।

৮৬. আল বুখারীঃ গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ঃ سُدُّوا الأَبْوَابَ إِلاَّ بَابَ أَبِى بَكْر (অর্থাৎ আবু বকরের দরজা ছাড়া বাকী সব দরজা বন্ধ করে দাও) ৮ খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা।

মুসলিম ঃ সাহাবা কেরামের মর্যাদা, অনুচ্ছেদঃ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা ৭ খণ্ড, ১০৮পৃষ্ঠা।

৮৭. মুসলিম ঃ সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গায়ের মাহরামের কাছে নিরিবিলিতে যাওয়া ও সাক্ষাৎ করা হারাম। ৭ খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা।

৮৮. হাফেস হাইসামী মাজমাউয় যাওয়ায়েদ গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ ৫ খণ্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা। তিনি বলেছেন ঃ এ বর্ণনাটির বর্ণনাকারীগণ সহীর গুণসম্পন্ন। হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে তাঁর থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ১২ খণ্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা। তাবারী সহীহ সনদ সহকারে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

৮৯. আল বুখারী ঃ গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আলী ইবনে আবু তালেবের গুণাবলী, ৮ খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ সাহাবা কেরামের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আলী ইবনে আবু তালেবের মর্যাদা, ৭ খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা।

৯০. এটি একটি সহীহ হাদীস এবং শাইখ নাসির উদ্দিন আলবানী তাঁর সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহীহা" গ্রন্থে ৬৫২ নম্বরে এটিকে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

www.pathagar.com

৯১. আল বুখারী ঃ হিজাব ও সীরাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গুপ্তচর দলের ফযিলত, ৩ খণ্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ সাহাবা কেরামের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তালহা ও যুবাইর (রা)-এর গুণাবলী, ৭খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা।

ক. আল বুখারী ঃ জানাযা অধ্যায় অনুচ্ছেদঃ কবরের আযাব প্রসংগ, ৩ খণ্ড, ৪৭৯ পৃষ্ঠা।

খ. আল বুখারী ঃ জুমুআ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সানার পরে বলে ঃ "আম্মা বাদ", ৩ খণ্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা।

৯২. ফাতহুল বারী ঃ ৩ খন্ড, ৪৭৯ পৃষ্ঠা ।

৯৩. মুসলিম ঃ সাহাবা কেরামের মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ সাকীফ গোত্রের মহা মিথ্যুক ও মহা ধ্বংশকারী প্রসঙ্গে, ৭ খণ্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।

৯৪. মুসলিম ঃ সাহাবা কেরামের মর্যাদা, অনুচ্ছেদ ঃ আনাসের মাতা উম্মে সুলাইমের মর্যাদাবলী, ৭ খণ্ড ১৪৫ পৃষ্ঠা।

৯৫. আল বুখারী ঃ আনসারগণের গুণাবলী, অনুচ্ছেদঃ আবু তালহা রাদিয়াল্লা আনহুর গুণাবলী, ৮ খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যুদ্ধে পুরুষদের সাথে মেয়েদের অংশগ্রহণ, ৫ খণ্ড, ১৯৬পৃষ্ঠা।

৯৬. মুসলিম ঃ জিহাদ ও সীরাত অধ্যায় অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে পুরুষদের সাথে মেয়েদের অংশ গ্রহণ, ৫ খণ্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

৯৭. আল বুখারী ঃ কিতাবুস সালাত, অনুচ্ছেদ ঃ উরু সম্পর্কিত হাদীস, ২ খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা মুসলিম ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বাঁদীকে আযাদ করে তাকে বিয়ে করার ফযিলত, ৫ খণ্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা।

৯৮. আত্তাবাকাতুল কুবরা ইবনে সা'দ, ৫ খণ্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা।

৯৯. মুসলিম ঃ সাহাবা কেরামের মর্যাদাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উম্মে আইমান রাদিআল্লাহু আন্হার মর্যাদা, ৭ খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

১০০. মুসলিম ঃ ফিতনার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের আগমন এবং পৃথিবীতে অবস্থান, ৮ খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা।

১০১.ও ১০২. মুসলিম ঃ তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ৩ তালাক প্রাপ্তার কোনো খোরপোষ নেই, ৪ খণ্ড, ১৯৫ ও ১৯৯ পৃষ্ঠা।

১০৩. মুসলিম ঃ ফিতনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের আগমন এবং পৃথিবীতে অবস্থান, ৮খণ্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা।

১০৪. মুসলিম ঃ তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাক প্রাপ্তার কোনো খোরপোষ নেই, ৪ খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা।

১০৫. মুসলিম ঃ ঐ

১০৬. আততাবাকাতুল কুবরা ঃ ৩ খণ্ড, ৫৪৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

১০৭. আল বুখারী ঃ কিতাবুল জিহাদ অনুচ্ছেদ ঃ রোমের যুদ্ধ প্রসঙ্গে, ৬ খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা।

১০৮. আততাবাকাতুল কুবরা ঃ ৮ খণ্ড, ২১৭পৃষ্ঠা।

১০৯. আততাবাকাতুল কুবরা ঃ ৩ খণ্ড, ৪০৮পৃষ্ঠা।

১১০. আল বুখারী ঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আব্দল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল জা'ফী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ৮ খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে সন্তান জন্মের পরই ইদ্দত খতম হয়ে যায়, ৪ খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

১১১. আল বুখারী ঃ রোগী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মৃগী রোগীর ফযিলত, ১২ খণ্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা।

১১২. মুসলিম ঃ ফিতনা ও কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণসমূহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের অভ্যুদয় ও পৃথিবীতে অবস্থান এবং ঈসার অবতরণ ও দাজ্জাল হত্যা, ৮ খণ্ড, ২০৩-২০৫পৃষ্ঠা।,

১১৩. আল বুখারী ঃ ঈদাইন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মিনার দিন গুলোতে তাকবির পাঠ, ৩ খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ দুই ঈদের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের দিনে মেয়েদের নামাযে শামিল হবার জন্য ঈদগায় যাবার বৈধতা, ৩ খণ্ড, ২১পৃষ্ঠা।

১১৪. আল বুখারী ঃ কাসূফের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কাসূফের নামাযে কবরের আযাব থেকে মুক্তি চাওয়া, ৩ খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ ইসতিসকার নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কাসূফের নামাযে কবরের আযাব থেকে মুক্তি চাওয়া, ৩ খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা।

১১৫. ফাতহুল বারী ঃ ৩ খণ্ড ১৯৭ পৃষ্ঠা।

১১৬. মুসলিম ঃ ইসতিসকার নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কাসূফের নামাযে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যা পেশ করা হয়েছিল, ৩ খণ্ড, ৩১পৃষ্ঠা।

১১৭. মুসলিম ঃ হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব, ৪ খণ্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

১১৮. আল বুখারী ঃ জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েরা আহত ও নিহতদের মদীনায় স্তানান্ত রিত করতো, ৬ খণ্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা।

১১৯. আল বুখারী ঃ হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ফরয হওয়া এবং তার ফযিলত, ৪ খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রোগ ও বার্ধক্যে আক্রান্ত এবং এ ধরনের অন্য অবস্থায় অক্ষম ব্যক্তি অথবা মৃতের জন্য হজ্জ, ৪ খণ্ড, ১০১পৃষ্ঠা।

১২০. আল বুখারী ঃ কুরআন ও সুন্নাহকে মজবুত করে আকড়ে ধরা সম্পর্কিত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের উম্মতকে শিক্ষা দেবার পদ্ধতি, ১৭ খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ নেকী, প্রতিদান ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মারা যায় এবং তার সন্তানের প্রতি সে সন্তুষ্ট থাকে, তার ফযিলত, ৮ খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা।

১২১. আল বুখারী ঃ আটকে পড়া ও শিকার করার প্রতিদান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের হজ্জ, ৪ খণ্ড, ৪৪৯ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রমযানে উমরাহ করার ফযিলত, ৪ খণ্ড, ৬১ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

১২২. মুসলিম ঃ সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ চোখের অসুখে,পোকার কামড়ে, জ্বরে ও বদনজরে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি, ৭ খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

১২৩. আল বুখারী ঃ আনসারদের গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হিন্দ বিনতে উতবার কথা, ৮ খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ ঝগড়া বিবাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হিন্দের ঝগড়া, ৫ খণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা।

১২৪. মুসলিম ঃ নেকী, প্রতিদান ও শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মারা যায় এবং তার সন্তানের প্রতি সে সন্তুষ্ট থাকে, ৮ খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা।

১২৫. আল বুখারী ঃ তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِينَ آمَنُوا ১০ খণ্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা।

১২৬. আল বুখারী ঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা দোষারোপ, ৮ খণ্ড, ৪৩৭ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ তওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা দোষারোপ এবং দোষারোপকারীর তওবা কবুল হওয়ার হাদীস ৮ খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা

১২৭. আল বুখারী ঃ ভুলভ্রান্তি সংক্রান্ত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় কেউ কথা বললে তাকে হাতের ইশারা করা, ৩ খণ্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ মুসাফিরদের নামায এবং তাতে কসর করা সংক্রান্ত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের পরে যে দু'রাকাত নামায পড়তেন সে সম্পর্কে জানা, ২ খণ্ড, ২১০পৃষ্ঠা।

১২৮. মুসলিম ঃ স্তন্যদান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ একবার বা দুবার চোষণ করা সংক্রান্ত অধ্যায় ৪ খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা।

১২৯. মিশকাতুল মাসাবীহ ঃ সপ্তম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নফল রোযায় ইফতার করা। বিশেষজ্ঞ গবেষক শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানী বলেন ঃ হাদীসটি এবং এর সনদ যথার্থ ও উত্তম। হাকেম ও বাইহাকী এটি রেওয়ায়াত করেছেন সাম্মাক ইবন ইকরামা সূত্রে, তিনি আবু সালেহ থেকে এবং তিনি উম্মে হানী থেকে মারফু পদ্ধতিতে। হাকেম বলেন ঃ এর সনদগুলি সহীহ এবং যাহাবীও এর প্রতি সমর্থন দিয়েছেন যেমন তারা দুজন বলেছেন।

১৩০. আল বুখারী ঃ অনুমতি চাওয়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কিছু লোকের সাথে সাক্ষাত করলো এবং তাদের ওখানে বিশ্রাম নিল, ...১৩ খণ্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ) এর ঘামের সুগন্ধি এবং তা থেকে বরকত গ্রহণ, ৭ খণ্ড, ৮১ পৃষ্ঠা

১৩১. ফাতহুল বারী ঃ ১৩ খণ্ড,৩১২ পৃষ্ঠা।

১৩২. আল বুখারী ঃ গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আইয়ামে জাহিলিয়াত, ৮ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

১৩৩. আল বুখারী ঃ যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর অনুমান করা, ৪ খণ্ড ৭৬ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবীর মুযিযাসমূহ, ৭ খণ্ড, ৬১পৃষ্ঠা

www.pathagar.com

১৩৪. আল বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দীনদারীর দিক দিয়ে বিয়েতে 'কুফু' নির্ধারণ, ১১ খণ্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ হজ্জ অধ্যায় রোগ বা এধরনের অন্য ওজরের ভিত্তিতে মুহরিমের হালাল হবার শর্ত আরোপের বৈধতা, ৪ খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

১৩৫. মুসলিম ঃ শিকার ও জবেহকৃত প্রাণী এবং যে সব জন্তুর গোশত খাওয়া যায় অধ্যায়,অনুচ্ছেদ ঃ গোসাপের গোসত খাওয়ার বৈধতা, ৬ খণ্ড ১৬৯পৃষ্ঠা।

১৩৬. আল বুখারী ঃ কিতাবুল ঈদাইন, অনুচ্ছেদ ঃ যখন কোন মহিলার ওড়না থাকবে না, ৩ খণ্ড ১২২পৃষ্ঠা।

১৩৭. ফাতহুলবারী ঃ ৩ খণ্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা।

১৩৮. আল বুখারী ঃ কিতাবুত তাফসীর, সূরা আল মুমতাহিনা, অনুচ্ছেদ :

إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ

১০খণ্ড, ২৬৫পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃকিতাবুল ঈদাইন, ৩খণ্ড ১৮পৃষ্ঠা।

১৩৯. আল বুখারী ঃ খমুস ফরয হওয়ার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের নিরাপত্তা দেয়া এবং তাদের পক্ষ্য থেকে কাউকে-আশ্রয় দেয়া, ৭খণ্ড, ৮৩পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ মুসাফিরদের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ চাশতের নামায মুস্তাহাব হওয়া, ২ খণ্ড, ১৫৮পৃষ্ঠা।

১৪০. আবুখারী যুদ্ধ-বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হোদাইবিয়ার সন্ধি, ৮খণ্ড, ৪৫১পৃষ্ঠা।

১৪১. আল বুখারী ঃ কিতাবুত তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বারীরার স্বামীর পক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ, ১১ খণ্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা।

১৪২. মুসলিম ঃ লিয়ান বা অভিশাপ বর্ষণ সংক্রান্ত অধ্যায়, ৪খণ্ড, ২০৬ ও ২০৭ পৃষ্ঠা।

১৪৩ ও ১৪৪. মুসলিম ঃ দন্ডবিধি অধ্যায়,অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজেই যিনার স্বীকৃতি দেয়, ৫ খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা।

১৪৫. আল মুগনী ঃ ইবনে কুদামাহ, ৭ম খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

১৪৬. সুনানে আবু দাউদ ঃ পোষাক অধ্যায়,অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

১৪৭. তাফসীরে তাবারী ঃ ২২ খণ্ড, ৪১ও৪২ পৃষ্ঠা।

১৪৮. "তা'বিলুল মুখ্তালিফিল হাদীস" গ্রন্থ ২২৫ পৃষ্ঠা (জামে আজহার প্রকাশনী, ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ)

১৪৯. শারহু সহীহ মুসলিম লিন নববী ১৪খণ্ড, ১৫১পৃষ্ঠা।

১৫০. ফাতহুল বারী ঃ ১১ খণ্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা।

১৫১. ফাতহুল বারী ঃ ১৩ খণ্ড, ২৪৫পৃষ্ঠা।

১৫২. তাফসীরে কুরতুবী ঃ সূরা নূর ঃ ৩১ আয়াত, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ১২ খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

১৫৩. আততাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সা'দ, ৮ খণ্ড, ২১২ পৃষ্ঠা।

১৫৪. আল বুখারী ঃ অসিয়ত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ এক তৃতীয়াংশের জন্য অসিয়ত করা, ৬ খণ্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা।

১৫৫. আল বুখারী ঃ অসিয়ত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উত্তরাধিকারীকে ধনী রেখে যাওয়া তাকে অন্যের কাছে হাত পাতার অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে ভাল, ৬ খণ্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ অসিয়ত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত করা, ৫ খণ্ড, ৭১পৃষ্ঠা।

১৫৬. "তা'বিলুল মুখতালিফিল হাদীস"গ্রন্থ, ২২৫ পৃষ্ঠা

১৫৭. আলমুসতাসফা ২ খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা।

১৫৮,১৫৯. ইরশাদুল ফুহুল ঃ ৩৫,৩৬ পৃষ্ঠা।

১৬০. ইরশাদুল ফুহুল ঃ ৩৫. পৃষ্ঠা।

১৬১. আল বুরহান ফী ইসূলিল ফিক্হ ঃ ১ খণ্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা।

১৬২. আল বুখারী ঃ শিষ্টাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সামনা-সামনি রুষ্টতা প্রকাশ করেনি, ১৩ খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ মর্যাদাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলম এবং প্রবল আল্লাহ-ভীতি, ৭ খণ্ড, ৯০পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

সমাজ জীবনে পুরুষের সাথে মেয়েদের একত্রে কাজ করার প্রশ্নে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে সংলাপ

বিপর্যয় প্রতিরোধ পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি প্রসঙ্গ

ইসলামি আইন প্রণয়ন পদ্ধতি এবং বিপর্যয় প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ভারসাম্য।

বিপর্যয় প্রতিরোধ পদ্ধতির ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের মতামত।

বিপর্যয় প্রতিরোধ পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরবর্তীগণের সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি।

বিপর্যয় প্রতিরোধ পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যধিক বাড়াবাড়ির কারণসমূহ।

www.pathagar.com

বিপর্যয়ের 'পথরোধ' করার পদ্ধতি এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির নিদর্শন

অনেকে বলে থাকেন ঃ পুরুষদের সাথে মেয়েদের দেখা-সাক্ষাতের পক্ষে শরীয়তের বিধান রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আলেম এ ধরনের দেখা-সাক্ষাত নিষিদ্ধ করাকে বিপর্যয়ের 'পথরোধ' হিসেবে বিবেচনা করেন। তাদের মতে এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ মেয়েদেরকে এমন প্রকৃতির অধিকারী করেছেন যার মধ্যে রয়েছে বিপুল বিপর্যয়ের সরঞ্জাম। ফলে এ ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঠেকানোর জন্য আমাদের কাজ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব।

আমরা বিরোধী পক্ষের আত্মমর্যাদাকে কদর করি। চারদিকে নৈতিক বিপর্যয়ের তান্ডব দেখে তাঁদের হৃদয় ব্যথিত। কিন্তু তারা বিপর্যয়ের চেহারার যথাযথ হিসেব করার ক্ষেত্রে অত্যধিক বাড়াবাড়ি করেছেন। এভাবে শতশত বছর ধরে তাদের পুরুষেরাও বাড়াবাড়ি করে আসছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের এ বাড়াবাড়ি তাদের উপরও প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ফলে কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে নারী ও পুরুষেরা পরস্পর দেখা- সাক্ষাত ও একত্রে কাজ করার বৈধতা এবং কষ্ট ও ক্ষতিকর কাজে তাদের দেখা-সাক্ষাত ও একত্রে কাজ করা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রশ্নে তারা সমান ভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

যুক্তিটার অত্যধিক উল্লেখ এবং এরই ভিত্তিতে কুরআন ও হাদীসের বহু সুস্পষ্ট নির্দেশকে মূলতবী করে দেয়ার পরিপেক্ষিতে আমরা বিপর্যয়ের পথরোধ করার পদ্ধতি, তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যধিক বাড়াবাড়ি এবং এই বাড়াবাড়ির ফলে নারী ফিতনার ময়দানে যেসব লক্ষণ ফুটে উঠেছে সে গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য একটি পৃথক অনুচ্ছেদ অবতারনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

www.pathagar.com

ইসলামি আইন প্রণয়ন পদ্ধতি এবং বিপর্যয়ের পথরোধের ক্ষেত্রে ভারসাম্য

ইসলামি আইন প্রণয়ন পদ্ধতিকে আমরা দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবো।

এক. আল্লাহ প্রদত্ত আইনের কতিপয় মাইলফলক।

দুই. নবী যুগের প্রয়োগ পদ্ধতির কতিপয় মাইলফলক।

আল্লাহ প্রদত্ত আইনের কতিপয় মাইলফলক

ইসলামি আইন তার উদ্দেশ্য ও নিয়মবিধির এ'কটা ভারসাম্য কায়েম করেছে। তার উদ্দেশ্যাবলী হচ্ছে :

মুসলমানদের ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করা। তাদের দ্বীনের বিষয়াবলী তাদেরকে শিক্ষা দেয়া, তাদের হৃদয়-মনকে অশ্লীলতা মুক্ত রাখা এবং পৃথিবীকে পূর্ণরূপে গড়ে তোলোর জন্য কল্যাণকর ও ভালো কাজে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা দান করা। এই সব উদ্দেশ্য এবং এই ধরনের আরো বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করার জন্য ইসলামি শরীয়ত সামাজিক জীবনে নারী ও পুরুষের একত্রে কাজ করার ও দেখা-সাক্ষাতের বিধান দিয়েছে। এবং একইভাবে তারা বিভিন্ন নিয়ম কানুনের মধ্যে থেকে দুটি নিয়মের প্রতি দৃঢ় সমর্থন দিতে চেয়েছে। সে নিয়মদুটো হচ্ছে ঃ

এক. বিপর্যয় প্রতিরোধের নীতি।

দুই. মুমিনদের প্রতি নমনীয়তা ও সহজতার নীতি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলা যায় ঃ

প্রথমত : নারীর জন্য ইসলামের বিধান হচ্ছে, সে পুরুষকে দেখতে পারবে এবং পুরুষ তাদেরকে দেখতে পারবে। বিপর্যয়ের প্রতিরোধের নামে এটা নিষিদ্ধ করা হয়নি। বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে তার জন্য উন্নত পর্যায়ের নিয়মনীতি রচিত হয়েছে। কাজেই পবিত্রতা ও সূচিতার মধ্যেই এ দেখা- সাক্ষাত অনুষ্ঠিত হবে।

আল্লাহ বলেন :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

"আর তারা যেন যা স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ হয়ে যায়, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দিয়ে আবৃত করে রাখে।" (সূরা আন নূর ঃ ৩১)

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

"মুমিনদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে ...।" (আন নূর ঃ ৩০)

আল্লাহ আরো বলেন :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

"আর মুমিন মেয়েদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থান হিফাজত করে।" (আন নূর ঃ ৩১)

দ্বিতীয়ত, নারীদেরকে পুরুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা এবং তাদের সাথে একত্রে কাজ করার বিধান দিয়েছে। বিপর্যয় প্রতিরোধকল্পে একে নিষিদ্ধ করা হয়নি। বরং এ ক্ষেত্রে ফিতনা প্রতিরোধ কল্পে নীতি নিয়ম প্রণয়ন করেছে। কাজেই এ অবস্থায় পবিত্রতা ও সূচিতার মধ্যেই দেখা-সাক্ষাত অনুষ্ঠিত হবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"কোনো ব্যক্তি যেন কোনো স্ত্রীলোকের সাথে তার মাহরাম পুরুষের উপস্থিতি ছাড়া নিরিবিলিতে তার সাথে সাক্ষাত না করে।" (বুখারী)[১]

তৃতীয়ত, শরীয়ত নারীকে পুরুষের সাথে কথা বলার বিধান দিয়েছে এবং ফিতনা প্রতিরোধের নামে একে নিষিদ্ধ করেনি। তবে ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যে নিয়ম কানুন প্রণয়ন করেছে। কাজেই এই কথাবার্তা হবে পবিত্রতা ও সূচিতার পরিবেশে।

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢)

"তাহলে পর পুরুষের সাথে এমন ভাবে কথা বলোনা যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায় সংগত কথা বলবে।" (সূরা আহযাব ঃ ৩২)

চতুর্থত ঃ মেয়েদের পথেঘাটে চলা ফেরার বিধান আছে এবং বিপর্যয় প্রতিরোধের নামে একে নিষিদ্ধ করে দেয়নি। তবে বিপর্যয় থেকে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যে নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেছে ঃ

www.pathagar.com

আল্লাহ আরো বলেনঃ

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

"তোমরা প্রাচীন জাহিলি যুগের মতো নিজেদের সাজ্জ-সজ্জা প্রকাশ করে বেড়িও না" (আল আহযাব ঃ ৩৩)

মহান আল্লাহ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

"হে নবী তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (আলআহযাব ঃ ৫৯)

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

"তারা যেন, তাদের গোপন সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে" (আননূর ঃ ৩১)

আবু মূসা আল আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে মহিলা সুগন্ধি মেখে তার সুগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে লোকদের পাশ দিয়ে হেটে যায়, সে একজন ব্যভিচারিণী।" (নাসায়ী)[২]

পঞ্চমত : ইসলাম মেয়েদের মসজিদে যাওয়ার বিধান দিয়েছে এবং ফিতনা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে একে নিষিদ্ধ করেনি। তবে এক্ষেত্রে ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য কিছু নিয়মনীতি প্রণয়ন করেছে, যাতে পবিত্রতা ও সূচিতার সাথে বিষয়টি সম্পাদিত হতে পারে।

ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বণিত। তিনি বলেন ঃ "...নকীব লোকদের মধ্যে ফুকার দিয়ে বলে গেল নামাযের জামায়াত দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কাজেই লোকদের সাথে আমিও মসজিদে গেলাম।আমি দাড়ালাম মেয়েদের প্রথম সারিতে। এটি ছিল পুরুষদের সর্বশেষ সারির কাছাকাছি...।" (মুসলিম)[৩]

অর্থাৎ পুরুষদের সারির পরে মেয়েদের স্বতন্ত্র সারির ব্যবস্থা ছিল।

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ... وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ...

"পুরুষদের শ্রেষ্ঠ সারি হচ্ছে প্রথম সারি আর মেয়েদের শ্রেষ্ঠ সারি হচ্ছে শেষ সারি" (মুসলিম)[৪]

আব্দল্লাহর স্ত্রী যয়নব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا

"তোমাদের মেয়েদের যখন কেউ মসজিদে যায়, তখন শরীরে বা পোষাকে যেন খোশবু না লাগায়" (মুসলিম)[৪ক]

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ

"ধূপের সুগন্ধ মাখা কোনো মেয়ে যেন আমাদের সাথে ইশার নামাযে শামিল না হয়।" (মুসলিম)[৪খ]

ষষ্ঠ, ইসলামি শরীয়তে বাদীর জন্য পর্দার বিধান শিথিল করা হয়েছে। এ শিথিলতার মধ্যে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকলেও তার পরোয়া করা হয়নি। বিপর্যয়ের পথরোধকল্পে বাদীকে স্বাধীনার সমপর্যায়ের করা হয়নি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাদের জন্য এই সহজ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়েছে।

এভাবে বিপর্যয়ের পথরোধ করার জন্য শরীয়ত প্রণেতা ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা করেছেন। সমাজ জীবনে নারীকে পুরুষের সাথে একত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার নীতি অবলম্বন করার মাধ্যমেই এটা করা হয়েছে। একত্রে কাজ করার নীতি পরিহার করে নয়। মানুষের জীবন যাপন সহজ করার জন্য বিপর্যয়ের মৌল চেহারা থেকে দূরে অবস্থান করাই ছিল তাঁর পথ। এজন্য বাঁদীদের চেহারা ও হাত পা খোলা রাখার ক্ষেত্রে উদার নীতি অবলম্বিত হয়েছে। কারণ তাদের যে সব কাজ করতে হতো, এবং যে সব সেবামূলক অপরিহার্য দায়িত্ব প্রভুদের পক্ষ হতে তাদের উপর অর্পিত হতো, সেগুলো পালন করার জন্য তাদের প্রায়ই বাইরে বের হতে হতো। এ থেকে তাদের অব্যাহতি ছিলনা। এজন্য শরীয়ত প্রণেতা সহজীকরণ নীতিকে বিপর্যয় পথরোধে নীতির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই এ কথা বিবেচনা করতে হবে যে, বাদীদেরকে স্বাধীনাদের সমপর্যায়ভূক্ত করার বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে তাদের সামাজিক মর্যাদাহানীর ফলে সৃষ্ট দুর্বলতা। কাজেই এ অবস্থার মধ্যে গোলামদের জন্য রয়েছে প্রচ্ছন্ন বিপর্যয়।

www.pathagar.com

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খয়বর ও মদীনার মাঝখানে অবস্থান করলেন তিনদিন। সেখানে তিনি সাফিয়্যা বিনতে হুয়াইকে বিয়ে করার পর তার সাথে বাসর রাত্রি যাপন করলেন। ...মুসলমানরা বলেন ঃ ...যদি তিনি তাঁকে হিজাবের মধ্যে রাখেন, তাহলে তিনি হবেন উম্মুল মুমিনীনদের অন্তর্ভূক্ত। আর যদি তাকে হিজাবের মধ্যে না রাখেন তাহলে তিনি হবেন তাঁর বাঁদী।" (বুখারী ও মসলিম)[৫]

এ হাদীস থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বাধীনা স্ত্রী ও বাঁদীদের মধ্যে পর্দার ব্যাপারে যে পার্থক্য রয়েছে, সে সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের সচেতনতা বুঝা যায়। রসূল (সঃ) এর এই সুন্নতের ভিত্তিতেই সাধারণ বাঁদীদের থেকে সাধারণ স্বাধীনাদের পর্দার পার্থক্যের ধারণা গড়ে উঠেছে।

উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি একটি মেয়েকে মাথায় উড়না জড়িয়ে ঘোমটা দিয়ে চলতে দেখেন, তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁকে বলা হয়, মেয়েটি একটি বাঁদী। তিনি বলেন বাদীদের স্বাধীনাদের মতো করে চলা উচিত নয়।[৬]

বুখারীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একব্যক্তি সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের প্রতি কলংক আরোপ করলো। সা'দ বললেন ঃ "হে আল্লাহ, যদি তোমার এ বান্দা মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে, ...তাহলে তুমি তার বয়স দীর্ঘায়িত করো এবং তাকে প্রচণ্ড অভাবী বানিয়ে ফিতনার মধ্যে ফেলে দাও।"

আব্দুল মালেক ইবনে উমাইর তাবেঈ বলেন :

فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِى فِى الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ

"আমি তাকে দেখেছি অতি বার্ধক্যে তার দু'চোখের উপরের চামড়া চোখের উপর ঝুলে পড়েছিল। কিন্তু তখনও সে পথ-ঘাটে বাঁদীদেরকে উত্যক্ত করতো।" (বুখারী)[৭]

এ হাদীস থেকে তাবেঈদের যুগে বাঁদীদের পর্দার সতর ও পর্দার পার্থক্য সম্পর্কে জানা যায়। নয়তো স্বাধীনাদেরকে বাদ দিয়ে বাঁদীদেরকে উত্যক্ত করার প্রশ্ন আসে কেমন করে?

ইমাম মালেক বাঁদীদের ব্যাপারে বলেন ঃ তারা ওড়না ছড়াই নামায পড়বে। তিনি বলেন এটাই তাদের জন্য সুন্নত।

আলমিরগিনানী আল হানাফী বাঁদীদের পর্দার বিধানকে শিথিল করার প্রসঙ্গে বলেন ঃ কারণ তারা সাধারণতঃ তাদের প্রভুদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করার জন্য শ্রমিকের পোষাক পড়েই বাইরে বের হয়। কামাল ইবনে হুমাম আলমিরগিনানির এই উক্তির

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ মেয়েদের পর্দার ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা হচ্ছে..., সমগ্র শরীরকে পর্দার বিধানের আওতাধীন করার ফলে তাদের নিজেদের প্রয়োজন পূরণার্থে বাইরে বের হওয়া এবং এক সাথে বিভিন্ন জরুরী কাজ কাম করার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।[৯]

নবী যুগে ইসলামি বিধান প্রযোগের ক্ষেত্রে কতিপয় মাইল ফলক

এক ঃ নবীর যুগে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও গঠনমূলক রেওয়াজ

এই প্রচলিত রীতি রেওয়াজগুলোকে সুস্পষ্ট করার জন্য আমরা এখানে কতিপয় প্রামাণ্য তথ্য উপস্থাপন করতে চাই। অন্যান্য বহু বিষয়সহ পঞ্চম অনুচ্ছেদে এ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

বিশেষ ক্ষেত্রে সওয়ারীর পিঠে পুরুষের পিছনে নারীর বসা

আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ...পথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমার দেখা হলো। তার সাথে ছিল আনসারের কিছু লোক। তিনি আমাকে ডাকলেন তারপর বললেন ঃ ইখ! ইখ! আমাকে তার পিছনে সওয়ার হওয়ার জন্য...। (বুখারী ও মুসলিম)[১০]

ফাতহুল বারীতে বলা হয়েছে। মাহলাব বললেন ঃ হাদীসে বলা হয়েছে ...পুরুষদের গাড়ীতে বা বাহনে পুরুষদের পিছনে নারীদের বসা বৈধ।[১১]

বিচার্য বিষয় হচ্ছে, তেমন করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাগণকে নিয়ে থেমে গেলেন এবং আসমার প্রতি স্নেহ ও মমতাবশতঃ তার নিজের পেছনে বসার জন্য আহবান জানালেন। অবশ্য যুবাইরের আত্মমর্যাদার কথা চিন্তা না করলে আসমার লজ্জা প্রাধান্য লাভ করতো না এবং হয়তো তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবেদনে সাড়া দিতেন।

নিজের সহযোগী স্ত্রীর কাছে পুরুষদের যাওয়া (একান্তে নয়)

আবু জুহাইফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালমান ও আবু দারদার (রা) মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। সালমান আবু দারদার সাথে দেখা করলেন। সেখানে তিনি উম্মে দারদাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ব্যাপার কি? জবাব দিলেন ঃ দেখুন না, আপনার ভাই আবু দারদার দুনিয়ার কোনো প্রয়োজন নেই...। (বুখারী)[১২]

এখানে আল্লাহর ওয়াস্তে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ভাইয়ের স্ত্রীর কাছে গেলেন তার একজন মহান ভাই এবং তিনি তার ভাইয়ের স্ত্রীকে অপরিচ্ছন্ন পোষাকে দেখে তার কারণ জানতে চাইলেন। তিনিও তার পক্ষ থেকে খোলা মনে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

সৎ পুরুষের কাছে মহিলার নিজেকে পেশ করা (পুরুষদের মজলিশে)

সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি নিজেকে আপনার হাতে সোপর্দ করার জন্য এসেছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে নজর উঠিয়ে দেখলেন, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখলেন। তারপর তার দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন এবং মাথা নত করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১৩]

সাবেত আল বানানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ...আনাস বলেছেন ঃ এক মহিলা এলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এবং নিজেকে তার কাছে পেশ করলেন। আনাসের মেয়ে বললো কেমন লজ্জাহীনা মহিলা তিনি? ...আনাস বলেন ঃ তিনি তোমার চেয়ে ভাল ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাই নিজেকে তার কাছে পেশ করেছিলেন।... (বুখারী)[১৪]

ইমাম বুখারী এ হাদীসটি "নারী নিজেকে কোনো সৎ পুরুষের কাছে পেশ করা" শিরোনামে উদ্ধৃত করেছেন।

ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ ...বুখারীর সূক্ষ্ম বক্তব্য হচ্ছে, নিজেকে সোপর্দ করার ঘটনার বিশেষত্ব জানার পর (এবং তা হচ্ছে মহিলা নিজেকে রাসূলের কাছে সোপর্দ করা মোহরানা ছাড়াই) তিনি এ হাদীস থেকে এমন একটি বিষয় উদ্ভাবন করেছেন যার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নাই। সেটি হচ্ছে, সৎকর্মশীল পুরুষের সৎ গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কোনো নারীর নিজেকে তার কাছে পেশ করা বৈধ।[১৫]

আমাদের বিচার্য হচ্ছে, হযরত আনাসের কন্যা কেমন করে নারীর এ অবস্থানের সমালোচনা করলেন? নারী একাকী নিজেকে পেশ করুক এবং লোকদের সামনে পেশ করুক তা অবশ্যই সমান। আনাস গড়ে উঠেছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে এবং নবীর হাতে গড়া সমাজে জীবন যাপন করেছিলেন এবং সে সমাজে মেয়েরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতো। এ অবস্থায় তিনি উভয় ব্যাপারে লজ্জার কিছু দেখেন নি।

সাধারণ ক্ষেত্রে

মসজিদে ঃ রুবাই বিনতে মু'আওবিয বিন আফরা' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা ...রমযানের ফরয রোযার পরও আবার সেই রোযাও (অর্থাৎ আশুরার দিনের) রাখতাম এবং আমাদের ছোট ছেলে মেয়েদেরও সেই রোযা রাখার ব্যবস্থা করতাম। (ইমাম মুসলিম এর উপর আরো বৃদ্ধি করেছেন ঃ আমরা মসজিদে যেতাম) তুলার রঙ্গিন পুতুল হাতে দিয়ে তাদেরকে ভুলিয়ে রাখতাম। (বুখারী ও মুসলিম)[১৬]

দেখুন, মুআওবিযের মেয়ে কিভাবে তার মুমিন ভাইবোনদের নিয়ে মসজিদে বসে যেতেন এবং সাঝের বেলা রোযার ইফতার করা পর্যন্ত শিশুদেরকে খেলায় মাতিয়ে রাখতেন।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে আমাদের একথাও সামনে রাখতে হবে যে, মুসলিম মেয়েরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদে আসতেন বারটি উদ্দেশ্যে। তারা নামায পড়তে আসতেন (ফরয, নফল, জুমুআ, মানত, জানাযা বা সূর্যগ্রহণের নামায)। ইতেকা'ফ করতে আসতেন। ইতেকাফকারীর সাথে দেখা করতে আসতেন। জ্ঞানের কথা শুনতে আসতেন। মুমিন মেয়েদের সাথে অবসর সময়ে সহজে মোলাকাত করার জন্য আসতেন। সাধারণ জমায়েতে শরীক হবার জন্য আসতেন। বিভিন্ন উৎসবে যোগ দেবার জন্য আসতেন। বিচার মজলিশে হাযির হবার জন্য আসতেন। আহতদের সেবা শুশ্রুষা করার জন্য আসতেন। মসজিদের খিদমত করার জন্য আসতেন। মসজিদে শয়ন করার জন্য আসতেন।

ঈদ উৎসবে ঃ উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাদের ঈদের দিনে ঈদগাহে যাঁবার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছিল। এমনকি আমরা কুমারী মেয়েদেরকে তাদের ঘরের কোণ থেকে বের করে আনতাম। এবং ঋতুবতীদেরকেও নিয়ে আসতাম। তারা লোকদের পিছনে দাঁড়িয়ে যেত। পুরুষদের তাকবিরের সাথে সাথে তারাও তাকবির দিতো এবং তাদের দোয়ার সাথে সাথে তারাও দোয়া করতো। তারা হতো ঐ দিনের বরকত ও পবিত্রতার অভিলাষী। (বুখারী ও মুসলিম)[১৭]

দেখুন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে সমস্ত মেয়েদেরকে হাজির হবার উপর জোর দিয়েছেন। এমন কি কম কুমারী বয়সী মেয়েদেরকেও। তাদেরকেতো লোকেরা বাইরে বের হবার ব্যাপারে নিষেধ করতে অভ্যস্ত ছিল এবং বিয়ে না দেয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে তাদেরকে গৃহের নির্জন কোণে রাখা হতো। বরং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঋতুবতী মেয়েদেরকেও বের হবার হুকুম দিয়েছিলেন। তারা নামায পড়তে পারতোনা। কিন্তু মুসলিমদের জামায়াতে শামিল হতে পারতো।

জিহাদে ঃ হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ...এক ভদ্র মহিলা এলেন ...তারপর তিনি তার বোনের হাওলা দিয়ে বর্ণনা করলেন যে তার বোনের স্বামী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বারোটি জিহাদে শরীক হয়েছিলেন এবং তার বোন তার স্বামীর সাথে শরীক হয়েছিলেন ৬ টি জিহাদে...। (বুখারী)[১৮]

দেখুন, কেমন করে এক মহিলা তার স্বামীর সাথে জিহাদে রসূল (সঃ) এর সহযোগী হয়েছিলেন এবং কেমন করে মেয়েরাও পুরুষদের সাথে মিলে কাজ করেছিলেন।

এভাবে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজ জীবনে নারীদের পুরুষদের সাথে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের ধারা নির্ধারণ করেছিলেন। মূলত আমরা এদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, এধরনের সম্ভাবনা প্রবলতর না হওয়া পর্যন্ত একে গুরুত্ব দেয়া থেকে দূরে থাকতে হবে।

www.pathagar.com

দুই ঃ ফিতনার উদ্যোগ প্রকাশের মুহূর্তে বিপর্যয়ের পথরোধ কল্পে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সুদৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা পথের উপর বসো না। সাহাবাগণ বললেন ঃ আমরা তো বাধ্য হয়ে পথের উপর বসি। সেটা আমাদের বসার জায়গা। সেখানে বসে আমরা কথা বলি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যখন তোমরা পথের উপর বসে কথা বলো তখন পথের হক আদায় করো। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, পথের হক কি? জবাব দিলেন ঃ দৃষ্টি সংযত করা, কাওকে কষ্ট দেয়া থেকে দূরে থাকা, সালামের জবাব দেয়া এবং সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা (বুখারী ও মুসলিম)[১৯]

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের পথের উপর বসে থাকার মধ্যে অনেক বিপর্যয়ের কারণ দেখতে পাচ্ছিলেন। যেমন তা মেয়েদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, কখনো পুরুষদেরকে ফিতনার মধ্যে লিপ্ত করবে। এ অবস্থায় বিপর্যয়ের পথরোধ করার জন্য তিনি এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চাইলেন যা পচন ঠেকাতেও বিপর্যয় থেকে মানুষকে নিরাপত্তা দান করতে সক্ষম। তিনি বললেন ঃ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ "তোমরা পথের উপর বসো না।" কিন্তু যখন তার কাছে একথা

স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে লোকদের ক্ষতি হবে এবং তা পালন করা তাদের জন্য কষ্টকর হবে এবং তারা বলেও ফেলল ঃ

مالنا من مجالسنا بد نتحدث فيها

"আমরা বাধ্য হয়ে পথের ওপর বসি এবং এখানে বসে আলাপ আলোচনা করি" তখন তিনি এ ব্যবস্থাকে অন্য একটি ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করে দিলেন। তিনি তাদের বসার অনুমতি দান করলেন। কিন্তু সামাজিক পচন ঠেকাবার ও ফিতনার হাত থেকে নিরাপত্তা দান করা এবং একই সঙ্গে মুমিনদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব ভাব বজায় রাখার এবং তাদের কথায় ও কাজে পারস্পরিক একাত্মতা ও সহানুভূতি জোরদার করার জন্য একাধিক নীতি নির্ধারণ করে দিলেন। এ নীতিগুলো হচ্ছে ঃ দৃষ্টি সংযত করতে হবে, কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, সালামের জবাব দিতে হবে, সৎ কাজের আদেশ করতে হবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ কুরবানীর দিন ফজল ইবনে আব্বাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ারীর পিঠে তার পিছনে বসেন। ফযল ছিলেন সুদর্শন পুরুষ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে কিছু মাসায়েল শিখাবার জন্য থেমে যান। খাস'য়াম গোত্রের একটি মেয়ে তার সামনে আসে। মেয়েটি ছিল পরম রূপবতী। সে রসূল (সঃ) এর কাছে মাসায়েল জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিল। ফযল

www.pathagar.com

তাকে দেখতে থাকেন এবং তার সৌন্দর্য তাকে বিমোহিত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেন ফযল তার দিকে তাকিয়ে আছে তিনি পেছন দিক দিয়ে তার হাত দিয়ে ফযলের মুখ মেয়েটির দিক থেকে ঘুরিয়ে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[২০]

এখানে ব্যবস্থাটির দু'টি দিক আছে ঃ এক, নিকটবর্তী যে সতর্কতামূলক উপায় অবলম্বিত হয়েছে তা হচ্ছে, অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য শক্তি প্রয়োগ। দুই, দূরবর্তী বোধগম্য যে উপায়টি অবলম্বিত হয়েছে সেটি হচ্ছে, নারী চেহারার সৃষ্ট ফিতনা নিবারণ। এ জন্য পুরুষদের দৃষ্টিকে সংযত করানো হয়েছে। কিন্তু মেয়েদেরকে তাদের চেহারা ঢাকার হুকুম দেয়া হয়নি। প্রথমতঃ অনুশীলন ও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে ঠেলে দিয়ে দৃষ্টি সংযমের পূর্ণ সাহায্য নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও কল্যাণ কামনা ও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়তো। লুঙ্গি ছোট হবার কারণে তারা নিজেদের গলার সাথে তা বেঁধে রাখতো। আর মেয়েদের (যারা পুরুষদের পেছনে নামাযে শরীক হতো বলে দেয়া হয়েছিল যতক্ষণ পরুষরা পুরোপুরি বসে পড়বেনা ততক্ষণ তারা মাথা তুলবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)[২১]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন দারিদ্রের কারণে তাঁর কয়েকজন সাহাবী স্বল্পদৈর্ঘ কাপড় পরিধান করছেন। ফলে সিজদা করলে কোনো কোনো সময় তাদের গোপনঅঙ্গের কিছুটা দেখা যায়। আর এর প্রকাশ মেয়েদের জন্য বিপর্যয়ের কারণ। তাই তিনি এ জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য। কিন্তু বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য মেয়েদের মসজিদে আসতে নিষেধ করলেন না।

উম্মে সালমা (রা) আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযে সালাম ফিরাতেন, তাঁর সালাম শেষ হবার সাথে সাথেই মেয়েরা দাঁড়িয়ে যেত (বাইরে যাবার জন্য)। তারপর খাড়া হয়ে দাঁড়াবার আগে কিছুক্ষণ থামতেন। ইবনে শিহাব বলেনঃ আল্লাহই ভালো জানেন, তবে আমার মনে হয় তার থেমে যাবার কারণ এই ছিল যে, পুরুষদের মধ্যে কেউ যদি বের হতে চায়, তার বের হবার আগেই যেন মেয়েরা বাইরে বের হয়ে যেতে পারে। (বুখারী)[২২]

এ অর্থটিকে শক্তিশালী করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি ঃ

لو تركنا هذا الباب للنساء "আমরা যদি মেয়েদের জন্য এ দরজাটি ছেড়ে দিতাম তাহলে ভালো হতো।"[২৩]

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন অনুভব করেছিলেন যে, নামাযের পরেই যেসব পুরুষ দ্রুত মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে চায় বের হবার সময় মেয়েদের

www.pathagar.com

সাথে তাদের ধাক্কাধাক্কি হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় বিপর্যয় দেখা দিবে পুরুষদের ও মেয়েদের উভয়ের জন্য সমানভাবে। বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু বিপর্যয় রোধ করার জন্য মেয়েদের মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়নি।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে দাড়িয়ে বলেন ঃ আজকের দিনের পর থেকে আর কোনো ব্যক্তি নিজের সাথে একজন বা দুজন পুরুষ না নিয়ে স্বামীর অনুপস্থিতে তার স্ত্রীর কাছে যাবে না। (মুসলিম)[২৪]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যেন কিছু লোকের নিজেদের প্রয়োজনে স্বামীর অনুপস্থিতে তার স্ত্রীর কাছে যাবার ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়ের খবর পৌঁছে গিয়েছিল। কাজেই তিনি এ ব্যবস্থা অবলম্বনের হুকুম দিলেন যাতে বিপর্যয়ের মূলোৎপাটিত হয়। কিন্তু স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীর সাথে দেখা করা অন্য পুরুষের জন্য শর্তহীনভাবে পুরোপুরি নিষিদ্ধ হলো না।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হবার পর যেসব মেয়ে মদীনায় হিজরাত করে আসতো, তাদের পরীক্ষা নিতেন। আয়াতটি হলো ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢)

"হে নবী, মুমিন মেয়েরা যখন তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাই'য়াত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোনো শরীক স্থির করবেনা, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবেন না, নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবেনা, সজ্ঞানে কোনো অপবাদ রচনা করে রটাবেনা এবং সৎ কর্মে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের বাই'আত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ো। আল্লাহতো পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (মুমতাহিনা ঃ ১২)

যে মুমিন মেয়ে এই শর্তের স্বীকারোক্তি করতো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মৌখিক ভাবে বলতেনঃ আমি তোমার বাই'আত কবুল করে নিলাম। আর আল্লাহ সাক্ষী, কখনো বাই'আত নেবার সময় কখনো তাঁর হাত কোনো মেয়ের হাত স্পর্শ করতো না। ... (বুখারী ও মুসলিম)[২৫]

www.pathagar.com

মুয়াত্তা উমাইমাহ বিনতে রুকাইকা থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ ... তারা (অর্থাৎ মেয়েরা) বললো ঃ আসুন, হে আল্লাহর রসূল, আমরা আপনার কাছে বাই'য়াত হবো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ إني لا أصافح النساء "আমি মেয়েদের হাত স্পর্শ করি না"[২৬] এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাত গুটিয়ে ধরেছেন এবং বলেছেন ঃ আমি মেয়েদের হাত স্পর্শ করি না। বিপর্যয় থেকে নিরাপদ দূরত্বে থ'কার জন্য এটি একটি সুদৃঢ় ব্যবস্থা। এর কারণ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সেখানে সাধারণ মেয়েদের হাত স্পর্শ করে বাই'য়াত গ্রহণ করতেন, তাহলে এর ফলে ফিতনার দরজা বন্ধ হতো না। বরং এভাবে ইমামদের জন্য মেয়েদের হাত স্পর্শ করে বাইয়াত গ্রহণ করা শরীয়ত সম্মত হয়ে যেতো। এভাবে পুরুষদের জন্য মেয়েদের হাত স্পর্শ করে বাইআত গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হয়ে গেলো। তবে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সুলাইম ও উম্মে হারামের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে নিশ্চিত হয়ে গেলেন, তখন তাদের গাত্র স্পর্শ করার ব্যাপারটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখলেন। সাধারণ ভাবে পুরুষ ও নারীদের জন্য এ নীতি অবলম্ন করা এবং কোনো কোনো পুরুষ ও নারীর জন্য তাদের নিকট আত্মীয়তা ও প্রগাঢ় আবেগময় সম্পর্ক অথবা এ ধরনের অন্যান্য কারণে বিশেষ ক্ষেত্রে ও অবস্থায় ব্যতিক্রম সৃষ্টি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাদেরকে ফিতনা থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখে।[২৭]

তিন ঃ দুঃখজনক ঘটনা সত্ত্বেও নবী যুগে সামাজিক কর্মে পুরুষদের সাথে মেয়েদের অংশ গ্রহণ অব্যাহত থাকে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদে সামাজিক ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে নারীর দেখা সাক্ষাত ও একত্রে কাজ করার আলোচনা পাঠ করলে আমরা দেখবো,সেখানকার বেশীর ভাগ ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে রসূল (সঃ)-এর জীবনের শেষ সময়ের সাথে। সেখানে অনেক দুঃখ জনক ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও মুসলিম সমাজ অঙ্গনে এই একত্রে কাজ করার ধারা অব্যাহত থাকে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব ঘটনার মধ্যে এমন কিছু দেখেননি যার ফলে নতুনভাবে কিছু নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। তিনি ইতিপূর্বে যেসব নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলো সাধারণ ভাবে বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ঠ মনে করেন। দঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় এগুলো মানুষের স্বভাবজাত। মানুষ কোনো সমাজের আওতার বাইরে নয়। এমনকি রসূলের সমাজও এর বাইরে অবস্থান করে না যার সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলেছেন ঃ خير القرون قرني "সমস্ত যুগের মধ্যে আমার যুগই উত্তম।" পাঠকের সামনে আমরা এধরনের দুঃখজনক ঘটনার দৃষ্টান্ত পেশ করবো। এর মধ্যে কোনো কোনো ঘটনা ছিল চরম পর্যায়ের লজ্জাহীনতার সাথে সম্পর্কিত। ইমাম বা সমাজপতির কাছে তার খবর পৌঁছে যাবার আগে সংশ্লিষ্টজনের তওবা করার সুযোগ হয়নি।

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি একটি মেয়েকে চুমো খেয়ে ফেলেছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে সে কথা জানালেন।

মহান আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)

"দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে নামায কায়েম করো। সৎ কাজ অবশ্যই অসৎ কাজকে খতম করে দেয়।" (হুদ ঃ১১৪)

লোকটি জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল! এটা কি আমার প্রতি নির্দেশ? জবাব দিলেন ঃ আমার সমস্ত উম্মতের জন্য (বুখারী ও মুসলিম)[২৮]

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। সে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছি, আমাকে শাস্তি দিন। আনাস (রা) বলেন ঃ এমন সময় নামাযের সময় হয়ে গেলো এবং সে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়লো। নামায শেষ হবার পর সে আবার বললোঃ হে আল্লাহর রাসুল! আমি শাস্তি যোগ্য অপরাধ করেছি, আমাকে আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুসারে আমাকে শাস্তি দিন। জবাব দিলেন ঃ তুমি কি আমার সাথে নামায পড়েছো? জবাব দিল ঃ হ্যাঁ। নবী (সঃ) বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিয়েছেন। (মুসলিম)[২৯]

জাবের ইবনে সামুরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক ব্যক্তিকে আনা হলো। লোকটি ছিল বেঁটে। চুলগুলো উসকো খোসকো। বেশ হাট্টাকাট্টা শরীর। তার পরনে ছিল লুঙ্গি। সে যিনা করেছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দু'বার প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর তাকে রজম করার হুকুম দিলেন এবং তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা হলো। রসূল (সঃ) বললেন ঃ যখনই আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য যাত্রা করি তোমরা পিছনে রেখে যাও এমন কাউকে যে পাঠার মতো যৌন তাড়নায় উত্তেজিত হয়ে মেয়েদের কাউকে দেয় সামান্য পানি। আল্লাহ যখনই আমাকে তাদের কারো উপর ক্ষমতা দেন, তখন তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া ছাড়া আমার আর কোনো করণীয় থাকে না। (মুসলিম)[৩০]

বুরাইদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তারপর গামেদিয়াহ এলো। সে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি যিনা করেছি, আমাকে পবিত্র করুন। তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। পরদিন সে এসে আবার বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, আপনি কেন আমাকে প্রত্যাখ্যান করছেন? সম্ভবত আপনি মায়েজকে যেভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন আমাকেও

www.pathagar.com

সেভাবে প্রত্যাখ্যান করতে চাচ্ছেন? কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি গর্ভবতীও। জবাব দিলেন ঃ ঠিক আছে, তবুওনা, তুমি চলে যাও। সন্তান জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তুমি এসো না। ...তারপর তাকে রজম করার হুকুম দিলেন। তাকে বুক পর্যন্ত পুঁতে দেয়া হলো এবং লোকদের হুকুম দেয়া হলো, তারা তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করলো। (মুসলিম)[৩১]

ইমরান ইবনে উসাইন থেকে বর্ণিত। জোহাইনা গোত্রের এক মহিলা এলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। যিনার ফলে সে গর্ভবতী হয়েছে। সে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছি। কাজেই আমাকে শাস্তি দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অভিভাবককে ডাকলেন এবং বললেন ঃ তার সাথে ভালো ব্যবহার করো। তারপর সন্তান প্রসব হওয়ার পর তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাই করা হলো। তারপর সন্তান প্রসব হওয়ার পর তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলো। তার কাপড় চোপর তার গায়ে লেপটে দেয়া হলো। তারপর তাকে রজম করার হুকুম দেয়া হলো। তাকে রজম করা হলো। এবং তারপর তিনি তার জানাযা পড়ালেন।... (মুসলিম)[৩২]

ওয়ায়েল আলকিন্দী থেকে বর্ণিত। ভোরের আঁধারের মধ্যে একটি মেয়ে মসজিদে যাচ্ছিল। এ সময় একটি পুরুষ তার উপর চড়াও হলে পাশের পথ চলা একজন লোকের কাছে সে সাহায্য চাইলো। দুস্কৃতকারী লোকটি পালিয়ে গেলো। তারপর সেখান দিয়ে যেতে লাগলো বেশ কিছু সংখ্যক লোকের একটি দল। সে তাদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানালো। যে আগের লোকটির কাছে সে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিল তারা তাকে ধরে ফেলল এবং অন্যজন তাদের পিছনে ফেলে চলে গেলো। তারা তাকে টেনে এনে মেয়েটির কাছে নিয়ে এলো। লোকটি বললো ঃ আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম এবং প্রকৃত চড়াওকারী তো পালিয়ে গেছে। তারা তাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আনলো।... (মুসনাদে আহমাদ)[৩৩]

আবু হুরাইরা ও যায়েদ ইবনে খালেদ থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন ঃ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় একব্যক্তি দাড়িয়ে বললো ঃ আমি আপনাকে আল্লাহর হাওয়ালা দিয়ে বলেছি। আপনি আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিন। তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে গেল। সে ছিল প্রথম পক্ষের চেয়ে বেশী বোধসম্পন্ন। সে বললো ঃ হাঁ, আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিন এবং আমাকে বলার অনুমতি দিন। জবাব দিলেন। বলো ঃ সে বললো। আমার ছেলে এ ব্যক্তির কাছে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতো। সে এর স্ত্রীর সাথে যিনা করে। এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমি একে একশত ছাগী ও একটি খাদেম দেই। তারপর আমি জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আমাকে বলে আমার ছেলেকে একশত ঘা কোড়া মারতে হবে এবং এক বছর দেশান্তরের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর এর সঙ্গে এ ব্যক্তির স্ত্রীকে রজম করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যার হাতে আমার প্রাণ সমর্পিত তার কসম করে বলছি, অবশ্যই আমি আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবো। সে ফায়সালা হচ্ছে একশত ছাগী ও খাদেম তুমি ফেরত পাবে। অন্যদিকে তোমার ছেলেকে একশত দোরা মারা হবে এবং তাকে একবছর দেশান্তরের শাস্তি দেয়া হবে। আর হে আনীস, এ ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাও সে যদি যিনার কথা স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম করো। কাজেই আনিস তার কাছে গেলে সে যিনার কথা স্বীকার করলো। ফলে তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করা হলো। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৪]

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হিলাল ইবনে উমাইয়া তার স্ত্রীকে অভিযুক্ত করেন (অর্থাৎ যিনার)। তিনি আসেন এবং সাক্ষ্য দেন। (অর্থাৎ চার বার আল্লাহর নামে এইমর্মে সাক্ষ্য দেন যে,তিনি সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার সাক্ষ্য দেন যে, যদি তিনি মিথ্যুক হন তাহলে তার উপর পড়বে আল্লাহর লা'নত।) আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ অবশ্যই জানেন তোমাদের দুজনের মধ্যে একজন মিথ্যুক। তোমাদের কেউ কি তওবা করবে? তারপর তার স্ত্রী দাড়িয়ে সাক্ষ্য দিল (অর্থাৎ চারবার আল্লাহর নামে বললো যে, স্বামী মিথ্যুক এবং পঞ্চমবার বললো ঃ যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তাহলে তার নিজের উপর আল্লাহর লা'নত পড়বে।) (বুখারী ও মুসলিম)[৩৫]

সাহাল ইবনে সা'দ আসসায়েদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ... কাজেই উয়াইমের রওনা হলো এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। তিনি তখন সাহাবা বেষ্টিত হয়ে অবস্থান করছিলেন। উয়াইমের বললো হে আল্লাহর রসূল! আপনি সে লোকটির ব্যাপারে কি বলেন যে তার স্ত্রীর কাছে একজন ভিন্ন পুরুষকে পেয়েছে? সেকি তাকে হত্যা করবে? তারপর আপনারা তো (কিসাস হিসেবে) তাকে হত্যা করবেন। এ অবস্থায় তার কি করা উচিত? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে আল্লাহ ওহী নাযিল করেছেন। যাও তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আস। সাহল বলেন, তারপর তারা দুজন পরস্পরের প্রতি লি'য়ান করলো (অর্থাৎ লানত বর্ষণ করলো) এবং আমি লোকদের সাথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম...। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৬ ও ৩৭]

আবু হুরাইরা ও যায়েদ ইবনে খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো এমন অবিবাহিতা বাঁদী সম্পর্কে যে যিনা করেছে। জবাবে তিনি বলেন ঃ যে যিনা করেছে তাকে বেত্রাঘাত করো। তারপর যিনা করলে আবার বেত্রাঘাত করো। এরপর যিনা করলে আবার বেত্রাঘাত করো এবং তারপর তাকে বিক্রি করে দাও একটি রশির বিনিময়ে হলেও। (বুখারী ও মুসলিম)[৩৮]

www.pathagar.com

আবু আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হযরত আলী (রা) এক ভাষণে বললেন ঃ হে লোকেরা, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহিত এবং যারা অবিবাহিত তাদের সবার ওপর অপরাধ দন্ডবিধি জারী করো। কারণ এক বাদী যিনা করেছিল এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে হুকুম দিয়েছিলেন তাকে বেত্রাঘাত করতে তখন তার সবে মাত্র নিফাস (সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব) শেষ হয়েছে। আমার ভয় হলো বেত্রাঘাতের ফলে সে মারা যেতে পারে। একথাটি আমি নবী (স.) কে বললাম। তিনি বললেন ঃ তুমি ঠিকই বলেছো। (মুসলিম)[৩৯]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইহুদীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো এবং তাকে বললো তাদের একটি পুরুষ ও একটি মেয়ে যিনা করেছে। রাসুলল্লাহ (সঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তাওরাতে রজম সম্পর্কে তোমরা কি নির্দেশ লাভ করেছো? তারা বললো ঃ আমরা তাদের অপমান করি এবং কোড়া মারি। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন ঃ তোমরা মিথ্যা বলেছো। সেখানে রজম করার হুকুম আছে। কাজেই তারা তাওরাত আনলো এবং তা খুলে ধরলো। কিন্তু তাদের একজন রজমের আয়াতের উপর হাত চাপা দিয়ে রাখলো এবং তার আগের ও পরের আয়াতগুলো পড়তে লাগলো। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম তাকে বললেন ঃ তোমার হাত উঠাও। সে ব্যক্তি হাত উঠালো। সেখানে রজমসম্বলিত আয়াত পাওয়া গেল। তখন তারা বললো ঃ হে মুহাম্মদ, আপনি সত্যই বলেছেন। তাওরাতে রজমের আয়াত আছে। কাজেই রসূল (সঃ) হুকুম দিলেন এবং তাদের দুজনকে রজম করা হলো। আমি দেখলাম পুরুষটি মেয়েটির উপর ঝুকে পড়ছে তাকে পাথরের আঘাত থেকে বাচাঁবার জন্য। (বুখারী ও মুসলিম)[৪০]

এ সমগ্র আলোচনাকে সংক্ষেপ করলে এই দাঁড়ায় ঃ নবীর পথ-নির্দেশনা সকল প্রকার সীমাতিরিক্ত সতর্কতা এবং নারী ফিতনার অযথা আশংকা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো বিপর্যয় থেকে নিরাপদ থাকার জন্য কিছু অসংলগ্ন ও এলোমেলো ঘটনাবলী থেকে অশুভ পূর্ব লক্ষণ গ্রহণ করেননি। মানুষের সমাজ কখনো তার আওতা বহির্ভূত থাকেনি। তার মুখোমুখী অবস্থান এবং তার বিপদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকাই যথেষ্ঠ বিবেচিত হয়। অর্থাৎ শিক্ষা ও সামনে এগিয়ে চলার মাধ্যমে এর মোকাবেলা করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে কেউ দন্ডযোগ্য অপরাধ করলে তাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু নতুন নতুন আইন জারী করে মানুষের জীবন যাত্রাকে সংকীর্ণ ও কঠিন করার প্রয়োজন নেই।

চার ঃ নবী (সঃ) এবং পরবর্তীতে তার সাহাবাগণও সাধারণ ভাবে এবং বিশেষ করে নারী ফিতনার ক্ষেত্রে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে অস্বীকার করেন।

বিপর্যয়ের হাত থেকে নিস্কৃতি লাভের জন্য বিজ্ঞ শরীয়ত প্রণেতা পথ নির্মাণ করেছেন। যদি শরীয়ত প্রণেতা মনে করতেন এ সব নিয়ম নীতি যথেষ্ঠ নয়, তাহলে মুসলমানদের

www.pathagar.com

মর্যাদা ও সন্মান রক্ষার তাকিদে তিনি আরো বেশী নিয়মনীতি প্রণয়ন করতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা সা'দের আত্মমর্যাদা দেখে অবাক হচ্ছো? আমি তার চাইতে বেশী আত্মমর্যাদাশালী এবং আল্লাহ আমার চাইতে বেশী আত্মমর্যাদাশালী"। তিনি আরো বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ আল্লাহর চেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাশীল নও আর এ জন্যই তিনি ব্যভিচার ও অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম এ দুটি হাদীস উদ্বৃত করেছেন।)[৪১]

কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, চরম পন্থীরাই এ কঠোর নীতি অবলম্বন করে আসছেন। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ ইহুদীদের মেয়েদের যখন ঋতুস্রাব হতো, তখন তারা তাদের সাথে পানাহার করতো না এবং একই ঘরে তাদের সাথে থাকতো না। তাই সাহাবারা এ সম্পর্কে আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞেস করলেন। ফলে আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ...

"লোকেরা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলো ঃ তা অশুচিতা..." (সূরা আলবাকারা ঃ ২২২) কাজেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ঋতুস্রাবী নারীদের সাথে পানাহার করতে এবং একই গৃহে অবস্থান করতে বললেন এবং তাদের সাথে সংগম ছাড়া বাকী সব কাজ করার অনুমতি দিলেন।[৪২]

আর এর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে যা মূসা (আঃ) বলেছেন ঃ "বনী ঈসরাইলের কারো কাপড়ে পেশাব লাগলে তারা সে জায়গাটি কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতো"। (বুখারী)[৪৩]

রাসুলে করীম (স.) আল্লাহ প্রদত্ত সঠিক পথ থেকে সরে গিয়ে আল্লাহর হিদায়েত থেকে বিচ্যুত পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করার ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। আর কঠোরতা হচ্ছে এই ভ্রান্ত পথেরই একটি শাখা বিশেষ।

আবু হুরাইরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا ، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ » . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ ؟ فَقَالَ « وَمَنِ النَّاسُ إِلاَّ أُولَئِكَ ؟ »

"ততদিন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না যতদিন না আমার উম্মত পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করবে এক এক বিঘত এবং এক এক গজও। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল পারস্য ও রোমের মতো কি? জবাব দিলেন ঃ তাদের ছাড়া আর কার?" (বুখারী)[৪৪]

www.pathagar.com

আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ অবশ্যই তোমরা তোমার পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করবে বিঘতে বিঘতে গজে গজে। এমনকি তারা যদি কোনো গোসাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল, ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের? জবাব দিলেন ঃ তা নয়তো কার? (বুখারী)[৪৫]

আমাদের মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়েছে, কারণ তিনি আমাদের দান করেছেন একটি ঔদার্যময় বিশাল বিস্তৃর্ণ শরীয়ত, যা আমাদের সতর্ক করে দিয়েছে সব রকমের কঠোরতা থেকে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন ঃ

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ

"যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি আরোপ করবে, দীন তার উপর প্রবল হয়ে যাবে।" (বুখারী)[৪৬]

ঠিক এভাবেই তিনি আরো বলেছেন ঃ

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ

"যারা কথায় ও কাজে বাড়াবাড়ি করেছে, তারা ধ্বংস হয়েছে। যারা কথায় ও কাজে বাড়াবাড়ি করেছে, তারা ধ্বংস হয়েছে। যারা কথায় ও কাজে বাড়াবাড়ি করেছে, তারা ধ্বংস হয়েছে।" (মুসলিম)[৪৭]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কঠোরতার যে উদ্যোগটির প্রকাশ ঘটেছিল তা স্তব্ধ হয়ে যায় নিদারুণ ভাবে। আনাস ইবনে মালেকের (রা) বর্ণনা এর প্রমাণ। তিনি বলেন ঃ তিন জনের একটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের গৃহে এলো। তারা নবীর (স.) ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তাদেরকে সে সম্পর্কে জানানো হলে তারা যেন তাকে সামান্য মনে করলো। কিন্তু তারা বললো ঃ কোথায় নবী আর কোথায় আমরা? তাঁরতো আগের পিছনের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। তাদের একজন বললো ঃ আমি সারা রাত নামায পড়বো। দ্বিতীয়জন বললো ঃ আমি সব সময় রোযা রাখবো, কখনও রোযা ভঙ্গ করবো না। তৃতীয় জন বললো ঃ আমি নারী সংগ বর্জন করবো এবং কখনো বিয়েই করবো না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে এলেন এবং বললেন ঃ তোমরাই এমনি ধরনের কথা বলছিলে! তবে আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চাইতে বেশী আল্লাহকে ভয় করি। তাই তোমাদের চেয়ে বেশী তাকওয়া আমার মধ্যে আছে। কিন্তু এর পরেও আমি রোযা রাখি এবং রোযা ভঙ্গ করি। নামায পড়ি এবং ঘুমাই এবং আমি বিয়েও করেছি। কাজেই যে আমার পথ ত্যাগ করে অন্যপথ গ্রহণ করে সে আমার দলভুক্ত নয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৪৮]

www.pathagar.com

এর দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে : আয়েশার বর্ণনা। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো জিনিষ তৈরী করলেন। সবাইকে তা গ্রহণ করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু কিছু লোক তা গ্রহণ করতে বিরত থাকলো। একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি ভাষণ দিলেন (মুসলিমের বর্ণনায় আছে ঃ তিনি ক্ষুব্ধ হলেন, এমন কি তার চেহারায় ক্রোধের প্রকাশ দেখা গেলো।) এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তারপর বললেন ঃ

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ ، فَوَاللَّهِ إِنِّى لأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً

"এই লোকদের কি হয়েছে আমি যে জিনিষটি করি তা তারা করা থেকে বিরত থাকছে। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তাদের চাইতে বেশী চিনি। এবং আমার মনে আল্লাহর প্রতি তাদের চেয়ে বেশী ভয় ভীতি আছে।" বুখারী ও মুসলিম)[৪৯]

তৃতীয় প্রমাণটি হচ্ছে : উমর ইবনে সালামার। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ রোযাদার কি চুম্বন করতে পারে? রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জবাব দিলেন ঃ একে (উম্মে সালামাকে) জিজ্ঞেস করো। উম্মে সালামাহ তাকে বললেন ঃ হাঁ, রসূলুল্লাহ (সঃ) তা করেন। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনার আগের পিছনের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ তবে অবশ্যই আল্লাহর কসম! আমার দিলে আল্লাহর জন্য তাকওয়া তোমাদের চেয়ে বেশী এবং আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি। (মুসলিম)[৫০]

চতুর্থ প্রমাণ হচ্ছে ঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনা। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু মাসায়েল জিজ্ঞেস করতে এলো। দরোজার আড়াল থেকে হযরত আয়েশা (রা) তা শুনতে ছিলেন। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমাকে নামায পড়তে হবে কিন্তু তখন আমি 'জুনুবী'-নাপাক অবস্থায় থাকি। এ অবস্থায় আমি কি রোযা রাখবো? রসূলুল্লাহ (সঃ) জবাব দিলেন ঃ আমাকে নামায পড়তে হবে এমন অবস্থায় যখন আমি জুনুবী থাকি তখনো আমি রোযা রাখা অবস্থায় থাকি। সে ব্যক্তি বললোঃ হে আল্লাহর রসুল, আপনি আমাদের মত নন। আল্লাহ আপনার সামনের পিছনের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। জবাব দিলেন ঃ আল্লাহর কসম!আমি মনে করি, আমি তোমাদের চাইতে আল্লাহকে বেশী ভয় করি এবং তাকওয়া সম্পর্কে তোমাদের চাইতে বেশী জানি। (মুসলিম)[৫১]

এরপর দেখা যায় সাহাবাগণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাংক অনুসরণ করেছেন এবং তিনি যা পরিত্যাগ করেছেন তাঁরাও তা পরিত্যাগ করেছেন। এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। তার মধ্য থেকে কয়েকটি এখানে তুলে ধরছি ঃ

www.pathagar.com

১. একদল সাহাবা একজন তাবেঈর বিরোধীতা করলেন :
যারারাহ থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে হিশাম ইবনে আমের আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার সংকল্প করলো। সে মদীনায় চলে এলো এবং সেখানে তার যে একখণ্ড জমি ছিল তা বিক্রি করে তা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া কেনার এবং রোমের যুদ্ধে শরীক হয়ে আমৃত্য জিহাদ করে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। যখন সে মদীনায় প্রবেশ করলো, শহরের কয়েক জনের সাথে তার দেখা হলো। তারা তাকে একাজ করতে নিষেধ করলো। তারা তাকে জানালো এধরনের সংকল্প নিয়ে আল্লাহর নবীর (সঃ) আমলে ৬ জনের একটি দল অগ্রসর হয়েছিল। আল্লাহর নবী (সঃ) তাদেরকে তা করতে নিষেধ করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ "আমার মধ্যে কি তোমাদের জন্য আদর্শ নেই?" যখন তারা তাকে এসব কথা বললো ঃ সে ফিরে গেল এবং তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলো যাকে সে ইতিপূর্বে তালাক দিয়ে চলে গিয়েছিল। এবং এই ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে সে স্বাক্ষীও রাখলো।... (মুসলিম)[৫২]

২. হুযাইফা আবু মুসার কাজকে প্রত্যাখ্যান করলেন ঃ আবু ওয়েল থেকে বর্ণিত। আবুমুছা আশয়ারী পেশাবের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করতেন। ...হুযাইফা বলেন ঃ হায় যদি তিনি এধরনের কঠোরতা অবলম্বন থেকে বিরত থাকতেন! (কারণ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো গোত্রের আবর্জনা স্তূপর কাছে এসে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। (বুখারী)[৫৩]

৩. উমর (রা) এক ব্যক্তির কাজকে প্রত্যাখ্যান করলেন ঃ মুহাম্মদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমর ইবনুল খাত্তাব একটি গোত্রের মধ্যে ছিলেন। তারা কুরআন পড়ছিল। উমর (রা) প্রকৃতির ডাকে সারা দেবার জন্য বাইরে গেলেন, তারপর তিনি ফিলে এলেন এবং তখন তিনি কুরআন পড়ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললো ঃ হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি অযু করেননি অথচ কুরআন পড়ছেন? উমর তাকে বললেন ঃ এব্যাপারে কে তোমাকে ফতুয়া দিয়েছে? ভণ্ড নবী মুসাইলামা? (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)[৫৪]

৪. আয়েশা আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের কথা প্রত্যাখ্যান করলেন ঃ মুহাম্মদ ইবনে মুনতাসির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কথাটি আমি আয়েশার কাছে উল্লেখ করলাম (অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের উক্তি)। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন ঃ সকাল বেলার খুশবুর প্রভাব শরীরে থাকবে আর আমি মুহরিম থাকবো এটা আমি পছন্দ করি না।[৫৫] মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে, এমনটি করার চেয়ে আমার গায়ে আলকাতরা লেপটে দাও তবুও আমি তা পছন্দ করবো।)[৫৬] তিনি বলেন ঃ আল্লাহ রহম করুন আবু আব্দুর রহমানের প্রতি (আবু আব্দুর রহমান হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের ডাক নাম)। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুশবু মাখিয়ে দিতাম এবং তিনি তার স্ত্রীদের

www.pathagar.com

কাছে যেতেন।তারপর তিনি সকাল বেলায় এমন অবস্থায় এহরাম বাধতেন যখন তাঁর শরীর থেকে খুশবু ছড়িয়ে পড়তো। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৭]

৫. **ইবনে উমর তার পুত্র উবায়দুল্লাহর কথা অনুমোদন করলেন না ঃ** উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের এক বাদী যিনা করেছিল। তিনি তার দুই পায়ে ও পিঠে মারতে থাকলেন। আমি বললাম ঃ

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

"আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবিত না করে"। তিনি বলেন ঃ হে আমার পুত্র! তুমি বলছো তার ব্যাপারে আমি দয়া দেখাচ্ছি? আল্লাহ তাকে হত্যা করতে এবং মাথায় আঘাত করতে আমাকে আদেশ দেননি। আমি তাকে প্রহার করে বেশ কষ্ট দিয়েছি।[৫৮]

৬. **আবু তালহা ও উবাই ইবনে কা'ব উভয়ে আনাসের কাজ অনুমোদন করলেন না।** আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ আনসারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনাস ইবনে মালেক ইরাক থেকে এলেন। আবু তালহা ও উবাই ইবনে কা'ব তাঁর কাছে গেলেন। তিনি তাদের জন্য আগুনে পাক করা খাবার আনলেন। তিনজন মিলে সে খাবার খেলেন। তারপর আনাস উঠে অযু করলেন । আবু তালহা ও উবাই ইবনে কা'ব বললেন ঃ এটা কি আনাস? বিধানটা কি ইরাক থেকে আনলে? আনাস বললেন হয়তো আমি না করলে ভালো হতো। আবু তালহা ও উবাই ইবনে কা'ব দাড়াঁলেন ও নামায পড়লেন, আর অযু করলেন না। (মুয়াত্ত্বা মালেক)[৫৯]

৭. **যায়েদ ইবনে সাবেতের কন্যা কিছু মেয়ের নীতি অনুমোদন করলেন না ঃ** যায়েদ ইবনে সাবেতের কন্যা থেকে বর্ণিত। তাঁর কাছে খবর এলো, মেয়েরা মধ্যরাতে বাতি আনিয়ে দেখতো তারা হায়েজ থেকে পাক হয়েছে কিনা? যায়েদের কন্যা উম্মে কুলসূম এটাকে দূষণীয় মনে করতেন এবং তিনি বলতেন ঃ সাহাবাগণের স্ত্রীরা এমনটি করতেন না। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)[৬০]

এই প্রমাণগুলো থেকে একথা সাধারণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ইসলামে সাধারণত কঠোরতার অবকাশ নেই। আর শরীয়তকে লোকদের জন্য সহজতর করে দেবার মোকাবিলায় যে কঠোরতা তা ঠিক তখনই দেখা যায় যখন শরীয়তের বৈধকৃত বিষয় নিষিদ্ধ বা তা থেকে দূরে থাকার বিধান দেয়া হয় এবং যা শরীয়ত ওয়াজিব করেনি। তাকে করণীয় করে দেয়না। এখনই আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবা কেরাম ও তাবেঈগণের ভূমিকা সম্বলিত এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করবো যা থেকে ফিতনার পথরোধ করার ক্ষেত্রে তাঁরা যে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। যেমন ঃ

www.pathagar.com

সাঈদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান ইবনে মাযউনকে সংসার বৈরাগ্য (অর্থাৎ ইবাদত করার জন্য বিয়ে না করা) থেকে নিষেধ করেছেন। যদি তিনি তাকে বৈরাগ্য জীবন যাপনের অনুমতি দিতেন, তাহলে অবশ্যই আমরা অন্ডকোষ ছিন্ন করে খাসি হয়ে যেতাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৬১]

তাবরানীর এক রেওয়াতে উসমান বিন মাযউন বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! অবিবাহিত জীবন যাপন করা আমার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। কাজেই আমাকে অন্ডকাষ ফেলে দিয়ে নপংসুক হওয়ার অনূমতি দিন। জবাব দিলেন ঃ না, তবে তুমি অবশ্যই রোযা রাখবে।[৬২]

আব্দূল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলে যুদ্ধ করতাম এবং আমাদের কিছুই ছিলনা (মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে এবং আমাদের সাথে স্ত্রী ছিল না)। আমরা বললাম ঃ আমরা কি নিজেদেরকে পুরুষত্ব বিহীন করে ফেলবো? তিনি তা করতে আমাদের নিষেধ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৩]

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, আমি একজন নওজোয়ান, আমার ভয় হয় কখনো যিনা করে না বসি? আমার কাছে এমন কোনো জিনিষও নাই যার বিনিময়ে কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারি। আমার কথা শুনে নবী (সঃ) নিরব রইলেন। দ্বিতীয়বার আমি কথাগুলো বললাম। তবুও তিনি নিরব রইলেন। আবার আমি আমার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলাম। এবারও তিনি নিরব থাকলেন। চতুর্থবার আমি একই কথা বললাম ঃ এবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবু হুরাইরা, যা কিছু তুমি করবে (লওহে মাহফুজে) তা লিখার পর কলম শুকিয়ে গেছে। যা কিছু তুমি করো পুরুষত্বহীন হয়ে যাও অথবা বিরত থাক। (বুখারী)[৬৪]

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! লোকেরা দুটি প্রতিদান নিয়ে ফিরে যাবে আর আমি ফিরে যাব মাত্র একটি প্রতিদান নিয়ে? কাজেই তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকরকে হুকুম দিলেন তাঁকে তানঈমে নিয়ে যেতে। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আব্দুর রহমান তাঁকে তাঁর উটের পেছনে বসিয়ে নিল। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি আমার ওড়না মাথার উপর ওঠাতে লাগলাম এবং তাতে আমার ঘাড় উম্মুক্ত হয়ে গেল। আব্দুর রহমান উট চালাতে গিয়ে তার ছড়ি দিয়ে আমার পায়ে মারতে থাকলে আমি তাকে বললাম ঃ তুমি কি কাউকে দেখছো? (মুসলিম)[৬৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ

www.pathagar.com

"রাতের বেলা মেয়েদের মসজিদে যাবার জন্য বের হতে নিষেধ করো না"। আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের এক পুত্র একথা শুনে বললেন ঃ আমরা তাদেরকে বের হতে দেব না। তাহলে এভাবে তারা তাদের স্বামীদেরকে ধোকা দিবে। একথায় ইবনে উমর উচ্চ স্বরে তাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন (এবং অন্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে[৬৬] তার পর তাকে গালমন্দ করলেন যা আমি ইতিপূর্বে তাঁর মুখ থেকে কখনও শুনিনি) এবং বললেন ঃ আমি বলছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আর তুমি বলছো কিনা আমরা তাদেরকে ছাড়বো না। (মুসলিম)[৬৭]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ মনে হয় আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের পুত্র সে সময়ের কোনো কোনো মেয়েদের চরিত্র বিকৃত দেখে থাকবেন এবং সেটাই তাকে এ ধরনের আত্মমর্যাদা বোধ দেখাতে উৎসাহিত করেছিল। অন্য দিকে আব্দুল্লাহ কর্তৃক তাঁর পুত্রের কথা অস্বীকার এবং তাকে তিরস্কার করার বিষয়টি হচ্ছে আসলে সুন্নাতের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তিকর মন্তব্য এবং সে বিষয়ে অবহিত ব্যক্তি সম্পর্কে যাচ্ছে তাই বলার বিরুদ্ধে এটি একটি শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।[৬৮]

ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে অবহিত করেছেন আতা জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনি বলেন ঃ আমি তাকে বলতে শুনেছি, ঈদুল ফিতরের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ালেন তারপর নামায পড়লেন। তারপর খুৎবা দিলেন। খুৎবা শেষ করে মিম্বার থেকে নামলেন এবং মেয়েদের কাছে গিয়ে তাদেরকে নসীহত করলেন...। আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি কি মনে করেন মেয়েদের নসীহত করা ইমামদের উপর একটি অর্পিত অধিকার ও দায়িত্ব? জবাব দিলেন ঃ অবশ্যই এটা তাদের উপর অর্পিত একটি অধিকার ও দায়িত্ব এবং কেন তারা এটা পালন করেনা? (বুখারী ও মুসলিম)[৬৯]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ আয়ায মনে করেন, মেয়েদের জন্য তাঁর নসীহত ছিল খুৎবার মাঝখানে (অর্থাৎ মেয়েদের নসীহত করার জন্য বিশেষ সময় নির্ধারণ করেননি।) আর এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ইসলামের প্রথম যুগে (অর্থাৎ হিজাব ফরয হবার আগে)। এ ছাড়া এটা ছিল একমাত্র নবী (সঃ) এর সাথে সংশ্লিষ্ট। (কারণ তিনি ছিলেন ফিতনার প্রভাব মুক্ত)। তবে ইমাম নববী এ দ্ব্যর্থহীন হাদীসটি অনুসরণ করে বলেছেন ঃ খুৎবার পরে তিনি এ নসীহত করেন। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ

"তারপর তিনি যখন খুৎবা শেষ করলেন, মিম্বার থেকে নামলেন এবং মেয়েদের কাছে এলেন।" কাজেই ইমাম নববী বলেন ঃ সম্ভাবনা ও আন্দায-অনুমানের ভিত্তিতে বিশিষ্টতা প্রমাণিত হয়না।... হাদীসের বক্তব্য প্রসঙ্গে আতা বলেছেনঃ

إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ

www.pathagar.com

"আর এটি তার উপর একটি অর্পিত অধিকার ও দায়িত্ব।" এ কথা সুস্পষ্ট যে, আতা এ ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[৭০]

হাফসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা যুবতী মেয়েদেরকে দুই ঈদের নামাযে শামিল হবার জন্য বাইরে বের হতে নিষেধ করতাম। তারপর এক ভদ্র মহিলা এলেন। তিনি বনি খালাফের মহলে অবতরণ করলেন। তিনি নিজের বোনের বরাত দিয়ে বললেন ঃ ...তিনি বললেন... আমার বোন একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো ঃ আমাদের কারো কাছে যখন বড় ওড়না থাকেনা (যা তখন আজকের বোরকার জায়গায় পরদার কাজে লাগানো হতো,) তখন সে যদি বাইরে না বের হয়, তাহলে এতে কি কোনো ক্ষতি আছে? জবাব দিলেন ঃ তার সঙ্গীনীর উচিত নিজের চাদর তার শরীরে জড়ানোর জন্য দিয়ে দেয়া। এভাবে সে কল্যাণের কর্মকান্ডে এবং মুসলমানদের দোয়ায় শরীক হতে পারবে। তারপর যখন উম্মে আতিয়া এলেন। আমি তাকেও এ প্রশ্ন করলাম ঃ আপনি কি নবী (সঃ) থেকে একথা শুনেছেন? জবাব দিলেন ঃ আমার বাপ আপনার জন্য উৎসর্গিত হউক, হাঁ। ...আমি শুনেছি তাকে এ কথা বলতে। যুবতী মেয়েরা, পর্দানশীনরা অথবা পর্দানশীন যুবতী মেয়েরা এবং ঋতুবতীরা বাইরে বের হয়ে আসুক। কল্যাণ কর্মকাণ্ডে এবং মুসলমানদের দোয়ায় তারা শরীক হউক।[৭১]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ অর্থাৎ প্রথম যুগের পরে যখন বিপর্যয় দেখা দিলো, তখন তারা যুবতী মেয়েদের বাইরে বের হতে দিত না। সাহাবাগণ কিন্তু এমনটি মনে করেননি। বরং তারা নবী (সঃ) এর জামানায় যে নিয়ম প্রচলিত ছিল তার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তা স্থায়ী বলে মনে করতেন।[৭২]

ইবনে জুরাইজ বলেন ঃ আতা আমাদেরকে জানিয়েছেন। যখন ইবনে হিশাম মেয়েদেরকে পুরুষদের সাথে কাবাগৃহ তাওয়াফ করতে নিষেধ করেন, তখন তিনি বলেন ঃ কেমন করে আপনি তাদেরকে নিষেধ করেন অথচ নবীর (সঃ) স্ত্রীরা পুরুষদের সাথে তওয়াফ করেছেন? (বুখারী)[৭৩]

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ ...ইবনে হিশাম তাদেরকে মানা করেন এমন এক সময় তওয়াফ করতে, যখন কেবলমাত্র পুরুষেরা তাওয়াফ করতো। এ কারণেই আতা তা অস্বীকার করেন এবং আয়েশার কর্মকান্ডের বরাত দিয়ে তার প্রতিবাদ করেন।[৭৪]

পাঁচ ঃ দুনিয়ার জীবনে ফিতনা নিরোধের পদ্ধতি নবী (সঃ) নিজেই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন

ফিতনার মুখোমুখী হওয়া এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা তার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের সবোত্তম পদ্ধতি

অবশ্যই জীবন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে বিপর্যয় দেখা দিলে তার মুখোমুখি হতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে। বিপর্যয়ের হাত থেকে নিস্কৃতি লাভের এটা সবোত্তম

www.pathagar.com

পদ্ধতি। একথাটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ রূপে বিবৃত করেছেন। জীবন ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের শেষ নেই। ব্যক্তি ক্ষেত্রে বলা যায় একমাত্র মৃত্যুর পরই এর সমাপ্তি ঘটবে। আর সমগ্র মানবতার ক্ষেত্রে কিয়ামতের আগে এর শেষ নেই একথা নিসন্দেহে বলা যায়। যেমন দুনিয়ার কোনো স্থান ও কোনো ক্ষেত্র বিপর্যয় মুক্ত নয়। আল্লাহর ঘর বা পূজারীর মন্দির সর্বত্রই এর অবস্থান। ইবাদত, পূজা অর্চনা বা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা সর্বক্ষেত্রেই এর অবাধ গতি। এ সমস্ত পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ স্থানে নাম ও খ্যাতির আকাংখার মাধ্যমে একজন মুসলিম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। দুনিয়ায় যতদিন এ অবস্থা থাকবে, ততদিন জীবনের যে কর্মক্ষেত্র আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে এর হাত থেকে নিস্কৃতি লাভ করা যাবে না। আল্লাহ যে সব জিনিষ বৈধ করেছেন সেগুলো নিষিদ্ধ করে এবং যে সব কাজ করতে বলেননি তার সামনে দেয়াল ও প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়ে দিয়ে এর হাত থেকে বাচাঁর উপায় নেই। বরং জীবন ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত কাজের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। সেখানে সকল প্রকার বিপর্যয়ের মোকাবেলা করতে হবে এবং তার সাথে লিপ্ত হতে হবে কঠিন ও লাগাতার সংগ্রামে। মুসলমানের জীবন বিভিন্ন প্রকার কামনা, বাসনা ও সংঘাতে পরিপূর্ণ। অনুরূপভাবে নারী পুরুষের সাক্ষাত এবং বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে তাদের উভয়ের সংগ্রাম এটিই হচ্ছে স্বাভাবিক ভারসাম্যপূর্ণ পথ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাগণকে এ পথেই চলতে শিখিয়েছেন। মুসলিম সমাজের কাঠামো এরই ভিত্তিতে গড়ে তুলেছেন। সমাজ জীবনের বিভিন্ন কাজে নারীর অংশগ্রহণ এমনি ধরনের একটি কাঠামো। তাই দীন রক্ষার জন্য হিযরত করাকে তার জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন। এবং তার ও পুরুষের মাঝখানে কোনো অন্তরাল ছাড়াই নামাযের জন্য মসজিদে হাজির হওয়া, সাধারণ জামায়াতে শরীক হওয়া, রোগীর শুশ্রুষা করা, অবসর সময় কাটানো ও উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করা বিধিবদ্ধ করেছেন। তার জন্য হজ্জের অনুষ্ঠানাদী পালন করা এবং পুরুষদের সাথে ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ করার ব্যবস্থা করেছেন। তার জন্য পুরুষের সাথে সৎ কাজ করতে চাওয়া এবং অসৎ কাজের নিষেধ করার কর্মকান্ডে শরীক হওয়া এবং পুরুষদের সাথে একত্রে কাজ করার বিধান দিয়েছেন। তাছাড়া মুসলমানদের ইমামের কাছে তাদের বাই'আত গ্রহণ করারও বিধান দিয়েছেন।

ইতিপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদে এই সমস্ত এবং এ ছাড়া আরো অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কিত প্রমাণাদি উপস্থাপিত হয়েছে।

মোকাবেলা ও সংগ্রাম যতই কঠিন হোক না কেন, সে জন্য সবর করা মুসলমানদের জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীগণকে এ কথাই শিখিয়েছেন এবং এদিকেই উৎসাহিত করেছেন। এর পর বিপর্যয় যখন কাঠিন্য আকার ধারণ করেছে তাদের কেউ কেউ প্রবল সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। তারা ধৈর্য ধারণ করেছেন, সংগ্রাম থেকে পিছটান দিতে চেয়েছেন। ঠিক

www.pathagar.com

এমন সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো নপুংসক হবার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন এবং এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। একথা আগেই আলোচিত হয়েছে।

পুরুষ নারী নির্বিশেষে সকল মুসলমানই সংগ্রাম সাধনার মাধ্যমে বিপুল কল্যাণের অধিকারী হয়। জীবন ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের ভোগান্তির মাধ্যমেই এই পথ বিধৃত রয়েছে। এরই মাধ্যমে তার সংকল্প দৃঢ়তা লাভ করে এবং সে প্রবলভাবে বিপর্যয়ের মোকাবেলা করে পতন ও পরাজয় থেকে আত্মরক্ষা করে। জীবন ক্ষেত্রে এ বিপর্যয়ের ভোগান্তি ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম-সাধনা পূর্ণ করে দেয় জীবনের বিস্তৃত জ্ঞান ও তার প্রকৃতির গভীর অনুভূতিকে। মুসলমানদের ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় এটি বিশেষভাবে সাহায্য করে। সর্বোপরি এই সংগ্রামী মুসলিম এর মাধ্যমে লাভ করে দুটি পুরস্কার। একটি হচ্ছে সংগ্রাম সাধনার পুরস্কার এবং অন্যটি হচ্ছে সমাজ জীবনে নারীর অংশগ্রহণের ফলে লব্ধ সৎ ও কল্যাণকর লক্ষ্য অর্জন।

মুসলিমের বিবেককে গড়ে তোলাই

ফিত্‌না বিরোধী সংগ্রামের ভিত্তিমূল

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরোধীতা ও মোকাবেলার মধ্যে সংগ্রাম সাধনা করার পদ্ধতি প্রচলন করে গেছেন। ফিতনা নিরোধের জন্য এটাকেই উপযুক্ত পদ্ধতি বিবেচনা করেছেন। এর প্রথম ও বুনিয়াদী যে ভিতটি তিনি গড়ে তুলেছেন সেটি হচ্ছে মুসলিম পুরুষ ও নারীর বিবেককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তোলা। আল্লাহর কিতাব সাধারণত আয়াতগুলোর মাধ্যমে বিবেককে এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান করে। মুসলিমের জীবনের সমস্ত বিষয়ে সমগ্র কর্মপ্রবাহে এটিই মূল ভিত্তি। কেবলমাত্র নারীর সাক্ষাত ও তার দেখার ক্ষেত্রে নয়। এর পর আসে হাদীসের সাধারণ বর্ণনাগুলোর মধ্যদিয়ে নবীর সুন্নত। এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এটি বিস্তারিত আকারে আর একটি মৌলিক ভিত্তি সরবরাহ করেছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের সামনে আছে আল্লাহর বাণী ঃ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١١)

www.pathagar.com

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনেরা, যারা বিনয়-বিনম্র নামাযে, যারা অসার কর্মতৎপরতা থেকে বিরত থাকে,যারা যাকাত দানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে নিজেদের স্ত্রী বা অধিকারভূক্ত দাসীদের ছাড়া। এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। আর কেউ তাদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্গনকারী। আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আর যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান থাকে, তারাই হবে অধিকারী ফিরদাউসের, সেখানে তারা থাকবে স্থায়ীভাবে" (সূরা আলমুমেনূন ঃ ১-১১)

এরপর আমাদের ভাবতে হবে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর বাণী সম্পর্কে ঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ اللَّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

"সাত ধরনের লোকদেরকে আল্লাহ সেদিন তাঁর ছায়ায় স্থান দিবেন, সেদিন তার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না ঃ ইনসাফকারী শাসক, আল্লাহর ইবাদতের মধ্যেই যে যুবক বিকাশ লাভ করেছে, যে ব্যক্তির মন মসজিদে আটকে আছে, যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালবাসে এবং তাদের একত্র ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভিত্তিও এটিই, যে ব্যক্তিকে আহবান করে একজন সুন্দরী ও মর্যাদাবান মহিলা (খারাপ কাজ করার উদ্দেশ্যে) এবং তার জবাবে সে বলে ঃ আমি আল্লাহকে ভয় করি, যে ব্যক্তি দান করে এবং এমনভাবে গোপনে দান করে যে তার বাম হাত জানতে পারেনা ডান হাত কি দান করেছে এবং যে ব্যক্তি একান্তে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার দু'চোখ অশ্রুতে ভরে যায়"। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৫,৭৬]

মুসলিমের বিবেককে সাহায্যকারী কর্মদ্যোগসমূহ

মুসলমানদের বিবেককে সাহায্যকারী এবং তার মধ্যে আল্লাহর ভীতি সঞ্চয়কারী যে তিনটি কর্মউদ্যোগ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিধিবদ্ধ করেছেন সেগুলো এখানে উল্লেখ করছি ঃ

ক. শীঘ্র বিবাহ করা বা রোযা রাখা ঃ

১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কিছু গঠনমূলক কার্যকর পদ্ধতি প্রচলন করেছেন, যার ফলে মুসলিম নারী ও পুরুষের বিপর্যয়ের ভোগান্তি লাঘব হয়।

www.pathagar.com

এর একটি হচ্ছে শীঘ্র বিবাহ করা। আর যদি বিয়ের সুযোগ না হয়,রোযা রাখা যার মাধ্যমে যৌন কামনার প্রাবল্য কমানো যায়। বিয়ে বা রোযার সাথে কষ্টকর অপদমন ব্যবস্থা থাকেনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন ঃ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"হে যুবকগণ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তার বিয়ে করে নেয়া উচিত। কারণ বিয়ে দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হিফাজত করে। আর যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তার রোযা রাখা উচিত। কারণ এর মাধ্যমে যৌন কামনা হ্রাস পায়।" (বুখারী ও মুসলিম)[৭৭]

এরপর আল্লাহ যখন বিয়ে করার সুযোগ করে দিবেন, তখন মুসলমানদের জন্য রাসূলে করীম (সঃ) তাঁর সাহাবাগণকে তাঁর কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে নিয়ম পদ্ধতি শিখিয়েছেন, সেই অনুযায়ী চলা অপরিহার্য হয়ে যায়। জাবের থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মহিলাকে দেখলেন। তারপর তিনি তাঁর স্ত্রী যয়নবের কাছে গেলেন। যয়নব তখন চামড়া পাকা করছিলেন। তিনি তার প্রয়োজন পূর্ণ করলেন এবং বের হয়ে সাহাবাগণের কাছে এসে বললেন ঃ মেয়েরা নিকটে আসে শয়তানের রূপ নিয়ে এবং ফিরে যায় শয়তানের রূপ নিয়ে। কাজেই যখন তোমাদের কেউ কোনো মেয়েকে দেখে, তখন তার উচিত তার স্ত্রীর কাছে চলে যাওয়া। কারণ এতে তার মনের মধ্যে সৃষ্ট অবস্থা দূরীভূত হয়। (মুসলিম)[৭৮]

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ কারণ সেই মহিলার কাছে যা আছে তার স্ত্রীর কাছেও তাই আছে।[৭৯]

খ. নারী-পুরুষের সাক্ষাতের উন্নততর নীতিমালা

নারী পুরুষের সাক্ষাতের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উন্নত পর্যায়ের নীতিমালা প্রবর্তন করেছেন। এসব নীতি ফিতনা উৎসমূলকে নিয়ন্ত্রণ করে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন স্তরে রাখে এবং কোন ব্যক্তিকে অবিচল দৃঢ়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে সাহায্য করে। এ নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আমরা একটি পৃথক পরিচ্ছেদের অবতারণা করেছি। (সেটি হচ্ছে ঃ তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

গ. মুসলিম সমাজের তত্ত্বাবধান

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামি সমাজে মুসলমানদের জবাবদিহিতার পদ্ধতি প্রচলন করেছেন। এ জবাবদিহিতার জন্য সমাজকে সার্বক্ষণিক সতর্ক থাকার প্রতি উৎসাহিত করেছেন ঃ

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

"মুমিন পুরুষ ও নারীরা একজন অন্যজনের সহযোগী বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (তাওবা ঃ ৭১)

আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

"তোমাদের কেউ কোনো অন্যায় কাজ দেখলে শক্তি প্রয়োগ করে তা দমন করা উচিত। যদি তার শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মৌখিকভাবে তার পরিবর্তনের চেষ্টা করা উচিত। আর যদি মৌখিকভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের সামর্থ্য না রাখে, তাহলে হৃদয়ে তার অন্যায়বোধ সহকারে তাকে পরিবর্তন করার ফিকর জাগ্রত রাখা উচিত। আর এটি হচ্ছে ইমানের দুর্বলতম রূপ।" (মুসলিম)[৮০]

এভাবে মুসলিম সমাজ চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে একটি সজাগ ও সচেতন সমাজদেহে পরিণত হয়। সেখানে ন্যায়, সুকৃতি ও কল্যাণ প্রশংসিত হয় এবং অন্যায়, দুষ্কৃতি ও অকল্যাণ হয় নিন্দিত। অন্যদিকে গাফেল সতর্ক হয় এবং মূর্খ ও অজ্ঞ সঠিক জ্ঞান লাভ করে। এভাবে যখন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিবেক দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নারী-পুরুষের সাক্ষাতের নিয়মাবলী প্রয়োগে গাফিলতি দেখায়, তখন দুষ্কৃতিকে অনুৎসাহিত করা, রক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করা এবং নিরাপত্তার শৃংখল গলায় পরে নেবার মাধ্যমে সামাজিক তত্তাবধান স্থায়ীত্বলাভ করে।

সচেতন সামাজিক তত্তাবধানের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সামাজিক কর্মকান্ডে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ভূমিকা এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের ভূমিকা।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ফযল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে সওয়ারীতে বসা ছিলেন। খাস্আম গোত্রের একটি মহিলা সেখানে এলো। ফযল তাকে দেখতে লাগলেন এবং মহিলাও তাকে দেখতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযলের মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে দিতে লাগলেন... (বুখারী)[৮১]

www.pathagar.com

খাওরাত ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ...আমি বের হলাম আমার ঘর থেকে। দেখলাম কয়েকটি মেয়ে কথা বলছে। তাদের সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করলো। আমি ফিরে এলাম। আমার সবচেয়ে মূল্যবান পোষাকের থলেটি খুললাম এবং সেখান থেকে একটি মূল্যবান পোষাক বের করলাম এবং তা পরে নিলাম। তারপর বাইরে এসে তাদের সাথে বসলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে এলেন এবং বললেন ঃ হে আবু আব্দুল্লাহ! তাঁকে দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং আমার সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার একটি উট অবাধ্য হয়ে পালিয়েছে। আমি সেটির জন্য একগোছা রশি তালাশ করছি। তিনি চলে গেলেন। ...এরপর সফরে আমাকে দেখলেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ আসসালামু আলাইকুম, হে আবু আব্দুল্লাহ! তোমার সে অবাধ্য পলাতক উটের খবর কি? ...আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম! আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কছে অবশ্যই ওযর পেশ করবো। আমি বললাম ঃ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তার কসম করে বলছি, ইসলাম গ্রহণ করার পর সে উট কখনো পালায়নি। জবাব দিলেন। আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। তিনি তিনবার একথা বললেন ঃ তার যা ঘটেছিল, তার আর পুনরাবৃত্তি করেননি। (তাবরানী)[৮২]

উম্মে সালামাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবু সালামাহ যখন মারা গেলেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন। তখন আমি আমার চোখে লগিয়েছিলাম সুবুর (ক্যাকটাসের রস শুকিয়ে তা থেকে তৈরী করা এক প্রকার সুরমা)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ উম্মে সালামাহ! এটা কি? আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! এটা সুবুর, এতে কোনো সুগন্ধ নেই। জবাব দিলেন। এতো চেহারাকে ঔজ্জ্বল্য দান করে। কাজেই রাতের বেলা ছাড়া কখনো এটা লাগাবে না। (নাসায়ী)[৮৩]

সুবাইয়া বিনতে হারেছ থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন তখন সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী। সাদ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারপর তিনি বিদায় হজ্জের সময় মারা যান। তখন সুবাইয়া ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান জন্মের পর তিনি আর বিলম্ব না করে নিফাসের মেয়াদ পার হওয়া মাত্র বিয়ের পয়গাম গ্রহণের জন্য সাজ-গোছ করলেন। আব্দুদ দার গোত্রের আবু সানাবেল ইবনে বা'কাক তাঁর কাছে গিয়ে বললেন ঃ মনে হচ্ছে তুমি সাজ-গোছ করেছো বিয়ের পয়গাম নেবার জন্য। তুমি বিয়ে করতে চাও? তবে আল্লাহর কসম! তোমার চার মাস দশদিন পূর্ণ না হয়ে গেলে তুমি বিয়ে করতে পারো না।... (বুখারী ও মুসলিম)[৮৪]

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি একটি মেয়েকে দেখলেন খোশবু লাগিয়ে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। তিনি বললেন ঃ হে অহংকারীর বাঁদী! কোথায় যাচ্ছো? জবাব দিল ঃ মসজিদে। আবু হুরাইরা বললেন ঃ আর সে জন্যই কি তুমি খোশবু লাগিয়েছ? জবাব দিলেন ঃ হাঁ। বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে

www.pathagar.com

শুনেছি ঃ খোশবু লাগিয়ে যে মেয়ে মসজিদে যাবে গোসল না করা পর্যন্ত তার নামায গৃহীত হবে না। (ইবনে মাজাহ)[৮৫]

সংগ্রাম সাধনার গুরুত্বের দিকে ফিরে আসা

কোনো কোনো সাহাবার মধ্যে পুরুষত্বহীনতার ক্রোড়ে আশ্রয় নেবার যে প্রবণতা জেগেছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফিতনা ও সংগ্রামের মুখোমুখি হওয়া থেকে পালিয়ে যাওয়া বলে বিবেচনা করেছেন। নারীর চেহারা উন্মুক্ত রাখা এবং সকল বৈধ ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে তার সাক্ষাত নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা ঠিক তেমনি জীবন সংগ্রাম ও ফিতনা থেকে পালিয়ে যাওয়ার নামান্তর হবে। এই পলায়নের ফলে স্বাভাবিক ভাবে বহু কল্যাণ ও সুকৃতির বিনাশ ঘটবে। পলায়নপর ব্যক্তিত্বের মধ্যে দেখা দিবে অস্থিরতা ও দুর্বলতা। সংগ্রামমুখী হবার ফলে স্বাভাবিকভাবে যেমন বহু কল্যাণ ও সুকৃতির বিনাশ ঘটবে, ঠিক তেমনি ব্যক্তির মধ্যে সংগ্রাম করার দৃঢ়তাও খতম হয়ে যাবে।

কোনো কোনো সুফীর মধ্যে দেখা যায় ফিতনার আশংকায় জীবনের বহু বৈধ কর্ম থেকে পালিয়ে যাবার প্রবণতা। এটাকে তাঁরা নফসের সাথে এক ধরনের মুজাহিদা বা জিহাদ বলে থাকেন। কিন্তু এটা অযথা ও অর্থহীন সংগ্রাম-সাধনা ছাড়া আর কিছুই নয়।এ কারণে এর ফল ভালো হয়না। বিভিন্ন প্রচলিত বৈধ ক্ষেত্রে অবস্থান করে যে সংগ্রাম-সাধনা করা হয় তা আসলে ভারসাম্য ও সমতাপূর্ণ মুজাহাদা বা সংগ্রাম-সাধনা হিসেবে চিহ্নিত এবং তার ফলে সুকৃতি ও কল্যাণ অর্জিত হয়।

সংগ্রাম-সাধনার এই বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুধাবন করে আমরা রসূলের সুন্নতে নারী ফিতনার ক্ষেত্রে একে যে পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে, তার কিছু উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি ঃ

প্রথম পর্যায় (সর্বোচ্চ) ঃ যে ব্যক্তি প্রবল ফিতনার মুখোমুখী হবে, তাকে সংযম প্রদর্শন করতে হবে। তিনি বলবেন ঃ (إني أخاف الله) আমি আল্লাহকে ভয় করি

এ ব্যাপারে যেসব লোকের উদাহরণ পেশ করা হয় হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম তাদের মধ্যে সর্বোত্তম। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٢٣)

"সে যে মেয়েটির গৃহে ছিল সে তার কাছ থেকে অসৎ কামনা করলো এবং দরোজা গুলো বন্ধ করে দিয়ে বললো ঃ এসো। সে বলল ঃ আমি আল্লাহকে স্বরণ করছি তিনি আমার পরম প্রভু, তিনি আমাকে সম্মান জনক ভাবে থাকতে দিয়েছেন, সীমালংঘনকারী সফল হয় না।" (সূরা ইউসূফ ঃ ২৩)

www.pathagar.com

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবেনা, সেদিন আল্লাহ সাত শ্রেণীর লোকদের ছায়াদান করবেন। ...এবং এমন একজন লোক যাকে (অসৎ কাজ করার জন্য) আহবান জানাচ্ছে একটি মর্যাবান ও সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু তিনি জবাব দিবেন আমি আল্লাহকে ভয় করি। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৬]

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ যে ব্যক্তি কোন নারীকে দেখে খুব মুগ্ধ হয়ে যাবে এবং তার কামনা তার উপর প্রাধান্য লাভ করবে, সে তার স্ত্রীর কাছে চলে যাবে

জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি "কোনো মেয়ের সৌন্দর্য যখন তোমাদের কাউকে মুগ্ধ করে দেবে এবং সে নিজের মনের মধ্যে কিছু পোষণ করবে তখন সে তার নিজের স্ত্রীর কাছে যাবে এবং তার সাথে মিলিত হবে। কারণ তার চাহিদা একমাত্র সেই-ই পূরণ করতে পারে" (মুসলিম)[৮৭]

তৃতীয় পর্যায় ঃ যে ব্যক্তি এক নযর দেখে তার দিকে তাকিয়েই থাকে, তারপর সে নিজের ভুল বুঝতে পারে অথবা তার ভুল ধরিয়ে দেয়া হয়

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তারপর খাসআম গোত্রের একটি মেয়ে এলো। ফযল তার দিকে তাকিয়ে রইল। সেও ফযলকে দেখতে লাগলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযলের মুখ ঘুরিয়ে দিতে থাকলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৮৮]

চতুর্থ পযায় ঃ যে ব্যক্তি ছোট খাট গুনাহ করার চেষ্টা করে তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসে এবং কাফ্ফারা দেবার চেষ্টা করে ঃ

ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি (আবেগ তাড়িত হয়ে) একটি মেয়েকে চুমা খায়, তারপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে একথা বলে। এরপর এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয় ঃ

أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

"আর নামায কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে। অবশ্যই ভালো কাজ মন্দ কাজকে খতম করে দেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)[৮৯]

পঞ্চম পর্যায় ঃ যে ব্যক্তি যিনার পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে এবং ঠিক সুযোগের মুহূর্তে ভুল স্মরণ করে ফিরে আসে আল্লাহর ভয়ে

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শনেছি ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্য থেকে তিন ব্যক্তি সফর করছিল। এমন সময় রাত হয়ে গেল এবং রাত কাটানোর জন্য তারা একটি

www.pathagar.com

পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। তারা যখন গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো তখন পাহাড়ের গাত্র থেকে একটি পাথরের খণ্ড গড়িয়ে এসে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তাদের একজন বললো ঃ যদি তোমরা আল্লাহর কাছে তোমাদের সর্বোত্তম কাজের বরাত দিয়ে দোয়া না করো তাহলে এই পাথর থেকে আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। ...তারপর অপরজন বলতে লাগলো ঃ হে আল্লাহ, আমার চাচার একটি মেয়ে ছিল। মানুষের মধ্যে সে ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমি তাকে নিজের জন্য করে নিতে চাইলাম। কিন্তু সে আমার কাছে আসতে নিবৃত্ত রইল। এ সময় এক বছর সে দুর্ভিক্ষ তাড়িত হয়ে আমার কাছে এলো। আমি তাকে একশত বিশ দিনার দিলাম এই শর্তে যে নিরিবিলিতে সে আমার সাথে মিলবে। সে ঠিক তাই করলো। এমন কি আমি তার উপর যখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করলাম, তখন সে বললো ঃ অধিকার ছাড়া এই মোহর ভেঙ্গে ফেলা তোমার জন্য জায়েয নয়। একথা শুনে আমি আমার নিজের অসৎ সংকল্প থেকে বিরত থাকলাম এবং তার কাছ থেকে চলে গেলাম। অথচ সে ছিল মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয়। তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম তাও তার থেকে ফেরত নিলাম না। হে আল্লাহ, যদি আমি এ কাজ করে থাকি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য, তাহলে তুমি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো। ফলে পাথর আরো একটু সরে গেলো। (বুখারী ও মুসলিম)[৯০]

ষষ্ঠ পর্যায় ঃ যে ব্যক্তি যিনা করলো তারপর তওবা করলো এবং শাস্তি গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে এলো

আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ গামেদিয়াহ, এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল, আমি যিনা করেছি আমাকে পবিত্র করুন...। (মুসলিম)[৯০]

সপ্তম পর্যায় ঃ যে ব্যক্তি যিনা করে তওবা করলো এবং আল্লাহ তার এ অপরাধ গোপন করে রাখলেন

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি (তার নাম ছিল মায়েজ ইবনে মালেক) আবু বকর সিদ্দিকের (রা) কাছে এলো। সে তাঁকে বললো ঃ এই নালায়েক (নিজেকে আঙ্গুলী নির্দেশ করে) যিনা করেছে। আবু বকর (রা) তাকে বললেনঃ তুমি কি একথাটি আমাকে ছাড়া আর অন্য কাওকে বলেছো? সে বললো ঃ না। আবুবকর (রা) তাকে বললেন ঃ তাহলে তুমি তওবা করো এবং আল্লাহর পর্দার মধ্যে লুকিয়ে থাকো। কারণ আল্লাহ তার বান্দাদের তওবা কবুল করেন। (মুয়াত্তা ইবনে মালেক)[৯২]

তাবারীর তাফসীরে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমরের (রা) কাছে এসে বললো ঃ জাহেলী যুগে একটি মেয়েকে জ্যান্ত কবর দেয়া হয়েছিল। মারা যাবার আগে আমি তাকে উদ্ধার করে এনে ছিলাম। তারপর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। সে যখন ইসলাম গ্রহণ করলো

www.pathagar.com

তখন সে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রেখা লংঘন করে শাস্তিযোগ্য হলো। সে ছুরির সাহায্যে আত্মহত্যার উদ্যোগ নিল। আমি ধরে ফেললাম। ততক্ষণে সে গলার কয়েকটি রগ কেটে ফেলেছিল। আমি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম। সে সেরে উঠলো। তারপর সে খালেস দিলে তওবা করলো। হে আমিরুল মুমেনীন! সে এখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছে। তার অবস্থা কি আমি আপনাকে বলবো? উমর (রা) বললেন ঃ তুমি কি তার সম্পর্কে প্রকাশ করতে চাও? আল্লাহর কসম, যদি তুমি এ ব্যাপারটি একটি লোককেও জানাও তাহলে আমি তোমাকে এমন শাস্তি দেব যা গোটা অঞ্চলের মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বরং তুমি তাকে একটি পাক পবিত্র মেয়ে হিসেবে বিয়ে দিয়ে দাও।[৯৩]

অষ্ঠম পর্যায় ঃ যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে অপহরণ করে যিনা করে, তারপর পশ্চাদ্ধার করার ফলে গা ঢাকা দেয়। এরপর হঠাৎ মর্যাদাবোধ জাগ্রত হবার পর তার অপরাধে ধৃত ব্যক্তিকে বাঁচাবার জন্য নিজের দোষ স্বীকার করে।

ওয়ায়েলুল কিন্দি থেকে বর্ণিত। ভোরের অন্ধকারে এক ব্যক্তি এক মহিলার উপর চড়াও হলো। মহিলাটি যাচ্ছিল মসজিদের দিকে। সে দিক দিয়ে পথ অতিক্রমকারী এক ব্যক্তির কাছে মহিলাটি সাহায্য চাইল। এতে প্রথম ব্যক্তি পালিয়ে গেল। তারপর একটি বড় দল সেখান দিয়ে যেতে লাগলো। মহিলাটি তাদের কাছে সাহায্য চাইলো। মহিলাটি ইতিপূর্বে যে লোকটির কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়েছিল তারা তাকে পাকড়াও করলো এবং অন্যজন তাদেরকে এড়িয়ে গেলো। তারা ধৃত ব্যক্তিকে টেনে মহিলার কাছে আনলো। সে বললো ঃ আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম এবং আসল অপরাধী পালিয়ে গিয়েছে। তারা তাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আনলো। তাকে জানানো হলো, এ ব্যক্তিটি মহিলার উপর চড়াও হয়েছে এবং লোকগুলো জানালো, তারা তাকে ক্রধোন্মত্ত অবস্থায় পেয়েছে। লোকটি বললো ঃ আমি তার উপর যে লোকটি চড়াও হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করেছিলাম এবং তারপর এ লোকগুলো আমাকে ধরে এনেছে। মহিলাটি বললো ঃ সে মিথ্যা বলেছে। সে-ই আমার উপর চড়াও হয়েছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ اذهبوا به فارجموه "তাকে নিয়ে যাও এবং তাকে রজম করো"। জনতার ভেতর থেকে এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বললোঃ তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করবেন না, আমাকে হত্যা করুন। আমিই সেই খারাপ কাজটি করেছিলাম। এখন আমি আমার কৃত অপরাধ স্বীকার করছি। তখন তিনজন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এক সাথে উপস্থিত। তাদের একজন যে মহিলাটির উপর চড়াও হয়েছিল,দ্বিতীয় জন ছিল যে মহিলাটিকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিল এবং তৃতীয় জন ছিল মহিলাটি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাটিকে বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে মাফ করেছেন। সাহায্যকারী ব্যক্তিটিকে ভালো কথা শুনিয়ে দিলেন। উমর (রা) বললেন ঃ যে ব্যাক্তিটি যিনা স্বীকার

www.pathagar.com

করেছে তাকে রজম করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ না, কারণ সে আল্লাহর কাছে তওবা করেছে।

রাবী বলেন ঃ আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন ঃ সে আল্লাহর কাছে এমন তওবা করেছে, যদি মদীনাবাসীরা তা করতো তা হলে তা কবুল হয়ে যেতো। (মুসনাদে আহমাদ ঃ)[৯৪]

নবম পর্যায় ঃ শয়তান বিপথে নিয়ে যাওয়ার কারণে যিনা যার পেশায় পরিণত হয় এবং সে গাফেল হয়ে পড়ে। কিন্তু তার মনে কখনো আল্লাহর রহমতের অংশ অক্ষুণ্ন থাকলে তা মাগফিরাতের কারণে পরিণত হয়।

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ একটি কুকুর একটি কূয়ার চারদিকে চক্রাকারে ঘুরছিল প্রচন্ড পিপসায় যেন তার প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছিল। বনী ঈসরাঈলের এক ব্যভিচারিনী মহিলা এটি দেখতে পেল। সে নিজের চামড়ার মোজা খুলে তা দিয়ে কূয়ার মধ্য থেকে পানি তুলে কুকুরটিকে পানি পান করালো। (অন্য হাদীসে[৯৫] বলা হয়েছে, সে নিজের মোজা খুলে উড়নার সাথে বেঁধে কুয়ার মধ্যে নামিয়ে দিল এবং তা দিয়ে পানি তুলে কুকুরটিকে পানি পান করালো) এ কাজটির কারণে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৯৬]

তওবা আল্লাহর মাগফিরাত লাভের মাধ্যম হলেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বহু মাধ্যম বর্ণনা করেছেন। যেগুলোর সাহায্যে বান্দা আল্লাহর কাছ থেকে তার গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারে। এ গুলোর মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে ঃ

উযু ঃ মুসলিম বা মুমিন যখন অযু করে, তার মুখমন্ডল ধূয়ে ফেলে তখন সে দৃষ্টির মাধ্যমে যে গুনাহ করেছে পানি বা পানির শেষ বিন্দুর মাধ্যমে তা ধূয়ে যায়। (মুসলিম)[৯৭]

নামায ঃ তোমরা কি মনে করো, তোমাদের কারোর গৃহের সামনে যদি একটি নদী থাকে এবং সে প্রতিদিন সে নদীতে পাচঁবার গোসল করে,তাহলে তার গায়ে কোনো ময়লা থাকতে পারে? লোকেরা বললো ঃ না, তার গায়ে কোনো ময়লা থাকতে পারে না। তিনি বললেন ঃ পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের ব্যাপারেও এই একই কথা। তার মাধ্যমে আল্লাহ তার সমস্ত পাপ মাফ করে দেন। (বুখারী)[৯৮]

রোযা ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তার প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্টি সহকারে রোযা রাখে আল্লাহ তার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। (বুখারী)[৯৯]

দান এবং সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ ঃ মানুষের ফিতনা বা পরীক্ষা হয় তার পরিবার, সন্তান ও প্রতিবেশীর মাধ্যমে। নামায, দান-খায়রাত এবং লোকদের ভালো কাজের আদেশ করা এবং খারাপ কাজ হতে নিষেধ করা এর কাফ্ফারায় পরিণত হয়। (বুখারী)[১০০]

www.pathagar.com

পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা ঃ এক ব্যক্তি পথ দিয়ে কোথাও হেটে যাচ্ছিল। সে পথের উপর একটি কাঁটা যুক্ত গাছ দেখতে পেলো। সেটিকে সে পথের উপর থেকে সরিয়ে দিল। এজন্য আল্লাহ তার প্রতি সদয় হলেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[১০২]

বিপথ-আপদ ঃ মুসলমান যখনই কোনো পেরেশানী, রোগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট, শোক পীড়িত হয়, এমনকি তার গায়ে যদি কোনো কাঁটাও বিধে, তাহলে আল্লাহ তাকে তার গুনাহের কাফফারায় পরিণত করেন। এ ক্ষেত্রে কোনো বিভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য বলতে চাই, বর্ণিত হাদীসগুলো মাগফিরাতের উপর যে গুরুত্ব দিয়েছে। তার ফলে কেউ কেউ হয়তো গুনাহকে সহজভাবে নিতে পারেন এ আশংকা আছে। কিন্তু আমরা জোর দিয়ে বলবো আল্লাহর দ্বীন শক্তিশালী এবং তার সমগ্র বিধান মিলে একটি একক। আমরা যেখানে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত ভিত্তিক বিপুল সংখ্যক নির্দেশ উপস্থাপন করেছি, সেখানে তার মোকাবেলায় আল্লাহর আযাব, শাস্তি ও ক্রোধ সম্পর্কিতও বহু বিধান রয়েছে। এর কয়েকটি এখানে পেশ করছি।

যেমন ঃ আল্লাহ বলেন ঃ

واتقوا الله إن الله شديد العقاب

"আর আল্লাহকে ভয় করো, অবশ্যই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা" (মায়েদা ঃ ০২)

وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"তিনি যে সব কাজ করতে তোমাদের নিষেধ করেছেন তা করো না। আর আল্লাহকে ভয় করো, অবশ্যই আল্লাহ কঠোর শস্তিদাতা" (সূরা আল হাশর ঃ ০৭)

و من عاد فينتقم الله منه و الله عزيز ذو انتقام

"কেউ তা পূনরায় করলে আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন। এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী ও শাস্তি দাতা"। (আলমায়েদা ঃ ৯৫)

এভাবে আল্লাহর আযাবের ভয় এবং তার রহতের আশা সম্পর্কে সচেতনতার ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। এমনকি আল্লাহ যেমন : الغفور الرحيم

"পরম ক্ষমাশীল করুণাময়, তেমনি অন্যদিকে আবার তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও"

আল্লাহ বলেন ঃ

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٤٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (٥٠)

"আমার বান্দাদের কে জানিয়ে দাও আমি পরম ক্ষমাশীল করুণাময় এবং আমার শাস্তিও অত্যন্ত যন্তণাদায়ক" (আল হিজর ঃ ৪৯-৫০)

www.pathagar.com

যা হোক রহমত ও মাগফিরাতের আয়াতগুলোর গভীর তত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে কুরআনের চিরন্তন আহবান যা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াকে অস্বীকার করে। কারণ পাপী যখন নিরাশ হয়ে যায়, তখন তার পাপ ও দুস্কৃতির দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ দেখে না। তখন শয়তান তার উপর চড়াও হয়ে যায়।

আল্লাহ বলেন :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣)

"বলো, হে আমার বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, অবশ্যই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (সূরা যুমার ঃ ৫৩)

বিপর্যয়ের পথরোধের জন্য শরীয়তের ভারসাম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পথ-নির্দেশিকা

বিপর্যয়ের পথরোধের ক্ষেত্রে ভারসাম্য এবং সহজীকরণের গুরুত্ব নির্দেশ

শরীয়তের নীতিগুলোর মধ্যে সহজীকরণ একটি শক্তিশালী নীতি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান এবং যা কঠিন ও ক্লেশকর তা চান না।" (আল বাকারাহঃ ১৮৫)

এবং তিনি আরো বলেন ঃ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

"এবং তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনো প্রকার কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত।" (আল হাজ্জঃ ৭৮)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ يسروا و لا تعسروا

"সহজ করো এবং কঠিন করো না।" [১০২ক]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখনই দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তখনই তিনি অপেক্ষাকৃত সহজটি গ্রহণ করেছেন।" [১০২খ]

www.pathagar.com

ফিকহী নিয়মে বলা হয় ঃ কাঠিন্য সহজতাকে টেনে আনে। মুবাহ তথা বৈধতার সীমারেখা যখন মানুষের সকল বিষয়ে সহজতাকে নিশ্চিত করে, তখন কাঠিন্যের সীমারেখা তার সকল বিষয়কে সংকীর্ণ করে দেয়। আর শরীয়ত নির্ধারিত পথ যেভাবে বিকশিত হয়েছে তাতে দেখা যায়, বিপর্যয়ের পথরোধের ক্ষেত্রে ভারসাম্য স্থাপন মুবাহের সীমারেখার মধ্যে তার বৃদ্ধি ও প্রসারণকে সংরক্ষণ করে এবং ব্যতিক্রমী অবস্থাগুলো ছাড়া কখনো তাকে সংকীর্ণ করে না। এভাবেই আল্লাহ যে সব কাজকে সহজ করে দিয়েছেন, তা ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করলে কাঠিন্যের ক্ষেত্রে প্রচন্ডতা সৃষ্টি হয় এবং মহা বিজ্ঞানময় শরীয়ত প্রণেতা যে বিপুল মুবাহের স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেগুলোর বহুল পরিমাণ হারাম হয়ে যায়।

পথরোধের ক্ষেত্রে ভারসাম্য এবং মুসলিমের পাপবিমুখতার ক্ষেত্রে মূলের দিকে তার পথ-নির্দেশ

মুসলিমের পাপবিমুখ প্রবৃত্তি তার প্রকৃতির দৃঢ়তারই ধারক। এই দৃঢ়তার ফলে শরয়ী হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে মুমিনরা বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করে। আল্লাহ বলেনঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦)

"আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে, তারপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি- কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ; এদের জন্যই তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।' (আত্তীনঃ ৪-৬)

আল্লাহ আরো বলেনঃ

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (٢١) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢)

"মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অত্যন্ত অস্থিরচিত্তরূপে। যখন বিপথ তাকে স্পর্শ করে, সে হয় হাহুতাশকারী। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে হয় অতি কৃপণ, তবে নামায আদায়কারী ছাড়া।" (আল-মা'আরিজঃ ১৯-২২)

কাজেই নামাযী মুমিনরা সুন্দরতম গঠনাকৃতি ও দৃঢ়তার অধিকারী। তারা শরীয়ত প্রণেতার বিধি-নিষেধের বিশ্বস্ত অনুসারী এবং যথার্থই আল্লাহকে ভয় করে। এরই মধ্যে নামাযীদের দৃঢ়তা ও পাপ বিমুখ প্রবৃত্তির জন্য মহাবিজ্ঞ শরীয়ত প্রণেতার হিসাব নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও তা মাঝে মধ্যে দুর্বল মুহূর্ত সৃষ্টি করবে না তা নয়, তবু তা সমাজ জীবনের বহু কাজে নারীর অংশ গ্রহণের স্বীকৃতি দেয়। এই স্বীকৃতি যেমন

www.pathagar.com

জিহাদের ক্ষেত্রে- তা পিপাসার্তকে পানি পান, আহতের চিকিৎসা বা রোগীর স্থানান্ত রকরণ যাই হোক না কেন, এসব কাজ সাহচার্য দাবী করে এবং এর ফলে ফিতনার দরজা খুলে যায়।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে যায় শরীয়ত প্রণেতা তার পরিবারবর্গের কাছে তার ভাইয়ের প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতি দেন বরং এজন্য উৎসাহিত করেন। এ প্রসংগে যায়েদ ইবনে খালেদ রাদিল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ....আর যে ব্যক্তি কল্যাণাকাংখা নিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণকারী গাযীর (মুসলিমের বর্ণনা মতে তার পরিবার-পরিজনের) দেখাশুনা করে, সে যেন নিজেই জিহাদে শামিল হলো। (বুখারী ও মুসলিম)[১০৩]

আর এটা জানা যায় যে, এ প্রতিনিধিত্বের ফলে মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিকভাবেই এ প্রতিনিধির মেলামেশা হবে এবং স্বামীর এ অনুপস্থিতি দীর্ঘায়ীতও হতে পারে। এ অবস্থায় ফিতনার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এরপরও মহাবিজ্ঞ শরীয়ত প্রণেতা প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং একে উৎসাহিত করেছেন একদিকে মুসলমানের মধ্যে যে নির্ভরযোগ্যতা ও সৌজন্যবোধ আছে তাকে কাজে লাগাবার এবং অন্যদিকে নারীর প্রয়োজন পূরণকে নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে এর মধ্যে তৃতীয় একটি উদ্দেশ্যও নিহিত রয়েছে, সেটি হচ্ছে ইসলামি জমায়াতের আত্মিক অনুশীলন ও গঠন এবং তাদের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান। এ ধরনের অবস্থায় একদিকে যেমন মুসলিমের সৌজন্যের প্রতি নির্ভরযোগ্যতা বড় আকারে দেখা দেয়, তেমনি অন্যদিকে বিশ্বাসভংগের শাস্তিও হয় বৃহত্তর। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধরত মুসলিম মুজাহিদের পরিবারের সাথে অবিশ্বস্ততা ও এ অপরাধ বিস্তৃত করা এবং এর মারাত্মক শাস্তির বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ যারা জিহাদে না গিয়ে গৃহে অবস্থান করে, জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদের স্ত্রীদের মর্যাদা তাদের কাছে তাদের মায়েদের মতো। গৃহে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি যখন কোনো মুজাহিদের পরিবারে তার প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে সেখানে খেয়ানত করে, তখন কিয়ামতের দিন খেয়ানতকারী তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে এবং সে খেয়ানতকারীর আমল থেকে যে পরিমাণ ইচ্ছা গ্রহণ করবে। তোমরা কি জানো সে কি পরিমাণ গ্রহণ করবে? (মুসলিম)[১০৪]

কাজেই বিপর্যয়ের পথরোধ করার ক্ষেত্রে ভারসাম্য বলতে যখন মুসলিমের পাপবিমুখতার ওপর নির্ভরতা বুঝাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে এ পাপ বিমুখতাকে অস্বীকার করা, মুসলমান সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণ করা এবং একথা মনে করা যে, যে কোন মায়ের সাথে একজন মুসলমানের সাক্ষাত হবে সে যেন তার সাথে দুস্কৃতি করবেই, এটা

www.pathagar.com

বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। এক্ষেত্রে আল্লাহ আমাদের মুসলিম সমাজের ওপর নির্ভর করা এবং তার সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করার শিক্ষা দিচ্ছেন। হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا

"একথা শোনার পর মুমিন পুরুষ ও নারীরা নিজেরা সৎ ধারণা করেনি কেন...।" (আন-নূর ঃ ১২)

পথরোধের ক্ষেত্রে ভারসাম্য এবং মুবাহের ক্ষেত্রে তার ব্যবহার

শরীয়ত প্রণেতার ভারসাম্য, যেমন আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে, ফিতনার পথরোধের ক্ষেত্রে তা পরিস্কার ভাবে শরীয়ত নির্ধারিত মুবাহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কাজেই শরীয়ত কেবল ওয়াজিব ও হারামের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং ওয়াজিবগুলো পালন করা ও হারামগুলো থেকে দূরে থাকার সাথে সাথে মুবাহের সীমানার মধ্যেও সাধ্যমতো হুকুম পালন করে যাওয়া মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। এর ক্ষেত্র বিস্তৃত ও বিশাল। কাজেই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এই তিনটি ক্ষেত্রেরই সংরক্ষণ অপরিহার্য।

ওয়াজিবের সীমানার সমস্ত কাজই ইতিবাচক। আর ইতিবাচক কাজ কঠিন হলেও মানুষের ও তার জীবনের জন্য প্রত্যেকটিই নতুন হিসেবে প্রতিভাত হয়। ইতিবাচক চরিত্রের ফলে কখনো তা উদ্ভাবনের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কাজেই সমস্ত ওয়াজিবই মানুষের ও তার জীবনের জন্য লাভজনক ও কল্যাণকর। এ লাভ ও কল্যাণের হার নির্ভর করবে এক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি তার আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতার ওপর। কিন্তু মানুষের মধ্যে যেহেতু শক্তিশালীও আছে, দুর্বলও আছে, তাই আল্লাহ বলেনঃ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ কোন ব্যক্তির ওপর তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশী বোঝা চাপিয়ে দেন না।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮৬)

অন্যদিকে হারামের সীমানায় সমস্ত কাজই ক্ষতিকর এবং জীবনকে বিপর্যস্ত করে। আল্লাহ বলেন ঃ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ "এবং তাদের জন্য সমস্ত অপবিত্র ও ক্ষতিকর জিনিস হারাম করে দেন।" (সূরা আরাফ ঃ ১৫৭)

এগুলো সীমিত সংখ্যক, হাতে গণনা করা যায় এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন ঃ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ "আল্লাহ যেগুলো হারাম করেছেন

www.pathagar.com

পৃথিবীতে সেগুলো হচ্ছে আল্লাহর প্রতিরোধ প্রাচীর।" অর্থাৎ আল্লাহর পৃথিবী যেখানে বিস্তৃত, সেখানে তাঁর পৃথিবীতে হারাম জিনিস হচ্ছে সংকীর্ণ ও সীমিত। অন্যদিকে ওয়াজিব কাজগুলো মানুষের জন্য লাভজনক ও কল্যাণকর এবং প্রতিদিন সেগুলোর মাধ্যমে মানুষ নতুনভাবে লাভবান হচ্ছে। এক্ষেত্রে হারাম কাজ থেকে দূরে থাকাও লাভজনক ও কল্যাণপ্রদ। ফলে তা তার জন্য স্থায়ী ও নুতন পবিত্রতাও বয়ে আনে।

মুবাহের সীমানায় সমস্ত কাজই পার্থিব জীবনে পবিত্রতার ধারক।

আল্লাহ বলেনঃ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ "এবং সমস্ত পবিত্র জিনিস তাদের জন্য হালাল করে দেন।" (আল-আরাফঃ ১৫৭)

কাজেই পবিত্র জিনিস সবই হালাল। এগুলো তাকে বিস্তৃততর ও প্রশস্ততর করে। আর পবিত্র বস্তুর ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের বিস্তৃত স্বাধীনতাকে সংকীর্ণ করা আমাদের উচিত নয়। তবে মাঝে-মধ্যে পবিত্র জিনিস যে অপবিত্রতার পর্যায়ে পড়ে, তা অবশ্যই বর্জনীয়। কাজেই বিয়ের মাধ্যমে যৌন উপভোগ পবিত্রতার পর্যায়ে পড়ে এবং যিনার মাধমে হয় পরস্ব হরণ করার কাজ। আংগুরের ও খেজুরের শরবত পবিত্র বস্তু। কিন্তু সেগুলোর তৈরি মদ অপবিত্র ও পুতিগন্ধ বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজের ও ব্যবসায়ের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি পবিত্রতার ধারক। কিন্তু সুদের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি জোর-যুলুম করে টাকা আদায়ের শামিল।

নীচে যে আয়াতগুলো উদ্ধৃত করা হচ্ছে, এগুলো সম্পর্কে আমাদের ভাবতে হবে। এর প্রত্যেকটিতে হালালকে হারাম করার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে ঃ

আল্লাহর পক্ষ থেকে হারামের সংখ্যা বৃদ্ধি করে যুলুমের শাস্তি দেয়া হয়েছে

আল্লাহ বলেনঃ

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

"এই লোকগুলো, যারা ইহুদী হয়ে গেছে, এদের এই সীমালংঘনের জন্য এবং আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেয়ার জন্য, আর এদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রহণ করার জন্য আমি এমন বহু পবিত্র জিনিস এদের জন্য হারাম করে দিয়েছি, যা পূর্বে এদের জন্য হালাল ছিল। আর এদের মধ্যে যারা কাফের, তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি মর্মন্তুদ শাস্তি।" (সূরা আন-নিসাঃ ১৬০-১৬১)

www.pathagar.com

হালালকে হারাম করতে আল্লাহর অস্বীকৃতি

আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٤٠)

"যারা নির্বুদ্ধিতার দরুণ ও অজ্ঞানতাবশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিককে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে নিষিদ্ধ গণ্য করে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎ পথপ্রাপ্তও নয়।" (সূরা আল-আন'আম ঃ ১৪০)

আল্লাহ বলেন,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣٢)

"বলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব সৌন্দর্যের বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে? বলো, পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য যারা ঈমান আনে। এভাবে আমি জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন বর্ণনা করি বিস্তারিত ভাবে।" (সূরা আল-আরাফ ঃ ৩২)

আল্লাহ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব পবিত্র বস্তু হালাল করে দিয়েছেন, সেগুলো তোমরা হারাম করো না এবং সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-মায়েদা ঃ ৮৭)

আল্লাহ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١)

www.pathagar.com

"হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তা তুমি নিষিদ্ধ করেছো কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছো? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (সূরা আত-তাহরীম ঃ ১)

হালালকে হারাম করা শিরকের নিদর্শন

আল্লাহ বলেন ঃ

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (١٤٨)

"যারা শিরক করেছে তারা বলবে, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা শিরক করতাম না এবং কোনো কিছুই নিষিদ্ধ করতাম না। এভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা প্রত্যাখ্যান করেছিল, অবশেষে তারা শাস্তি ভোগ করেছিল। বলো, তোমাদের কাছে কোনো যুক্তি আছে কি? থাকলে আমার কাছে তা পেশ করো; তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ করো এবং শুধু মিথ্যাই বলে থাকো।" (সূরা আল-আন'আম ঃ ১৪৮)

আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٣٥)

"মুশরিকরা বলবে ঃ 'আল্লাহ চাইলে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা তাঁর ছাড়া আর কারোর ইবাদত করতাম না এবং তাঁর আদেশ ছাড়া কোনো কিছু নিষিদ্ধ করতাম না।' তাদের পূর্ববর্তীরাও এমনটিই করতো। রসূলদের কর্তব্য তো কেবলমাত্র দ্ব্যর্থহীন ভাবে বাণী প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়।" (সূরা আন নাহল ঃ ৩৫)

আল্লাহ শরীয়তে হালালকে হারাম করা এবং হারামকে হালাল করা সীমালংঘন হিসেবে সমপর্যায়ভূক্ত করেছেন

আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (٥٩)

www.pathagar.com

"বলো, তোমরা কি ভাবে দেখেছো, আল্লাহ তোমাদের যে রিয্ক দিয়েছেন তোমরা তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছো? বলো, আল্লাহ কি তোমাদের এর অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো?" (সূরা ইউনুস ঃ ৫৯)

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦)

"তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না ঃ এটা হালাল এবং হারাম, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে, তারা সফলকাম হবে না।" (সূরা আন নাহল ঃ ১১৬)

হালালকে হারাম করার ফলে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়ত বিরাট বিপদের সম্মুখীন হয়। কারণ সেক্ষত্রে এ হারামের মধ্যে বিভিন্ন বাতিল দাবীর সমন্বয় ঘটে। যেমন আল্লাহর অধিক নৈকট্য ও ছওয়াব অর্জনের আকাংখা অথবা সন্দেহজনক জিনিস থেকে দূরে থাকা ও তাকওয়া অবলম্বন করার দাবী। কিংবা ফিতনার পথরোধ করা এবং তার থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করার দাবী। আর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ যা হালাল করে দিয়েছেন, তা বর্জন করে অধিক ছওয়াব অর্জন করার আকাংখাকে ভীষণভাবে অস্বীকার করেছেন। ইতিপূর্বে আমরা এ প্রসংগে তিনজন সাহাবী সম্পর্কিত একটি হাদীস আলোচনা করেছি। তাঁরা রসূলুল্লাহর (সঃ) ইবাদতকে কম মনে করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের এ ধারণা পুরোপুরি অস্বীকার করেন এবং বলেন ঃ فمن رغب عن سنتي فليس مني "যে ব্যক্তি আমার পদ্ধতি অনুসরণ করবে না সে আমার দলভূক্ত নয়।" অনুরূপভাবে তিনি লোকদের

তাকওয়া দাবী কঠোরভাবে অস্বীকার করে বলেন ঃ ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে)

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ

"লোকদের কি হয়েছে, আমি যা করি তা থেকে বিরত থাকে।"

এজন্যই শওকানী বলেন ঃ ليس في ترك الحلال ورع "হালাল জিনিস পরিত্যাগ করার মধ্যে কোনো তাকওয়া নেই।'[১০৫] অন্যদিকে কখনো কেউ কেউ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিম্নোক্ত হাদীসের ফলে বিভ্রান্তির শিকার হন ঃ

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ .....

www.pathagar.com

"হালাল সুস্পষ্ট ও হারাম সুস্পষ্ট এবং এ দুয়ের মাঝে আছে এমন সব জিনিস যেগুলো অন্যগুলোর সদৃশ এবং যেগুলোর হুকুম সুস্পষ্ট নয় (এবং মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে সন্দেহযুক্ত)। বহু লোক সেগুলো জানে না। কাজেই যে ব্যক্তি ঐ সন্দেহযুক্ত জিনিসগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করলো, সে যেন নিজের দীন ও ইযযত আব্রু রক্ষা করলো...।" (বুখারী ও মুসলিম)[১০৬]

অনেকে এ হাদীসটি থেকে বিভ্রান্ত হয়। ফলে তাদের সন্দেহযুক্ত জিনিসের সীমানা বেড়ে যায় এবং বিপুল সংখ্যক মুবাহকে তারা হজম করে ফেলে। এমনকি শেষ পর্যন্ত শরীয়তের সমগ্র চত্বর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।হাদীসে এ কথা বলা সত্বেও যে, "এদুয়ের মাঝে আছে এমন সব জিনিস যেগুলো অন্যগুলোর সদৃশ, বহুলোক সেগুলো জানে না" এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এসব সদৃশ বিষয়ের হুকুম অতি অল্প সংখ্যক লোকের কাছে সুস্পষ্ট এবং তাঁরা হচ্ছে উলামা। আর ঠিক একই সময় এই সদৃশ জিনিসগুলো অধিকাংশ লোককে যে কোন সময় সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়। সে সময় এ থেকে দূরে সরে থাকা তাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। যাতে তারা হুকুমটি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারে এবং তাদের সন্দেহ দূর করতে পারে। এ সময় সন্দেহযুক্ত জিনিসটি হালাল বা হারাম কোন একটির অন্তর্ভুক্ত হবে।

তৃতীয় দাবীটি অর্থাৎ বিপর্যয়ের পথরোধ ও ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার দাবী, এর মধ্যে আসল গলদটি হচ্ছে এই যে, বিপর্যয়ের পথরোধ করার জন্য উসূলবিদগণ সঠিক অর্থে যে নীতি নির্ধারণ করেছেন তার শর্তগুলো এখানে লংঘিত হয়েছে। উসূলবিদগণ মুবাহকে হারাম করার জন্য যে শর্ত আরোপ করেছিলেন তা ছিল এই যে, তাকে হতে হবে কোনো নিশ্চিত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অথবা এমন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী যার সম্ভাবনা একান্তই প্রবল। কিন্তু কেউ কেউ মুবাহকে এমন অবস্থায় হারাম করেন, যখন তার বিপর্যয় সৃষ্টির সম্ভাবনা বিরল পর্যায়ে অবস্থান করে। যেমন তাঁরা কিছু পূর্ব লক্ষণ অনুমান করে বিপর্যয় সৃষ্টিতে তার অংশ ও ভূমিকা পরিমাণ এবং কাজটি করলে কি ফল হবে এবং করা ও না করার মধ্যে কোনটিকে অগ্রাধিকার দিলে তার ফলই বা কি দাঁড়াবে, এসব কথা চিন্তা না করে ঢালাও ভাবে ধ্বংস, দুর্দশা ও বড় রকমের দূর্ঘটনা ঘটার ঘন্টা বাজান।

শরীয়ত প্রণেতা অবশ্যই মুবাহ বস্তুকে তার বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণ এবং তার হুকুম পরিবর্তন করে তাকে হারাম বা মাকরূহ করার হাত থেকে বাঁচাতে আগ্রহী। কারণ মুবাহকে রক্ষা করার ফলে আল্লাহ একদিক দিয়ে মানুষকে যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তা রক্ষিত হয়, আল্লাহর শরীয়ত কাঠিন্যমুক্ত হয় এবং অন্যদিকে জনগণ তার মধ্যে আকর্ষণ ও উৎসাহ অনুভব করে। আর এসবের মধ্যে মূল ভাবধারা হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য এবং আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে আহ্বান করা, যার ফলে মানুষ দলে দলে তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। বিপরীতপক্ষে হারাম করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি তথা আল্লাহ যা

www.pathagar.com

হালাল করেছেন তাকে হারাম করার মধ্যে একদিক দিয়ে মানুষের স্বাধীনতাকে শৃংখলিত করা হয় এবং অন্যদিকে আল্লাহর শরীয়তের বিকৃতি সাধন করা হয় এবং তার প্রতি মানুষের ভীতি ও বীতশ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলা হয়। আর এসবই আল্লাহর প্রতি আনুগত্যহীনতা এবং আল্লাহর দীনের পথ রুদ্ধ করার নামান্তর।

ইসলাম এসেছে আল্লাহর সত্য-সরল-সুপ্রতিষ্ঠিত দীনকে সীমালংঘনের অমর্যাদা থেকে রক্ষা করতে এবং যাতে সে মানুষের দমন ও পীড়নের হাতিয়ারে পরিণত না হয়, সে ব্যবস্থা করতে। এ অমর্যাদা সচেতন বুদ্ধিজীবীদেরকে দীন থেকে সরিয়ে দেয়। এ জন্য ইসলামি শরীয়ত হারামের শৃংখল অর্থাৎ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে পবিত্র জিনিসগুলোকে হারাম করা থেকে মানুষকে মুক্ত করার ভূমিকা পালন করেছে। কারণ এ ধরনের হারাম করার কাজ আসলে আল্লাহর রহমতের দিকে মানুষের আসার পথ বন্ধ করে দেয় এবং তাদেরকে ভাগ্য গণনাকারীদের হাতে ছেড়ে দেয়ার শামিল। ভাগ্য গণনাকারীরা জ্ঞান ও দীনের আলখেল্লা পরে নানান বাহানাবাজি করে এ শংখলগুলোর কোন কোনটি থেকে মুক্তি দিয়ে তাদেরকে একটু হালকা করার আশা পোষণ করে।

এ সমস্ত আলোচনার সার কথা হচ্ছে ঃ হালালকে হারাম করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা আসলে একটি শয়তানী বাহানাবাজি। এটি একটি অতি প্রাচীন পাপ ও গোমরাহীর পথ। অন্যদিকে বাড়াবাড়ি থেকে দূরে সরে থাকা এবং মুবাহকে হারাম করা থেকে রক্ষা করাই সরল, সঠিক ও আল্লাহর আনুগত্যের পথ। এ কারণে শরীয়ত সর্বান্তকরণে মুবাহকে কর্তব্য করণীয়ের আওতায় রাখতে চায়। নিচে আমরা এর অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো বর্ণনা করছি ঃ

প্রথম কর্তব্য ঃ মুসলিমের বিশ্বাস হচ্ছে শরীয়তকে মুবাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা

আল্লাহ বলেন ঃ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ "আর তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে।" (সূরা আল-আরাফ ঃ ১৫৭)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه

"আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেগুলো হালাল ঘোষণা করেছেন, সেগুলোই হালাল এবং আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেগুলো হারাম ঘোষণা করেছেন, সেগুলোই হারাম। আর যেটির ব্যাপারে তিনি নীরব থেকেছেন, সেটি তিনি মাফ করে দিয়েছেন।"[১০৭]

শরীয়ত প্রণেতা যেহেতু মুবাহকে অনুমোদন করেছেন, সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে উসূলে ফিকহের কোন কোন আলেম মুবাহকে শরীয়ত আরোপিত একটি করণীয় বলে বিবেচনা করেছেন।

www.pathagar.com

অধ্যাপক আবু ইসহাক আসকারাইনী মুবাহকে কর্তব্য হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ এ মুবাহ হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাস করাই ওয়াজিব।[১০৮] অন্যদিকে গাযালী বলেন ঃ "যদি বলা হয়, মুবাহ কি কর্তব্যের আওতাভূক্ত? মুবাহ কাজটি কি একটি করণীয় কর্তব্য? জবাবে বলবো ঃ কর্তব্য বলতে যদি বুঝায় যার মধ্যে কষ্ট ও পরিশ্রম আছে, তাহলে অবশ্যই এটি মুবাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যদি এর অর্থ নেয়া হয়, শরীয়ত এটি করার অনুমতি দিয়েছে, তাহলে অবশ্যই এটি করণীয় কর্তব্য। আর যদি এর অর্থ নেয়া হয় শরীয়ত এটি করার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলে, তাহলে এটি কর্তব্য, কিন্তু মুবাহ হওয়ার দিক দিয়ে নয় বরং মূলগত ঈমানের দিক দিয়ে। [১০৯]

দ্বিতীয় কর্তব্য ঃ মুবাহকে কথায় ও কাজে মানুষের কাছে বর্ণনা করা এবং মাকরূহ ও হারামের সাথে সংমিশ্রিত করা সম্পর্কে সাবধান করা

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ জাবের (রা.) লুংগি পরে নামাজ পড়লেন। লুংগিটা তিনি মাথা পর্যন্ত বেঁধে রেখেছিলেন। অন্যদিকে তাঁর কাপড়-চোপড় একটি খুঁটির মাথায় টাঙানো ছিল। এক ব্যাক্তি বললো, আপনি এক লুংগিতেই নামায পড়লেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ আমি এটা এজন্য করেছি যাতে তোমার মতো কোনো আহাম্মক আমাকে দেখে ফেলে (অন্য এক বর্ণনায়[১১০] বলা হয়েছে ঃ তোমাদের মতো মূর্খরা আমাকে দেখুক এটা আমি পছন্দ করি)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে আমাদের কার কাছে দুটো কাপড় ছিল? (বুখারী)[১১১]

হাফেজ ইবনে হাজর বলেন ঃ জাবের যা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল এক কাপড়ে যে নামায পড়া জায়েয একথা জানিয়ে দেওয়া, যদিও দুই কাপড়ে নামায পড়া উত্তম। অর্থাৎ তিনি যেন বলতে চেয়েছিলেন ঃ আমি জেনেবুঝে করেছি এর বৈধতা বর্ণনা করার জন্য, যাতে মূর্খরা প্রথম থেকেই আমার অনুসরণ করে, অথবা আমার অনুসরণ করতে অস্বীকার করলে আমি তাদের জানিয়ে দেবো যে, এটা করা বৈধ।[১১২]

নাযযাল ইবনে সাবরাহ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি যোহরের নামায পড়লেন। তারপর কূফার মসজিদের আঙ্গিনায় লোকদের অভাব অভিযোগ শুনার জন্য বসলেন। এমন সময় আসরের নামাযের সময় হয়ে গেলো। তাঁর কাছে পানি আনা হলো। তিনি পানি পান করলেন, চেহারা, দুহাত, মাথা ও দুপা ধুয়ে ফেললেন। তারপর দাঁড়ালেন এবং বাড়তি পানিটুকু পান করলেন, তখনো তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর বলেন ঃ লোকেরা দাঁড়িয়ে পানি পান করা অপছন্দ করে, অথচ আমি যেমন করলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক তেমনটিই করেছিলেন...। (বুখারী)[১১৩]

হাফেয ইবনে হাজর বলেন ঃ হযরত আলী (রা.) সংক্রান্ত এ হাদীসটির তাৎপর্য হচ্ছে, একজন আলেম যদি দেখেন লোকেরা এমন একটি জিনিস থেকে বিরত থাকছে যার বৈধতা সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন, তাহলে তিনি সত্যের খাতিরে এবং দীর্ঘসূত্রতার

www.pathagar.com

ফলে জিনিসটির হারাম হওয়া সম্পর্কে লোকদের মনে ভুল ধারণা জন্মে যাবার আশংকা করবেন, তখনই কারোর জিজ্ঞাসা ছাড়াই তিনি জিনিসটির হুকুম জানিয়ে দেবেন। আর যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে তো তাঁর জন্য বলা অপরিহার্য হয়ে যায়।[১১৪]

শাতবী এ প্রসংগে চমৎকার কথা বলেছেন। শরীয়তের বিধান কথায় ও কাজের মাধ্যমে বর্ণনা করা বিশেষ করে কথার মাধ্যমে বর্ণনা করার উপর তিনি জোর দিয়েছেন। এটা এমনভাবে বর্ণনা করতে হবে যেন বিষয়গুলো লোকদের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে অর্থাৎ একটার সাথে অন্যটা মিশে না যায়। বিধানগুলো এমনভাবে বর্ণনা করতে হবে যাতে জায়েয ওয়াজিবের সাথে, মাকরূহ হারামের সাথে এবং মুবাহ জায়েয বা মাকরূহের সাথে মিশে না যায়। তা না হলে এদের মধ্যে কোনো ফারাক থাকবে না। আল্লাহ এভাবেই কোনো প্রকার কমবেশী না করেই তাঁর বিধান রচনা ও প্রয়োগ করেছেন।

শাতবী বলেন ঃ সারকথা হচ্ছে, কারোর কাজের অনুসরণ করার জন্য কাজ করে দেখিয়ে দেয়াটাই উৎকৃষ্ট পন্থা এবং যখন সেগুলো হয় গভীর অর্থবহ কথার সমষ্টি, তখন প্রত্যেকটি কথা পৃথক পৃথক করে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়াই ভালো। এটা অবশ্য অনুসরণকারীর অবস্থার প্রেক্ষিতে বিবেচিত হতে হবে। বরং বলা হয়ঃ যার অনুসরণ করা হবে এবং যাকে স্পষ্ট করা হবে, তার প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি যদি দৃষ্টি দেয়া যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে তার প্রত্যেকটি কথা ও কাজ বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে ওয়াজিব, বৈধ, মুবাহ, মাকরূহ বা নিষিদ্ধের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। কারণ সেক্ষেত্রে তার কথা ও কাজের দুটি অবস্থা হয়। একটি হচ্ছে, তিনি মুকাল্লাফ বা অনুসরণকারীদের একজন। এদিক দিয়ে বিবেচনা করে তাঁর জন্য বিষয়গুলো পাঁচটি বিধান যথা ওয়াজিব, বৈধ, মুবাহ, মাকরূহ ও হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন তাঁর কথা, কাজ ও অবস্থা তারই বর্ণনা ও অনুমোদন। এ অবস্থায় পৌঁছে গেলে তাঁর কথা ও কাজগুলো সবই ওয়াজিব ও হারামের অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া তৃতীয় কোন সম্ভাবনা সেখানে থাকে না। কারণ এদিক দিয়ে, সেগুলোর বর্ণনা দ্ব্যর্থহীন। কাজেই এক্ষেত্রে যা কিছু হবে বা বলা হবে সেগুলোকে কার্যকর করা হবে ওয়াজিব। আর যদি সেগুলো না করার বিষয় হয়, তাহলে আল্লাহ-নির্ধারিত পদ্ধতিতে সেসব পরিত্যাগ করা হবে ওয়াজিব। একেই বলা হবে হারাম কাজ। কিন্তু এটা হবে অনুসৃতের দিক দিয়ে। করা বা না করার ব্যাপারে অজ্ঞতা, হুকুম বিরোধী ধারণা অথবা তার স্বাভাবিক বিরোধী অবস্থানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বর্ণনায় যেভাবে পাওয়া যাবে সেভাবেই তা নির্ধারিত হবে। কাজেই কাজ করাই যেখানে কাংখিত, সেখানে কাজের মাধ্যমে অথবা ওয়াজিব এবং হুকুম উহ্য রয়ে গেছে এমন বৈধ কাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল কথার মাধ্যমেই হবে তার বর্ণনা। ওয়াজিবের ধারণার আওতায় যদি তা বৈধ হয়ে থাকে, তাহলে কাজ পরিত্যাগের অথবা যে কথার সাথে কাজ পরিত্যাগের

www.pathagar.com

ধারণা একত্র হয়ে গেছে, তার মাধ্যমে হবে বর্ণনা। যেমন কুরবানীর পশু বা শওয়ালের ৬টি রোযা পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে করা হয়েছে। আর একই ধরনের বিষয় যখন তা স্বাভাবিকভাবে অনাকাংখিত বা পরিত্যাগ করার মতো বিষয় হয়ে থাকে, তখন কাজের মাধ্যমে তার বর্ণনা হতে হবে এবং স্বাভাবিক পরিমাণের ভিত্তিতে তার ওপর স্থায়িত্ব নির্ভর করবে। যেমন সুন্নাত ও 'মান্দুব' তথা বৈধ কিছু পছন্দনীয় নয়, আবার অপছন্দনীয়ও নয় এমন কাজের ব্যাপারে বলা হয় বর্তমান যুগের লোভনীয় প্রলোভন হিসেবে সামনে আসছে। আর কাজ পরিত্যাগ করাই যেখানে কাংখিত, সেখানে তা হারাম, মাকরূহ অথবা হুকুম উহ্য রয়ে গেছে এমন বৈধ কাজ হলেও বাস্তবে পরিত্যাগ করেই তা দেখিয়ে দিতে হবে অথবা এমন কথা বলতে হবে যা পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে। মাকরূহ যদি এখানে হারামের ধারণায় পৌছে যায় এবং কাজের মাধ্যমে তার ধারণা প্রাধান্য লাভ করে, তাহলে সর্বনিম্ন ও সর্বাধিক নিকটবর্তী সম্ভাবনার ভিত্তিতে তা নির্ধারিত হবে।... মোটকথা, এখানে পর্যবেক্ষণ একথাই বলে যে, এ ক্ষেত্রে বিষয়টি পুরোপুরি বুঝিয়ে দেবার মতো যথেষ্ঠ বর্ণনার প্রয়োজন। প্রান্তিকতার দিকে চলে যাওয়া এবং যথার্থ বিধান থেকে সরে যাওয়া 'সিরাতুল মুসতাকীম' তথা প্রাকৃতিক সহজ, সরল ও ভারসাম্যপূর্ণ পথ থেকে সরে যাওয়ার কথাই ব্যক্ত করবে। এই অর্থে আমাদের 'সালাফে সালেহীন' তথা পূর্ববর্তী সৎকর্মশীলদের কর্মজীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আল্লাহ তাঁর নিজ শক্তিতে যা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। একথা বর্ণনা করার জন্য পাঁচটি বিধান অথবা তার কোনোটি সম্পর্কে বর্ণনা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং এভাবেই কাংখিত উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। অবশ্য আল্লাহই এ ব্যাপারে সাহায্যকারী।

তিনি আরো বলেনঃ তার দৃঢ়তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে তাকে 'মান্দুব' তথা বৈধই বলা হবে। সে তাকে ও ওয়াজিবকে এক করে দেয়নি না কথায় না কাজে, যেমন বিশ্বাসগত ভাবে তাদের মধ্যে অখণ্ডতা সৃষ্টি করেনি। যদি কথায় বা কাজে তাদের মধ্যে অখণ্ডতা সৃষ্টি করে দেয়া হয়, তাহলে বিশ্বাস ও বর্ণনাগত ভাবে সেখানে কয়েকটি বিষয় দেখা যাবে।

এক ঃ যা ওয়াজিব নয় তাকে ওয়াজিব অর্থে গ্রহণ করে দুয়ের অর্থের মধ্যে এভাবে বিশ্বাসের দিক দিয়ে সমপর্যায়ের মনে করা সর্বসম্মতভাবে বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। কথা বা কাজ যখন নিছক অখণ্ডতা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিণত হয়, তখন তাদের মধ্যে পার্থক্য করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে কথায় বর্ণনা না করে এটা সম্ভব হয় না। কাজের মাধ্যমে এখানে যে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়, তার উদ্দেশ্য হয় পার্থক্য সৃষ্টি করা। 'মান্দুব' বা বৈধ কাজটি অপরিহার্য হিসেবে করার বিষয়টি পরিহার করলেই এ লক্ষ্যটি অর্জিত হয়।

www.pathagar.com

দুই ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানব জাতির জন্য হেদায়াতকারী হিসেবে এবং তাঁর প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, সেগুলো সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করার জন্য পাঠানো হয়েছে। বহু ও অসংখ্য বিষয়াবলীতে তাঁর এ ভূমিকা বিধৃত।

তিন ঃ সাহাবাগণ শরীয়তের এ মূল বিষয়টি অনুধাবন করে দীনের মধ্যে এ সতর্ক নীতি অবলম্বন করেন এবং এরই ভিত্তিতে কাজ করেন। এ ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন ইমাম এবং তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে চলতে হবে। তাঁরা অনেক বিষয় ত্যাগ করেছেন এবং সেগুলো প্রকাশও করেছেন। তাঁদের এ প্রকাশ করার উদ্দেশ্য ছিল, এগুলো কাংখিত হলেও এগুলো পরিত্যাগ করা খারাপ ও নিন্দনীয় নয় একথা পরিস্কার জানিয়ে দেয়া। হুযাইফা ইবনে উসাইদ বলেন ঃ আমি আবু বকর(রা) ও উমর (রা) কে দেখেছি তাঁরা কুরবানী দিতেন না এই ভয়ে যে লোকেরা তা দেখে তাকে ওয়াজিব মনে করবে।

চার ঃ মুসলিম ইমামগণ এ মূলনীতির ওপর সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকেছেন। বিস্তারিত পর্যায়ে গিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানিফা শাওয়ালের ৬ টি রোযা অপছন্দ করেছেন। পূর্বোক্ত কারণ ছাড়াও এর পিছনে তাদের আরো কারণ ছিল এই যে, এই জন্য যদি লোকদের তারা উৎসাহিত করতে থাকেন, তাহলে লোকদের একে রমযানের সাথে মিশিয়ে ফেলার সম্ভাবনা ছিল।

কারাকী বলেন ঃ অনারব দেশে এ ঘটনা ঘটেছে। ইমাম শাফেয়ী সাহাবাগণের উল্লিখিত কাজ ও তার ব্যাখ্যার ভিত্তিতে যুক্তি উপস্থাপন করে কুরবানীর ব্যাপারে একই কথা বলেন। এ বিষয়ে ইমাম মালেক থেকে বহু কথা উদ্ধৃত হয়েছে। অভ্যাস ও ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলের যথাযথ ও সমরূপ অনুসরণ করাই ছিল বিপর্যয় প্রতিরোধের পথ।

এসব যুক্তি ও প্রমাণের প্রেক্ষিতে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যখন দুটি কথা ও দুটি কাজ সমান পর্যায়ে এসে পড়ে, তখন ওয়াজিব ও মান্দুবের মধ্যে পার্থক্য করে দেওয়াই হয় শরীয়তের উদ্দেশ্য এবং যাকে নিশ্চিতরূপে অনুসরণ করা হয়, তার কাছ থেকে এটাই হয় কাংখিত, যেমন তাদের মধ্যে বিশ্বাসতভাবে পার্থক্য নিশ্চিত হয়। কোনো মানদুব বা ওয়াজিব কাজ করার বেলায় দেখা যায় তাদের দৃঢ়তা সমান নয়। আবার ঠিক তেমনি মুবাহ কাজ পরিত্যাগ করার বেলায় দেখা যায় মান্দুব ও মুবাহের দৃঢ়তা সমান সুস্পষ্ট নয়।

দৃঢ়তার দিক দিয়ে মুবাহগুলো মুবাহের পর্যায়ভুক্ত, মান্দুব ও মাকরূহের সমপর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ কাজ করার সময় কাজের মধ্যে যে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট অবস্থা বিরাজ করে তার ভিত্তিতে যদি মুবাহ বা মান্দুবকে সমান করে দেয়া হয়, তাহলে সেখানে মান্দুবের ধারণাই প্রবল হয়। ঠিক তেমনি কাজ পরিহার করার সময় যদি মুবাহ ও মাকরূহকে সমান করে দেয়া হয়, তাহলে সেখানে অনেক সময় মাকরূহের ধারণা প্রবল হয়। অন্যদিকে মাকরূহগুলো দৃঢ়তার দিক দিয়ে মাকরূহের পর্যায়ভুক্ত। মাকরূহগুলো হারাম

www.pathagar.com

বা মুবাহের সমপর্যায়ভুক্ত নয়। প্রথমটি অর্থাৎ মাকরূহ ও হারামকে যদি সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়, তাহলে হারামের ধারণাই প্রবল হয়। আবার কখনো সময় দীর্ঘায়িত হলে অজ্ঞজনের কাছে মাকরূহ পরিহার করাই ওয়াজিব হয়ে পড়ে। একথা বলা হয় না যে, একথা বর্ণনা করার মধ্যেই মাকরূহ অনুষ্ঠিত হবার সমস্ত কার্যক্রম রয়ে গেছে, অথচ তা নিষিদ্ধ। এজন্য আমরা বলবো ঃ বর্ণনা সুদৃঢ় এবং কখনো অধিকতর প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।[১১৫]

সুবহানাল্লাহ, আমাদের উসূলবিদগণ শরীয়তের বিধানগুলোকে একটার সাথে আর একটা মিশিয়ে ফেলা থেকে রক্ষা করার জন্য কী মহান ও প্রভাবশালী প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। যখন তারা মুবাহগুলোকে মাকরূহের সাথে নিছক মিশিয়ে ফেলা থেকে রক্ষা করা ওয়াজিব গণ্য করেন, তখন আমরা মনে করি সেগুলো নিষিদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করা আরো বেশী ওয়াজিব। একথা সত্য, হালালকে হারাম করা, হারামকে হালাল করার মতই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن محرم الحلال كمحل الحرام".

অর্থাৎ "হালালকে হারামকারী, হারামকে হালালকারীর ন্যায়"[১১৬]। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, হারামকে হালাল করা তখনই প্রাধান্য পাবে যখন তা নিজেকে প্রকাশ করে দেয় এবং তা হয় দুটি কারণে ঃ

এক. আল্লাহ কম জিনিষকে হারাম করেছেন। কাজেই তা জানা মানুষের পক্ষে খূবই সহজ।

দুই. ফাসেকদের কৌশল হয় দুর্বল ও দ্রুতগামী। তাদের মিথ্যা প্রকাশ হয়ে যায় এবং হারামের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। অন্য দিকে কার্যত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হওয়া সত্ত্বেও হালালকে হারাম করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যখন তা বাতিল দাবীর পক্ষে সমর্থন দেয়, তখন এ ধরনের হালালকে হারাম করা আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারী থাকে না। তখন তা সৎ সংকল্পকে দুঃখ দিয়ে সাজায়। এর আলোচনা আমরা আগে করেছি। হারামকে হালাল করা যখন মহা অপরাধ এবং আল্লাহর কর্তৃত্বের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ, তখন মুবাহকে হারাম করাও একই ধরনের অপরাধ এবং আল্লাহর কর্তৃত্বের ওপর প্রচন্ড ভাবে আক্রমণই হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে পৃথিবীতে তার সীমানার কিছু অংশ মুবাহ করে দিল এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর কর্তত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যে সব শোভা সৌন্দর্য সাজসজ্জা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন সে গুলোর কিছু অংশ হারাম করে দিল, তাদের উভয়ের মধ্যে কোনো

www.pathagar.com

ফারাক নেই। সীমানা সংকীর্ণ ও সীমিত হোক এবং শোভা সৌন্দর্য বিস্তৃত ও দীর্ঘ হোক তাতে কিছু আসে যায় না। উভয় বিষয়ই সীমালংঘন ও পাপ। আল্লাহ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)

"হে ইমানদারগণ! আল্লাহ যে সমস্ত জিনিষ হালাল করেছেন সেগুলো হারাম করো না এবং সীমালংঘন করোনা, অবশ্যই আল্লাহ সীমালংঘন কারীদের ভালবাসেন না" (আলমায়েদা ঃ ৮৭)

উভয়ের মাধ্যমেই আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হয়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥٠)

"নিশ্চিত বিশ্বাসী লোকদের জন্য বিধান দেবার ক্ষেত্রে আল্লাহর চেয়ে কে শ্রেষ্ঠ?" (আলমায়েদা ঃ ৫০)

আল্লাহ যেভাবে পবিত্র জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছেন উভয়েই তাকে বিকৃত করে।

আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

"বলো আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যেসব শোভা -সৌন্দর্যের বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো কে নিষিদ্ধ করেছে?" (আল আরাফ ঃ ৩২)

হারামকে হালাল করলে যখন পবিত্র জীবন যাপনের সীমা লংঘিত হয়, তখন হালালকে হারাম করলেও জীবনের সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে, আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। আল্লাহ জীবনকে যেমন পবিত্র করতে চান, তেমনি সুন্দরও করতে চান। কিন্তু ইন্দ্রিয় পরায়ণরা-আল্লাহ তাদেরকে সংশোধন করুন-পবিত্র জীবনের প্রতি আগ্রহী হয় না। অন্যদিকে চরমপন্থীরা-আল্লাহ তাদেরকে ভারসাম্য দান করুন-জীবনের সৌন্দর্যের আকাংখী নয়। আর জীবন কখনো এমন ধারায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যা আল্লাহ চান না। বরং সে ক্ষেত্রে জীবন বাঁকা ও বিকৃত রূপ নেয় যা ইন্দ্রিয়পরায়ণদের জন্য বিপথ ও ক্ষতির পসরা বয়ে আনে এবং চরম পন্থীদের জন্য ডেকে আনে সংকীর্ণতা ও অপ্রশস্ততা ও দুঃখ দুর্দশা। আল্লাহ আবশ্যই সর্বজ্ঞানী ও মহা বিজ্ঞানময়। তিনি নিজের সৃষ্টির সব কিছুই জানেন এবং নিজের বিধান ও নিয়ম কানুনের অন্তর্নিহিত জ্ঞান, কৌশল ও হিকমতও তার নখদর্পণে। তিনি পাঠিয়েছেন নিরক্ষর নবীকে এবং তার সংগে দিয়েছেন উজ্জল আলোকমালা। আল্লাহ বলেন ঃ

www.pathagar.com

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٥٧)

"(কাজেই আজ এ রহমত তাদের প্রাপ্য) যারা অনুসরণ করে বার্তা বাহক উম্মি নবীর যার উল্লেখ তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইনযিলে লিপিবদ্ধ আকারে পায়, যে তাদের সৎ কাজের হুকুম দেয় ও অসৎ কাজে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র জিনিষ বৈধ করেছেন এবং অপবিত্র জিনিষ অবৈধ করেছেন এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে গুরুভার থেকে এবং শৃংখল থেকে যা তাদের উপর ছিল। কাজেই যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে, এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম' (আল আরাফ ঃ ১৫৭)

এভাবেই আল্লাহ চান পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর যে শৃংখল চাপানো হয়েছিল মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর উম্মতের উপর থেকে তা উঠিয়ে নিতে এবং তাঁর সর্বশেষ শরীয়তকে প্রশস্ত, উদার ও সহজ করে দিতে। এরই মধ্যে রয়েছে শরীয়তের মৌল বিষয়ের বর্ণনা এবং তা হচ্ছে শরীয়তকে জনগণের জন্য সহজ করে দেয়া। আল্লাহ একথা যথার্থই বলেছেন ঃ

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান, যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না।" (আলবাকরা ঃ ১৮৫)

বিপর্যয়ের পথরোধের বিধানের ক্ষেত্রে

উলামায়ে কেরামের বর্ণনা

এক ঃ উসূলে ফিক্‌হের কিতাব থেকে

১. কারাফীর কিতাবুল ফুরুক থেকে

বিপর্যয় প্রতিরোধের উপায়সমূহ হচ্ছে বিপর্যয়ের উপকরণের উপাদান বিলুপ্ত করে দেয়া। সঠিক কাজ কখনো বিপর্যয়ের মাধ্যমে পরিণত হয়। ইমাম মালেক এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করেছেন। মালেকী মযহাবের বহু লোক যেমন ধারণা করেন আসলে কিন্তু বিপর্যয় প্রতিরোধের উপায়সমূহ তেমনি মালেকী মযহাবের বৈশিষ্ট হিসেবে গণ্য হয়। বরং এ উপায়গুলো তিন ভাগে বিভক্ত। এক ধরনের উপায় সম্পর্কে মুসলমানগণ

www.pathagar.com

একমত হয়েছেন যে, তা প্রতিরোধ করতে হবে, তাকে রুখতে ও বিলুপ্ত করতে হবে। যেমন মুসলমানদের যাওয়া-আসার পথে গর্ত খনন করা। কারণ এটা তাদের ধ্বংসের মাধ্যমে পরিণত হয়। এক ধরনের উপায় নিষিদ্ধ না করা সম্পর্কে মুসলমানগণ একমত হয়েছেন। সমগ্র উম্মত মনে করে এ পথ বন্ধ না করা এবং এ মাধ্যম বিলুপ্ত না করা উচিত। যেমন মদ তৈরির আশংকায় আঙ্গুরের চাষাবাদ নিষিদ্ধ করা। কারণ আজ পর্যন্ত একজনও একথা বলেননি। যেমন যিনার আশংকায় বাড়ীর পাশে কারো বাড়ী নির্মাণ নিষিদ্ধ করা। তৃতীয় এক ধরনের উপায় সম্পর্কে আলেমগণ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছেন। এটি বন্ধ করা হবে কি হবে না এ ব্যাপারে তাঁরা একমত হতে পারেননি। যেমন আমাদের মতে 'বাই য়ে আজাল' অর্থাৎ দীর্ঘ মেয়াদী বেচাকেনা। যেমন এক ব্যক্তি দশ টাকায় একটি পণ্য বিক্রি করলো এক মাসের ভিত্তিতে (অর্থাৎ ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের জন্য এক মাস সময় দিল) এবং তারপর পাঁচ টাকায় আবার তা কিনে নিল তার কাছ থেকে মাস শেষ হবার আগে। ইমাম মালেক বলেনঃ সে এখনই তার হাত থেকে পাঁচ টাকা বের করে নিল এবং গ্রহণ করলো দশ টাকা মাসের শেষ অব্দি। এটিই নির্দিষ্ট সময়ে ৫ টাকার বিনিময়ে ১০ টাকা গ্রহণ করার মাধ্যমে পরিণত হলো। এজন্য অবশ্য বেচাকেনার একটা কাঠামোর আশ্রয় গ্রহণ করা হলো। ইমাম শাফে'ঈ বলেনঃ যদি বেচাকেনার প্রকৃতি দেখা হয় এবং বিষয়টিকে তার বাইরের কাঠামোয় প্রত্যক্ষ করা হয়, তাহলে এটি সেদিক দিয়ে জায়েয হয়ে যাবে। অনুরূপ মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিপাত করার বিষয়েও মতানৈক্য রয়েছে যে তা হারাম কিনা। কারণ মেয়েদের প্রতি-দৃষ্টিপাত যিনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১১৭]

'তাহযীবুল ফুরুক ওয়াল কাওয়ায়েদুস সুন্নীয়াহ ফীল আসরারিল ফিক্‌হীয়াহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে' ঃ ইবনুল আরাবী তাঁর 'কিতাবুল আহকাম' এ বলেন ঃ আর যা নিছক নিষিদ্ধ নয় বরং কুরআন- সুন্নাহ নির্দেশিত নিষিদ্ধ কাজ তা পরিহার করতে হবে এবং তার পরিবর্তে মুবাহ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য এ ধরনের উপায় অবলম্বন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। প্রতিটি আশংকাজনিত বিষয়ে আল্লাহ তাঁর আমানতের সঠিক ব্যবহারের জন্য একজনকে দায়িত্বশীল করেন এবং সেখানে একথা বলা হয় না যে, এটাকে একটা নিষিদ্ধ কাজের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয় কাজেই এটা করতে নিষেধ করা হয়েছে।[১১৭ক]

২. ইবনে কাইয়েমের "ই'লামুল মুওয়াককি'য়ীন" গ্রন্থ থেকে

"...ইসলামি শরীয়তের এই পরিপূর্ণতা এবং এর মধ্যে যে সর্বোন্নত পর্যায়ের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, কল্যাণ ও পূর্ণাংগতা আছে, সে ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ আছে কি? যে ব্যক্তি এর উৎস ও ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে চিন্তা করবে, সে-ই দেখতে পাবে আল্লাহ এর মধ্যে হারামের দিকে যাওয়ার সমস্ত উপায় বন্ধ করে দিয়েছেন এবং সেগুলোকে

www.pathagar.com

হারাম ও নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আর উপায় বলতে বুঝায় কোনো জিনিসের দিকে যাওয়ার মাধ্যম ও পথ...।'[১১৮]

যেসব কথা বা কাজ বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়, সেগুলো দুই প্রকারের। এক প্রকার কথা ও কাজ হচ্ছে– সেগুলোকে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাবার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। যেমন নেশাকর পানীয় পান করা। এ দ্রব্যটির গুণই হচ্ছে এটি মানুষকে নেশার বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায় এবং তাকে নেশাগ্রস্থ করে। যেমন অপবাদ দেয়া। এটি মিথ্যা বলার বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়। যেমন যিনা। এটি স্বামীর শুক্র ও বিছানার সাথে অন্য পুরুষের শুক্র ও বিছানা মিশিয়ে ফেলার বিপর্যয় সৃষ্টি করে, ইত্যাদি। এসব কাজ ও কথার উৎপত্তিই হয়েছে উল্লেখিত বিপর্যয়ের দিকে মানুষকে নিয়ে যাবার জন্য এবং এগুলো ছাড়া এসবের আর অন্য কোনো প্রকাশ নেই। দ্বিতীয় প্রকার কথা ও কাজ হচ্ছে– এগুলোকে তৈরি করা হয়েছে জায়েয ও মুস্তাহাব বিষয়ের দিকে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু তারপর এগুলোকে ইচ্ছাকৃত ভাবে বা ইচ্ছা ছাড়াই হারাম কাজের মাধ্যমে পরিণত করা হয়। এক, যেমন কেউ তাহলীল করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করে অথবা কেউ বেচাকেনা করে তার মাধ্যমে তার সুদের ব্যবসা জমিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে... এবং এ ধরনের আরো অনেক কিছু। দুই, কেউ কোনো কারণ ছাড়াই নিষিদ্ধ সময়ে নফল নামায পড়ে, অথবা মুশরিকদের চোখের সামনে তাদের দেবতাদের গালিগালাজ করে কিংবা কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামায পড়ে, ইত্যাদি। তারপর এ ধরনের উপায়গুলো আবার দুভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছেঃ কাজের বিপর্যয়ের তুলনায় তার কল্যাণের দিকটি অগ্রগণ্য হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছেঃ কাজের কল্যাণের ওপর তার বিপর্যয় সৃষ্টির দিকটি প্রাধান্য লাভ করে। এক্ষেত্রে এটি চার প্রকারের। এক, মাধ্যমটি তৈরি করা হয়েছে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাবার জন্য। দুই, মাধ্যমটি তৈরি করা হয়েছে মুবাহের জন্য, কিন্তু তার মাধ্যমে বিপর্যয়ের দিকে যাবার সংকল্প করা হয়েছে। তিন, মাধ্যমটি তৈরি করা হয়েছে মুবাহের জন্য, তবে তার সাহায্যে বিপর্যয়ের দিকে যাবার সংকল্প করা হয়নি। কিন্তু তা প্রধানত বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায় এবং তার বিপর্যয় কল্যাণের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে। চার, মাধ্যমটি তৈরি করা হয়েছে মুবাহের জন্য, তবে তা কখনো বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায় এবং তার কল্যাণ বিপর্যয়ের ওপর প্রাধান্য লাভ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার দুটির দৃষ্টান্ত আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় প্রকারটির দৃষ্টান্ত হচ্ছেঃ নিষিদ্ধ ওয়াক্তে নামায পড়া, মুশরিকদের সামনে তাদের দেবদেবীদেরকে গালিগালাজ করা এবং স্বামী মারা যাবার পর ইদ্দতের মধ্যেই তার বিধবা স্ত্রীর সৌন্দর্যচর্চা ও সাজসজ্জা করা ইত্যাদি। চার, বাগদত্তাকে দেখা, যাকে মা বানানো হয় (ধর্ম মা) এবং যে মেয়েকে আসামীর কাঠগড়ায় আনা হয় তাদেরকে দেখা, নিষিদ্ধ সময়ে বিভিন্ন কারণে কোন কাজ করা এবং অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা, ইত্যাদি। শরীয়ত এই শেষোক্ত প্রকারের কাজকে মুবাহ বা মুস্তাহাব করে দিয়েছে অথবা তার কল্যাণের

www.pathagar.com

পর্যায়ভেদে তাকে ওয়াজিব গণ্য করেছে। প্রথম পর্যায়ের কাজকে শরীয়ত তার বিপর্যয়ের পর্যায়ভেদে মাকরূহ বা হারাম গণ্য করেছে। বাদবাকি দ্বিতীয় ও তৃতীয় দুই প্রকারের দেখাগুলোকে কি শরীয়ত মুবাহ করে দিয়েছে অথবা নিষিদ্ধ করা হয়েছে? আমরা বলবো, এখানে নিষিদ্ধ করার বিভিন্ন কারণ হতে পারে...'[১১৯]

ইবনে কাইয়েম মাঝখানের এই দুই প্রকারের নিষিদ্ধকরণের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে গিয়ে নিরানব্বইটি কারণ দর্শিয়েছেন। আমরা সেখান থেকে শুধুমাত্র নারী সংক্রান্ত ফিতনার পথরোধের সাথে সংশ্লিষ্ট কারণগুলো এখানে বর্ণনা করবোঃ

দ্বিতীয় কারণ ঃ

আল্লাহ বলেন : وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

"আর তারা যেন এমনভাবে পা না ফেলে যার ফলে তাদের গোপন আভরন প্রকাশ হয়ে পড়ে।" (আন-নূর ঃ ৩১)। তাদেরকে পায়ের আঘাত করতে বা জোরে জোরে পা ফেলতে নিষেধ করা হয়েছে। যদিও তা মূলত জায়েয, যাতে এর ফলে পুরুষরা মেয়েদের পায়ের মলের আওয়াজ শুনতে না পায়। এটা তাদের প্রতি যৌন আকর্ষণের কারণ হবে।

এগারতম কারণ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপরিচিতার সাথে একান্তে অবস্থান করাকে হারাম করেছেন, তা কুরআন পাঠের জন্য হলেও। হজ্জ সম্পাদন ও বাপ-মায়ের সাথে সাক্ষাত করার জন্য সফরকারী কোনো অপরিচিতা মহিলার সাথেও পুরুষের একাকী সফর হারাম করেছেন। বিপর্যয়ের পথরোধের জন্য এ ব্যবস্থা করেছেন, যার ফলে মানুষ ফিত্না ও মানবিক প্রবৃত্তির প্রাধান্য বিস্তার করা থেকে সতর্ক থাকতে পারে।

বারতম কারণ ঃ আল্লাহ দৃষ্টি সংযত করার হুকুম দিয়েছেন (যদি না তা প্রকৃতপক্ষে ঘটে থাকে সৃষ্টির সৌন্দর্য ও আল্লাহর শিল্পকারিতার মধ্যে চিন্তা- ভাবনার ক্ষেত্রে) কামনা ও বাসনাকে নিষিদ্ধ কর্মের দিকে নিয়ে যাবার বিপর্যয়ের পথরোধ করার জন্য।

তিপ্পান্নতম কারণ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদেরকে নিষেধ করেছিলেন পুরুষদের সাথে মিলে নামায পড়ার সময় পুরুষদের আগে সিজ্দা থেকে মাথা তুলতে যাতে ফলে তারা পুরুষদের খাটো লুংগীর মধ্য থেকে তাদের গোপন অংগ দেখতে না পারে। হাদীসে এর এ ধরনের ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে।

সাতান্নতম কারণ ঃ তিনি মেয়েদের খোশবু মেখে বা ধূপ-ধুনার গন্ধ গায়ে লাগিয়ে মসজিদে আসতে নিষেধ করেছেন। এগুলো হচ্ছে পুরুষদেরকে মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট করার মাধ্যম। কারণ তাদের গায়ের সুগন্ধ, তাদের সাজসজ্জা ও চেহারা-সুরাত এবং তাদের সৌন্দর্যের প্রকাশ এসব কিছুই পুরুষদেরকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে। কাজেই

www.pathagar.com

তাদেরকে মর্যাদা সহকারে বের হবার এবং খুশ্‌বু না লাগাবার হুকুম দেন। তাদেরকে পুরুষদের পিছনে অবস্থান নেবার এবং নামাযের মধ্যে ইমামের কোনো ভুল ধরিয়ে দেবার জন্য তাসবীহ না পড়ার বরং এক হাতের পিঠ দিয়ে অন্য হাতের তালুতে আঘাত করার নির্দেশ দেন। এসবগুলোই ফিত্‌নার পথ বন্ধ এবং বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সহায়তা দান করার উপায় হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

আটান্নতম কারণ ঃ তিনি স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছে অন্য মেয়ের প্রশংসা এমনভাবে করতে নিষেধ করেছেন যেন স্বামী তাকে চাক্ষুষ দেখছে। এভাবে বিশেষ নযরে অন্য মেয়েকে দেখলে স্বামীর মনে যে বিষয়ের উদয় হবে এবং তার প্রতি যে আর্কষণ সৃষ্টি হবে, এটা যে সেই ফিত্‌না প্রতিরোধের এবং সেই বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সহায়তা দানের উপায়, একথা সুস্পষ্ট। অনেকেই না দেখে শুধু প্রশংসা শুনে অন্যকে ভালবেসে ফেলে।

উনপঞ্চাশতম কারণ ঃ তিনি পথের ওপর বসতে মানা করেছেন। এর মাধ্যমে হারাম জিনিসের প্রতি দৃষ্টি পড়বে, এছাড়া এ নিষেধাজ্ঞার আর কোনো কারণ নেই। যখন সাহাবাগণ জানালেন, এছাড়া তাদের বসার আর কোনো জায়গা নেই, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পথকে তার অধিকার দাও। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ পথের অধিকার কি? জবাব দিলেনঃ পথের অধিকার হচ্ছে, দৃষ্টি সংযত করা, কষ্টদায়ক জিনিস পথের ওপর থেকে সরিয়ে দেয়া এবং লোকদের সালামের জবাব দেয়া।

ষাটতম কারণ ঃ রসূলুল্লাহ(সঃ) বিবাহিত স্বামী বা মাহরাম পুরুষ ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের কোনো মেয়ের কাছে রাত্রি যাপন করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এক বিছানা হবার কারণে এবং বিশেষ করে এ ব্যবস্থা দীর্ঘায়িত হলে শয়তান তাদের মধ্যে হারাম সম্পর্কে জাল বোনার সুযোগ পায়। পুরুষ কখনো ঘুমের মধ্যে নিজের অজান্তে পাশে শায়িত মেয়ের গায়ে হাত দিতে পারে। কাজেই এটাও ফিত্‌না প্রতিরোধের প্রকৃষ্ট উপায়।

ছিষট্টিতম কারণ ঃ তিনি নারীকে মাহরাম সাথী ছাড়া সফর করতে নিষেধ করেছেন। এর কারণ মাহরাম পুরুষ ছাড়া তার সফর অনেক সময় লোভ-লালসা ও দুষ্কৃতির শিকারের মাধ্যমে পরিণত হবে।

বিরাশিতম কারণ ঃ তিনি যৌন উপভোগের কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ তা যৌন প্রবৃত্তি ও সদৃশ মনোবৃত্তিকে সুড়সুড়ি দেয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করে। অনেক সময় হালালের সাহায্যে প্রয়োজন পূরণ করার মতো কোনো জিনিস মানুষের কাছে থাকে না তখন সে হারামের দিকে এগিয়ে যায়। প্রকাশকারীরা অর্থাৎ গোনাহার কাজ বর্ণনাকারীরা এখান থেকেই আল্লাহর নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে যায়। কারণ এসব কথা যারা শোনে, তাদের মন সদৃশ কাজ করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যাপক বিপর্যয় যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।[১২০]

www.pathagar.com

তারপর ইবনে কাইয়েম রাহেমাহুল্লাহ তাঁর কিতাবে বিপর্যয় প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ এই বলে শেষ করেছেনঃ "ফিতনা প্রতিরোধের এ অধ্যায়টি হচ্ছে দায়িত্বের এক-চতর্থাংশ। এগুলো আদেশ নিষেধ সম্পর্কিত বিধান। আদেশ দুই প্রকারের। এক প্রকারের আদেশ হচ্ছে নিছক উদ্দেশ্য নির্ভর এবং দ্বিতীয় প্রকারের আদেশ উদ্দেশ্যে পৌছাবার মাধ্যম। নিষেধও দুই প্রকারের। এক প্রকারের নিষিদ্ধের মধ্যেই রয়েছে বিপর্যয় সৃষ্টির উপকরণ এবং দ্বিতীয় প্রকারের নিষেধ বিপর্যয় সৃষ্টির মাধ্যমে পরিণত হয়। এভাবে হারামের দিকে যাবার পথের প্রতিরোধগুলো দীনের এক-চতর্থাংশে পরিণত হয়।"[১২১]

ইবনে কাইয়েমের বক্তব্য থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি ঃ

এক, মুবাহের জন্য যে মাধ্যম রচিত হয়েছে তাকে নিষিদ্ধ করার জন্য দুটি শর্ত পূর্ণ হতে হবে। প্রথম শর্তটি হচ্ছেঃ সেটি বিরল ক্ষেত্রে নয় বরং প্রধানত ফিতনা ও বিপর্যয়ের দিকে পরিচালিত করে। দ্বিতীয় শর্তটি হচ্ছেঃ তার ফিতনা ও বিপর্যয়ের নিছক প্রাধান্য লাভ নয় বরং যথার্থই প্রাধান্য লাভ করতে হবে তার কল্যাণের ওপর। তারপর শর্ত দুটি পূরণ হলে এই নিষেধাজ্ঞা চিরন্তন হারামের পর্যায়ভুক্ত হবে না বরং তা থাকবে মাকরূহ ও হারামের মাঝামাঝি পর্যায়ে, বিপর্যয় ও ফিতনার পর্যায় অনুসারে হবে তার স্থান।

দুই, মাধ্যমটি যখন ফিতনা ও বিপর্যয়ের দিকে পরিচালিত করে, কিন্তু তার কল্যাণ বিপর্যয়ের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন শরীয়ত শুধু তাকে বৈধই করে না, বরং কল্যাণের পর্যায়ভেদে কখনো মুস্তাহাব এবং কখনো ওয়াজিবও করে।

তিন, শরীয়তের বিধান অনেক সময় এমন সব মাধ্যমকে নিষিদ্ধ করে, যেগুলো আসলে মুবাহের জন্য তৈরী করা হলেও প্রধানত নারী সংক্রান্ত ফিতনার দিকে নিয়ে যায় এবং প্রবল বিপর্যয় সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এ সংক্রান্ত এগারটি কারণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। শরীয়ত যখন নারী সংক্রান্ত ফিতনার ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টির এসব পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে, তখন আমরা মনে করি, এই বিধানগুলোর সীমানার কাছেই আমাদের থেমে যেতে হবে এবং বিপর্যয়ের পথরোধের দাবী নিয়ে মুবাহের জন্য তৈরি করা অন্য উপায়গুলো নিষিদ্ধ করে আমরা এগুলোর ওপর আর কোনো কিছু বৃদ্ধি করবো না। তবে যখন নতুন বিষয় দেখা দেবে এবং এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যাবে, যা ঐ বিধান প্রণয়নের সময় বর্তমান ছিল না এবং তার মধ্যে উপরে উল্লেখিত শর্ত দুটি নিশ্চিতভাবে পাওয়া যাবে তখন অবশ্য ভিন্ন কথা।

২. শাতেবীর কিতাবুল মাওয়াফিকাত থেকে

বিপর্যয় সৃষ্টি করার দিক থেকে যার (অর্থাৎ বিপর্যয়ের পথরোধের উপায়) ভূমিকা বিরল মূলত তার জন্য অনুমতি রয়েছে। কারণ স্বভাবতই এমন কোনো কল্যাণ পাওয়া যায় না যা সামগ্রিকভাবে বিপর্যয় সৃষ্টিকারিতা থেকে মুক্ত। তাই কল্যাণ যখন প্রাধান্য লাভ করে,

www.pathagar.com

তখন তার মধ্যে বিরল ধসের কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ শরীয়ত প্রণেতা শরীয়তের বিধান জারী করার ক্ষেত্রে কল্যাণকারিতার প্রাধান্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন, কখনো বিরল বিপর্যয় সৃষ্টিকারিতাকে গুরুত্ব দেননি।

"বিপর্যয় সৃষ্টি করার দিক থেকে যার ভূমিকা অনুমান নির্ভর (অর্থাৎ তার সংঘটিত হবার অনুমান প্রবল) সেখানে বিপরীতটি ঘটার সম্ভাবনা আছে। তবে মুবাহ ও অনুমতিই হচ্ছে এখনো আসল এবং এ কথা সুস্পষ্ট যেমন ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। আর যা হোক, ক্ষতি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারিতা অনুমানের ভিত্তিতে একত্র হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সকল বিষয়ের মধ্যে অনুমান অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে। এর একটি বিষয় হচ্ছে, কর্মের ক্ষেত্রে অনুমান জ্ঞানের স্থলাভিষিক্ত। কাজেই দৃশ্যমানই এখানে তাকে জারী করে।

বিপর্যয় সৃষ্টি করার দিক থেকে যার ভূমিকা বিপুল, প্রাধান্য বিস্তারকারীও নয় এবং বিরলও নয়, সেখানে মতানৈক্য ও বিভ্রান্তি স্বাভাবিক। সেখানে মূলকথা হচ্ছে, নির্ভুল হলে আসল অর্থই গৃহীত হবে। ইমাম শাফে'ঈ ও অন্যরা এ মত অবলম্বন করেছেন। কারণ বিপর্যয় সৃষ্টি করার দিক থেকে জ্ঞান ও অনুমান পরস্পর থেকে দূরে অবস্থান করে। অবশ্য বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া ও না হওয়ার মধ্যে নিছক সম্ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নেই। একটিকে অন্যটির ওপর প্রাধান্য দেবার সপক্ষে কোনো প্রমাণও নেই। বিপর্যয় সৃষ্টি ও ক্ষতি করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প হবার সম্ভাবনা কখনো যথার্থ দৃঢ় সংকল্পের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না এবং গফিলতি উদ্ভূত সম্ভাব্য ঘটনা ইত্যাদির বিদ্যমান হওয়া বা না হওয়াও এ দাবী করে না।"[১১২]

তিনি আরো বলেন ঃ ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আর একটি বিষয়টি হচ্ছে ঃ কর্মের পরিণতির দিকে নযর রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবেচনাযোগ্য এবং এটি উদ্দেশ্যও, একর্ম সপক্ষে হোক বা বিপক্ষে। এর কারণ মুজতাহিদ ব্যক্তিদের কাজ করার বা কাজ থেকে বিরত থাকার হুকুম দেয় না। তবে কাজটির পরিণতি যেদিকে গড়াচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি দেবার পর কখনো তার ভেতরের অর্জিত কল্যাণের জন্য অথবা তার সাহায্যে যে বিপর্যয় ঠেকানো হয়, তার জন্যই তা শরীয়তের আইন হিসেবে গৃহীত হয়। কিন্তু তার পরিণতি হয় তার ভিতরের উদ্দেশ্যের বিপরীত। আবার কখনো তা শরীয়তের আইনে পরিণত হয় না তার থেকে যে বিপর্যয়ের আর্বিভাব ঘটে তার জন্য অথবা তার মধ্যে যে কল্যাণকারিতা আছে তা দ্রুতবেগে তা থেকে সরে যাওয়ার কারণে। কিন্তু এ অবস্থায় তা বিপরীত পরিণতির সম্মুখীন হয়। কথাকে যখন শরীয়তের আইনে পরিণত করার প্রথম অর্থে ব্যবহার করা হয়, তখন সম্ভবত তার ভেতরের অর্জিত কল্যাণকে তার সমপর্যায়ে অথবা তার চেয়ে বেশী বিপর্যয় সৃষ্টিকারীতে পরিণত করা হয়। এ অবস্থায় কথাকে শরীয়তের আইনে পরিণত করার পথে এটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে কথাকে যখন শরীয়তের আইনে পরিণত না করার দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়, তখন সম্ভবত

www.pathagar.com

বিপর্যয় সৃষ্টিকারিতা সরিয়ে দিতে চাওয়া হয় সমান অথবা তার চেয়ে বেশী বিপর্যয় সৃষ্টিকারিতার দিকে। কাজেই কথাকে শরীয়তের আইনে পরিণত না করা সঠিক নয়। এটি মুজতাহিদের কষ্টসাধ্য কর্মক্ষেত্র। কিন্তু এর ফল সুস্বাদু ও মজাদার এবং মাঝে মাঝে প্রশংসনীয় আর সেটাই শরীয়তের উদ্দেশ্য।'[১২৩]

শাতবীর বক্তব্য থেকে আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি ঃ

এক. ইবনে কাইয়েমের সাথে তিনি এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, মুবাহের জন্য রচিত মাধ্যম যখন কদাচিত বিপর্যয় সৃষ্টি করে না বরং প্রধানত বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তখন তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

দুই. তৃতীয় প্রকারটি বর্ণিত হয়েছে এমন একটি মাধ্যম হিসেবে যা বিপুল পরিমাণ বিপর্যয় সৃষ্টি করার কাজে ব্যাপৃত হয় (এবং সে বিপর্যয় প্রাধান্য লাভ করে না এবং বিরলও হয় না)। যে মাধ্যমটি নিষিদ্ধ করা হয়নি এই প্রকারটিকে তার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে তিনি দেখেন। যেহেতু ঘটে যাওয়া ও না ঘটে যাওয়ার নিছক সম্ভাবনা ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই এবং উভয় দিকের একটির উপরে অন্যটিকে প্রাধান্য দেবার সপক্ষেও কোনো প্রমাণ নেই।

তিন. তিনি মুবাহ মাধ্যমের মাঝখানে কোনো কোনো লোকের ইচ্ছাকৃত বিপর্যয় সৃষ্টি করার সম্ভাবনাকে আসল হিসেবে দেখেন (যেমন বেচাকেনার সময় নারী পুরুষের সাক্ষাত অথবা জ্ঞান আহরণের সময় নারী পুরুষের দেখা)। এক্ষেত্রে এ মুবাহ মাধ্যমটি একান্ত ইচ্ছার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকে না এবং এটা তার দাবীও নয়।' এজন্য এ ধরনের সম্ভাবনা বিবেচনা করা হয় না।

চার. যে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মাধ্যম পর্যন্ত উপনীত হওয়ার রাস্তা বন্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন তা কল্যাণের সমান বা তার চেয়ে বেশী।

পাঁচ. তিনি আমাদের সতর্ক করে দেন যে, বিপর্যয় সৃষ্টিকারিতার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে হবে বিপর্যয় বিরোধী প্রতিবন্ধকতার সমপর্যায়ের অথবা তার চেয়ে বেশী।

দুই ঃ ফকীহগণের কিতাব থেকে

১. নিষিদ্ধ কাজের দিকে যাবার মাধ্যম স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ থাকা অপরিহার্য নয়

উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম এবং রোযা রাখা অবস্থায় চুমো খেয়ে ফেলেছিলাম। তাই আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আজ আমি একটা বড়ই মারাত্মক কাজ করে ফেলেছি। রোযা রাখা অবস্থায় আমি চুমো খেয়েছি। তিনি বলেনঃ রোযা রেখে পানি দিয়ে কুলকুচি করার

www.pathagar.com

ব্যাপারে তুমি কি মনে করো? আমি বললাম ঃ একে কোনো ক্ষতি নেই। বললেন ঃ তাহলে এতেও ক্ষতি নেই। (আবু দাউদ)[১২৪]

খাত্তাবী বলেন ঃ "...পানি দিয়ে কুলকুচি করার ফলে গলার মধ্যে পানি নেমে যেতে পারে এবং সে পানি পেটে পৌঁছে যাবার সম্ভাবনাও রয়েছে। এর ফলে রোযা ভেঙ্গে যেতে পারে। চুমো খাওয়ার ফলে সহবাসের খাহেশ জাগে অর্থাৎ চুমো খাওয়া সহবাস করার মাধ্যমে পরিণত হয় এবং সহবাস রোযা ভেঙ্গে দেয়।'[১২৫]

এ অর্থ থেকে যে কথাটি নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সেটি হচ্ছে এই যে, গায়ে খোশবু লাগাবার মাধ্যমে সহবাসকে আহবান করা হয় অর্থাৎ খোশবু সহবাসের মাধ্যমে পরিণত হয় এবং ইহরাম বাঁধা অবস্থায় সহবাস করা হারাম। একারণে কারো কারো মতে ইহরাম বাঁধার আগে শরীরে খোশবু লাগানো হারাম, যার প্রভাব পরেও অক্ষুণ্ন থাকে। কিন্তু এর বিপরীতে সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত ঃ আয়েশা (রা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন এবং তিনি যেন তাঁর সিথিতে খোশবুর ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছেন।[১২৬] যেমন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি বলেছেন ঃ আমরা ইহরাম বাঁধার আগে আমাদের চেহারায় কস্তুরীর সুগন্ধী মাখানো তেল মাখতাম। তারপর আমরা ইহ্‌রাম বাঁধতাম এবং আমাদের চেহারায় ঘাম গড়িয়ে পড়তো। আমরা তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকতাম এবং তিনি আমাদের মানা করেননি।[১২৭]

আল্লামা সারাখসী তাঁর মাবসূত গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "সারকথা হচ্ছে, হজ্জের মধ্যে দুটি বিকল্প ব্যবস্থা আছে। এর একটি হচ্ছে ঃ মাথা মুড়ানো এবং দ্বিতীয়টি তওয়াফ। মাথা মুড়াবার পর মুহরিমের জন্য ইতিপূর্বে যা কিছু হারাম ছিল সবই হালাল হয়ে যায় শুধুমাত্র নারী ছাড়া। ইমাম মালেক রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ নারী ও খোশবু ছাড়া। তিনি বলেছেন ঃ খোশবুর ব্যবহার জায়েয নয়, যেমন স্ত্রী সহবাস। এক্ষেত্রে আমাদের যুক্তি হচ্ছে হযরত আয়েশার হাদীস। তাতে তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহরাম বাঁধার এবং বাইতুল্লাহর তওয়াফ করে হালাল হবার আগে আমি তাঁকে খোশবু লাগিয়ে দিয়েছি।"[১২৮]

এভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রেখে হযরত উমরের স্ত্রীকে চুমো খাওয়ার ব্যাপারে অনুমোদন করে যে কথা বলেন এবং ইহরাম বাঁধার আগে তাঁর খোশবু লাগানো, তারপরেও তার প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকা এবং বাইতুল্লাহ তওয়াফ করার আগে তাঁর খোশবু লাগানোর সাথে তাঁর যে কার্যক্রম জড়িত, তা থেকে আমরা সুস্পষ্ট করে দিতে চাই যে, হারাম কাজের দিকে যাবার মাধ্যম তখনই হারাম হয়, যখন তা প্রধানত বিপর্যয় সৃষ্টি করার দিকে পরিচালিত করে এবং এ জন্য তার চিরস্থায়ী ভাবে হারাম হওয়া অপরিহার্য নয়।

www.pathagar.com

২. বিপর্যয় প্রতিরোধার্থে প্রদত্ত হুকুম বৈধ, ওয়াজিব নয়

(এবং এ উদ্দেশ্যে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা মাকরূহ, হারাম নয়)

ইমাম বুখারী আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "তোমরা পথের ওপর বসো না। সাহাবাগণ বললেন ঃ আমাদের আর কোনো উপায় নেই। এখানেই আমাদের বসার জায়গা। এখানে বসে আমরা কথাবার্তা বলি। তিনি বললেন ঃ তাহলে পথের উপর যখন তোমরা বসবে, তখন পথকে তার অধিকার দান করবে। সাহাবাগণ বললেন ঃ পথের অধিকার কি? জবাব দিলেন ঃ দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিস পথের ওপর থেকে সরিয়ে দেয়া, লোকদের সালামের জবাব দেয়া, ভালো জিনিস পথের ওপর থেকে সরিয়ে দেয়া এবং খারাপ কাজ করতে নিষেধ করা।" (বুখারী ও মুসলিম)[১২৯]

হাফেয ইবনে হাজার বলেন ঃ "... হাদীসের বক্তব্য থেকে পরিস্কার হয়ে গেছে যে, হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তার উদ্দেশ্যে হচ্ছে লোকদেরকে রাস্তার উপর বসা থেকে দূরে রাখা, যাতে রাস্তার ওপর যে বসতে চায় সে যেন তার হক আদায় করার ব্যাপারে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দেয়।... যে ব্যক্তি বলে, প্রতিরোধের উপায়গুলোই চূড়ান্তভাবে সর্বোত্তম নয়, তার জন্য অবশ্যই এর মধ্যে প্রমাণ রয়েছে। কারণ এখানে প্রথমে বসতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে কেউ নিছক পথের উপর না বসে। তারপর যখন তারা বললোঃ আমাদের তো বসতেই হবে, কারণ এছাড়া আর কোনো বসার জায়গা নেই, তখন তাদের নিষেধ করার আসল উদ্দেশ্য বলে দেয়া হলো। এতে সঠিকভাবে জানা গেলো, প্রথম নিষেধাজ্ঞাটি ছিল সঠিক বিষয়ের প্রতি নির্দেশনামূলক।'[১৩০]

ইবনে কুদামাহ তাঁর আল মুগনী গ্রন্থে লিখেছেন। "আসরাম বলেছেন ঃ আমি আবু আবদুল্লাহকে (অর্থাৎ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল) জিজ্ঞেস করলাম সেই ব্যক্তি সম্পর্কে... যে তার পিতার স্ত্রীর পায়ের গোছা ও বুক দেখে। জবাব দিলেন ঃ আমার কাছে ভাল লাগে না। তারপর বললেন ঃ তার মা ও বোনের এই ধরনের কিছু এবং কামনার দৃষ্টিতে যে কোনো কিছু দেখা আমি অপছন্দ করি। আবু বকর বলেন ঃ আহমদ তাকওয়ার দাবী অনুসারে তার মায়ের গোছা ও বুক দেখা অপছন্দ করেছেন বা মাকরূহ বলেছেন। কারণ এ ধরনের দেখার ফলে কামনার উদ্রেক হয়। অর্থাৎ তিনি মাকরূহ বলেছেন, হারাম বলেননি।'[১৩১]

কাজেই এই ধরনের বিপর্যয়ের পথরোধের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জনের খাতিরে যেখানে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়, সেখানে সে নিষেধাজ্ঞা হারাম নয়, মাকরূহের পর্যায়ভুক্ত হয়। ইবনে হাজার হাইতামী তাঁর ফাতাওয়া হাদীসীয়্যা গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিফা বিনতে আবদুল্লাহকে যে কথা বলেছিলেন তার ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ(সঃ) বলেছিলেন ঃ "তাকে (অর্থাৎ হাফসাকে) শিখিয়ে দাও পার্শ্ব ফোঁড়ার তাবীজ যেমন তাকে লেখা শিখিয়েছো।"

হাইতামী বলেন ঃ এর মধ্যে তাদের লেখা শেখাবার বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে আমরা বলবো, এখানে হুকুমের লক্ষ্য হলো, এর ফলে যে বিপর্যয় দেখা দেয় তা থেকে দূরে অবস্থানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১৩২]

সারাখসী লিখিত মাবসূত গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ তাঁকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছিল এবং তারা স্বামী- স্ত্রী দুজনই ইহরাম বেঁধে হজ্জ করতে এসেছিল। জবাবে তিনি বলেন ঃ তারা দুজন পশু কুরবানী করবে, তাদের হজ্জ পুরা করবে এবং সামনের বছর তাদের হজ্জ করে দিতে হবে।" উমর, আলী ও ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবাগণ থেকে ও একথাই বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন ঃ এরপর তারা যখন কাযা হজ্জ পালন করতে আসে, তখন তারা দুজন আলাদা আসে অর্থাৎ দুজন দুপথে আসে। আমরা বলবো ঃ সাহাবাগণের একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা ভিন্ন ভিন্ন পথে এজন্য আসেনি যে, এভাবে দুটি আলাদা পথে আসা তাদের জন্য ওয়াজিব ছিল বরং তাদের নিজেদের ফিতনায় পড়ার আশংকা ছিল বলেই তারা বৈধ পন্থা হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন পথে পাড়ি জমায়। যেমন যুবকেরা নিজের কামনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে শংকিত থাকার কারণে রোযা রাখা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমো খেতে বিরত থাকার নীতি পালন করে।[১৩৩]

৩. বিপর্যয় প্রতিরোধকালে প্রয়োজন ও কল্যাণ হিসেব করা ওয়াজিব

ইবনে তাইমিয়ার ফাতাওয়ায় বলা হয়েছে ঃ "যে প্রচন্ড বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম হওয়ার উপযুক্ত শুধু তার প্রতি নযর দেয়া উচিত নয়; বরং তার সাথে সাথে এমন প্রয়োজনের প্রতিও নযর দেয়া উচিত, যা অনুমোদন, বৈধতা ও ইতিবাচক সম্মতিকে অপরিহার্য করে তোলে।"[১৩৪]

"কারণ সে একটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণের জন্য কাজ করে।... যেমন নিষেধ করা হয়েছে গায়ের মাহরাম নারীর সাথে একান্ত সাক্ষাত করা, তার সাথে সফর করা এবং তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যখন তা বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়। আর স্বামী বা মাহরাম পুরুষ ছাড়া মেয়েদের একাকী সফর করতেও নিষেধ করা হয়েছে।... কারণ গায়ের মাহরাম পুরুষ বিপর্যয় সৃষ্টিকারিতার দিকে চলে যায় বলেই তার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যখন তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণের দাবীদার হবে, তখন আর তা বিপর্যয় সৃষ্টিকারিতার দিকে এগিয়ে যাবে না।"[১৩৫]

"যার প্রয়োজন আছে তার ব্যবহার যদি মাকরূহ হয়ে থাকে এবং তার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়, মাকরূহ থাকে না। কিন্তু মুস্তাহাব বিষয়ে

www.pathagar.com

ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে কি তার মাকরূহ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে? মাকরূহের বিপর্যয় সৃষ্টিকারিতা ও মুস্তাহাবের কল্যাণকারিতার পারস্পরিক সংঘাতের কারণে এখানে সংশয় দেখা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের মাধ্যমে একথাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে কল্যাণের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে কখনো মুস্তাহাবের কল্যাণকারিতা প্রাধান্য পাবে। আবার কখনো বিপর্যয় সৃষ্টিকারিতার গুরুত্বের কারণে মাকরূহের বিপর্যয় সৃষ্টিকারিতা প্রাধান্য পাবে।"[১৩৬]

শরীয়তের মূলনীতি হচ্ছে কল্যাণ ও বিপর্যয়ের মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে অধিকতর প্রয়োজনীয়তাই প্রাধান্য লাভ করবে।"[১৩৭]

বিপর্যয় প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পরবর্তী ফকীহগণের বাড়াবাড়ি

একটি মুবাহ বিষয়ের কার্যক্রম যখন ফিতনা ও বিপর্যয়ের পথ প্রশস্ত করে, তখন এই পথ রোধ করার জন্য এই মুবাহটিকে মাকরূহ বা হারাম গণ্য করা হয়। এটিই হচ্ছে বিপর্যয় প্রতিরোধের পদ্ধতি। বিপর্যয় প্রতিরোধের এই পদ্ধতিটি মূলগতভাবে সুদৃঢ়, কিন্তু এর প্রয়োগ ব্যাপক ইজতিহাদ সাপেক্ষ। ফলে এটি ব্যাপক মতবিরোধের ক্ষেত্র। যেমন বলা হয়ে থাকে, এখানে বুঝবার ও উপলব্ধি করবার ক্ষেত্রে বিপথে চালিত করার অনেক অবকাশ রয়েছে। এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও হোঁচট খাওয়ার ও ভুল ভ্রান্তি করার সম্ভাবনা রয়েছে বহুতর। যে ব্যক্তি পরবর্তী যুগের ফিকহের কিতাবগুলো পাঠ করবেন অথবা মুসলমানরা এগুলো যেভাবে প্রয়োগ করেছে তা পর্যবেক্ষণ করবেন, তিনি পরিষ্কার দেখতে পাবেন এই চমৎকার ও অতি উৎকৃষ্ট নিয়মটি প্রয়োগ করতে গিয়ে একে বুঝবার ক্ষেত্রে কেমন বিপথগামিতার আশ্রয় নেয়া হয়েছিল এবং এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গিয়ে কেমন সব ভুল ভ্রান্তি করা হয়েছে। এমনকি দেখা যাবে এভাবে শরীয়তের বহু বিধানের উপর উন্মুক্ত তরবারী উচিয়ে রাখা হয়েছে এবং এর ফলে মুসলিম সমাজ- জীবন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে যে অবস্থায় ছিল তার বিপরীত রঙে রঞ্জিত হয়ে গেছে। এবিধানগুলোর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি ঃ

- ইসলাম মেয়েদের জন্য মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার বিধান দিয়েছে। কিন্তু ফিতনা প্রতিরোধের আইনের মাধ্যমে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- ইসলাম মেয়েদের ঈদের নামাজের জামায়াতে হাযির হবার হুকুম দিয়েছে, অথচ ফিতনা প্রতিরোধের আইনের মাধ্যমে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- ইসলাম মেয়েদের বিশেষভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা ইমামদের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি হিসেবে জারী করেছে। কিন্তু ফিতনা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

- ইসলাম ঈদের দিনে খুতবার পরে মেয়েদের বিশেষ ভাবে ওয়াজ নসীহত করা ইমামদের জন্য একটি পদ্ধতিতে পরিণত করেছে। কিন্তু ফিতনা প্রতিরোধের জন্য তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- ইসলামে বিবাহের পয়গাম দানকারীকে তার পাত্রী দেখার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু ফিতনা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- ইসলাম নারীকে তার দীন ও দুনিয়াকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জ্ঞান অর্জন করার হুকুম দিয়েছে। কিন্তু ফিতনা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- ইসলাম মেয়েদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার বিধান দিয়েছে। কিন্তু ফিতনার পথরোধ করার উদ্দেশ্যে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- ইসলাম মেয়েদের জন্য বিধান দিয়েছিল যে, তারা নিজেদের জীবিকা উপার্জনের জন্য (পরিবারের আর্থিক অনটন বা উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অপারগতার সময়) বেচাকেনা ও কাজকাম করতে পারবে। কিন্তু ফিত্‌নার পথ রোধ করার জন্য তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- ইসলাম মেয়েদের জন্য এ বিধান দিয়েছিল যে, জিহাদের ময়দানে তারা আহতদের সেবা-শুশ্রূষা এবং পিপাসার্তদের পানি পান করাতে পারবে। কিন্তু ফিত্‌না প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- ইসলাম মেয়েদের জন্য বিধান দিয়েছে যে, তারা বাড়ীর বাইরে চেহারা ও হাতের কবজি পর্যন্ত খোলা রাখতে পারবে। কিন্তু ফিতনার পথ রোধের জন্য তা নিষেধ করা হয়েছে।
- ইসলাম মেয়েদের জন্য বিধান দিয়েছিল যে, তারা শরীয়তের সীমানার মধ্যে অবস্থান করে পুরুষদের সাথে দেখা করতে পারে। কিন্তু ফিত্‌না প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এভাবে ফিতনা প্রতিরোধের নিয়ম-কানুনগুলো প্রয়োগ করতে গিয়ে যে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করা হয়েছে, তার ফলে নারীর জীবনযাত্রাকে বহুবিধ শৃংখল ও নিষ্পেষণের অক্টোপাসে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়েছে। অবশ্যই আমাদের পূর্ববর্তী ফকীহগণ কিছু যুক্তিসংগত ক্ষেত্রেই এসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। এসব ছিল তাঁদের যামানায় তাঁদের ইজতিহাদ। এসব ইজতিহাদ চিরন্তন স্থায়িত্বের দাবীদার নয়। তাই যদি হয়, তাহলে তা আল্লাহর হুকুমের ন্যায় অপরিবর্তনীয় দীনী আহকামের রূপ ধারণ করবে। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে ভালো জানেন। তিনি তাদেরকে দান করেছেন তাদের দুনিয়াবী জীবন ও মর্যাদা- সম্ভ্রম রক্ষার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী শরীয়ত

www.pathagar.com

ব্যবস্থা। অন্য একটি ব্যাখ্যা মতে, এই সতর্কতামূলক নিয়মগুলো যখন মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি তথা সমস্ত মানুষ ও তাদের প্রকৃতিগত স্বভাবের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হয়, তখন তা মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপের নামান্তর হয়। কারণ, তিনি বলেছেনঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন বিধানকে পূর্ণতা দান করলাম" এই সংগে রসূলের (সঃ) বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হয় এবং তিনি হচ্ছেন কিতাবের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাতা।

এই চিরন্তন সতর্কতামূলক নিয়মের ধারকগণ রিসালাতের যুগকে শ্রেষ্ঠতম যুগ হিসেবে বিশিষ্টতা দান করেছেন। এই যুগের পুরুষ ও নারীদেরকে তাঁরা সমগ্র মানব জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে থাকেন। এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক যতক্ষণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের হুকুমের সাথে সরাসরি সংঘাতে লিপ্ত না হন। তাঁরা ভুলে যান মদীনার ইসলামি সমাজের লোকেরা সবাই আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম ছিলেন না। বরং সে সমাজে মুনাফিকদের বিভিন্ন দলও ছিল। তার মধ্যে ইহুদী ও গ্রামীণ লোকদের প্রতিনিধিরাও ছিল। তার মধ্যে যুবক ও বৃদ্ধ, শক্তিমান ও দুর্বল এবং বুদ্ধিমান ও বোকা সবাই ছিল। এসব সহ শরীয়ত সেখানে মেয়েদের বিষয়ে কিছু জিনিস ওয়াজিব এবং কিছু জিনিস মুবাহ করেছিল।

কাজেই ইসলামের মৌলিক বিধানাবলী ও সাময়িক ব্যতিক্রমী নিয়মগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এই সাময়িক ব্যতিক্রমী নিয়মগুলো আমরাই তৈরি করেছি আমাদের ইজতিহাদের মাধ্যমে এবং এক্ষেত্রে সেগুলো স্থান ও কালের আওতাধীন হয়েছে। তারপর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাদের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা একটা নিয়ম দিয়েছি, তারপর কিছু কাল যাবার পর যখন আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, সেটি ত্রুটিপূর্ণ অথবা প্রয়োজনের চেয়ে বেশী ছিল, তখন সেটি বাদ দিয়েছি। অর্থাৎ মুবাহ, মান্দুব বা ওয়াজিবের কোনো একটি বিষয়ের জন্য তাকে পেশ করা হয়েছে আকস্মিক ঘনিষ্ঠতার কারণে, যা তাকে ফিতনার উদ্যোক্তায় পরিণত করে। ফিতনা কখনো ব্যাপক হয়, যার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র সমাজ অংগনে। আবার কখনো তা হয় সীমিত পর্যায়ে। ব্যক্তি বিশেষ বা কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে তার প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকে। জ্ঞানী ও সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষমতাসম্পন্ন লোকেরাই সমাজের নেতৃত্ব দেন। কাজেই ব্যাপক ফিতনা অনুমান করার ক্ষমতা সমাজের আছে। অন্যদিকে বিশেষ ফিতনার পরিমাপ তারাই করতে পারে যারা তার মুখোমুখি হয় অথবা যাদেরকে তা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে কিংবা সতর্ক লোকদের মধ্য থেকে যারা তার সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। আর এই উভয় অবস্থায় যে "প্রয়োজনের ফলে হারাম মুবাহ হয়ে যায়" সেই প্রয়োজন যেমন তার পরিমাণ মতো অনুমান করা হয়, ঠিক তেমনি আকস্মিকভাবে আগত এই সাধারণ ও বিশেষ ফিতনাকেও "যা মুবাহকে হারাম করে দেয়' তাদের পরিমাণ অনুযায়ীই অনুমান করতে হবে।

www.pathagar.com

আমরা আগেই বলেছি, ফিতনা ও বিপর্যয় প্রতিরোধের নামে এইসব নিয়মের বাড়াবাড়ি আসলে জীবন যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাবারই একটা ব্যবস্থা। অতি আবেদ একটি দলকে দেখা যায় ফিতনার মোকাবিলা করার ভয়ে মানুষের সংস্রব ও সংসার জীবনের ঝামেলা থেকে দূরে পালিয়ে যায়। অথচ কঠোর সংকল্প ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সহকারে দুনিয়ার ফিতনার মোকাবিলা করাই ছিল তাদের কাজ। অতি সাবধানীদের অবস্থাও একই। তারা পালিয়ে গেছে অথবা পালিয়েছে তাদের মেয়েরা এবং জীবন যুদ্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তারা সটকে পড়েছে। কাজেই মুসলিম সমাজ বিপুল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মুসলিম সমাজে সবার উপর ওয়াজিব ছিল– আল্লাহ মুবাহ, মান্দুব, ওয়াজিব, মাকরূহ ও হারাম হিসেবে যা কিছু নির্ধারিত করে দিয়েছেন, সেসব গ্রহণ করে নিয়ে নিজেকে সঠিক চরিত্র-গুণে ও সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বে সুসজ্জিত করা। এভাবে নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভবপর হতো এবং গৃহের মধ্যে অবস্থান করে হউক বা সামাজিক কর্মক্ষেত্রে তৎপর থেকে হউক, সে একটি সুফল সৃষ্টিতে সক্ষম হতো।

এটাই কি আমাদের জন্য ভালো নয় যে, গোড়া থেকেই রসূল (সঃ) সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল রেখে এবং তার সাথে যে সমস্ত ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ম সংযোজিত হয়েছে সেগুলো মূলত প্রজ্ঞাপূর্ণ সুবিবেচিত নিয়মের সমষ্টি, তার ভিত্তিতে আমরা আমাদের জীবন ধারা গড়ে তুলবো? তারপর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা যে ফল লাভে সক্ষম হয়েছি তার ভিত্তিতে নিয়ম- শর্তাদিকে সংকীর্ণ করবো এবং বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবো? অথবা আমাদের জন্য কি এটাই ভালো নয় যে, আমরা শুরু থেকেই অতিরিক্ত ও অবিবেচনাপ্রসূত নিয়ম-শর্তাদির ভিত্তিতে আমরা আমাদের জীবন ধারা গড়ে তুলবো? বর্তমানে কেউ কেউ ফিতনা প্রতিরোধের উপায়ের মধ্যে আইনের যে উৎস রয়েছে তা থেকে অবিবেচনাপ্রসূত পদ্ধতিতে ঢালাওভাবে সাহায্য গ্রহণ করা অব্যাহত রেখেছেন। এর ফলে তারা বহু মুবাহ কার্যক্রমকে বাতিল করে দিয়েছেন এবং অন্যায়ভাবে সেগুলোকে মাকরূহ ও হারামে পরিণত করেছেন। অথচ ইতিপূর্বে যেমন বলা হয়েছে কঠোরতা ও কড়াকড়ি আরোপ করা থেকে মুবাহগুলোকে রক্ষা করা ওয়াজিব। এগুলোর বিরুদ্ধে এমন কড়াকড়ি আরোপ করা যাবে না যার ফলে শরীয়তের দৃষ্টিতে যেখানে এগুলো সুকৃতি সেখানে এগুলো দুস্কৃতি হিসেবে বিবেচিত না হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُه

"জেনে রেখো, প্রত্যেক বাদশাহর একটা সীমানা থাকে। জেনে রেখো, পৃথিবীতে আল্লাহর সীমানা হচ্ছে তার হারামগুলো"। (বুখারী ও মুসলিম)[১৩৮]

আল্লাহর পৃথিবীতে হারাম যখন হয় দুস্কৃতির চারণভূমি এবং সীমানার কাছ থেকে দূরে অবস্থান করাই হয় যখন বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, তখন আল্লাহর পৃথিবীতে ব্যাপক বিস্তৃত

www.pathagar.com

হালালের চারণভূমি থেকে দূরে সরে থাকা বোকামী ছাড়া আর কি? কোনো ব্যক্তি যখন একটা হারাম কাজ করে, তখন সে নিজের প্রতি জুলুম করে। অন্যদিকে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো হালালকে নিজের ও জনগণের জন্য হারাম করে নেয় তখন সে নিজের উপর জুলুম করে এবং জনগণের প্রতিও জুলুম করে।

এখানে আমরা দুটি অবস্থান দেখি। দু'টিই ভ্রান্ত ঃ

প্রথম অবস্থান

এই নীতি অবলম্বনকারীরা পুরুষদের সাথে মেয়েদের সাক্ষাত হবার যতগুলো মুবাহ ক্ষেত্র আছে তার সবগুলো থেকেই দূরে অবস্থান করেন। তাঁরা মেয়েদের মসজিদে নামায পড়ার বিরোধী। কোনো পুরুষ আলেমের মসজিদে সাধারণ বৈঠকে বা মেয়েদের বিশেষ বৈঠকে বসে মেয়েদের জ্ঞানের কথা শোনার বিরোধী। পুরুষ ও নারীদের মধ্যে শুভেচ্ছার আদান প্রদান বিরোধী। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে পুরুষ-নারীর পারস্পরিক সহযোগিতার বিরোধী। তারা মেয়েদেরকে কোনো কাফেলার নেত্রীত্বে পরিচালনার অনুমতি দেন না। এ সমস্ত মুবাহ কাজ হারাম না মাকরূহ- এ ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট কথা না বলে তারা এ গুলো থেকে দূরে থাকেন। তারা এ ব্যাপারে কেবল শর্তহীন দূরে অবস্থানের উপর নির্ভর করেন। এভাবে নিজেদের অনুসৃত নীতির মাধ্যমে ঘৃণা ও অবজ্ঞার প্রকাশ ঘটিয়ে তারা দুটি ভুল করেন।

এক. মুবাহ থেকে দূরে সরে আসেন। এটি এমন একটি বিষয় যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাদের জন্য এটি অনুমোদন করেননি।

দুই. ব্যক্তির বিষয়কে সবার বিষয়ের সাথে গুলিয়ে ফেলেন। যেমন মুবাহকে মাকরূহ ও হারামের সাথে মিশিয়ে ফেলা হয় এটা এ জন্য যে মুমিন স্বাভাবিকভাবে যে দুস্কৃতিকে ঘৃণা করে তার একটি অংশ রয়েছে এই মুবাহকে কার্যকর করার মাধ্যমে সময়ের সাথে জড়িত করে যে ঘৃণা ও অবজ্ঞার কল্পনা করা হয় তার মধ্যে। এর সাথে শরীয়তের মুবাহের যে পবিত্রতা নির্ধারিত আছে তা অস্বীকার করা হয় এবং আল্লাহর একটি হুকুমকে নষ্ট করে দেয়া হয়। ইতিপূর্বে আমরা শরীয়তের বিধানকে মিশ্রণ ও বিভ্রান্তিমুক্তকরার জন্য উসূলবিদগণ যেসব বক্তব্য পেশ করেছেন তা আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অবস্থান ঃ

এই অবস্থানে যারা আছেন, তারা বিপর্যয় প্রতিরোধ ও ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার যুক্তিতে পুরুষদের সাথে মেয়েদের সাক্ষাতের যতগুলো মুবাহ ক্ষেত্র আছে তার সবগুলোকে মাকরূহ বা হারাম বলে মনে করেন। এর পেছনে শরয়ী বৈধতার যে ভিত্তি

www.pathagar.com

আছে তা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেননি। তবে অবশ্যই মাকরূহ বা হারাম হবার ব্যাপারটি তার সাথে প্রযুক্ত হয়েছে আপেক্ষিকভাবে বিশেষ ও সাময়িক ঘনিষ্ঠতা ও সম্মিলনের কারণে।এ ঘনিষ্ঠতা ও সম্মিলন খতম হয়ে গেলে আবার তার মধ্যে আসল বৈধতার হুকুম ফিরে আসে। মানুষের প্রতি আল্লাহর হুকুমকে তাদের কোনো সাময়িক বিষয়ের সাথে মিশিয়ে ফেলা হলেই বিপদ দেখা দেয় তখন তারা আল্লাহ যা হালাল করে দিয়েছেন তাকে হারাম বা মাকরূহ মনে করে। এটা হচ্ছে আর একটি দিক। অন্যদিক থেকে দেখা যায় যতক্ষণ মাকরূহ বা হারাম হওয়ার বিষয়টি বিপর্যয়ের পথরোধের উপায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকে ততক্ষণ তা প্রবক্তার ইজতিহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তার ভিত্তি তখন আল্লাহর কোনো আয়াত এবং বা রাসূলের কোনো সুন্নতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না। আর এ কারণেই এবক্তব্য দেবার সময় প্রবক্তাকে যে ব্যক্তির জন্য এ বক্তব্য দিচ্ছেন তার বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে। আর বক্তব্য বা অভিমত সঠিক হতে পারে, ভুলও হতে পারে। যারা এ ব্যাপারে ফতোয়া চাইবে তাদেরকে বিষয়টি পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া উচিত। আল্লাহ যেমন কোনো বিষয়কে চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষণা করেন, সেভাবে হারাম বলে ঘোষণা করে দেয়া যথেষ্ট হবে না।

মুসলিম ফকীহগণের নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলো এক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য। ইবনে কাইয়িম তাঁর "ই'লামূল মুয়াক্কিয়ীন'গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"আর সাহাবাগণের কেউ যখন কোনো রায় বা অভিমত গ্রহণ ও গঠন করেছেন, তখন তাদের একজনও একথা বলেননি যে, তিনি যা কিছু লাভ করেছেন তাই আল্লাহর হুকুম। বরং তারা বলেছেন ঃ এটি আমার রায়। যদি এটি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, আর যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার পক্ষ থেকে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল এর দায়মুক্ত।"

যা কিছু এখানে উদ্ধৃত করা হলো এটা আবুবকর (রা), উমর (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা)-এর মতো ফকীহ সাহাবীদের বাইরের অন্য কারো কথা নয়। তাঁরা তো তাদের বাইরের কাউকে নিজের রায়ের ভিত্তিতে কথা বলার জন্য অভিযুক্ত করেননি। তাদের প্রত্যেকটি রায় ও ইজতিহাদ সেকথা প্রমাণ করে, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর একটি বর্ণনা থেকে তা প্রকাশ হয়। হযরত উমরের সাথে একজন লোকের দেখা হলো। উমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি ব্যাপার তোমার কি হয়েছে? লোকটি বললো ঃ আলী ও যায়েদ এ ধরনের ফায়সালা দিয়েছেন। উমর বললেন ঃ যদি আমি হতাম তাহলে একই ফয়সালা দিতাম। লোকটি বললো ঃ কে আপনাকে বাধা দিল? হুকমের দন্ড তো আপনার হাতে। উমর জবাব দিলেন ঃ আমি যদি তোমাকে আল্লাহর কিতাব বা রাসূলের সুন্নতের দিকে ফিরিয়ে দিতে চাইতাম, তাহলে তাই করতাম। কিন্তু আমি তোমাকে রায়ের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি এবং রায় হয় যৌথ। কাজেই আলী ও যায়েদ যা বলেছেন তা বাতিল করা হবে না।"[১৩৯]

www.pathagar.com

তিনি আরো লিখেছেন ঃ আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে এটা হালাল এবং এটা হারাম একথা বলতে নিষেধ করেছেন, যখন আল্লাহ এবং তার রসূল সুস্পষ্ট নির্দেশের মাধ্যমে তাকে হারাম করেননি। এ ধরনের কাজ যে ব্যক্তি করে তাকে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦)

"তোমাদের জিহবা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য বলোনা, এটা হালাল এবং ওটা হারাম, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না।" (আন-নাহল ঃ ১১৬)

ইবনে আব্দুল বার তার "জামে বায়ানুল ইলমে ওয়া ফাদলিন" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ রাবীয়াহ বলেন ইবনে শিহাবকে ঃ হে আবু বকর! যখন তুমি নিজের পক্ষ থেকে লোকদেরকে কোনো কথা শুনাবে, তখন তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, এটা তোমার রায় এবং যখন সুন্নত থেকে লোকদেরকে কোনো কথা শুনাবে তখন তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, এটা সুন্নাতে রসূল।[১৪০]

মালেক ইবনে আনাস বলেন ঃ "যারা লোকদের উপর নেতৃত্ব করেছেন, আমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে যারা অতীত হয়ে গেছেন এবং যাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছি, তাদের একজনকে আমি কোনো ব্যাপারে এমন দেখিনি যিনি বলতেন ঃ এটা হারাম এবং এটা হালাল। তারা কেউই এ দুঃসাহস করতেন না। বড়জোর তাঁরা বলতেন ঃ আমরা এটা পছন্দ করি না এবং এটাকে ভাল মনে করি না। এটা পছন্দ করি এবং এটা ঠিক মনে করি না। তাঁরা তা হালাল বা হারাম বলতেন না। বলেন ঃ মহান আল্লাহ বাণী শোননি?

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (٥٩)

"বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছেন, তোমরা তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছো? বলো, আল্লাহ কি তোমাদের এর অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো।" (ইউনুস ঃ ৫৯)

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হালাল করেছেন,তাই হালাল এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন, তাই হারাম"[১৪১] ইমাম মালেকের এ বক্তব্য অনুসরণ করে ইবনে আব্দুল বার্ বলেন ঃ "ইমাম মালেকের এ কথার অর্থ হচ্ছে, শরীয়তের জ্ঞান ভান্ডার আহরণ করে যে রায় ও ইসতিহসান তথা অভিমত ও পরিণামদর্শী বিবেচনা পেশ করা

www.pathagar.com

হতো, যেখানে হালাল ও হারাম শব্দ ব্যবহার করা হতো না। তবে আল্লাহ এ ব্যাপারে ভাল জানেন।"[১৪২]

মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে আমাদের প্রতি আগ্রহী ভাইদেরকে বলবো, বিপর্যয় প্রতিরোধের নামে অবাধভাবে সাধারণ নিষেধাজ্ঞা জারী করার ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তা সকল প্রকার ভূমিকার ধারণ ক্ষমতা এবং তার মধ্যকার সমস্ত কল্যাণ খতম করে দেয়। যেমন চিরতরে খতম করে দেয় সমস্ত মানুষের অবস্থার ধারণ ক্ষমতা এবং সমান পর্যায়ের বিপরীতমূখী প্রকৃতি-সৃষ্ট সকল প্রকার কার্যক্রম। অথচ শরীয়ত প্রণেতা মুবাহকে, যা মানুষের করার বা না করার ক্ষমতার আওতার মধ্যে থাকে, প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্নমুখী প্রয়োজন ও অবস্থার প্রতি নযর রেখেছেন।

বাড়াবাড়ি অতি উৎসাহীদেরকে মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর প্রতি সূক্ষ্ম হিদায়েত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং নিজেদেরকে একের পর এক নিয়ম শৃংখলে বেধে ফেলেছে এবং চাপের পর চাপের মধ্যে ফেলে মেয়েদের মুবাহ, মান্দুব ও ওয়াজিব সকল পর্যায়ের চলাফেরা ও কর্মতৎপরতাকে সীমিত ও সংকীর্ণ করে দিয়েছে। পুরুষ ও নারী উভয়কেই নানা প্রকার কষ্ট ও কাঠিন্যের মুখোমুখী করেছে, যার সমর্থনে আল্লাহ কোনো দলীল নাযিল করেননি। আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ও পরম দয়ালু। তিনি বলেন ঃ

يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তাই চান, যা ক্লেশকর তা চান না" (আল বাকারা ঃ ১৮৫)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে হযরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন, তিনি ছিলেন তাঁর উম্মতের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ।

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন দুটি বিষয়ের মধ্য থেকে একটিকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তখনই তিনি গোনাহ না হলে সহজটিকে গ্রহণ করেছেন" (বুখারী ও মুসলিম)।[১৪৩] আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নত থেকে আমাদের সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ একটি নিয়ম উদ্ভাবন করেছেন। সেটি হচ্ছে ঃ

المشقة تجلب التيسير

"ক্লেশ সহজতার জন্ম দেয়" অর্থাৎ ব্যক্তির কষ্ট যখন বোঝায় পরিণত হয়, তখন শরীয়ত প্রণেতা তার উপর শরীয়তের হুকুম আহকাম পূর্ণ রূপে মেনে চলার বিষয়টি এমন

www.pathagar.com

পর্যায়ে লঘু করে দিতে চান যাতে তার কষ্ট দূর হয়ে যায়। তাহলে আমাদের মহান ঔদার্যময় শরীয়ত যেখানে এহেন কোমল-সহজ নীতির অবকাশ রেখেছে, সেখানে আমরা কেন দীন ও শরীয়তের ব্যাপকতাকে পরিহার করে নিজেদেরকে সংকীর্ণতার মধ্যে টেনে আনছি।

শরীয়তের কল্যাণসমূহ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাধারণ অবস্থায় পুরুষের সাথে মেয়েদের সাক্ষাত মুবাহ হবার পরও মেয়েদের উদ্যোগে যে সাময়িক ফিতনার সৃষ্টি হয় তার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের লক্ষ্যে যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে পুরুষদের সাথে মেয়েদের সাক্ষাত হারাম হওয়া এবং ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার দাবীতে সকল স্থানে সকল অবস্থায় পুরুষদের সাথে মেয়েদের সাক্ষাত হারাম হওয়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। প্রথম অবস্থাটি হচ্ছে সমতাপূর্ণ ও শরীয়তসম্মত। কারণ তার মধ্যে আসল হালাল অবস্থারই সংরক্ষণ হয়, বরং তা সুন্নতেরই সংরক্ষক এবং সংঘটিত ফিতনার ক্ষেত্রে বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করে।

অন্যদিকে দ্বিতীয় অবস্থাটি অসম ও শরীয়তের বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ সেখানে আমরা একটি হালাল বিষয়কে শর্তহীনভাবে পরিত্যাগ করছি। অর্থাৎ আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে তাকে হারাম করছি এবং আমরা যেন শরীয়ত প্রণেতা যে বিষয়টিকে মুবাহ করেছিলেন তাকে বাতিল করে দিচ্ছি।

এরপর ভেবে দেখতে হবে, বিপর্যয় প্রতিরোধ ও ফিতনার মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে নারীর চেহারা অনাবৃত রাখার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করে এবং তার সমাজ জীবনের কর্মকান্ডের অংশ গ্রহণকে হারাম ঘোষণা করে যে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে তাতে কি সফলতা অর্জিত হয়েছে? আমরা মনে করি তা সফল হয়নি। নবীর হিদায়েতের বিরোধিতা করে তা সফল হতেও পারেনা। বরং লৌহপ্রাচীর দিয়ে আমরা নারী ও পুরুষকে আটকে রাখলেও নিশ্চিতভাবেই বিভিন্ন পথে অবৈধ আনন্দ লাভের মাধ্যমে প্রবঞ্চনার মহড়াই এগিয়ে চলছে। এই সমস্ত প্রাচীরের দূর্বল ছিদ্রপথগুলো দিয়ে যে কোনো সুযোগে যদি তারা অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম না হয়, আর অনুপ্রবেশ সম্ভবত ঘটেই যায় তাহলে অবশ্যই পুরুষ ও নারীরা প্রাচীরগুলোর ভেতরে নিজেদের মধ্যেই নিষিদ্ধ আনন্দ লাভে এগিয়ে আসে। এভাবে নির্লজ্জের মতো আদিরসের বিনিময়ের মাধ্যমে তারা যৌন উপভোগে প্রবৃত্ত হয়। এটা ছিল বিনষ্ট ও ধ্বংস হওয়ার নতুন উপকরণগুলো আসার আগের কথা। আর এ উপকরণগুলো এসে যাবার পরে এখনতো যৌন পত্রপত্রিকা পাঠ এবং যৌন উত্তেজক ফিল্মগুলো দেখার হার অনেক বেড়ে গেছে। দেখা যায়, এপথে বিপর্যয়ের প্রতিরোধ সম্ভব হয়নি। কারণ মানুষের সমাজের যে প্রকৃতি তার মধ্যেই তার উপকরণ রয়ে গেছে। বরং উল্টো অনেক ক্ষেত্রে শরীয়তের সীমা লংঘন ও নিষেধাজ্ঞা আরোপে বাড়াবাড়ি করার ফলে বিপর্যয় বেড়ে গেছে।

www.pathagar.com

শেষে একজন বিজ্ঞ আলেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের (রা) হাদীস বর্ণনা প্রসংগে যে কথার জের টেনেছেন তা এখানে উল্লেখ করছি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন ঃআমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

"তোমাদের মেয়েরা তোমাদের কাছে অনুমতি চাইলে তাদেরকে মসজিদ যেতে নিষেধ করো না"– একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমরের পুত্র বেলাল বলেন ঃ "আল্লাহর কসম, আমি তাদেরকে বাধা দেবই" (এভাবে তো তারা স্বামীদের ধোকা দেবে)"।[১৪৪] আব্দুল্লাহ ইবনে উমর তার কাছে গেলেন এবং তাকে গালমন্দ করলেন। আমি এরকম গালাগালি ইতিপূর্বে কখনো তার মুখে শুনিনি। এরপর তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি শুনাচ্ছি, আর তুমি বলছো কিনা, আল্লাহর কসম, আমি তাদের মানা করবোই। মুসলিম[১৪৫]

আবদুল হামীদ ইবনে বাদিস রাহেমাহুল্লাহ্ বলেন ঃ "বেলাল যা করেছেন এমনটি বা এরই সমধর্মী কাণ্ড করে থাকেন অনেক অজ্ঞ ও বিদআতপন্থী যুবক ও বৃদ্ধ। এমনকি শেষ পর্যন্ত বিদআতটি তাদের কাছে সুন্নাত এবং সুন্নাতটি বিদআতে পরিণত হয়। তাদের কাছে যখন কুরআন ও হাদীসের দলীল সহকারে শরীয়তের হুকুম পেশ করা হয়, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করে, তার বিরোধিতা করে, তা অস্বীকার করে ও অহংকার করে এবং তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবার জন্য এগিয়ে আসে। অথবা তারা চুপ করে থাকে এবং গোপনে বিরোধিতা করে থাকে। এসব মুমিনের কাজ নয়। কাজেই সাবধান! যখন তুমি কুরআনের আয়াত বা সহীহ হাদীস থেকে শরীয়তের কোনো হুকুম শুনবে তখন তার বিরুদ্ধে দাড়াবে না। বরং তোমার বক্ষদেশ তার জন্য প্রশস্ত করে দাও এবং মহান আল্লাহ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ফায়সালা করে দিয়েছেন তা মেনে নেবার ব্যাপারে যেন তোমার মনে সামান্যতম সংকীর্ণতাও দেখা না দেয়।"[১৪৬]

বিপর্যয় প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির কারণ

এই বাড়াবাড়ির পিছনে যে সব কার্যকারণ রয়েছে সেগুলো গভীর অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও গবেষণা সাপেক্ষ বিষয়টি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে। এই সংগে এর বাইরে সমস্ত দিক সম্পর্কেও তাত্ত্বিক অধ্যয়নের প্রয়োজন। এখানে আমরা কেবলমাত্র সম্ভাব্য কয়েকটি কার্যকরণের উল্লেখ করবো। আমরা মনে করি না আমরা এখানে যে কার্যকারণগুলো আলোচনা করবো সেগুলোই একমাত্র প্রভাবশালী কার্যকারণ। মানুষের মনে এবং তার বুদ্ধিবৃত্তিতে কোন চিন্তার কি কার্যকারিতা চলছে তা একমাত্র মহান, মহাপবিত্র, সর্বশক্তিমান আল্লাহই জানেন। তবে আমরা বিপর্যয় প্রতিরোধের উপায়গুলো প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যে বাড়াবাড়ি হয়েছে সে বিষয়টিকে অকাট্যভাবে তুলে ধরতে চাই। এটি কার্যকর করার জন্য উসূলবিদগণ প্রয়োগের যে শর্ত নির্ধারণ করেছেন তারই ভিত্তিতে আমরা এটা করতে চাই। আমরা যখন দেখছি আমাদের কিছু সুবিজ্ঞ আলেম এ

www.pathagar.com

বাড়াবাড়ি করেছেন, তখন আমরা তাঁদের ইলম বিজ্ঞতার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন সহকারে এ কথা ছাড়া আর কি বলতে পারি ঃ "যে ভুল করেনা সেই-ই শ্রেষ্ঠ।"

প্রথম কারণ ঃ বিপর্যয় প্রতিরোধের শর্তাবলী সম্পর্কে গাফিলতি

বিপর্যয় প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে বিশিষ্ঠ ফকীহগণের বক্তব্য ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। সে সব বক্তব্য থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বিপর্যয় প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কোনো মোবাহকে হারাম করতে গেলে সেখানে বহু শর্ত থাকে। এই শর্তগুলোর প্রতি নযর রাখতে হবে। এই শর্তগুলো হচ্ছে ঃ

১. মুবাহের ওয়াসিলা বা কারণ প্রধানত– বিরল ক্ষেত্রে নয়– অনিষ্ট ও অকল্যাণের ধারক ও বাহক হতে হবে। শাতবী এর উপর আরো অতিরিক্ত বলেন ঃ "বিপর্যয় সৃষ্টিকারিতার ক্ষেত্রে উল্লেখিত উপায়– উপাদান এর ভূমিকা বিপুল হতে হবে। অর্থাৎ বিরলতো নয়ই শুধুমাত্র প্রবল হলে চলবেনা বরং এত ব্যাপক হতে হবে যা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তার সংঘটিত হওয়ার বা না হওয়ার শুধুমাত্র সম্ভাবনাই রয়েছে এবং উভয় দিকের একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেবার সপক্ষে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই এমন হলেও চলবে না।"

২. তার বিপর্যয় সৃষ্টিকারিতা কল্যাণকারিতার উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, নিছক বিপর্যয় সৃষ্টিকারিতা সম্পন্ন হলে চলবে না।

৩. দুটি শর্ত পূরণ হওয়ার পর নিষেধাজ্ঞাটি চূড়ান্ত হারাম বলে গণ্য হবে না বরং বিপর্যয় সৃষ্টিকারিতার পর্যায় অনুসারে তা মাকরূহ ও হারামের মাঝামাঝি অবস্থান করবে।

৪. মুবাহের উপায়– উপকরণ যখন বিপর্যয় সৃষ্টি করার দিকে চালিত হয় কিন্তু তার কল্যাণের দিকটি বিপর্যয় সৃষ্টিকারিতার চেয়ে প্রবল হবে তখন শরীয়ত কেবল তাকে মুবাহ হিসেবেই গণ্য করে না বরং কখনো তাকে মুস্তাহাব, আবার কখনো প্রয়োজন অনুসারে ওয়াজিব হিসেবেও গণ্য করে।

উসূলবিদগণের এই সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরও পরবর্তীকালে কোনো কোনো ফকীহ এ থেকে গাফেল হয়ে গেছেন এবং তাদের এই গাফিলতির ফলে নারী ফিতনা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ ঃ নারী ফিতনার অসৎ অর্থ গ্রহণ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে মহাজ্ঞানী শরীয়ত প্রণেতা নারী ও পুরুষের মধ্যকার সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন করে দেননি। বরং তিনি চেয়েছিলেন, এই পৃথিবীটাকে গড়ে তোলার জন্য তাদের দুজনের মধ্যে থাকবে পারস্পরিক সহযোগিতার দৃঢ় সেতুবন্ধন। এ সেতু বন্ধন অক্ষুণ্ন রেখে

www.pathagar.com

অগ্রসর হবার জন্য তিনি আমাদের জন্য প্রবর্তন করেছেন ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন বিধান অনুসারে আমরা নারী-অঙ্গের কিছু অংশ দেখতে পারি– দেহের প্রধান অঙ্গ অর্থাৎ চেহারা।

হঠাৎ উঠতি বয়সের মুমিনের নযর তার প্রতি পড়ে। সে তার দৃষ্টি সংযত করে এবং সবর করে। আবার কখনো রোযা রেখে নিজের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে নিজের উপর তার কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনে।

পরিপক্ষ মুমিন যুবক তাকে দেখে। সে নিজের দৃষ্টি সংযত করে এবং সবর করে। কখনো দৃঢ় সংকল্প করে এবং কখনো নারীর সাথে সম্পর্কিত হয়ে শান্তির নীড় রচনা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে যাতে সে তার কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারে।

একজন বিবাহিত মুমিন পুরুষ তাকে দেখে। সে নিজের দৃষ্টি সংযত করে। এবং নিজ স্ত্রীর কাছে চলে যায়। নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করে এবং তার মনের সৃষ্ট অবস্থা দূরীভূত হয়।

একজন দুর্বল মুমিন তাকে দেখে। সে তার দৃষ্টিকে ঢিল দেয়। সে কিছুটা অসংযত হয়ে পড়ে এবং ছোটখাট গোনাহের শিকার হয়।

ফাসেক তাকে দেখে। সে অপলক দৃষ্টিতে তাকে দেখতে থাকে কখনো সে গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু দুর্বল মুমিনের ছোটখাট গোনাহ এবং ফাসেকের দুস্কৃতি তার মুখাবয়ব উম্মুক্ত রাখার কারণে সৃষ্টি হয়নি। দুর্বলের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা অনেক সময় তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। এ দুর্বলতার প্রকাশ নারীর চেহারা দেখার অপেক্ষায় থাকে না। এই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে সে যেখানে সেখানে যা-তা করে বসে। অথবা ফাসেকের আভ্যন্তরীণ দুস্কৃতির প্রবণতা অনেক সময় তার নিজের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। নারীর চেহারা না দেখেই তার মধ্যকার এ দুস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য সে প্রতারণার ফাঁদ পাতে এবং চরমপন্থীরা যতগুলো বাধা ও প্রাচীর নির্মাণ করে সবগুলোতেই ফাটল ধরায়।

এই সেতুবন্ধনকে সুদৃঢ় ও মজবুত করার উদ্দেশ্যে ইসলামি শরীয়ত নারীর জন্য সামাজিক জীবনের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং উৎকৃষ্ট ও গঠনমূলক কার্যব্যাপদেশে পুরুষের সাথে সাক্ষাতের বিধান রচনা করেছে। এভাবে জীবনকে সহজ ও প্রশস্ত করতে চেয়েছে। শরীয়ত প্রণেতা যদি চাইতেন এই সেতুবন্ধন প্রতিষ্ঠিত না থাক এবং নারী ও পুরুষের মাঝে যে সেতুবন্ধন আছে তা ছিন্ন হয়ে যাক, তাহলে তিনি নারীর চেহারা ঢেকে রাখার জন্য কঠোর ও চূড়ান্ত নির্দেশ আরোপ করতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি আমাদের আদেশ দিলেন দৃষ্টি সংযত রাখতে। আমরা দৃষ্টিকে সংযত করবো কোন জিনিষ থেকে? কালো ভূত থেকে? অশরীরি মূর্তি থেকে? এটা সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী মহান

www.pathagar.com

আল্লাহর উদ্দেশ্য হতে পারে না। শরীয়ত প্রণেতা যদি চাইতেন নারী সামাজিক কাজ কর্মে অংশ নিবে নাএবং পুরুষের সাথে সাক্ষাৎ করবে না তাহলে তাদের স্ত্রীদের মসজিদে যেতে মানা করতে নিষেধ করতেন না। তাহলে মেয়েদেরকে বলতেন না, তোমরা ঈদের নামাযের জন্য বের হও। কখনো তাদের জিহাদে অংশগ্রহণ করে পিপাসার্তদের পানি পান করাতে এবং আহতদের সেবা শুশ্রূষা করার সুযোগ দিতেন না। কখনো একজন বা দু'জন সহযোগীসহ স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করার অনুমতি দিতেন না।

কাজেই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, বিজ্ঞ শরীয়ত প্রণেতা নারী ও পুরুষের মধ্যকার স্বাভাবিক আকর্ষণ প্রবণতা জানার পরও ফিতনা নিরসনের উদ্দেশ্যে পুরুষ ও নারীর উভয়ের জন্য দৃষ্টি সংযত রাখার হুকুম জারী করেছেন। পুরুষ ও নারীর মধ্যে সাক্ষাতের জন্য যে সব নিয়ম কানুন বিধিবদ্ধ করেছেন সেগুলোর পর এটা হচ্ছে বাড়তি ব্যবস্থা। যে ব্যক্তি শরীয়ত প্রবর্তিত এ চিকিৎসা গ্রহণ করার ব্যাপারে দুর্বলতা বা অক্ষমতার শিকার হয় তার নিজেকে ধিক্কার দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তার হিম্মতকে জাগাবার এবং অক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য তৎপর হওয়া উচিত। আর দৃষ্টি সংযত করা যখন কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়, তখন জেনে রাখতে হবে এ থেকে মুক্তির আর কোনো উপায় নেই। আল্লাহ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সমানভাবে এ কষ্টের মুখোমুখি করেছেন এবং তাদের সবাইকে এ পরীক্ষার সম্মুখীন হতেই হবে।

মহাজ্ঞানী শরীয়ত প্রণেতা এই যে চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন এর মাধ্যমেই ফিতনার প্রভাব সম্ভাব্য সীমা পর্যন্ত হ্রাস পাবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে বিভিন্ন বিষয়কে যেভাকে কার্যকর করা হয়েছিল এবং তারপর মুসলিম উলামায়ে কেরাম দীর্ঘ দিন পর্যন্ত একে যেভাবে কার্যকর করেছেন আমাদের এ কথার ভিত্তি তারই উপর প্রতিষ্ঠিত। মিসর,সিরিয়া ফিলিস্তিন এবং অন্যান্য দেশের গ্রামে আমরা এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যেভাবে এ ব্যবস্থাটি প্রযুক্ত হয়েছিল এটা তার সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর এটি অর্থাৎ নারী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে মিলে কাজ করবে এবং এজন্য পুরুষদের সাথে তাদের দেখা সাক্ষাত হবে-এ সবের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। এবং তা সব কিছু শরীয়ত এ উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষের জন্য যে সব নিয়ম কানুন ও বিধিবিধান আরোপ করেছে তার সীমানার মধ্যে অবস্থান করেই সম্পাদিত হতে হবে।

এ ক্ষেত্রে দুটি সমরূপী ফিতনা আছে। এদের একটি হচ্ছে অস্থায়ী ফিতনা। এটি একজন মুসলিমকে উত্যক্ত করে। তখন সে তার দৃষ্টি আনত করে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং নিজের কাজে চলে যায় অথবা সে আবার দেখে, মনে মনে কিছু বলে,অথবা ছোট-

www.pathagar.com

খাট কোনো গুনাহ করে বসে এবং তারপর তওবা করে অথবা গাফিলতির মধ্যে ডুবে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তার রহমতের বদৌলতে এ ধরনের গুনাহ মাফ করে দেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (٣١) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ (٣١-٣٢)

"আর যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। যারা বিরত থাকে গুরুতর ও অশ্লীল কাজ থেকে, তবে ছোট ছোট খাট অপরাধ ভিন্ন। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম।" (সূরা আন নাযম ঃ ৩১, ৩২)

ইবনে আব্বাস বলেন ঃ আবু হুরাইরা নভী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের বরাত দিয়ে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আমি তার মোকাবেলায় সগীরা গুণাহের সাথে সামঞ্জস্যশীল আর কোনো জিনিস দেখিনি। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ ، وَيُكَذِّبُهُ

"আল্লাহ বনী আদমের জন্য যিনার মধ্য থেকে তার অংশ লিখে দিয়েছেন। সে অবশ্যই তার মুখোমুখী হবে। কাজেই চোখের যিনা হচ্ছে দেখা। জিহবার যিনা হচ্ছে কথা বলা। অন্তরের যিনা হচ্ছে সে আখাংকা পোষণ করা ও কামনা করা। আর লজ্জাস্থান এই সবকিছুকে সত্যায়িত করে (যদি সত্যি সত্যি যিনা করে ফেলে) অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে (যদি যিনা না করে)"। বুখারী ও মুসলিম)[১৪৭]

সগীরা গুনাহের কাফফরা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ

"মুসলিম বান্দা বা মুমিন বান্দা যখন উযু করে তার চেহারা ধোয়, তখন সে তার দুই চোখ দিয়ে যে অবৈধ দৃশ্য দেখে যে সব গুনাহ করেছিল তার সমস্ত গুনাহ পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ধুয়ে বের হয়ে যায়।" (মুসলিম)[১৪৮]

www.pathagar.com

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

"পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআ থেকে আরেক জুম'আ এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযানের মধ্যবর্তী সময়ে যা কিছু ঘটে, কবীরা গুনাহ ছাড়া সব কিছুর জন্য কাফফরা হয়ে যায়"। (মুসলিম)[১৮৯]

একজন মুসলমান সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো পবিত্র সমাজে জীবন যাপন করলেও তাকে এই ধরনের ফিতনার সম্মুখীন হতে হয়। ইতিপূর্বে হাদীসের আলোচনায় আমরা বিপর্যয়ের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ নির্দেশনা দেখিয়েছি। সাহাবাগণ কিভাবে এ ফিতনার শিকার হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা নবী (সঃ) এর কাছে তাদের পুরুষত্বহানি করার অনুমতি চেয়েছেন। কোনো একজন মুসলমান এমন একটি অতি সংরক্ষিত জায়গায় বাস করলেও যেখানে সে কখনো কোনো নারীর মুখ দেখবে না, তাকেও এ ফিতনার মুখোমুখী হতে হবে। নিশ্চিতভাবে তার মনে অনেক অসৎ চিন্তা কল্পনার উদয় হবে। মানুষের প্রকৃতির মাঝে আল্লাহ বিপরিত লিঙ্গের প্রতি এই প্রবল আকর্ষণ রেখে দিয়েছেন। তাহলে আর এটা এমন কি ব্যাপার! মুসলমানতো একজন মানুষ এবং তাকে মানুষের সমাজে বাস করতে হয়। সতত পরিভ্রমণশীল শয়তানেরা মুসলিমের সামনে নিয়ে আসে প্রবৃত্তির কামনা, এছাড়া অন্যান্য কামনা যেমন বৈষয়িক লাভ- প্রতিপত্তি, অর্থপ্রীতি, সন্তান প্রীতি, প্রদর্শনেচ্ছা, নেতৃত্বপ্রীতি ইত্যাদি। আল্লাহ মানুষের জন্য এই যে সমস্ত কামনা ও প্রীতি নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার সাথে সে দিনরাত লড়াই করতে থাকে। এবং এর হাত থেকে কারো নিস্তার নেই। এই লড়াই ও সংঘাতের মধ্যে তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে, তার ইচ্ছা ও সংকল্প দৃঢ়তর হয়। এছাড়া সে একটি সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ মন-মানসের অধিকারী হয়। ফিতনার এ পর্যায়টি সৃষ্টির সম্ভাবনা তখনই দেখা দেয়, যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধান অনুযায়ী নারী-পুরুষের সাক্ষাত হয় মুখোমুখি। এটা কখনো কার্যত ঘটেছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। কিন্তু সে জন্য তিনি নারী পুরুষের দেখা- সাক্ষাত হারাম করে দেননি।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ফিতনাটি হচ্ছে, যা বিপুলভাবে যিনার দিকে পরিচালিত করে। শরীয়ত প্রবর্তিত সাক্ষাতের পদ্ধতিতে এর বাস্তবে সংঘটনের দূরবর্তী সম্ভাবনাও নেই। আর এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলেও তা হয় একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা, এবং শরীয়তের ব্যতিক্রমী ঘটনার জন্য স্বতন্ত্র কোনো বিধান নেই। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি এধরনের ব্যতিক্রমী ঘটনা নবী (সঃ)-এর যুগে ঘটেছিল, এবং তার ফলে তিনি মেয়েদের চেহারা খোলা রেখে চলা এবং নারী-পুরুষের সাথে দেখা সাক্ষাত হারাম করে দেননি।

www.pathagar.com

ফিতনার বিকৃত ও ভ্রান্ত অর্থ গ্রহণ করে আমরা যখন একতরফাভাবে একটি ধারণা ও কল্পনা তৈরী করে নিলাম এবং তার প্রকৃত বেড়াজাল থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিলাম, তারপর আমরা আসল ফিতনার ব্যাখ্যা দিতে লাগলাম যা থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে, যার সমস্ত ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিতে হবে। তখন অতি শীঘ্রই আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ এ ফিতনার পথ বন্ধ করার জন্য যে সব নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেছেন, সে গুলো ভঙ্গ করলে এই ফিতনা সৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহ নারীদের এই ফিতনা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। কাজেই এ ধরনের নিয়ম-কানুন প্রবর্তনে যতক্ষণ এমন এক সত্তা আছেন যিনি সব কিছু জানেন, ততক্ষণ এ ফিতনা থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব তারই উপর অর্পিত হয়েছে, যেহেতু তিনি এ ফিতনা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আছেন।এখানে এটি একটি বড় ধরনের ফিতনা যা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এটি মানুষের ধ্বংস ও হারামের মধ্যে অর্থাৎ যিনা ও তার দিকে আহবানকারী এবং মর্যাদা হানিকর ও ঘর ভাঙ্গার মতো বিভিন্ন দুস্কর্মের দিকে ঠেলে দেয়।

বলা হয়, এ ধরনের ঘটনাক্রমিক বা ক্ষণস্থায়ী ফিতনা কখনো কখনো বড় ফিতনার দিকে নিয়ে যায় একথা ঠিক। কিন্তু এটা বিরল ঘটনা। অন্যদিকে উসূলবিদগণের নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে বিপর্যয় প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে মুবাহকে নিষিদ্ধ করার জন্য যে সব শর্ত আরোপ করা হয়েছে, সেগুলো বিরলভাবে নয় বিপুল ও প্রবলভাবে বিপর্যয় সৃষ্টি কারী হতে হবে। এ সম্পর্কে ফকীহগণের বক্তব্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এরই ভিত্তিতে সতর্কতা অবলম্বিত হওয়া উচিত, আমরা যেন নিজেদের প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে আল্লাহর শরীয়তকে অচল না করে দেই। একারণে যে ফিতনার ফলে মুবাহের হারাম বা মাকরূহ হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে তার কিছু মানদণ্ড থাকতে হবে এবং যথার্থ বিচার বিবেচনার ভিত্তিতে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নত থেকে এবং তারপর উলামা ও ফকীহগণের নির্ধারিত নিয়মাবলী থেকে আমরা এই পরিমাপ ও মানদন্ড সুস্পষ্ট করতে পারি। এর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আমরা এখানে উল্লেখ করছি ঃ

এক ঃ ফিতনা মেয়েদের নিছক এমন ধরনের কোনো সাধারণ দৃশ্য হবে না যা এক ব্যক্তির বা কয়েক ব্যক্তির দেখার সাথে জড়িত থাকবে। আব্দুল ইবনে আব্বাস (রা) এর রেওয়ায়েতটি এর প্রমাণ। তিনি বর্ননা করেন ঃ "ফযল ইবনে আব্বাস রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ারীর পিছনে বসে ছিলেন। খাসযাম গোত্রের এক মেয়ে সেখানে এলো। ফযল তাকে দেখতে লাগলো এবং সেও ফযলকে দেখতে লাগলো। নবী (সঃ) তার মুখটি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন"। (বুখারী ও মুসলিম)[১৫০]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসা অবস্থায় যখন ফযলের দ্বারা এমনটি ঘটে গেলো, তখন অন্য অবস্থানে মেয়েদের দ্বারা এটা ঘটে যাওয়া অধিকতর

www.pathagar.com

সম্ভাবনা। এতসব সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহরিম মেয়েটিকে তার কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে মুখ ঢেকে নেবার বা পুরুষদের সমাবেশ থেকে দূরে থাকার হুকুম দেননি। বরং শুধুমাত্র ফযলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন।

দুই ঃ কিছু লোকের মেয়েদের উদ্দেশ্যে উত্যক্ত কথা ছুড়ে দেওয়াটাই শুধু এজন্য যথেষ্ট হবে না। আমাদের একথার প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী ঃ আল্লাহ বলেন ঃ

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين

"এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবেনা।" (আহযাব ঃ ৫৯)

তাবারী তার তাফসীর গ্রন্থে বলেছেন ঃ আল্লাহ তার নবীকে বলেছেন ঃ "হে নবী তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুসলিম নারীদের বলো তারা যেন বাঁদীদের সদৃশ পোষাক না পরে। ...বরং তারা যেন তাদের উপর জিলবাব তথা চাদর ঢেকে নেয়, যাতে ফাসেকরা উত্ত্যক্ত না করে। যখন তারা ফাসেকরা জানতে পারবে তারা বাঁদী নয়, স্বাধীন মহিলা, তখন তারা তাদের উদ্দেশ্যে আজেবাজে মন্তব্য করে তাদের বিরক্ত করবে না।"[১৫১]

অর্থাৎ মদীনায় কিছু ইতর প্রকৃতির লোক এবং মুনাফিকও ছিল। মদীনার বাইরে থেকে কিছু বেদুঈন শহরে আসতো এবং তারা মুহাম্মদী শিক্ষায় তেমন একটা বেশী শিক্ষিত হতে পারেনি। অনেক বেশী কুৎসিত ইংগিত করে ও অশালীন কথা বলে, এ ধরনের লোকদের অস্তিত্ব তাদের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা ছিল যাদের তৎপরতা কখনো কখনো নিছক পাপ দৃষ্টিতে তাকানো ও অশালীন মন্তব্য করার চাইতে অনেক বেশী ছিল। এতসব সব সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম মেয়েদের মুখ ঢেকে চলার হুকুম দেননি। তিনি মসজিদেও কখনও পুরুষ ও নারীদের মাঝখানে পর্দা টাঙ্গিয়ে দেয়া বা অন্তরাল সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করেননি। মেয়েদের প্রয়োজন পূরণের জন্য বাইরে আসা কখনো সংকীর্ণ করে দেননি। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে আমরা নারী ও পুরুষের একত্রে কাজ করা এবং তাদের দেখা-সাক্ষাত করার সপক্ষে যে সব প্রমাণ এনেছি সেগুলোই এর উত্তম প্রমাণ।

তিন ঃ সে ফিতনাটি কোনো ব্যক্তির একক ঘটনা বা একক ঘটনা সদৃশ ঘটনার কারণে উদ্ভূত হয়নি। এর সপক্ষে আমাদের প্রমাণ হচ্ছে, ব্যক্তিগত একক ঘটনা অনেক ঘটে গেছে, কিন্তু ফিতনা সৃষ্টির অশংকায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধাজ্ঞা জারী করেননি (এ ধরনের আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি)।

এ কারণে মানুষের যে সাধারণ মানসিক দুর্বলতা সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণজ্ঞান রাখেন এবং তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার ভিত্তিতে তাকে চূড়ান্ত সুবিধা দান করেছেন, আর এই সুবিধা হচ্ছে এমন সব সূক্ষ্ম নিয়ম-কানুনের সমষ্টি যা নারী বা পুরুষ কাওকে কষ্টের মুখে

www.pathagar.com

ঠেলে দেয় না এবং জীবন প্রবাহের গতিও এজন্য স্তব্ধ হয়ে যায় না। তার ও সেই বিভ্রমের মধ্যে প্রার্থক্য নিশ্চিত করতে হবে, যা কোনো কোন লোকের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, যার ফলে তারা ফিতনার অর্থ বুঝতে ভুল করে বসে, যে ফিতনা থেকে শরীয়ত প্রণেতা দূরে থাকার হুকুম দিয়েছেন এবং মূলত তার পথরোধ করা উচিত। তারা সব সময় ধারণা পোষণ করে যে, শরীয়তের সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রবল ভাবে মেনে চলা ও নারীর কেবল উপস্থিতিই ফিতনার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটায়। নারীর যে কোন নড়াচড়া তা যতই ধীরগতি সম্পন্ন হউক না কেন, তার যে কোনো কথাই তা যতই ধৈর্য ও গাম্ভীর্যের অধিকারী ও মার্জিত হউক না কেন, তা ফিতনার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটায়।

তারা আর একবার বিভ্রান্তির শিকার হয়, প্রতি মুহূর্তে দুস্কৃতির ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। এবং গ্লানি ও কলংকের ও অপবাদের আশংকায় সিটকে বসে থাকে।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস এবং সহীহ হাদীসের ভুল অর্থের ভিত্তিতে এ বিভ্রান্তি গড়ে উঠেছে। এর ফলে বেশীরভাগ লোকের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, শরীয়ত মূলত নারীদের পুরুষের সান্নিধ্য থেকে দূরে রাখতে চায় এবং প্রয়োজন বা অপরিহার্য প্রয়োজন দেখা না দিলে তাকে পূরুষের নিকটবর্তী করতে চায় না। এ ধারণা দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে এবং এর ফলে আজ যেন এটা শরীয়তের একটা সুস্পষ্ট বিধানে পরিণত হয়েছে। অথচ প্রকৃত পক্ষে সহীহ হাদীসসমূহ এবং সমস্ত হাদীসসমূহের নির্ভুলতার দিক দিয়ে সর্বোত্তম পর্যায়ের হাদীসগুলো থেকে অর্থগত ও প্রায়োগিক দিক দিয়ে যে কথা প্রমাণিত হয়েছে, তা হচ্ছে শরীয়তের নিয়ম কানুনের সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে পুরুষের সমাবেশে মেয়েদের উপস্থিতির মূলে রয়েছে ফিতনার হাত থেকে নিস্কৃতি লাভ। ফিতনা বলতে এখানে আমরা এমন ফিতনা বুঝাতে চাচ্ছি যাকে বিজ্ঞ শরীয়ত প্রবর্তক নিষেধ করেছেন। এবং তিনি নিজে তা থেকে সতর্ক ছিলেন। জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে মেয়েদের অংশগ্রহণই হচ্ছে এখানে আসল কথা।আর জীবনের বিপুল সংখ্যক ক্ষেত্রে যখন পুরুষেরা ছেয়ে আছে এবং এটাই জীবনের রীতি, তখন অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের দেখতে পাওয়া যায়, আবার কখনো কখনো তারা অনুপস্থিত থাকে। অন্য দিকে মেয়েদের জীবন ক্ষেত্র অতিক্রম করতে হয় পুরুষদের উপস্থিতিতে অথবা অনুপস্থিতিতে। অর্থাৎ পুরুষদের অস্তিত্ব মুমিন নারীর বেশীরভাগ জীবনকর্মে বিরক্তি উৎপাদক হওয়া উচিত নয়। কাজেই উপস্থিতির ক্ষেত্রে তাদের অস্তিত্ব তাকে উৎসাহিত করে না, যেমন তার উপস্থিতিকে তারা ঘৃণার চোখে দেখে না। অনুরূপভাবে নারীর অস্তিত্ব মুমিন পুরুষের জন্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিরক্তির কারণ হওয়া উচিত নয়। কাজেই উপস্থিতির ক্ষেত্রে নারীর অস্তিত্ব পুরুষকে উৎসাহিত করে তোলে না, যেমন তার উপস্থিতিকে সে ঘৃণার চোখে দেখে না। যখন আকস্মিক ফিতনার জন্য কিছুটা দুর্ভোগ পোহাতে হয়, তখন সেটি হয় স্বাভাবিক ব্যাপার যেমন আমরা ইতিপূর্বে

www.pathagar.com

বলেছি। আসলে এর মাধ্যমে আল্লাহ নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন এবং তার হাত থেকে কারোর নিস্তার নেই।

সবশেষে আমরা মুসলমানদের মর্যাদাগর্বী বন্ধুদেরকে এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, পুরুষ ও নারীর দেখা-সাক্ষাত থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা পরীক্ষার তাত্বিক ধারণায় বিঘ্ন ঘটায়। অর্থাৎ যেখানে আদৌ কোনো ফিতনার অস্তিত্ব নেই, সেখানে কাল্পনিক ফিতনার আশংকা সৃষ্টি হয়, যেমন দেখা হওয়ার পূর্বে ভয় সৃষ্টি হয় এবং দেখা হলেই পরীক্ষার ভোগান্তি চূড়ান্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের নিয়ম - কানুন পাবন্দী সহকারে একসাথে কাজ করলে ও দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে ভারসাম্য সৃষ্টি হলে পরীক্ষার ধারণা সম্পর্কে দৃঢ়তা সৃষ্টি হবে, যেমন তার ফলে দেখা- সাক্ষাতের ক্ষেত্রে উদার নীতির ভারসাম্য সৃষ্টি হয় এবং দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে ভোগান্তির সমতা আসে।

তৃতীয় কারণ

মেয়েদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা এবং তাদেরকে দুর্বল মনে করা।

জাহিলিয়াতের যুগে মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের ঘৃণা, অপমান ও লাঞ্ছনার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। ইসলাম এসে তাদেরকে ভার ও শৃংখল মুক্ত করলো। হাদীস থেকে এ ব্যাপারে জানা যায়।

উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার মেয়ের স্বামী মারা গিয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ ... জাহিলিয়াতের যুগে তো তোমাদের বছরের শুরুতে গোবর ছুঁড়তে হতো। যয়নব বিনতে আবি সালমা এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যখন কোনো মেয়ের স্বামী মারা যেত, তখন সে অতি ক্ষুদ্র ও ঘনান্ধকর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতো, অত্যন্ত নোংরা কাপড় পড়তো, কোনো সুগন্ধি ব্যবহার করতো না, এমনকি এ অবস্থায় এক বছর অতিক্রান্ত হতো। তারপর কোনো প্রাণী গাধা, ছাগল, বা পাখি তার কাছে আনা হতো এবং সে তার গা স্পর্শ করতো। এমনটি কমই হতো যে কোনো প্রাণীকে স্পর্শ করা হতো এবং তা মরে যেতো না। তার পর তাকে বের করে আনা হতো, তাকে গোবর দেয়া হতো এবং সে তা নিক্ষেপ করতো। এখন সে খোশবু ইত্যাদি যে কোনো জিনিষ ব্যবহার করতে পারতো। (বুখারী ও মুসলিম)[১৫২]

উমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "...আল্লাহ সাক্ষী জাহিলী যুগে আমাদের দৃষ্টিতে মেয়েদের কোনো মূল্যই ছিল না। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বিধান নাযিল করেন এবং তাদের অধিকার নির্ধারণ করলেন।"

www.pathagar.com

(অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ জাহিলী যুগে আমরা মেয়েদেরকে কোনো কিছুর মধ্যে গণ্যই করতাম না। তারপর ইসলাম আগমন করলো। আল্লাহ মেয়েদের কথা উল্লেখ করলেন।তখনই আমরা জানলাম আমাদের উপর তাদের কিছু অধিকার আছে। কিন্তু তখনো আমরা আমাদের বিভিন্ন ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপ পছন্দ করতাম না।)

একদিন আমি একটি বিষয়ে খুবই চিন্তাভাবনা করছিলাম, এমন সময় আমার স্ত্রী আমাকে বললো ঃ তুমি যদি এটা এভাবে করতে তাহলো ভালো হতো। আমি তাকে বললাম তোমার তাতে কি এবং তুমি এখানে কেন? ব্যাপারটি আমার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ ব্যাপারে তুমি মতামত দিবার কে? জবাবে সে আমাকে বললো ঃ হে খাত্তাবের বেটা, তোমার কথায় আমি অবাক হচ্ছি, তুমি তোমার কথার জবাব বরদাশত করতে পারো না। তোমার মেয়ে (রাসূলের স্ত্রী হাফসা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার জবাব দেয় এবং সে জন্য কোনো কোন সময় গোটা দিন তার অসন্তুষ্টির মধ্যে কেটে যায়। ..." (বুখারী ও মুসলিম)[১৫৪]

তাবরানী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে উমর বলেনঃ মক্কায় থাকাকালে আমরা কেউ আমাদের স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করতাম না। স্ত্রী হতো গৃহের সেবিকা। গৃহস্বামী নিজের প্রয়োজনে স্ত্রীকে কেবল তার যৌন চাহিদা পূরণ করার জন্য ব্যবহার করতো। তারপর আমরা যখন মদীনায় এলাম, আনসারদের মেয়েদের থেকে আমাদের মেয়েরা স্বামীর সাথে কথা বলা এবং তার কথার জবাব দেয়া শিখলো।"[১৫৫]

ইয়াস ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহর বাঁদীদেরকে মারধর করো না"। উমর এলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এবং বললেন ঃ মেয়েরা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে সাহসী হয়ে উঠেছে। কাজেই তিনি তাদের প্রহার করার অনুমতি দিলেন। এরপর স্বামীদের বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যক মহিলা রসূলের বাড়ীতে এসে ভীড় জমালো। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী বহু মহিলা মুহাম্মদের বাড়ীতে এসে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যারা স্ত্রীদের প্রহার করো তারা অবশ্যই ভালো লোক নও।"[১৫৬]

অবশ্যই ইসলাম নারীর মর্যাদা বুলন্দ করেছে, তাকে মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গণ্য করেছে এবং মর্যাদার ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে তাকে শরীক করেছে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

"অবশ্যই আমি বনী আদমকে মর্যাদা সম্পন্ন করেছি"। (সূরা ইসরা ঃ ৭০)

মানবিক দায়িত্ব পালনের জন্য জবাবদিহির ক্ষেত্রেও তাকে পুরুষের সাথে শরীক করেছে। আল্লাহ বলেন ঃ

www.pathagar.com

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

"তারপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সারা দিয়ে বললেন ঃ আমি তোমাদের মধ্যে কোনো কর্মনিষ্ঠ পুরুষ বা নারীর কর্ম বিফল করি না, তোমরা একে অপরের অংশ।" (আলে ইমরান ঃ ১৯৫)

অপরের জন্য দন্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদেরকে শরীক করেছে। আল্লাহ বলেন ঃ

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

"নারী ও পুরুষ চোর উভয়ের হাত কেটে দাও।" (আলে মায়েদা ঃ ৩৮)

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

"ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো"। (সূরা আন নূর ঃ ২)

ইসলাম নারীকে মর্যাদার এহেন সুউচ্চ আসনে সমাসীন করার ফলে তার ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্বশীলতার বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছে এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

আতিকা বিনতে যায়েদ মসজিদে জামায়াতে নামায পড়তে যেতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদেরকে যে সুযোগ দান করেছিলেন তা তাঁর স্বামীর দুর্লংঘ্য আত্মমর্যাদাবোধ থেকে তাকে রক্ষা করেছিল।

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমর ইবনে খাত্তারের স্ত্রী ফযর ও ঈশার নামাযে জামায়াতের সাথে পড়তে মসজিদে যেতেন। তাকে বলা হলোঃ তুমি কেন মসজিদে যাও? তুমি তো জান উমর এটা অপছন্দ করেন এবং নিজের মর্যাদাহানি মনে করেন। জবাব দিলেনঃ আমাকে মানা করতে তাঁর বাধা কোথায়? বলা হলোঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী তাকে বাধা দেয় ঃ

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ "অর্থাৎ আল্লাহর বাদীদের মসজিদে যেতে বাধা দিও না।" (বুখারী)[১৫৭]

হিন্দা বিনতে ওতবা- স্বামীর কার্পণ্যের কারণে স্বাধীনভাবে ব্যয় করতেন- **রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিবাদন করেন**

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হিন্দ বিনতে ওতবা এলেন এবং বললেনঃ "হে আল্লাহর রসূল! একদিন এমন ছিল যখন সারা দুনিয়ায় আপনার ঘরানার লাঞ্ছনার চাইতে অন্য কোনো ঘরানার লাঞ্ছনা আমার কাছে অধিক প্রিয় ছিল না। কিন্তু সারা

www.pathagar.com

দুনিয়ায় আপনার ঘরানার মর্যাদার তুলনায় অন্য কোনো ঘরানার মর্যাদা আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, এর মাত্রা এখন আরো বেড়ে যাবে।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৫৮]

উম্মে হারাম বিনতে মিলহান প্রথম নৌ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শাহাদাত বরণের জন্য দোয়া করতে বলেছিলেন

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের কিছু লোককে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত অবস্থায় (স্বপ্নে) আমার সামনে পেশ করা হলো। তারা এ সমুদ্রের বুকে যুদ্ধ জাহাজে শরীক হবে। জান্নাতে তারা ঠিক তেমনি ভাবে থাকবে যেমন বাদশাহ সিংহাসনে বসে থাকেন। ...উম্মে হারাম বলেন ঃ আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকে তাদের মধ্যে শরীক করেন। তিনি দোয়া করলেন ঃ (বুখারী ও মুসলিম)[১৫৯]

রাসূলের যুগে এ ধরনের আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রকাশ ঘটা সত্বেও আরব অধিবাসীর মধ্য থেকে জাহিলী ধ্যান ধারণা ও রীতিনীতির মূলোৎপাটন, সমাজে ইসলামের উন্নত বিধানসমূহের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা এবং জাহিলিয়াতের যে নিদর্শনগুলো কিছু কিছু লোকের মধ্যে তখনো গোপনে সঞ্জীবিত ছিল, সেগুলো নিশ্চিহ্ন করার জন্য সুদীর্ঘ সময় উপদেশ দান ও উৎকৃষ্ট জীবনাচারণের প্রয়োজন ছিল। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা যায় আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের পুত্রের ভূমিকাটি। মেয়েদের মসজিদে যাবার ব্যাপারে তিনি এ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

لَنَمْنَعُهُنَّ إِذًا يَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً

"আমি অবশ্যই তাদেরকে বাধা দিবো,কারণ এভাবে তো তারা স্বামীকে ধোকা দিবে"। তারপর চতুর্দিকে বিভিন্ন দেশ বিজিত হতে থাকলো এবং সেই উত্তম জীবনাচরণ পরিত্যক্ত হলো। কারণ বহু জাতির লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলো। তারা পূর্বেকার নানা জাহিলী আচার-আচরণ ও কুসংস্কার সংগে করে নিয়ে এলো। ফলে আল্লাহর নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুতি বেড়ে চললো। ইমাম ইবনে তাইমিয়া এই অর্থে বলেছেন ঃ

"শরীয়ত যখন অনারবদের অনুকরণ ও সদৃশ আচরণ নিষেধ করলো, তখন অনারব মুসলমানদের অনেক কিছুই তার মধ্যে গণ্য হলো। তারা এমন কোনো কাজ করতো যা প্রথম যুগের মুসলমানগণ করতেন না। এগুলোও ছিল জাহিলিয়াত যেমন ইসলামের আগমণের পূর্বে ছিল আরবদের জাহিলিয়াত। আর সে দিকে আকৃষ্ট ছিল আররের বহু লোক।"[১৬০]

মুসলিম চিন্তায় প্রাচীন আরব ও অনারব জাহিলিয়াত প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা আমরা আর দীর্ঘায়িত করবো না। এ বিষয়ে অধ্যয়ন করে যে কেউ এ সম্পর্কিত সঠিক ধারণা

www.pathagar.com

লাভ করতে পারবে বলে আমরা আশা করি। আমরা এখানে কুরআন সুন্নাহ থেকে আল্লাহর হিদায়েত তথা সঠিক পথ নির্দেশনা তুলে ধরতে চাই।

এ ভাবে যুগের পর যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহর হিদায়েত থেকে দূরত্ব বেড়ে গেছে, বিশেষ করে নারীদের ব্যাপারে। এমনকি শেষ পর্যন্ত মেয়েরা পুরুষদের চোখে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর মানুষে পরিণত হয়েছে। তাদেরকে দুর্বল ও বুদ্ধিহীনা মনে করে প্রথম দৃষ্টিতে বা প্রথম কথায়ই অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করা হয়। অথবা দুষ্ট, দুশ্চরিত্র ও ধোকাবাজ মনে করে তাদের কাছ থেকে দুস্কৃতি, প্রতারণা ও বিপর্যয় ছাড়া ভালো কিছু আশা করা যায় না। কোনো অবস্থাতেই তাদেরকে সুস্থ মানবিক সত্ত্বা বলে বিবেচনা করা হয় না। বরং তাদেরকে কেবল যৌন ক্রীড়া সংগিনীই মনে করা হয়। যেমন কবি বলেছেন ঃ

"গ্রন্থ রচনা, বাগ্মিতা বা চাকুরী
এসব নয় নারীর কর্ম,
পুরুষের কর্ম এসব, পুরুষেরই শোভা পায়
নারী শুধু তার অংকশায়িনী।"

এ কারণে রমযানের পবিত্র মাসে মেয়েদের মসজিদে গিয়ে নফল ইবাদত তথা কিয়ামূললাইল এ শামিল হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের জন্য স্বল্প ইবাদতই যথেষ্ট। মসজিদে ইসলামি জ্ঞান চর্চার আসরে তাদের শামিল হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং মেয়েরা এখন ইসলমী জ্ঞান বা শিক্ষা-দীক্ষা বর্জিত হতে চলেছে একথা অস্বীকার করা যাবে না। স্বামীর দুঃখ কষ্টে স্ত্রীর শরীক হওয়া এবং স্বামীর সাথে সফরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করা হয় না। ফলে তার কম দায়িত্ব পালন করাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। সমাজ কল্যাণের বিভিন্ন কাজে তার অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। তার জন্য কম সোয়াব অর্জনই যথেষ্ট। নারী সম্পর্কিত প্রত্যেকটি বিষয়ে অসংযত আচরণ ও বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে শ্রেণী বিভাগের প্রতি নযর দিলে এটা বুঝা যায়। ইবনে আবি শাইবার মুসান্নিফ গ্রন্থটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই তা বুঝা যায়। এখানে এ ধরনের বাড়াবাড়ির দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। একথা ঠিক, লেখক তার গ্রন্থে বাড়াবাড়ি করা সংক্রান্ত হাদীসের সাথে সাথে সঠিক ভারসাম্য সংক্রান্ত হাদীসও রেকর্ড করেছেন। কিন্তু তার প্রথম রেকর্ড মুসলমানদের তৎকালীন চিন্তাধারার মধ্যে আল্লাহর প্রণীত শরীয়ী বিধানের পরিপন্থী বাতিল চিন্তার অনুপ্রবেশ প্রমাণ করে। এর কতিপয় উদাহরণ নিচে উদ্ধৃত হলো ঃ

১. নারীর অযুর পরে যে পানি অতিরিক্ত থাকে তা দিয়ে পুরুষের অযু করা নিষেধ।[১৬১ক]

২. ঋতুবতী নারীর উচ্ছিষ্ট পানীয় পান করা পুরুষের জন্য নিষেধ।[১৬২খ]

www.pathagar.com

৩. একই পাত্র থেকে পুরুষের সাথে নারীর গোসল করা নিষেধ।[১৬১গ]

৪. নারীর জন্য নারীদের ইমামতি করা নিষিদ্ধ।[১৬২ক]

৫. মেয়েদের জামায়াতে নামায পড়া নিষেধ।[১৬২খ] এবং জুমুআর নামায পড়াও নিষেধ।[১৬২গ]

৬. মেয়েদের ঈদের নামায পড়া নিষেধ।[১৬২ঘ]

৭. ঈদুল আজহার পর তিনদিন মেয়েদের আইয়ামুত তাশরীকের তাকবীর পড়া নিষেধ।[১৬২ঙ]

এভাবে মেয়েদের দুর্বল মনে করার কারণে তাদের ব্যাপারে পুরুষদের খারাপ ধারণা জন্ম নেয়। এ থেকে এ বিষয়টিরও জন্ম হয় যে, আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার ফিতনার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই নারী ফিতনা। তাহলে বাড়াবাড়িকারীরা কেবলমাত্র নারী ফিতনার পথরোধ করার উপায় নির্ধারণ করার জন্য নিজেদের যাবতীয় শক্তি প্রয়োগ করেছেন কেন? তারা নারী ফিতনার হাত হতে নিস্কৃতি পাবার জন্য নারীদের পথকে যতটা সম্ভব সংকীর্ণ করে দিয়েছেন। বরং দীর্ঘকাল থেকে চলে আসা এই বিপর্যয় প্রতিরোধের উপায় প্রয়োগ করার ব্যাপারে অত্যধিক বাড়াবাড়ি সম্পর্কে যে ব্যক্তি জানে সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করে ঃ দুনিয়ার জীবনের অন্যান্য ফিতনাকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নারী ফিতনা প্রতিরোধের জন্য এহেন ব্যাপক বাড়াবাড়ির কারণ কি? অথচ যামানার বিপর্যয়ের কথা তারা বলে থকেন, আর এ বিপর্যয় হচ্ছে চিরন্তন। বিপর্যয় সব সময় অন্যান্য বিপর্যয়ের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে দুর্বলতা সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নারী ফিতনার কথা বলা ঠিক নয়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী ফিতনা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

বহু হাদীসে এ কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন ঃ

উসামা ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেন ঃ

ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

"আমার পর আমি নারী ফিতনার চাইতে বেশী ক্ষতিকর আর কোনো ফিতনা তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছিনা।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৬৩]

اتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ

"মেয়েদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। কারণ বনী ঈসরাইলদের মধ্যে প্রথম ফিতনা সৃষ্টি হয় মেয়েদের ব্যাপারে' (মুসলিম)[১৬৪]

www.pathagar.com

إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ » . قِيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الأَرْضِ قَالَ « زَهْرَةُ الدُّنْيَا »

"দুনিয়ার বরকত থেকে আল্লাহ তোমাদের যা কিছু দান করবেন তার ব্যাপারে আমি তোমাদের চাইতে বেশী ভয় করি। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ দুনিয়ার বরকত কি? জবাব দিলেন ঃ দুনিয়ার সৌন্দর্য ও জাঁকজমক।..." (বুখারী)[১৬৫]

আমর ইবনে আউফ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

وَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِّى أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ

"আল্লাহর শপথ! তোমাদের জন্য আমি দারিদ্র ও অভাবগ্রস্থতার ভয় করিনা। বরং আমি ভয় করি দুনিয়া তোমাদের জন্য এত বেশী প্রশস্ত করে দেয়া হবে যেমন তোমাদের পূর্ববতী লোকদের দেয়া হয়েছিল। এবং তোমরাও তার জন্য একে অন্যের থেকে অগ্রবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে ঠিক তেমনি প্রচেষ্টা চালাবে যেমন তারা চালাতো এবং দুনিয়া তোমাদেরকে তেমনি গাফেল করে দিবে যেমন তাদেরকে গাফেল করে দিয়েছিল।" (বুখারী)[১৬৬]

কা'ব ইবনে ইয়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি ঃ

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِى الْمَالُ

"প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি ফিতনা আছে, আর আমার উম্মতের জন্য ফিতনা হচ্ছে অর্থসম্পদ"। তিরমিযি - তিনি এটাকে সহীহ হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন

আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন

সন্তান-সন্ততির ফিতনা থেকে

১. একজনকে অন্যজনের চেয়ে বেশী ভালবাসা ঃ ইউসূফ (আঃ) ভাইদের ব্যাপারে এ ঘটনা ঘটেছিল। তারা ধারণা করেছিল তাদের বাপ ইউসূফকে ও তার ভাইকে তাদের চেয়ে বেশী ভালোবাসে। আল্লাহ বলেন ঃ

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٨) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (٩)

www.pathagar.com

"স্মরণ করো তারা বলেছিল ঃ আমাদের পিতার কাছে উইসূফ এবং তার ভাই আমাদের চেয়ে বেশী প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল, আমাদের পিতা অবশ্যই সুস্পষ্ট ভ্রান্তি র মধ্যে রয়েছেন। ইউসূফকে হত্যা করো অথবা কোথাও ফেলে দিয়ে এসো, তাহলে তোমার পিতার দৃষ্টি কেবল মাত্র তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হবে। এবং তোমরা ভালো লোক হয়ে যাবে"।

২. কারও ধনপ্রীতি ঃ এটা কোনো সাহাবীর ঘটনা। নো'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার মা আমার আব্বাকে তাঁর সম্পদ থেকে আমাকে কোনো জিনিষ দান করার জন্য বললেন ঃ (প্রথমে তিনি ইতস্তত করলেন, কারণ তাঁর অন্য স্ত্রীরও সন্তান ছিল) তারপর রাজি হয়ে গেলেন এবং সে জিনিষটি আমাকে দান করলেন। কিন্তু আমার মা বললেন ঃ যতক্ষণ না আপনি এই ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাক্ষী বানাচ্ছেন ততক্ষণ আমি সন্তুষ্ট নই। এ কথায় আমার আব্বা আমার হাত ধরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। তখন আমি ছিলাম উঠতি বয়সের একটি কিশোর। আমার আব্বা বললেন ঃ এর মা (উমরাহ) বিনতে রাওয়াহা একে একটি জিনিষ হেবা (দান) করার জন্য আমাকে বললো । তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে ছাড়া তোমার কি আরো কোনো সন্তান আছে? জবাব দিলেন ঃ হাঁ (অন্য হাদীসে[১৬৮] বলা হয়েছে তুমি কি তোমার সব ছেলেকে এ ভাবে দিয়েছো? জবাব দিলেনঃ না)। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ

"কোনো জুলুমের ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী রেখো না।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৬৯]

৩.শত্রুর ভয়ে তরবারী বা কথার জিহাদ থেকে বিরত থাকা ঃ

আসওয়াদ ইবনে খালাফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সন্তান হচ্ছে কৃপণতা, কাপুরুষতা, অজ্ঞতা ও দুঃখের কারণ।[১৭০]

মহাজ্ঞানী শরীয়ত প্রবর্তক অর্থ-সম্পদ ও সন্তানের ফিতনার মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন নিয়ম ও বিধিবিধান প্রণয়ন করেছেন। যেমন নারীর চেহারা উন্মুক্ত রাখা, এবং পুরুষের সাথে তার সাক্ষাতের ফিতনার মোকাবেলা করার জন্য করেছেন। এসব নিয়ম ও বিধি-বিধানের কয়েকটি হচ্ছে ঃ

১. ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির ফিতনা থেকে দূরে থাকার জন্য সাধারণ সতর্কবাণী ঃ

আল্লাহ বলেন ঃ واعلموا أنما أموالكم و أولادكم فتنة

"আর জেনে রেখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনা তথা পরীক্ষা স্বরূপ।" (আনফাল ঃ ২৮)

www.pathagar.com

২. সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ كم أولاد اتقوا الله واعدلوا بين

"আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের সাথে ন্যায়সংগত ও সমতাপূর্ণ আচরণ করো।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৭১]

৩. অর্থ ব্যয়ে কৃপণতা করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ বলেন ঃ

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

"আর যারা সোনা ও রূপা জমা করে এবং তা থেকে আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।" (সূরা আত তাওবা ঃ ৩৪)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

واتقوا الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم

"কার্পণ্যকে ভয় করো, কারণ কার্পণ্য তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দিয়েছে' (মুসলিম)[১৭২]

৪. ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততির ভালবাসার কারণে জিহাদ থেকে পিছিয়ে থাকার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ঃ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤)

"বলো, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বঘোষ্ঠী,তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য মন্দা পড়ার আশংকা এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাসো, তাহলে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ ফাসেক তথা সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখান না।" (সূরা আত্ তাওবাহ ঃ ২৪)

www.pathagar.com

৫. হারাম ধন-সম্পদ গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

"হে মুমিনেরা! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩০)

আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)

"যারা ইয়াতিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে এবং শীঘ্রই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।" (আন নিসা ঃ ১০)

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের ধন-সম্পদ গ্রাস করোনা, এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিছু অংশ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকদের কাছে পেশ করো না' (আলবাকারা ঃ ১৮৮)

মুসলিম সমাজে পুরুষরা সন্তান সন্ততি নিয়েই বসবাস করে। জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য তারা অর্থ সম্পদ ব্যবহার করে। সন্তান সন্ততি ও অর্থ সম্পদের ফিতনাকে তারা স্থায়ীভাবে সহায়তা করে চলছে। তাদের কেউ কেউ আল্লাহকে ভয় করে এবং ফিতনা থেকে আত্মরক্ষা করে চলে। আবার কেউ কেউ নাফরমানী করে এবং কম বেশী এ ফিতনাগুলোর মধ্যে ডুবে যায়। কিন্তু একজনও সন্তানের ফিতনার পথ বন্ধ করার জন্য একাধিক বিয়ে করা নিষিদ্ধ করার কথা বলেননি। এমনকি এক স্ত্রীর সন্তানদের তুলনায় অন্য স্ত্রীদের সন্তানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার ফিতনা একজন মুসলিমকেও উৎপীড়িত করেনি। কিংবা স্বাধীনা স্ত্রীর সন্তানকে দাসীদের সন্তানের তুলনায় অধিক ভালবাসার ফিতনায় পড়বে বলে দাসী রাখতেও কেই নিষেধ করেন নি। বিয়ে করলে ছেলেমেয়ে হবে এবং ছেলেমেয়েদের প্রতি ভালবাসার টানে ভালো কাজে অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করার প্রবণতা দেখা দিবে, এবং ভীরুতার সৃষ্টি হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকে বিরত রাখবে– এই ভয়ে কেউ বিয়ে করা বা সন্তান জন্ম দেয়া নিষিদ্ধের কথা বলেননি। কোনো কোনো ব্যতিক্রমী সংসার বিরাগী সূফি ছাড়া একজনও একথা বলেননি যে, ধন সম্পদ

www.pathagar.com

ফিতনার পথ রোধ করার উদ্দেশ্যে নিছক প্রয়োজনীয় পরিমাণ ছাড়া বাকী ধনসম্পদ সবার জন্য হারাম করতে হবে। তাহলে যামানা ও মানুষের চরিত্র খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে যেখানে ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির ফিতনার পথরোধ করার তেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, সেখানে নারী ফিতনার পথরোধ করার জন্য এ ধরণের ব্যাপক বাড়াবাড়ির কারণ কি?

আল্লাহ কুরআনে একই আয়াতে এই তিনটি ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

"নারী, সন্তান, স্তূপিকৃত সোনারূপা, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদী পশু ও ক্ষেত খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের কাছে মনোরম করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু।আর আল্লাহ, তার কাছে আছে উত্তম আশ্রয় স্থল।" (আলে ইমরান ঃ ১৪)

বলা হয়ে থাকে **নারী ফিতনা হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক**। আর এর কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী। তিনি বলেছেন ঃ

ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

"আমার পরে আমি পুরুষদের জন্য নারী ফিতনার চেয়ে বেশী ক্ষতিকর আর কোনো ফিতনা রেখে যাচ্ছি না' (বুখারী ও মুসলিম)[১৭৩]

এটি যথার্থ ও নির্ঘাত সত্য। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ফিতনার ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতেন এবং এর হাত থেকে নিস্কৃতি লাভের জন্য শরীয়তসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। তাহলে মহা জ্ঞানী শরীয়ত প্রবর্তক যে ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন তার মধ্যে বৃদ্ধি ঘটানো হচ্ছে কেন? আমরা মনে করি, এ বৃদ্ধি ও বাড়াবাড়ির পিছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা যে কারণগুলো উল্লেখ করেছি এবং সামনের দিকেও বর্ণনা করবো সেগুলোর সাথে এর সংযোগ আছে। এ কারণটি হচ্ছে পুরুষের নারীকে দুর্বল মনে করা এবং পুরুষদের মেয়েদের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা। নারী ফিতনার প্রতিটি ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির ঝামেলা পোহাতে হয় নারীকে, পুরুষকে নয়। অন্যদিকে যখন ধন ও সন্তানের ফিতনার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা হয়, তখন পুরুষের কাছে প্রত্যাশা করা হয় দৃঢ় সংকল্প। এটা হচ্ছে একটি দিক। অন্যদিকে পুরুষেরা এর ফলে বিপুল পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর এই নারীর তো এ ধরনের বিপদের মোকাবেলা করার সামর্থ্য নেই। বরং তার এ ব্যাপারে নিজের অসন্তুষ্টি,

www.pathagar.com

ক্ষোভ ও আপত্তি প্রকাশ করারও অধিকার নেই। কারণ তার যোগ্যতা, ক্ষমতা ও সামর্থ্য নেই। সে যেন তার গ্রেফতারকারীর হাতে বন্দী এবং তার প্রভূর দাস। এভাবেই নারীর উপর চলে পুরুষদের নির্যাতন এবং এ ক্ষেত্রে তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। পুরুষেরা নিজেদের পক্ষ অবলম্বন করে। তাদেরকে প্রশ্ন করার, ঠেকাবার ও বাধা দেবার কেউ নেই।

এই চরমপন্থীরা নারী ফিতনার প্রতিরোধ করতে গিয়ে কোন ধরনের উপায় উপকরণ ব্যবহার করে তা একবার আমাদের দেখা দরকার। এদিকে নযর দিলে আমরা দেখবো, তাদের ব্যবহৃত এই উপায় উপকরণগুলো নারীর জীবনকে কতটা সংকীর্ণ করে দিয়েছে এবং বহুতর কল্যাণমূলক কাজ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেছে। অন্যদিকে পুরুষেরা বসবাস করছে নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে। স্থায়ীভাবে মুখ ঢেকে রাখা তারা মেয়েদের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এর ফলে আল্লাহ তাকে যে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন তাকে সংকীর্ণ ও সীমিত পরিসরে আবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। মুক্ত বাতাসে তার স্বাধীনভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার পথ সংকীর্ণ করে দেয়া হয়েছে। তারা তার মসজিদে যাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে সে বঞ্চিত হয়েছে। কুরআন শুনা, ওয়াজ নসীহত শুনা এবং ইসলামি জ্ঞান অর্জন করা থেকে মুমিন মেয়েদের সাথে দেখা সাক্ষাত করার সুযোগও সে হারিয়েছে। তারা তার ঈদের নামাযের জামায়াতের মাহফিলে শরীক হওয়াও নিষিদ্ধ করেছে। এর ফলে তারা তাকবীর, তাসবীহ, হাম্‌দ ও সানা পড়া ও কল্যাণময় দৃশ্য দেখতে ও মুমিনদের দাওয়াত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তারা তার অর্থের ও অর্থ বিনিয়োগের ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এবং এজন্য একজন মাহরামকে তার অভিভাবক নিযুক্ত করা অপরিহার্য করে দিয়েছে। এর ফলে নিজের আর্থিক প্রবৃদ্ধি থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে। বরং অনেক ক্ষেত্রে যার হাতে সম্পদের দায়িত্ব তুলে দেয়া হয়েছে তার কারণে তার সমস্ত সম্পদ অথবা তার অংশ বিশেষ বিনষ্ট হচ্ছে। তারা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তার জীবিকা অর্জনও নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এবং জীবন ধারণের জন্য পরনির্ভর হয়ে লোকদের কাছে হাত পাততে তাকে বাধ্য করছে। এর ফলে সে নিজের মর্যাদা রক্ষা করতে পারছেনা। আর বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এসব বিষয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যে অবস্থা বিরাজিত ছিল তারা তার প্রত্যেকটির সুস্পষ্ট বিরোধী।

এ সময়ে কোনো কোনো সাহাবা নারী ফিতনা হতে নিস্কৃতি লাভ এবং নিজেদেরকে গুনাহ ও আযাবের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যে ভুমিকা গ্রহণ করার উদ্যোগ নিতে চাচ্ছিল সে সম্পর্কেও আমাদের চিন্তা করা দরকার। তারা এই ফিতনার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে চাইলেন এবং নিজেদের ব্যাপারে অমিতচারী হলেন ও নারীদের ব্যাপারে সংকীর্ণতা অবলম্বন করলেন এবং নিজেদেরকে পুরুষত্বহীন করার অনুমতি চাইলেন।

www.pathagar.com

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি একজন উঠতি যুবক। আমার ভয় হয় আমি যিনা করে ফেলবো। আমার কাছে এমন কোনো জিনিষও নাই যার সাহায্যে আমি কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারি। রসূল (সঃ) আমার এ কথা শুনে চুপ রইলেন। দ্বিতীয়বার আমি আমার কথা আওড়ালাম। কিন্তু এবারও তিনি নিরব রইলেন।তৃতীয়বার আমি একই কথা বললাম। তবুও তিনি কোনো জবাব দিলেন না। আমি চতুর্থবার একই কথা বললে তিনি জবাব দিলেন। হে আবূ হুরাইরা! তুমি পুরুষত্ব ছেদন করো বা বিরত থাকো যা কিছু তুমি করবে তা (লওহে মাহফজে) লেখা হয়ে গেছে এবং কলম শুকিয়ে গিয়েছে। (বুখারী)[১৭৩ক]

তারা দুটি কারণে মেয়েদের সামাজিক কর্মে অংশগ্রহণ ও পুরুষের সাথে সাক্ষাত নিষিদ্ধ করে তাদের ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে দেননি।

এক. তারা ছিলেন বুদ্ধিমান, তাই তারা কর্মতৎপর জীবনের গতি স্তব্ধ বা অচল করে দিতে চাননি।

দুই. তারা জুলুম উৎপীড়ন থেকে অনেক দূরে ছিলেন এবং এ কারণেই দূরে ছিলেন নারীদের দুর্বল মনে করা থেকে এবং ফিতনা মোকাবেলা করার অক্ষমতার সাথে সাথে তাদের বিবেকের বোঝা বানাতে চাননি।

চতুর্থ কারণ ঃ রুগ্ন আত্মমর্যাদাবোধ

আত্মমর্যাদাবোধ দুই প্রকার। একটি হচ্ছে প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিক আত্মমর্যাদাবোধ। এর মধ্যে রয়েছে সমতা ও ভারসাম্য। ব্যক্তির মর্যাদা সংরক্ষণ এবং তার অপব্যবহার ও সীমালংঘনের বিরূদ্ধে এটা সহায়তা দান করে। একজন মুসলমানের চরিত্রে এ গুণটি অবশ্যই থাকতে হবে। এছাড়া একটি নিষিদ্ধ আত্মমর্যাদাবোধও আছে। সন্দেহ ও অপবাদের ক্ষেত্রে এ আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়না। কাজেই এটি একটি অবিমৃশ্যকারীতা ও রুগ্নতা। এটি আত্মপীড়ন করে এবং মিথ্যা ও নষ্টামীর জন্ম দেয়। এ আত্মমর্যাদাবোধ জাগলে মানুষ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে যায়। বরং নির্দোষের উপর বাড়াবাড়ি করে। এর ফলে জীবনক্ষেত্রের কর্মোন্মাদনা ও কর্মতৎপরতা ব্যাহত ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন ঃ

مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللّٰهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللّٰهُ فَأَمَّا الَّتِى يُحِبُّهَا اللّٰهُ فَالْغَيْرَةُ فِى الرِّيبَةِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِى يُبْغِضُهَا اللّٰهُ فَالْغَيْرَةُ فِى غَيْرِ رِيبَةٍ

"একটি আত্মমর্যাদা আছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন এবং অন্য একটি আত্মমর্যাদা আছে যা আল্লাহ অপছন্দ করেন। আল্লাহ যে আত্মমর্যাদা ভালোবাসেন সেটি হচ্ছে সন্দেহ ও অপবাদের ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা। আর যে আত্মমর্যাদা তিনি অপছন্দ করেন তা সন্দেহ ও অপবাদমুক্ত ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা।" (আবুদাউদ)[১৭৪]

www.pathagar.com

তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো সাহাবার আত্মমর্যাদা বোধ একটু বেশী ছিল এবং এটি ছিল বিশেষ ধরনের আত্মমর্যাদাবোধ। এদের মধ্যে ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব ও যুবাইর ইবনে আওয়াম। উমরের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উক্তি হচ্ছে ঃ

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِى فِى الْجَنَّةِ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا » . فَبَكَى وَقَالَ أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

"আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। (স্বপ্নের মধ্যে) আমি নিজেকে দেখলাম জান্নাতের মধ্যে। আমি দেখলাম একটি মহিলা একটি প্রাসাদের প্রান্তে অযু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ প্রাসাদটি কার? ফেরেশতারা জবাব দিল ঃ এটি উমরের প্রাসাদ। আমি তার আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্বরণ করলাম এবং সেখান থেকে ফিরে এলাম। একথা শুনে উমর কেঁদে ফেললেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনার মোকাবেলায় আত্মমর্যাদার প্রকাশ ঘটাবো?" (বুখারী ও মুসলিম)[১৭৫]

যুবাইরের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে আসমা বিনতে আবু বকরের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

جِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِى فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَانِى ثُمَّ قَالَ « إِخْ إِخْ » . لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ ، وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّى قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى .....

"একদিন ক্ষেত থেকে খেজুরের আঁটির বোঝা মাথায় করে নিয়ে আসছিলাম। পথে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমার দেখা হলো। তার সাথে ছিল আনসারের কিছু লোক। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং তারপর (নিজের উটকে বসাবার জন্য মুখ ঢেকে) ইখ্ ইখ্ শব্দ করলেন। তিনি চাচ্ছিলেন তার উটের পিঠে আমাকে চড়িয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু পুরুষদের সাথে আমার চলা লজ্জা হচ্ছিল। আমার যুবাইরের কথা এবং তার আত্মমর্যাদার কথা মনে পড়লো। যুবাইর ছিল লোকদের মধ্যে খুবই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পারলেন

www.pathagar.com

আমি লজ্জা অনুভব করছি। কাজেই তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।" ... (বুখারী ও মুসলিম)[১৭৬]

কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে শরীয়তের সুষ্ঠু বিধানাবলী এই সাহাবীগণের আত্মমর্যাদাবোধকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিল। আমরা জেনেছি কিভাবে উমরের স্ত্রী ফযর ও ঈশার নামায মসজিদে জামায়াতে পড়ার জন্য যেতেন। তাকে বলা হয়, তুমি কেন বাইরে যাও? অথচ তুমি জান, উমর এটা অপছন্দ করেন এবং তাঁর আত্মমর্যাদায়বোধে। জবাব দিলেনঃ আমাকে নিষেধ করতে তাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? বললো ঃ তাকে বাধা দিচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি ঃ "আল্লাহর বাঁদীদের তোমরা মসজিদে যেতে বাধা দিওনা।"(বুখারী)[১৭৭]

কিন্তু "খাইরুল কুরুন' তথা সর্বোত্তম যুগ অর্থাৎ রসূল (সঃ) ও সাহাবার যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেই আত্মমর্যাদাবোধ শরীয়তের নিয়ম শৃংখলার রশি ছিঁড়ে ছিটকে বের হয়ে আসতে শুরু করছে। শরীয়ত প্রবর্তক তাঁর "আল্লাহর বাঁদীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে বাধা দিয়ো না" উক্তির সাহায্যে যে দেওয়াল গড়ে তুলেছিলেন তা সে ভেঙ্গে ফেলেছে। সে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রেখেছে, যদিও মসজিদ ছিল বিশেষ করে প্রথম যুগের রীতি অনুযায়ী ইবাদত বন্দেগী ও ইসলামি সংস্কৃতি চর্চা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধান প্রবর্তনের কেন্দ্রস্থল।

উমর যেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞার কারণে তার আত্মমর্যাদাবোধকে সংযত করেছেন, সেখানে তাঁর প্রপুত্র বেলাল ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর তার আত্মমর্যাদাবোধকে সংযত করতে পারলেন না। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, মেয়েদের ব্যাপারে নিজের কুধারণা কিভাবে তাকে পীড়িত করেছিল। তিনি রাসূলের (সঃ) নিষেধাজ্ঞার মর্যাদা রাখতে পারলেন না। তিনি বলে ফেললেন ঃ لنمنعهن "আমরা অবশ্যই তাদের বাধা দিব।" এটা তিনি বললেন নারী ফিতনার পথরোধ করার দাবী সহকারে। তিনি বললেন ঃ "إِذَنْ يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا "এভাবে তাদের স্বামীরা প্রতারিত হবে।" নিজের পুত্রের এ যুক্তি আব্দুল্লাহ বিন উমর গ্রহণ করতে পারলেন না। রাসূলের সুন্নতের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত থাকার কারণে তিনি তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন।

যাহোক আত্মমর্যাদার বাহানার পিছনেও শরীয়তের প্রমাণপত্র অবশ্যই পাওয়া যেতে পারে এবং তা পাওয়া গেলো ফিতনার পথরোধ করার দাবী হিসেবে। জাতি তাদের দাবী সমর্থন করে এগিয়ে যেতে থাকলো। এজন্য কখনো স্বৈরাচারী কায়দায় সহীহ হাদীসের 'তাবীল' করা হলো। যেমন আয়েশা (রা) এর উক্তি ঃ

لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ

www.pathagar.com

"মেয়েরা আজ যা করছে তা যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতেন তাহলে তিনি তাদেরকে অবশ্যই নিষেধ করতেন" (এবং মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তাদেরকে অবশ্যই মসজিদে যেতে মানা করতেন)।

كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل

"যেমন বনী ইসরাঈলের মেয়েদের নিষেধ করা হয়েছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)[১৭৮]

তারা যেন এ উক্তিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তির

لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّه

জন্য "নাসেখ" তথা বাতিলকারী বলে ধরে নিলেন। আবার কখনো এ উদ্দেশ্যে "যঈফ" তথা দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ সনদযুক্ত হাদীস অথবা "মাওযু" তথা বানোয়াট ও জাল হাদীসের আশ্রয় নেয়া হলো। বলা হলো ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদে বুড়ীরা ছাড়া কেউ যায়নি। আল্লাহ চাহে তো একটু সামনের দিকে এগিয়ে আমরা এ সংক্রান্ত সহীহ হাদীসগুলো ব্যাখ্যা এবং বানোয়াট ও দুর্বল হাদীসগুলো খণ্ডন করবো। সেখানে আমরা বিভিন্ন প্রখ্যাত আলেমের উক্তি উদ্ধৃত করেছি। আমরা মনে করি, তার মধ্যে রয়েছে আত্মমর্যাদাভীতি সংক্রান্ত এক ধরনের বাড়াবাড়ির সপক্ষে তারা সাহায্য নিয়েছে সাহাবাদের দুর্বল ও বানোয়াট উক্তিসমূহ থেকে। অন্য দিকে সহীহ হাদীসগুলো তথা বুখারী ও মুসলিমের মতো উচ্চপর্যায়ের ঐকমত্য সম্পন্ন হাদীসগুলো থেকে এর বিরোধিতা প্রমাণিত হয়নি। তাদের কেউ কেউ একথাও বলে থাকেন ঃ মেয়েদের কাছে পুরুষদের না যাওয়াটা হচ্ছে আত্মমর্যাদা রক্ষার পথ। এ জন্য মেয়েরা মসজিদে যাবেনা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তার মেয়ে ফাতেমা (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ

"নারীর জন্য কোন জিনিষটি কল্যাণকর?" أي شيئ خير للمرأة ফাতেমা জবাব দিলেন ঃ أن لا ترى رجلا ولا يراها

"সে কোনো পুরুষকে দেখবে না এবং কোনো পুরুষ তাকে দেখবে না।" তিনি তার সাথে আরো মিলিয়ে দিয়ে বললেনঃ

ذرية بعضها من بعض "তারা একজন অন্যজনের সন্তান সন্ততি"।[১৭৯]

এভাবে তাঁর কথা অনুমোদিত হয়ে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণ দেয়ালের গায়ে ছিদ্র ও গর্ত বন্ধ করে দিতেন, যাতে মেয়েরা পুরুষদের উঁকি দিয়ে দেখতে না পারে। মুয়ায দেখলেন, তার স্ত্রী ছিদ্র দিয়ে দেখছেন, তিনি তাকে মারলেন। একবার তিনি দেখলেন, তার স্ত্রী আপেলের কিছুটা খেয়ে বাকীটুকু তার গোলামকে দিচ্ছেন। তিনি এ জন্য তাকে মারধর করলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ اعروا النساء يلزمن الحجال

www.pathagar.com

"গৃহে মেয়েদের পর্দার মধ্যে থাকার জন্য মারধর করো।"[১৮০] তার একথা বলার কারণ হচ্ছে, তারা ছেড়া-ফাটা কাপড় পড়ে বাইরে যেতে আগ্রহী ছিল না। তিনি বললেন ঃ তোমাদের স্ত্রীদেরকে 'না' -এর সাথে খাপ খেয়ে চলতে অভ্যস্ত করো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সময় মেয়েদের মসজিদে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন প্রকৃত পক্ষে বুড়ীরা ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ।[১৮১]

রসূল (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের যুগের পর শত শত বছর পার হয়ে গেছে। এ সময় বিজিত অমুসলিম দেশগুলোর জাহেলী মূল্যবোধসমূহ ইসলামি সমাজে অনুপ্রবেশ করতে থেকেছে। আরবীয় জাহিলী মূল্যবোধের কিছু অংশ তো পূর্বেই টিকে ছিল, এরপর এলো বিজাতীয় মূল্যবোধের সয়লাব। এমনকি শেষ অবস্থা পর্যন্ত এমন পর্যায়ে পৌছে গেল যে, কোনো কোনো মুসলিম সমাজে নিজের মা, বোন বা স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের চেহারা দেখা এবং নিছক তাদের কণ্ঠস্বর ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনা পুরুষের জন্য আত্মমর্যাদাবিরোধী বিবেচিত হতে লাগলো। বরং এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন এমন পর্যায়ে পৌছে গেলো যে, কোনো নিতান্ত ও সাময়িক প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও স্বামী তার স্ত্রীর নাম প্রকাশ করাকে নিজের জন্য মানহানিকর মনে করতে লাগলো।

এই অস্বাভাবিক বিষয় এবং কোনো কোনো ব্যক্তিগত মেজাজ ও আত্মমর্যাদাবোধ সংক্রান্ত উক্তির ব্যাখ্যায় সত্যের মোকাবেলায় আমরা দেখলাম জাতি এই জুলুম ব্যবস্থার বৈধতার বোঝা কাঁধে বহন করে এগিয়ে চলছে। সত্যের কোনো পরোয়া না করে একে শরীয়ী বৈধতা দান করেছে এবং বলেছে ঃ এটা মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন এবং বিপর্যয় প্রতিরোধের প্রকৃষ্ট উপায়।

পঞ্চম কারণ ঃ যামানা খারাপ হয়ে যাবার দাবি

কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যামানা খারাপ হয়ে গেছে। মানুষের নৈতিক চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়েছে। নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ ও চারিত্রিক উচ্ছৃংখলতা ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। মনে হচ্ছে যেন মানুষের মধ্যে কল্যাণ ও সততার সামান্যতম রেশটুকু বাকী নেই। কিয়ামত যেন মাথার উপর এসে পড়েছে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠের তুলনায় তার অভ্যন্তর ভাগ অধিকতর কল্যাণ ও নিরাপদ হয়ে উঠেছে। এভাবে তারা মানুষকে ধ্বংস ও মহাবিপর্যয়ের জন্য সতর্ক করে দিচ্ছে এবং আহাজারী করছে এই বলে যে, বর্তমানে এমন এক যুগের সূচনা হয়েছে যেখানে যামানার সৎপ্রবণতা ও নৈতিক শক্তি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল বান্দার নেতৃত্বে ক্ষমতা ও তাদের কর্তব্যবোধ নেকীর আধিক্য এবং অন্যান্য অনুগ্রহসমূহ একেবারে খতম হতে চলেছে। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে সেটি হচ্ছে এই যে, মানুষের মনে যে হতাশার জন্ম নিয়েছে এই বাড়াবাড়ির দাবীর মধ্যে তার চেয়ে অনেক বেশী হতাশা তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

ঘটনার এই কল্পিত চিত্র তাদেরকে সংশোধন প্রচেষ্টা ব্যহত করে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্ব পালন না করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে। এর ফলে বিপর্যয় বেড়ে যাবার সাথে সাথে ফিতনা প্রতিরোধের পথে বাড়াবাড়িও অনেক বেশী বেড়ে যাবে। এবং এই সংগে সূক্ষ্ম অনুপ্রবেশের পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করার প্রয়োজনও বেড়ে যাবে, যদিও মূলত এইসব অনুপ্রবেশ ঘটে হালাল হারাম সীমানার মধ্যে অবস্থান করেই। আর লোভ হচ্ছে বাড়াবাড়ি স্বভাবের একটি অপরিহার্য অংগ। কাজেই সব কিছু চেটেপুটে খেয়ে শেষ না করলে তার পেট ভরে না। এরপরও সে আরও চায়। কাজেই এ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের দেখাসাক্ষাতের ছোট বা বড় কোনো একটি ক্ষেত্রও থাকে না। সব ক্ষেত্রকেই সে গোগ্রাসে গিলে ফেলে। এমনকি যায়েজ ও বৈধ সকল প্রকার মুবাহকেই সে নিষিদ্ধ করে দেয়।

যে সব মুবাহ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে ঃ পুরুষদের মেয়েদেরকে সালাম দেয়া এবং মেয়েদের পুরুষদের সালাম দেয়া, মসজিদের জামায়াতে মেয়েদের শামিল হওয়া, উৎসব অনুষ্ঠান ও প্রীতিভোজের মাহফিলে এবং পেশাদারী ও বৃত্তিমূলক কর্মকান্ডে নারী ও পুরুষের দেখা হওয়া।

যেসব মান্দুব তথা বৈধ প্রীতিকর কর্ম নিষিদ্ধ হয়ে গেছে সেগুলোর কয়েকটি হচ্ছে ঃ পুরুষের কাছ থেকে মেয়েদের জ্ঞান অর্জন করা, যে ব্যক্তি দিচ্ছেন তাকে দেখা, পুরুষ নিকটাত্মীয়দেরকে মেয়েদের পক্ষ হতে অভ্যর্থনা জানানো এবং তাদের খাতির যত্ন করা, তাদের রুগীদের সেবা শুশ্রূষা করা এবং তাদের শোকে দুঃখে সান্তনা দেয়া।

যেসব ওয়াজিব নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে ঃ মেয়েদের পক্ষ হতে পুরুষদের সালামের উত্তর দেয়া, ঈদের নামাযে মেয়েদের শামিল হওয়া, সৎ কাজের আদেশ দেয়া, অসৎ কাজ হতে বিরত রাখার দায়িত্বে মেয়েদের অংশগ্রহণ করা।

এ ভাবে বাড়াবাড়ির আর এক স্বভাব হচ্ছে ঃ যতই দিন যেতে থাকে ততই যামানা খারাপ হয়ে যাচ্ছে– এই দাবির ভিত্তিতে তার আয়তন বেড়ে যেতে এবং বাঁধন আরো শক্ত হয়ে যেতে থাকে। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচে দেয়া হলো ঃ

নারীদের পুরুষের সাথে কথা বলা ঃ নারী পুরুষ কোনো প্রকার হিজাব ও অন্তরাল ছাড়াই পরস্পর কথা বলা এবং আলাপ আলোচনা করা ছিল নবী (সঃ) এর সুন্নত। আর এ ব্যাপরে হিজাবের আয়াত নাযিল হবার পর একমাত্র উম্মুল মুমেনীনই ছিলেন ব্যতিক্রম। (এ সম্পর্কিত আলোচনার জন্য তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম অনুচ্ছেদ দেখুন)

তারপর যুগের আবর্তনের সাথে সাথে যামানার বিপর্যয়ের দাবী উঠিয়ে নর-নারীর সামনা-সামনি কথা বলা নিষিদ্ধ হয়ে গেলো। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের বাইরে সাধারণ মুসলিম মেয়েরাও হিজাব ও অন্তরালের মুখাপেক্ষী হয়ে গেলো (চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখুন)। সেখানে

www.pathagar.com

প্রমাণ করা হয়েছে উম্মুল মুমিনীনদের জন্য হিজাবের যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার অনুসরণ করার প্রয়োজন সাধারণ মুসলিম মেয়েদের নেই। এরপর সময় আরও অতিক্রান্ত হলো এবং তারপর আরো দেখা দিলো মেয়েদের সাথে পর্দার পিছন থেকে কথা বলা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে এবং এ জন্য দাবী করা হয়েছে যে, صوت المرأة عورة অর্থাৎ "নারীর কণ্ঠস্বরও নারী তথা পর্দাদিয়ে ঢেকে রাখার জিনিষ"।[১৮২] যামানার বিপর্যয় এবং পুরুষদের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়ের সাথে সাথে এর মধ্যে রয়েছে বিশেষ ফিতনা।

মেয়েদের মসজিদে নামায পড়া

মেয়েদের মসজিদে গিয়ে জামায়াতের সাথে নামায পড়া ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত। তাদের মধ্যে যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা নির্বিশেষে সকল বয়সের মেয়েরাই ছিল। (দেখুন তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ শিরোনাম ঃ মেয়েদের মসজিদে যাওয়া)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের পর সামান্য কিছুদিন অতিক্রান্ত হয়েছিল। দেখা গেলো মেয়েদের মসজিদে যাবার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কিছু লোকের পক্ষ থেকে নির্দেশ আসছে। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী "আল্লাহর বাঁদীদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না" এর বিরোধিতা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের ছেলে বলেছেন ঃ (যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি) অবশ্যই আমি তাদের বাধা দিব। কারণ এভাবে তারা স্বামীদের ধোকা দিবে। জনৈক মহান বিজ্ঞ আলেম এ কথার উপর মন্তব্য করে বলেন ঃ যামানা পরিবর্তনের কারণে তিনি (ইবনে উমরের পুত্র) এ ধরনের বিরোধীতা করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন।[১৮৩]

তারপর সময় অতিক্রান্ত হবার সাথে সাথে দেখা গেলো যুবতী ও প্রৌঢ়াকে মসজিদে হাযির হয়ে নিজেকে অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চালানো নিষিদ্ধ হলো। তার স্বামীর ও তার অভিবাবকের জন্য এটা অপছন্দ করা হলো। কিন্তু যুগের বিপর্যয়ের দাবী করে এ সংক্রান্ত কোনো নিয়ম-কানুনকে অপছন্দ করা হয়নি।[১৮৪]

এরপর কয়েক দশক অতিক্রান্ত হলো। এখন বৃদ্ধারও মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ হলো। কারণ সে যখন মসজিদে নামায পড়ে, তখন নামাযের কারণে তার চেহারা উম্মুক্ত হয়ে যায় এবং পুরুষেরা তা দেখে ফেলে। তারা বললো ঃ তার মুখের কথা কেউ না কেউ শুনে ফেলবে বিশেষ করে এ বিপর্যয়ের যুগে।[১৮৫]

ঈদের জামায়াতে মেয়েদের হাজির হওয়া

ঈদের দিনে ঈদের নামাযে ও ঈদের মাহফিলে শামিল হবার জন্য দাসী,কুমারী, ঋতুবতী নির্বিশেষে সকল মেয়ের ঈদগাহে হাজির হওয়া ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.pathagar.com

সাল্লামের সুন্নত। (দেখুন তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ শিরোনাম ঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেয়েদের অংশ গ্রহণ)

সময় অতিক্রান্তের সাথে সাথে কিশোরীদের ঈদের জামায়াতে শামিল হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেলো। হাফসা (একজন তাবেয়ী মহিলা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমাদের মতো বাঁদীদেরকে ও দুই ঈদের নামায পড়ার জন্য বাইরে যেতে নিষেধ করা হতো। (বুখারী)[১৮৬] হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ "সম্ভবতঃ প্রথম যুগের পরে যখন বিপর্যয় দেখা দিলো, তখন থেকে কিশোরীদেরকে বাইরে ঈদের নামাযে শরীক হতে নিষেধ করা হয়।"[১৮৮]

এরপর কয়েক দশক অতিক্রান্ত হলো। যুবতীদের ঈদের নামাযে শরীক হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। দাবী করা হলো, তাদের মুখের কথা কেউ না কেউ শুনে ফেলবে।[১৮৯]

তবুও এখানে যুগের বিপর্যয়ের অভিযোগের প্রতিবাদ করা এবং তাকে বিপর্যয় প্রতিরোধের পক্ষে বাড়াবাড়ির স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার মধ্যে অনেক বড় ফারাক রয়েছে। এছাড়া সংশোধনের প্রতি হতাশ মনোভাব ব্যক্ত করার প্রবণতা তো আছেই। এর এবং রাসুলের (সঃ) নিম্নোক্ত বাণীর মধ্যে ফারাকটা হচ্ছে ঃ

لا يَأتِى عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إلاَّ الَّذِى بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ

"তোমরা যে যুগের মুখোমুখী হবে তার পরবর্তী যুগ হবে তার চেয়ে আরো বেশী খারাপ, এমনকি তোমরা গিয়ে মিলবে তোমাদের রবের সাথে"। (বুখারী)[১৯০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজগতে যে সব জিনিষের প্রচলন করেছেন তার মধ্য থেকে একটির বর্ণনা। আর সর্বাবস্থায় প্রত্যেক যুগের লোকদের অবস্থার যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে– তাদের যুগ যে পরিমাণ অকল্যাণ বহন করে আনে তার পরবর্তী যুগ বহন করে আনে তার চেয়ে আরো বেশী অকল্যাণ অর্থাৎ প্রত্যক যুগে কিছুটা কল্যাণ থাকবে তা পরিমাপে কম হলেও। যুগের মধ্যে কি পরিমাণ কল্যাণ ও কি পরিমাণ অকল্যাণ আছে তা প্রচ্ছন্ন থাকার কারণে মানুষের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হয় এবং তাদের ঘটনাবলীর সাথে সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলে। যখন তার মধ্যে অধিক অকল্যাণ দেখা দেয়, সাথে সাথে দেখা যায় এখানে কল্যাণও রয়েছে। কোনো কল্যাণতো প্রথমত হয় আশার চাবিকাঠি, তারপর তা হয় সংশোধনের ও সংস্কারের ভিত্তি। কারণ সংশোধনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে কিছু কল্যাণাকাংখী সৎ ব্যক্তিবর্গ এবং জনগণের মধ্যে সততা, নেকী ও কল্যাণের কিছু প্রবণতা। এর ফলে সংশোধনমূলক কার্যাবলী শক্তি অর্জন করে এবং পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীস দ্রুত বিপথগামীদেরকে যাতে সংশোধনের পথে আনা যায় এজন্য মমিনদেরকে তাদের

www.pathagar.com

মুখোমুখী হবার উদ্দেশ্যে তাদের প্রস্তুতি নেবার ও পরিকল্পনা গ্রহণ করার দাওয়াত ও তাগিদ দিচ্ছে। এই সংগে পরাজয়, হতাশা ও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিপর্যয়ের কাছে নতী স্বীকার করা থেকে বিরত রাখতেও চাচ্ছে। এর উদাহরণ ঠিক এভাবে দেয়া যায়, যেমন একদল মুসাফিরকে বলা হলো ঃ সামনের দিকে তোমাদের ভয়ংকর বিপজ্জনক দুর্লংঘ গিরিপথ অতিক্রম করতে হবে। কাজেই অত্যন্ত সাহস ও হিম্মতের সাথে তার মুখোমুখি হতে হবে। এবং নিজের শক্তিকে সুন্দর ও সুচারুরূপে যথাযথ মর্যাদা সহকারে ব্যবহার করতে হবে। অবশ্য প্রকৃত সত্য আল্লাহই ভালো জানেন।

এ থেকে প্রত্যেক যুগে সুকৃতি ও কল্যাণের অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের নতুন প্রজন্ম বিপুল পরিমাণ সুকৃতি ও কল্যাণের অধিকারী হয়। তাদের বাপ দাদা ও পূর্ব পুরুষেরা যে পরিমাণ দুস্কৃতি ও অকল্যাণের দোষে দুষ্ট ছিলেন তার মধ্যে অবস্থান করেও তারা এ সুকৃতি ও কল্যাণ লালন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং পরবর্তী প্রজন্ম উত্তরাধিকার সূত্রে এর অংশ লাভ করেছিল।

ফাতহুল বারী গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ "যামানা পরস্পর নিকটবর্তী হয়ে যাবে, ইলম কমে যাবে, কার্পণ্য বিস্তার লাভ করবে। বিভিন্ন ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে এবং হত্যা কান্ড অনেক বেড়ে যাবে ...।[১৯১]

ইবনে বাত্তাল বলেন ঃ "এ হাদীসে যে সব আলামতের কথা বলা হয়েছে, তা সব আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। ইলম কমে গেছে, মূর্খতার প্রকাশ ঘটেছে, মনের মধ্যে কৃপণতার বীজ বপন করা হয়েছে, ফিতনা ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং হত্যাকান্ড বেড়ে গেছে।" হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর কথা সমর্থন করে বলেন ঃ ইবনে বাত্তাল যে বিষয়গুলোর প্রকাশ ঘটেছে বলে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার কথা বলেছেন, সে গুলো অবশ্যই বিপুল পরিমাণে ছিল, তবে সেই সঙ্গে সে সবের বিপরিতগুলোরও অস্তিত্ব ছিল (অর্থাৎ সুকৃতি ও কল্যাণসমূহ)। এ হাদীসের অর্থ হলো ঃ এ বিষয়গুলো শক্তিশালী হয়েছে এবং এর ফলে সামান্য পরিমাণ ছাড়া তাদের মোকাবেলায় কিছুই থাকেনি। ...প্রকৃত পক্ষে উল্লেখিত বিষয়সমূহের প্রাথমিক লক্ষণগুলো সাহাবায়ে কেরামের যুগেই দেখা গেছে, তারপর স্থানভেদে সেগুলোর হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে এবং এরই পেছনে কিয়ামত এগিয়ে আসছে এবং যথা সময়ে শক্তিশালী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।[১৯২]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার ধারা অনুসরণ করে পরবর্তীকালে মনীষীদের কণ্ঠে আরো কথা উচ্চারিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম কথা হিসেবে আমরা হযরত আনাস ইবনে মালেকের বর্ণনা উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি বলেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের কোনো জিনিষ এ যুগে পাইনি। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ কি জিনিষ, নামায? জবাব দিলেন ঃ তার সাথে তোমরা কেমন ব্যবহারই না করেছো।"[১৯৩] অর্থাৎ নামায তার যথার্থ সময় থেকে দেরী করে পড়ছো।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় কথাটি উচ্চরিত হয়েছে মালেক থেকে। তিনি বলেন ঃ আবু সাহল ইবনে মালেক থেকে এবং তিনি তার পিতা থেকে। তিনি ছিলেন বয়োজেষ্ঠ তাবেয়ীদের অন্যতম। তিনি বলেন ঃ লোকদের আমি যা করতে দেখেছি তার মধ্যে একমাত্র নামাযের জন্য আযান দেয়া ছাড়া আর কিছুই আমি পাই না।[১৯৪]

এ দুটি কথা থেকেই প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এর মধ্যে রয়েছে সে যুগের উন্নত ও তার উচ্চমান সম্পন্ন জাতীয় জীবনের স্মৃতি এবং একই সংগে রসূলের (সঃ) সুন্নাত এবং তার মহান সাহাবাগণের কার্যধারা থেকে বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী। তৃতীয় কথাটি বলা হয়েছে ইমাম মালেক থেকে। তাকে প্রশ্ন করা হয় ঃ মদীনা ও মক্কাবাসীদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল যখন তাদের বাঁদীদেরকে বলপূর্বক বের করে দেয়া হয় একখণ্ড বস্ত্র পরিহিত উলঙ্গ অবস্থায় এবং তাদের শরীর ও বুক প্রকাশ হয়ে পড়েছিল এবং এ অবস্থায় বাঁদীদের নিয়ে ব্যবসা করার ব্যাপারে তাদের ব্যবসায়ীদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? তিনি এ প্রশ্নে ভীষণভাবে বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং এরূপ প্রশ্ন করতে নিষেধ করেন। তারপর বলেন ঃ ফিকহ চর্চাকারী ও সুকৃতিকারী গোষ্ঠি যারা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এটা তাদের বিষয় নয়। এবং ফকীহ ও সুকৃতিকারীদের মধ্য থেকে যারা ফতুয়া দেয়, এটা তাদের বিষয়ও নয় বরং এটা তাদের কাজ যাদের মনে আল্লাহর ভয় নেই।[১৯৫]

চতুর্থ কথাটি বর্ণিত হয়েছে হিশাম ইবনে উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে। তিনি বলেন ঃ উরওয়া যখন আকীক পাথরের বাড়ী তৈরী করলেন, তখন এ জন্য তাঁকে র্ভৎসনা করা হলো এবং বলা হলো ঃ তুমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। জবাবে তিনি বললেন ঃ

إني رأيت مساجدكم لاهية و أسواقكم لاغية والفاحشة في فجاجكم عالية فكان فيما هنالك عما أنتم عافية

"আমি দেখেছি তোমাদের মসজিদগুলোয় অমনোযোগীদের ভীড়, তোমাদের বাজারগুলো প্রভাবহীন এবং তোমাদের গিরিপথগুলোতে দুস্কৃতির তুংগে বিচরণ। তাহলে সেখানে যা আছে, তা তোমরা যেখানে আছো সে তুলনায় নিরাপদ...।" লোকেরা বললো ঃ এভাবে। উরওয়াহ দিলেন মদীনার খবর যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। কাজেই কেমন করেই বা তিনি যুক্তি দেখাবেন তার অধিবাসীদের কোন কর্ম দিয়ে যার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই? আবু উমর বলেন ঃ এ ব্যাপারে আমি বলবো ইমাম মালেক (রা) তার **'মুয়াত্তা' এবং অন্যান্য গ্রন্থে মদীনাবাসীদের আমল তথা কার্যধারার যুক্তি পেশ করেছেন। তাঁর এ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি মূলত উলামা, সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এবং জ্ঞানী গুণীদের কার্যধারা নির্দেশ করতে চেয়েছেন, সাধারণ অসৎ লোকদের কার্যধারা নয়।**[১৯৬]

www.pathagar.com

একথা থেকে একটি জাজ্বল্যমান সত্য অনুধাবন করা যায়, তা হলো প্রত্যেক যুগের ফকীহ ও সত্যানুসারী দলের কার্যকলাপ যেমন পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি পাওয়া যায় সাধারণ অসৎ লোকদের কার্যকলাপও, যাদের মনে আল্লাহ-ভীতির কোনো অবস্থান নেই এবং যারা প্রথম যুগের হেদায়েতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপর্যয় ও গোমরাহীর পথে পদচারণা করে।

যামানার বিপর্যয়ের দাবীর সাথে সংযুক্ত করে একথাও বলা যায় যে, শরীয়তের বিধানে হালকা ও সহজতার যে প্রবণতা আছে সেটি মূলত পবিত্রাত্মা ও নেকবখ্‌ত লোকদের যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। কাজেই যামানার বিপর্যয়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সে বিধানসমূহ ফিরে আসতে পারে না। তা ছাড়া বিপর্যয়ের পথ রোধ করার জন্য সেই বিধানসমূহ নিষিদ্ধ এবং সংকীর্ণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এজন্য অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোলাফায়ে রাশেদীন ও তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট যুগে সামাজিক কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ এবং তাদের পুরুষদের সাথে দেখা সাক্ষাত সংক্রান্ত যে সব সহজ বিধান ছিল সে গুলোর পরিবর্তন করতে হবে। পুরুষদের সাথে মেয়েদের সাক্ষাত আল্লাহর ঘরের মধ্যে এবং আল্লাহর সামনে নামাযের মধ্যে হলেও তা গ্রহণীয় হবে না। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা হয়, পবিত্রাত্মা ও নেকবখ্‌তের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এবং আবুবকর ও আনাসের উম্মে আইমনের গৃহে তাঁর কাছে একত্র হওয়া মোটেই দূষণীয় ছিলনা কিন্তু এরই ভিত্তিতে অন্যরা আজ একান্তে মেয়েদের সাথে দেখা করতে পারে না।[১৯৭]

এ ধরনের বাড়াবাড়ি বড় বড় প্রবক্তাদের বক্তব্য আলজুয়াইনী উদ্ধৃত করেছেন। অসৎ কাজের শাস্তি দেবার ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রবর্তিত যে সব সহজ ও হালকা বিধান দেয়া হয়েছে তারা সেগুলো ব্যবহার করতে রাজী নন। তাদের বক্তব্য ঃ ...ইসলামের প্রথম যুগে যে সহজ বিধান ছিল তার কারণ ছিল এই যে, তারা ইসলামের শ্রেষ্ঠতম স্বর্ণ যুগের কাছাকাছি অবস্থান করছিলেন। সহজভাবে সতর্ক করে দেয়া এবং সামান্য দন্ডই তাদেরকে কোন কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল। আর এখন মানুষের মন বহু শক্ত হয়ে গেছে, সেই সোনালী যুগের পরও বহু যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, বাঁধন ঢিলা হয়ে গেছে, সাধারণ মানুষ এখন একরোখা হয়ে গেছে, হালকা শাস্তির ভয় দেখানো এবং সৎ কাজে উৎসাহিত করা এখন আর তাদেরকে প্রলুব্ধ করে না। অসৎ কাজের শাস্তির বিধান যদি কমিয়ে আনা হয়, তবে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে মূর্খরা সব জিনিষকে খুব সহজ মনে করে নিবে। প্রকৃত পক্ষে এর ফরে সমাজে বিপরীতধর্মী অবস্থার সৃষ্টি হবে যার সংশোধনের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তার শ্রেষ্ঠ নবীকে পাঠিয়েছেন। সারকথা হলো যারা মনে করেন বুদ্ধিমানের যা ভালো এবং জ্ঞানী ও পন্ডিতবর্গ যা উপযোগী ও সঠিক বিবেচনা করবেন তাই গ্রহণ করাই হচ্ছে

www.pathagar.com

শরীয়ত। আর তারা অবশ্যই শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করেন এই বক্তব্যকে শরীয়ত প্রত্যাখ্যানের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। ... জ্ঞানের এই শাখাগুলো অনুমান নির্ভর। যদি দীনের নিয়ম কানুনের উপর এদের ভিত্তি গড়ে উঠে তাহলে যে ব্যক্তিই বুদ্ধিকে আকড়ে ধরার জন্য এগিয়ে যাবে তার চিন্তাকে অবশ্যই শরীয়ত মোতাবেক করতে হবে। এবং তাকে বাধা দেবার প্রতিরোধ করার প্রতি সমর্থন যোগাতে হবে। এ অবস্থায় নবীর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার বিষয়টি নফসের প্ররোচনার ব্যাপারে পরিণত হবে এবং তারপর স্থান কালের পার্থক্যের ভিত্তিতে তার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হবে এবং তখন শরীয়তের কোনো স্থিরতা ও স্থায়িত্ব থাকবে না। মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থেকে যে সত্য উচ্চারিত হয়েছে, তাই একমাত্র অনুসরণযোগ্য সত্য এবং বাকী সবই মিথ্যা। আর সত্যের পরে মিথ্যা আর গোমরাহী ছাড়া কি আছে? ...যে ব্যক্তি শরীয়তের সৌন্দর্যময় দিকসমূহ জানে না এবং তার গোপন তথ্য সম্পর্কে অবহিত নয়, সে শরীয়তকে আত্মস্ত করতে পারেনা। তাই সে কোনো মহৎ কাজে অগ্রগামী হতে পারেনা। তবে যদি সে শরীয়ত নিয়ে গবেষণা করে, কিংবা আইন প্রণয়নের জন্য কল্যাণকর কিছু চায়, তবে তা পেতে পারে। আর আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদেরকেতো বিভিন্ন রীতি নীতির মূলোৎপাটন ও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টির আহবানসহ পাঠানো হয়েছিল।[১৯৮]

যামানার বিপর্যয়ের দাবী এবং এই বিপর্যয় রোধ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ির আশ্রয় নেয়াকে সহায়তা দান করে আর একটি দাবী, সেটি হচ্ছে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করার দাবী। এর উদাহরণ হচ্ছে তাদের এই বক্তব্য ঃ "কোনো পূর্ণ বয়স্ক বালেগ গায়ের মাহরাম স্বাধীন মেয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ হারাম করা হয়েছে, তার চেহারা ও দুই হাতের তালু ছাড়া, এতে কোনো দ্বিমত নেই।" এর ভিত্তি আল্লাহর বাণী قُل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم (মুমিনদের বলো, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে।) এভাবে ফিতনার আশংকা থাকলে তার চেহারা ও হাতের তালু দেখাও হারাম। অনুরূপ ভাবে সঠিক কথা হচ্ছে এই যে, ফিতনা থেকে নিরাপদ অবস্থায় পুরুষের মনে কোনো যৌনকামনা ছাড়াই নারী সম্পর্কিত তার ধারণার কারণেই এগুলো দেখা তার জন্য হারাম। ইমাম এদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, ...কেননা দৃষ্টিই ফিতনার স্বাভাবিক আবাসস্থল ও যৌনকামনার উদ্যোক্তা। বিপর্যয়ের দরোজা বন্ধ করেও গায়ের মাহরামের সাথে বিভিন্ন অবস্থায় একান্তে সাক্ষাত না করে শরীয়ত বিধৃত চারিত্রিক সৌন্দর্য লাভ করার যোগ্যতা সৃষ্টি করার কৃতিত্বের অধিকারী দৃষ্টিই হতে পারে। এ থেকেই দৃষ্টি 'আওরাত' তথা ঢেকে রাখার জিনিষ নয় কাজেই কি করে তা হারাম হয় একথা নাকচ হয়ে যায়। অস্তিত্বের দিক দিয়ে দৃষ্টি ঢেকে না রাখার জিনিষ ঠিকই, কিন্তু দৃষ্টি হচ্ছে ফিতনার বা যৌন কামনার আবাসস্থল। কাজেই সতর্কতার কারণেই মানুষকে এই কুঅভ্যাস থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।[১৯৯]

www.pathagar.com

অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বনের বিষয়টি অস্বীকার করে বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ আলেম ও ফকীহ যথার্থই বলেছেন ঃ "গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের ফলে শরীয়তের হালকা ও সহজ করার বিধানের সাথে স্থায়ী সংযোগ স্থাপিত হবে এবং কঠিন ও সংকোচিত করার বিধান দূরে সরে যাবে। অন্যদিকে মাযহাবী ফিকহের দিকে প্রত্যাবর্তনের ফলে সম্ভাব্য সতর্কতা অবলম্বনের সরাসরি ব্যবস্থার কারণে দীর্ঘকালীন বিপুল কাঠিন্য ও কড়াকড়ির সমাবেশ ঘটেছে। আর সমগ্র দীনি ব্যবস্থাটি যখন "সতর্কতামূলক' ব্যবস্থা হয়ে যায়, তখন তো শরীয়তের সহজ বিধান বিদায় নেয় এবং কষ্ট ও সংকীর্ণতার ব্যাপক আক্রমণ চলে। অথচ মহান আল্লাহ তার পক্ষ থেকে সংকীর্ণতা একেবারে খতম করে দেন যখন তিনি বলেন ঃ

وما جعل عليكم فى الدين من حرج

"আল্লাহ দীনের মধ্যে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।"[২০০]

বড় বড় আলেম ও ফকীহগণ বিগত কয়েক শতক থেকে সতর্কতা অবলম্বনকে ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করতে অস্বীকার করে আসছেন। এ প্রসংগে ইমামুল হারামাইন বলেনঃ "যদি বলা হয়, কেন তুমি সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে তাকে ওয়াজিব করোনি? জবাবে বলবো ঃ যার ওয়াজিব হওয়ার মধ্যে সন্দেহ রয়ে গেছে, সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে তাকে ওয়াজিব করতে হবে এ ধরনের দুর্বল ভিত্তির উপর শরীয়তের আইন-কানুন গড়ে ওঠেনি।"[২০১] ইমাম ইবনে তাইমিয়া এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ "শরীয়তের মূলনীতিগুলো এমন মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সতর্কতা অবলম্বন করার বিধান সেখানে কোনো জিনিসকে ওয়াজিব বা হারাম করে দেয় না।"[২০২]

আমরা বিরোধী পক্ষের মনোভাব ও অনুভূতির কদর করি। মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক বিপর্যয়ে তাদের মন ভারাক্রান্ত। কিন্তু বিপর্যয়ের কল্পচিত্র আকার ব্যাপারে তারা অবশ্যই বাড়াবাড়ি করেছেন যেমন তাদের পূর্বসূরীরা তাঁদের জন্য বাড়াবাড়ি করে গেছেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত এই বাড়াবাড়ি তাঁদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যে, নারী-পুরুষের একত্রে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাত হওয়ার মধ্যে যে কোনো কল্যাণ থাকতে পারে এবং এই একত্রে কাজ করা ও দেখা-সাক্ষাত নিষিদ্ধ করে দেয়া যে কষ্ট ও সংকীর্ণতার পথ প্রশস্ত করে দেয় তা তাঁরা মোটেই অনুধাবন করতে পারেননি।

ষষ্ঠ কারণ ঃ আয়াত, হাদীস ও তথ্য ভিত্তিক আখ্‌বার

ফিত্‌না প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কতিপয় বাড়াবড়ির কারণ আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। আর বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এই কারণগুলো কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন শক্তিশালী উদ্ধৃতিপুষ্ট। এই উদ্ধৃতিগুলো হচ্ছে ভুল ব্যাখ্যা সম্বলিত কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদীস

www.pathagar.com

ও দুর্বল হাদীস, বানোয়াট হাদীস ও দুর্বল তথ্যভিত্তিক আখবার। এগুলো থেকে কয়েকটি নমুনা আমরা এখানে পেশ করছি ঃ

এক : আয়াত, হাদীস ও তথ্য ভিত্তিক আখ্‌বার যেগুলোর মধ্যমে মেয়েদের সম্পর্কে কুধারণাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে

১. ভুল ব্যাখ্যা সম্বলিত আয়াত

আল্লাহ বলেন ঃ إن كيدكن عظيم "তোমাদের প্রতারণা বড়ই মারাত্মক।"

এ উক্তিটি মিশরের আযীযের। মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ একথাটি বলেননি। আযীযের বেগম যে ঘটনার জন্ম দিয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে নিজের স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি একথাটি বলেছিলেন।

এ উক্তিটিকে ঘিরে কুরআনে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে সেখানে এটা যে নারী জাতির স্বভাব– এ যুক্তিটি সমর্থন করে আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো নির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত স্বীকৃতি দান করা হয়নি। বরং প্রত্যেক স্থান কালের সাথে প্রত্যেকটি মেয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম সম্পর্কিত।

এখন আমাদের এ বিষয়টি অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে যে, ইউসূফের ভাইয়েরা তাঁকে কি বিশাল প্রতারণার ফাঁদে ফেলে দিয়েছিল। তারা চালাকী করে তাদের প্রতারণাকে একটি বাহানাবাজির রূপ দিয়েছিলেন এবং এজন্য এর সূচনা করেছিলেন অসৎ মতলব নিয়ে, তারপর করেছিলেন দুষ্কর্ম আর তারপর নির্জলা মিথ্যা ও জালিয়াতি।

আল্লাহ বলেন ঃ

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (١١) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (١٢) قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (١٣) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (١٤) فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٥) وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (١٦) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (١٧) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١٨)

www.pathagar.com

"তারা বললো ঃ হে আমাদের পিতা! ইউসূফের ব্যাপারে আপনি আমাদের বিশ্বাস করছেন না কেন? যদিও আমরা তার শুভাকাংখী? আপনি আগামী কাল তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। সে ফলমূল খাবে ও খেলা করবে। আমরা তার হিফাযত করবো। তিনি বললেন ঃ এটা আমাকে কষ্ট দিবে যে তোমরা তাকে নিয়ে যাবে। এবং আমি আশংকা করি তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়লে তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে। তারা বললো, আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হবো। এরপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেলো এবং তাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে একমত হলো, তখন আমি তাদের জানিয়ে দিলাম, তুমি তাদেরকে তাদের একাজের কথা অবশ্যই বলে দিবে তখন তারা তোমাকে চিনবে না। তারা রাত্রে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এলো। তারা বললো ঃ হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছিলাম। এবং ইউসূফকে আমরা আমাদের মালপত্রের কাছে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলাম, তারপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আপনিতো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী। তারা তাদের জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে এনেছিল। তিনি বললেন ঃ না "তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়েছে। কাজেই পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করাই শ্রেয়। তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।" (সূরা ইউসূফ ১১-১৮)

২. যে সব সহীহ হাদীসসমূহের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে

হাদীস ঃ ناقصات عقل ودين

"মেয়েরা ত্রুটিপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি ও দীনদারীর অধিকারী।"[২০৩]

এ হাদীসটির ভুল অর্থ করা হয়েছে এবং এই ভুল অর্থের ভিত্তিতে ধরে নেয়া হয়েছে যে বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে মেয়েরা দুর্বলতার শিকার এবং তারা যেন নির্বোধ। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাদের যে ত্রুটি সেটি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার ত্রুটি এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবার ক্ষেত্র সম্পর্কে যথার্থ উপলব্দির ত্রুটি, আর এটি এমন একটি ক্ষেত্র যা গৃহাভ্যন্তরের ক্ষেত্র থেকে দূরে অবস্থান করে। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধ পানের ব্যাপারে একজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন আর একারণেই ফকীহগণ মেয়েদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীতে দুজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ করার ফায়সালা দিয়েছেন।

হাদীস ঃ

فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَع ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاه

www.pathagar.com

"কারণ মেয়েদের সৃষ্টি করা হয়েছে পাজরের অস্থি থেকে, আর পাজরের অস্থির মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা হয় তার উপরের অংশ।"[২০৪]

এ হাদীসটিরও ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এমনকি কেউ কেউ বলেন ঃ[২০৫] নারীর প্রকৃতি বড়ই জটিল।

এ হাদীসে মূলত নারীদের সৃষ্টিধারার বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সৃষ্টিধারার বৈশিষ্ট্যের প্রভাব তাদের চরিত্রের কোনো কোনো দিকের উপরও পড়ে, যে দিক দিয়ে পুরুষের মধ্যে রয়েছে সংকীর্ণতা। সোজা এবং দৃঢ়তা ও অবিচলতার উলটা হচ্ছে বাঁকা। বাঁকার অর্থ এখানে হবে সম্ভবত দ্রুত আবেগ প্রবণতা। আবেগের আধিক্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হলে সেখানে দৃঢ়তা ও অবিচলতা আসে। অন্যদিকে দ্রুত আবেগ প্রবণতা এবং তার আধিক্য দৃঢ়তা ও অবিচলতা থেকে সরিয়ে দেয়। মহাপবিত্র ও মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা এই আবেগ প্রবণতার শক্তির মাধ্যমে তাদেরকে শক্তি সরবরাহ করেন এবং এর ফলে তাদের সহানুভূতিশীল হৃদয় স্নেহ-প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা ইত্যাদির মতো সন্তান লালনের উপযোগী অপরিহার্য গুণাবলীতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। (এ হাদীসটির প্রকৃত অর্থ ও পথ নির্দেশনা সম্পর্কে ইতিপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

হাদীস ঃ

وَ إن يك من الشؤم شيء حق ؛ ففي المرأة والفرس والدار

"অলক্ষুণে বলে যদি প্রকৃতই কিছু থেকে থাকে, তাহলে তা আছে নারী, ঘোড়া ও গৃহের মধ্যে"।[২০৬ক]

এ হাদীসটিও ভুল অর্থের শিকার হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে কোনো কোনো রেওয়ায়েত সংক্ষেপ করার অথবা কোনো রাবীর ভিন্ন বিন্যাসের কারণে। এ ভাবে মানুষের মধ্যে প্রচার হয়ে গেছে ঃ "তিনটি জিনিষের মধ্যে অলক্ষুণে বিষয় বা অপয়া আছে। অথবা তিনটি বিষয় অপয়া বা অলক্ষুণে।"[২০৬খ] মেয়েরা এ ভাবে অলক্ষুণে হয়ে গেছে, নাউযুবিল্লাহ। অথচ অন্যদিকে শরীয়ত তাদের মধ্যে সাধারণভাবে কোনো অলক্ষুণে ব্যাপার স্যাপার অস্বীকার করে এবং তাদেরকে সৌভাগ্যের প্রতীক বলে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন ঃ

لاَ شُؤْمَ وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِى الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ

"গৃহ, নারী ও ঘোড়ার মধ্যে অলক্ষুণে নেই, বরং আছে সৌভাগ্য।"[২০৭]

৩. দুর্বল হাদীস

হাদীস ঃ انما النساء لعب فمن اتخذ لعبة فليحسنها أو فليستحسنها

www.pathagar.com

"নারী হচ্ছে ক্রীড়ার বস্তু, কাজেই যে ব্যক্তি এ ক্রীড়ার বস্তু গহণ করে তাকে তার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে অথবা তাকে ভালো মনে করতে হবে।"[২০৮]

إنما النساء شقائق الرجال

"মেয়েরা হচ্ছে পুরুষের সহোদর বোনের মতো"।[২০৯]

হাদীসঃ هلكت الرجال حين أطاعت النساء

"পুরুষেরা যখন মেয়েদের আনুগত্য করেছে তখন তারা ধ্বংস হয়েছে"।[২১০]

আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক আবু বকর ইবনুল আরাবীর প্রতি। তিনি তো দুর্বল হাদীসগুলো মিলিয়ে দেখতেও রাজি হননি। তিনি বলেনঃ "...সাধারণ মানুষ নিজেদের ধন-সম্পদকে যে নজরে দেখে, দীনকেও সেই নজরেই দেখবে। পণ্য বিক্রি করার সময় তারা কোনো অচল দীনার গ্রহণ করে না। বাজার চলতি ও ভালো মুদ্রাই গ্রহণ করে। ঠিক তেমনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে হাদীসের সনদ সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য কোনো হাদীস গ্রহণ করা হবে না। এ ভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে কোনো খবব দেবার মধ্যে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারবে না। অন্যথায় সে যে পরিমাণ অনুগ্রহ চাইবে, পরে তার চেয়ে কম বা কখনো বড় রকমের ক্ষতির সম্মুখীন হবে।"[২১১]

৪. বানোয়াট হাদীস

ক. فضلت على آدم بخصلتين : كانت زوجته عونا له على المعصية و أزواجي أعوانا لي على الطاعة ...

"দুটি স্বভাবের কারণে আদমের উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে ঃ তার স্ত্রী তাকে আল্লাহর নাফরমানীতে সাহায্য করেছিলেন এবং আমার স্ত্রীরা আমাকে আল্লাহর আনুগত্য করতে সাহায্য করেছে।"[২১২]

খ. طاعة المرأة ندامة "নারীর আনুগত্য করা লজ্জাকর"।[২১৩]

গ. شاوروهن و خالفوهن

"তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নাও এবং তার বিরোধীতা করো"।[২১৪]

অন্য দিকে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ার দিন হযরত উম্মে সালমাহ রাদিয়াল্লাহু আনহার পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন।[২১৫]

ঘ. لولا النساء لعبد الله حقا حقا

www.pathagar.com

"যদি মেয়েরা না থাকতো তাহলে মানুষ যথাযথ ভাবে আল্লাহর ইবাদত করতো"[২১৬]

ঙ. لولا النساء لدخل الرجال الجنة

"যদি মেয়েরা না থাকতো তাহলে সমস্ত পুরুষেরা জান্নাতে যেত"।[২১৭]

চ. لا تعلموهن الكتابة و لا تسكنوهن الغرف وعلموهن سورة النور

মেয়েদেরকে লেখা শেখাবে না, তাদেরকে দালানকোটায় অবস্থান করাবেনা এবং কুরআনের সূরা নূর তাদেরকে শেখাও"[২১৮]

অন্যদিকে আমরা সহীহ হাদীছে পাচ্ছি ঃ

عن الشفاء بنت عبد الله قالت : دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي : ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة ؟

"শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। আমি তখন হাফসার কাছে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ হাফসা যেমন তোমাকে লেখা শিখিয়েছে, তেমনি তুমি তাকে এই বিষফোঁড়ার তাবীজটা শিখিয়ে দিলে না কেন"?[২১]

চৌদ্দ হিজরী শতকের (ঈসায়ী বিশ শতক) প্রথম দিক পর্যন্ত দুনিয়ার বেশীরভাগ মুসলিম দেশে এই বানোয়াট হাদিসটির (মেয়েদের লেখা শেখাবে না) কর্তৃত্ব চলেছে। মূলত বাড়াবাড়িকারীদের একটি বড় ভিত্তি ছিল এই হাদীসটি। তারপর কিছু কিছু মুসলিম জ্ঞানী ও পন্ডিতবর্গের সামনা-সামনি মোকাবেলার কারণে আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের প্রভাব খর্ব হয়েছে। কিন্তু এরপরও শতাব্দির মধ্যভাগ পর্যন্ত কোনো কোন দেশে এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। ডঃ তাকিউদ্দীন হিলালী তার গ্রন্থে এ অবস্থার একটি বর্ণনা দিয়েছেন ঃ "নারী– শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ পাওয়া যায়। প্রথম মতটি হলো ঃ মেয়েদের একদম লেখাপড়া শেখানো যাবে না। যদি একান্ত শেখাতেই হয় তবে বড়জোড় এদেরকে কুরআন শরীফ পড়ানো যেতে পারে, তাও অর্থ ছাড়া। এ মতবাদের প্রবক্তাদের বক্তব্য হলো ঃ এটা ভাল অভিমত এবং সবচেয়ে বেশী সঠিক। আমাদের পূর্ব পুরুষদের আমরা এই মতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত পেয়েছি এবং তারা আমাদের চেয়ে ভালো ছিলেন। আসলে নারী– শিক্ষা মেয়েদের স্বভাব চরিত্র নষ্ট করে দেবে। কারণ যে মেয়েটি লিখতে পড়তে জানে না সে মানুষ শয়তানদের নাগালের বাইরে অবস্থান করছে। কলম হাতে উঠলেই দুটি ভাষার (লেখার ভাষা ও বলার ভাষা) মধ্য থেকে একটি আওতার্ভুক্ত হবেই। আর লিখতে পড়তে না জানলে একটি ভাষার দুস্কৃতির হাত থেকে নিরাপদ থাকা যাবে এবং এই সংগে যথাযথ হিজাব ব্যবস্থার

www.pathagar.com

অধীনে থাকার ফলে দ্বিতীয় ভাষার দুস্কৃতি থেকে নিরাপদ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে পূর্ণতা দান করা সম্ভব হবে। বহু ছাত্র সম্পর্কে আমরা জানি তাদের মধ্যে দুস্কৃতি প্রবেশ করেছে তাদের শিক্ষার পথ দিয়ে। এটা ঘটেছে ইসলামের যুগে, যখন চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও আরবীয় আত্মমর্যাদাবোধ সজাগ ছিল। আর আজকের যুগে, আজ তো সয়লাব বিপদ সীমার উপর দিয়ে চলছে। এবং অতি কদর্য ভাবে মেরামত করা বাঁধের গায়ে বিরাট ফাটল দেখা দিয়েছে। কারণ যুবতী মেয়েরা লেখাপড়া শিখে দুনিয়ার যেখানে যত রকমের ফিতনা ফাসাদ হচ্ছে তাদের সবগুলোর সাথে নিজেদের মানসিক সংযোগ ঘটিয়েছে এবং সকল প্রকার শয়তানী চিন্তা ধারায় নিজেদেরকে ভারাক্রান্ত করেছে। অথচ এসব গুলো থেকে তারা নিরাপদ ছিল। আর হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "তাদের দালান কোটায় রেখো না, তাদেরকে লিখা শেখাবে না এবং তাদেরকে শেখাও চরকার সূতা কাটা ও সূরা আননূর"–এটিই সঠিক নারী শিক্ষা। কারণ লেখা শিখলে তার মাধ্যমে ফাসেক-ফাজেরদের সাথে পত্র যোগাযোগ করার পথ সুগম হবে এবং দালান কোটায় বাস করলে তারা ফাসেকদের সাথে কথা বলবে ইশারা ইঙ্গিতে হলেও।[২২০]

ইবনে হাজারের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। যারা মনে করেন দীনী প্রয়োজনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে হাদীস তৈরী করা সমর্থনযোগ্য হতে পারে আল্লামা ইবনে হাজার তাদেরকে দাতঁভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বড় বড় মর্যাদাসম্পন্ন শাইখ মাশায়েখদের মধ্য থেকে যারা মনে করেন দীনী বিষয়াবলীকে শক্তিশালী এবং রসূল (সঃ) এর পদ্ধতির প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা জায়েয, তারা বিরাট মূর্খতায় ভূগছেন। তারা মনে করেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে মিথ্যা আরোপ করে সে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। যে ব্যক্তি তার সমর্থনে তা করবে সে নয়। তাদের এ বক্তব্য অর্থহীন। বরং যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে এবং যে তার সমর্থনে তা রচনা করে উভয়ে শাস্তি ভোগ করবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জেনে বুঝে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে তার স্থান জাহান্নামে নির্ধারিত। আল্লাহর মেহেরবানীতে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ এবং পূর্নাঙ্গ এবং মিথ্যার সাহায্যে শক্তি অর্জন করার কোনো প্রয়োজন তার নেই।[২২১]

৪. দুর্বল ও বানোয়াট হাদীস ঃ

ক. কথিত আছে লোকমান হাকীম একদিন একটি শিক্ষায়তনে গিয়ে দেখলেন একটি বাঁদীকে লেখা পড়া করতে। তিনি বললেন, এ তলোয়ারটিকে কার জন্য ধারালো করা হচ্ছে? (অর্থাৎ তলোয়ার দিয়ে হত্যা করা হবে)[২২২]

খ. কথিত আছে উমর ইবনূল খাত্তাব বলেন ঃ মেয়েদের বিরোধিতা করো, কারণ তাদের বিরোধিতা করার মধ্যে বরকত আছে।[২২৩]

www.pathagar.com

গ. কথিত আছে ঃ উমর ইবনুল আযীযের পরিবারে এক মহিলা দূর্ঘটনায় মারা যায়। মহিলাটি মারা গেলে তার দাফন কাফন সেরে লোকজন তার সাথে ফিরে আসে। সবাই সেই মহিলার জন্য শোকপালন করে ও সমবেদনা জানিয়ে শান্তনা দিতে চাইল। কিন্তু তিনি ভিতরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন "মেয়েরা মরে গেলে আমি শান্তনা দেইনা।"[২২৪]

'মাওয়াহিবুল জলীল' গ্রন্থের লেখক এ বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার তিনটি সন্তান মারা যায়, আর সে যদি তাতে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২২৫] এখানে ছেলে বা মেয়ে সন্তান নির্দেশ করা হয়নি। তাছাড়া আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ

"তারপর তোমরা মৃত্যুরূপ বিপদের সম্মুখীন হলে।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ মুসলমানদের বিপদে শোক ও সমবেদনা প্রকাশ আমার বিপদে আমার প্রতি শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করার মতো।[২২৬] এখানে সদাচারী স্ত্রীর বিপদ ও সদাচারী স্বামীর বিপদকে একাকার করে দেয়া হয়েছে।

দুই : নারী ফিতনা প্রসঙ্গে যেসব আয়াত ও হাদীস ও খবরের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে

১. ভুল ব্যাখ্যা সম্বলিত কুরআনের আয়াত

আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"যখন তোমরা তাদের কাছে কিছু চাও হিজাবের পিছন থেকে চাও। এ ব্যবস্থাই তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য বেশী পবিত্রতার ধারক।" (সূরাআহযাব ঃ ৫৩)

এ আয়াতটিতে বিশেষ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের উপর হিজাব ফরয হবার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ এর ভুল ব্যাখ্যা করেছেন এবং হিজাব সমস্ত মুসলিম নারী সমাজের জন্য ফরয বলে গণ্য করেছেন। অথবা সাধারণ মুসলিম মেয়েদের জন্য তা পছন্দনীয় বৈধ বিষয় হিসেবে গণ্য করছেন। অবশ্য হিজাব যে উম্মুল মুমিনীনের জন্য ফরয ছিল এবং এ বিধানটির ক্ষেত্রে অন্য কোনো মেয়ের তাঁদের পদাংক অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই– একথা আমরা ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছি। (দেখুন এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

"আর তোমরা গৃহের মধ্যে অবস্থান করো, এবং প্রাচীন জাহিলী যুগের রীতি অনুযায়ী নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না।" (আলআহযাব ঃ ৩৩)

এ আয়াতটির কেমন ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা জানার জন্য আমাদের এই বইয়ের এই অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ দেখুন।

২. কিছু লোক যে সব সহীহ হাদীসের বিভ্রান্তিকর অর্থ করেছেন

এখানে এ প্রসঙ্গে আমরা মাত্র দুটি হাদীস বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হবো এবং আশা করবো আমাদের পাঠকবর্গ এ উদ্দেশ্যে এ অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদের আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন। সেখানে এ দুটি হাদীস সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই সংগে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য হাদীস সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। কিছু কিছু লোকের পক্ষ হতে এই হাদীসগুলোর ভুল অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। তারা বিপর্যয় প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে হাদীসগুলোর এ অর্থ করেছেন।

উম্মে সালমার হাদীস ঃ "আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। মায়মুনাও তাঁর কাছে ছিলেন। আমরা যখন তার কাছে ছিলাম, ঠিক এমন সময় ইবনে মাকতুমকে সামনের দিক থেকে তাঁর কাছে আসতে দেখা গেল। এটি হচ্ছে আমাদের প্রতি হিযাবের হুকুম নাযিল হবার পরবর্তীকালের ঘটনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তার থেকে হিজাব করো। আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল, তিনি কি অন্ধ নন? তিনি আমাদের দেখতে ও চিনতে পারবেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা দুজনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছোনা"?[২২৮] তারা এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, এটি সমস্ত মুমিন মেয়েদের ওপর আরোপযোগ্য। অথচ এটি নবীর (সঃ) স্ত্রীদের প্রতিই বিশেষভাবে আরোপিত হয়েছে।

হাদীস ঃ

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ

তোমরা মেয়েদের কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকো। একথা শুনে একজন আনসারী বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! স্বামীর ভাইয়ের ব্যাপারে কি বলেন? জবাব দিলেন ঃ স্বামীর ভাইতো মৃত্যু।"[২২৯]

www.pathagar.com

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মেয়েদের কাছে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ এ হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো মহিলা যখন একা থাকে, তখন তার কাছে যাওয়া নিষেধ।

হাদীসগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কিছু সহীহ সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত উক্তি। সেগুলোকে এর কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা হিসেবে পেশ করা হয়েছে, যেমন ঃ

আয়েশার উক্তি ঃ আজ মেয়েরা যা কারবার করছে তা যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন, তাহলে তিনি তাদেরকে নিষেধ করতেন, (মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ তাহলে তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন।) যেমন বনি ইসরাঈল মেয়েদের নিষেধ করা হয়েছিল।[২৩০]

এ উক্তির ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে যে, মেয়েদেরকে মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেয়াটা যেন ওয়াজিব পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আর যেন হযরত আয়েশার এ উক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীকে (আল্লাহর বাঁদীদের কে মসজিদে যেতে বাধা দিও না) "মানসূখ" তথা নাকচ করে দিয়েছে। অথচ মূলত কথাটি বলা হয়েছে ভীতি প্রদর্শনের জন্য। অর্থাৎ কিছু মেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা বিরোধী কার্যকলাপ তথা সাজসজ্জা করে সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে বের হয়ে নতুন রীতির প্রকাশ ঘটাচ্ছিল, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩. দুর্বল হাদীস সমূহ :

ক. استعينوا على النساء بالعري

"নগ্নতার মাধ্যমে মেয়েদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করো।"[২৩১ক]

খ. اعْرُوا النِّسَاءَ يَلْزَمْنَ الحِجَال

"মেয়েদেরকে আর্থিক কষ্টে রাখো, তাহলে তারা সতরের মধ্যে অবস্থান করবে।"

গ. واروا عورتهن بالبيوت

"গৃহের মধ্যে মেয়েদের সতর ঢেকে রাখো।"[২৩১গ]

ঘ. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج إلا عجوزا في منقلبها

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদের বাইরে বের হতে নিষেধ করেছেন, তবে পুরাতন জুতা পরে বুড়ীরা বাইরে বের হতে পারে।"[২৩২]

ঙ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبنته فاطمة أي شيئ خير للمرأة ؟ قالت: أن لا ترى رجلا ولا يراها فضمها إليه و قال : ذرية بعضها من بعض .

www.pathagar.com

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নারীর জন্য ভালো কি? জবাব দিলেন ঃ সে যেন কোনো পুরুষকে না দেখে, এবং কোনো পুরুষও যেন তাকে না দেখে। তিনি তার কথার সাথে আরো বললেন ঃ তারা একজন অন্যজনের সন্তান।"[২৩৩]

ঢ. عن أم سلمة بنت حكيم ، قالت: أدركت القواعد و هن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرائض

"উম্মে সালামাহ বিনতে হাকিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি বুড়ী মেয়েদেরকে দেখেছি তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফরযগুলো পড়তো।"[২৩৪]

ছ. عن سليمان بن أبي حثمة عن أمه ، قالت: رأيت النساء القواعد يصلين مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فى المسجد.

"সুলাইমান ইবনে আবি হাসমাহ তাঁর মা থেকে বর্ণনা করেন, আমি দেখছি বৃদ্ধা মেয়েরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মসজিদে নামায পড়তো"।[২৩৫]

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা বহু হাদীস উদ্ধৃত করেছি। সেখানে দেখা গেছে যুবতী মেয়েরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে একসাথে নামায পড়েছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আসমা বিনতে আবু বকর, উমরের স্ত্রী আতেকা বিনতে যায়েদ, ফাতেমা বিনতে কায়েস ও রুবাইয়া বিনতে মুআওবিয।

৩. বানোয়াট হাদীস থেকে

আবুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল এলো। তাদের মধ্যে ছিল চিত্তহারী চেহারার এক কিশোর। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের পিছনে বসালেন এবং বললেনঃ দাউদ আলাইহিস সালামের দৃষ্টিতেই হয়েছিল গুনাহ।[২৩৬]

বাড়াবাড়িকারীরা বলেন ঃ একটি শুচিস্নিগ্ধ ফুটফুটে কিশোরের ব্যাপারে এই যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়েত হয়ে থাকে, তাহলে নারী ফিতনার বিষয়টি হয়ে পড়ে অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক। কাজেই পুরুষদের কাছ থেকে তাদের দূরে সরে থাকাই শ্রেয়।

৫. দুর্বল হাদীস থেকে

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ মেয়েরা নিজেদের গৃহে যে নামায পড়ে, তার চেয়ে ভালো নামায আর তাদের নেই, তবে মক্কায় ও মদীনায় আমার মসজিদে ছাড়া এবং পুরাতন জুতা পরিহিতা বৃদ্ধা ছাড়া।

www.pathagar.com

বিপর্যয় প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির কারণগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি সেগুলোর পিছনে রয়েছে ধারণা, কল্পনা বা প্রবৃত্তির অনুসরণ অথবা উভয়টির একত্রে অনুসরণ। যেমন নিচে আমরা বর্ণনা করছি ঃ

ধারণা-কল্পনার অনুসরণের ক্ষেত্রে বক্তব্য হলো ঃ ধারণা হচ্ছে জ্ঞানের বিপরীত শব্দ। আর জ্ঞান অর্থ হচ্ছে ঃ কোনা বিষয়ের স্বরূপ জানা এবং যুক্তি সহকারে তার প্রকৃত চেহারা অনুধাবন করা। অন্যদিকে ধারণা হচ্ছে, ছোট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দুর্বল সংবাদ বা ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ তথ্য, বিভ্রান্তিকর চিন্তা ও কল্পনার ভিত্তিতে কোনো বিষয়কে দেখা বা জানা। আর প্রবৃত্তির অনুসরণের ক্ষেত্রে বক্তব্য হলো ঃ আল্লাহ যে সত্য নাযিল করেছেন তা দেখার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি অন্ধত্বের শিকার হয়, যদিও তার আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এরপরও প্রবৃত্তি চারদিকে ঘোরাফেরা করে, তার চোখে দুটো বাধা-বিপত্তি থাকে এবং তার চার দিকের কিছুই সে দেখতে পায় না।

আত্মমর্যাদা রক্ষার দাবীর পিছনেও আসলে রয়েছে এই ধারণা-কল্পনা অনুসরণ করার প্রবণতা। জনগণের আল্লাহভীতির ক্ষেত্রে দুর্বলতা এবং মুবাহ কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়ের প্রাধান্য একসাথে মিশে যাবার ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে প্রকৃত ঘটনা আন্দাজ অনুমান করার ব্যাপারে ত্রুটিপূর্ণ অপূর্ণাঙ্গ ও অনির্ভযোগ্য তথ্যের উপর নির্ভর করার ক্ষেত্রে। এর পিছনেও রয়েছে প্রবৃত্তির অনুসরণ প্রবণতা। ভারসাম্যপূর্ণ আত্মমর্যাদাবোধ ও রুগ্ন আত্মমর্যাদাবোধ এক সাথে মিশে এ অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

অন্যদিকে সতর্কতা অবলম্বনের দাবীর পিছনেও রয়েছে ধারণা-কল্পনা অনুসরণ করার প্রবণতা। কারণ সতর্কতা অবলম্বন করা এবং মুবাহ থেকে দূরে থাকাকে প্রশংসনীয় আল্লাহ ভীতি ও তাকওয়ারই অংশ হিসেবে মনে করা হয়েছে। আবার কখনো এর পিছনে থাকে প্রবৃত্তির অনুসরণ প্রবণতা। কারণ হারামের প্রতি আকর্ষণ ও ঝোক-প্রবণতার মধ্যেই প্রবৃত্তি আবদ্ধ নেই বরং সেখানে হারামকে দূরে নিক্ষেপ করে প্রবৃত্তির উপর সংকীর্ণতা আরোপ করা এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে হালালের প্রতি আকর্ষণহীন করার কিছু মিশ্রণও রয়েছে।

এখন থাকে দুর্বল বানোয়াট হাদীসগুলোর প্রচলনের বিষয়। এর পিছনে রয়েছে ধারণা–অনুমানের অনুসরণ। ভুলবশত ধারণা করা হয় যে, এ হাদীসগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায় এবং গুনাহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

বিপর্যয় প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যে কারণগুলো বিপর্যয় রোধ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ির জন্ম দিয়েছে, তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে একটি সাধারণ উপাদান রয়েছে। সেটি হচ্ছে ধারণা-অনুমানের অনুসরণ। এই অনুসৃতি অন্ধ অনুসৃতির মতোই যাকে সংযুক্ত বা সম্মিলিত গাফিলতি বলে আখ্যায়িত করা যায়। অন্ধ অনুসৃতি শরীয়তের মূল বিধান তথা কুরআন

www.pathagar.com

ও সুন্নাহ থেকে গাফিল করে দেয়। তৃতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদগুলোতে সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে অকাট্যভাবে জানা যাবে যেখানে মূলত হাদীসের সুস্পষ্ট বাণীর প্রতি গাফিলতি প্রদর্শন করা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে ধৈর্য, গাম্ভীর্য, শালিনতা ও পবিত্রতা সহকারে সামাজিক কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ ও পুরুষদের সাথে তাদের দেখা-সাক্ষাত এ দুটি হচ্ছে রাসুলের বিধান। এটি মুসলিম সমাজের একটি দিক নির্দেশ করে। এই অন্ধ অনুসৃতি ফিকহের অসূল তথা মূলনীতি উপলব্ধি থেকে গাফিল করে দেয়। এই অসূলবিদগণ বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য যেসব নীতি নির্ধারণ করেছেন (তাঁদের এতদসংক্রান্ত বহু নীতি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে) সেগুলো অধ্যয়নের পর অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই নীতিগুলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে মূলগতভাবে দুটি শর্তের গাফিলতি প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রথম শর্ত ঃ বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য যে মুবাহটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেটি যেন বিপুলভাবে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয়। দ্বিতীয় শর্ত ঃ তার বিপর্যয় সৃষ্টিকারিতা যেন তার কল্যাণকারিতার উপর প্রাধান্য লাভ করে।

বিষয়টি যদি ধারণা-অনুমানের অনুসৃতির কাছেই থেমে যেতো, তাহলে ব্যাপারটা সহজ হতো। কেননা সে ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ, উসূলে ফিকহ ও বিভিন্ন সামাজিকতার জ্ঞান তার প্রতিবিধানের জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু এ পথ পরিহার করে প্রবৃত্তির অনুসৃতির পথ অবলম্বন করা হয়। আর এটি এমন একটি রোগ, যার চিকিৎসা কঠিন এবং খুবই কঠিন। কারণ এ অবস্থায় বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি দুটিই উধাও হয়ে যায়। যা হোক, সর্বাবস্থায় আমরা আশা করবো আল্লাহ যে পর্যায়েই হোক আমাদের এক দিকে জ্ঞানের কথা বলার এবং অন্য দিকে মনের অদৃশ্য ইচ্ছাশক্তিকে উন্মুক্ত করার তৌফিক দিবেন। আমরা নিজেদেরকে এবং আমাদের ভাইদেরকে আল্লাহর এ কথা স্বরণ করিয়ে দেবো ঃ

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى

"তারাতো অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পথনির্দেশ এসেছে"। (আন্ নাজ্‌ম ঃ ২৩)

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

"তারা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে, সত্যের মোকাবেলায় অনুমানের কোনো মূল্য নেই"। (আন্ নাজ্‌ম ঃ ২৮)

শেষ কথা

মেয়েদের মুখ খুলে চলা এবং সামাজিক কাজকর্মে শরীয়তের সীমার মধ্যে অবস্থান করে পুরুষদের সাথে বিভিন্ন কাজ-কর্মে অংশ গ্রহণের ফলে যে ফিতনা সৃষ্টি হয় তা একটি অপরিহার্য ফিতনা। আল্লাহ বনী আদমের সকল পুরুষ ও নারীকে সকাল সন্ধ্যায় পরীক্ষার

www.pathagar.com

মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হবার উদ্দেশ্যে এ ফিতনা তাদের জন্য অবধারিত করে দিয়েছেন। এ পরীক্ষায় একজন মুসলিম যে সংকটের সম্মুখীন হয় তা আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং ফিতনার সাথে তার সংঘাত-সংগ্রাম তার ইচ্ছাশক্তিকে তীক্ষ্ণ, ধারালো ও শক্তিশালী করে, যার ফলে তার কামনা ও প্রবৃত্তি দমিত ও পরাজিত হয় এবং তারপর তার মধ্যে জন্ম নেয় সুস্থ কামনা ও হৃদয়বৃত্তি এবং ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। অন্য দিকে এই ফিতনাকে এড়িয়ে চলার জন্য এর কাছ থেকে পালিয়ে দূরে চলে যেতে হলে সংকীর্ণতা ও স্বৈরাচারিতার পথ অবলম্বন করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। আর সংকীর্ণতা এবং স্বৈরাচারিতা কখনো কল্যাণপ্রসু হয় না। ইতিপূর্বে এই অনুচ্ছেদের শুরুতে আমরা বলেছি কেমন করে একদিন হযরত আবু হুরাইরা (রা) এই ফিতনার হাত থেকে নিজেকে বাচাঁবার জন্য সংকীর্ণ পথ অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজেকে পুরুষত্বহীন করে এই ফিতনার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু বিশ্ব মানবতার নবী তা অস্বীকার করে বলেছিলেন ঃ

جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَقٍ ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ

"হে আবু হুরাইরা! তুমি পুরুষত্বহীন হও বা না হও যা কিছু তুমি করবে তা লওহে মাহফুজে লেখার পর কলম শুকিয়ে গেছে।" [২৩৮]

বিপর্যয় পথরোধ একটি শরীয়তী নিয়ম সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রয়োগ পদ্ধতি সঠিক হবে না যতক্ষণ না উসূলবিদগণ তার জন্য যে সব শর্ত আরোপ করেছেন সেই অপরিহার্য শর্তগুলো সেখানে পালন করা হবে। যদি সংশ্লিষ্ট শর্তগুলো মেনে চলে তা প্রয়োগ করা না হয় তাহলে তা শরীয়ত থেকে বের হয়ে যাবার গুনাহের মধ্যে গণ্য হবে।

বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সাহাবা কেরাম এবং তাঁদের পরবর্তী ইমামগণ যেখানে শরীয়তের বিধানাবলী অন্য বিধানের সাথে মিশে যাবার পথ রোধের উদ্দেশ্যে এই অতি উৎকৃষ্ট নিয়মটি ব্যবহার করেন-এ প্রসঙ্গে ইমাম শাতবীর উক্তি আমরা মুবাহ ওয়াজিব হবার আলোচনায় উল্লেখ করেছি-সেখানে "মুতাআখ্খির ৭ জন" তথা শেষের যুগের উলামায়ে কেরাম একে শরীয়তের বিধানের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করেন। অর্থাৎ তাদের বাড়াবাড়ির কারণে এ নিয়মটি প্রয়োগ করতে গিয়ে বহু মুবাহকে মাকরূহ এবং হারামের সাথে মিশিয়ে ফেলেছেন।

هدانا الله إلي الحق

আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালনা করুন।

www.pathagar.com

তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রমাণপঞ্জী

[কিতাবের এই অনুচ্ছেদের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় যেসব বিষয় সহীহ বুখারীর বরাত দিয়ে উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলো মূলত কায়রো থেকে মুস্তফা হাল্‌বী প্রকাশিত সহীহ আল বুখারীর শারাহ ফাত্‌হুল বারী থেকে গৃহীত হয়েছে।

অন্যদিকে সহীহ মুসলিমের অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের যে হাওয়ালা দেয়া হয়েছে, তা গৃহীত হয়েছে ইস্তাম্বুল থেকে প্রকাশিত আল জামেউস্ সহীহ লিল ইমাম মুসলিম কিতাব থেকে।]

১. আল বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মাহরাম পুরুষ ছাড়া কোনো নারীর কাছে কোনো পুরুষ একান্তে যাবে না এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার কাছে যাওয়া...১১ খণ্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা।

২. সহীহ সুনানে নাসায়ী ঃ ৪৭৩৭ নং হাদীস।

৩. মুসলিম ঃ ফিতনা ও কিয়ামতের শর্তাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জালের উত্থান ও তার অবস্থান, ৮ খণ্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা।

৪. মুসলিম ঃ সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের কাতার সোজা করা ও ঠিক মতো দাঁড় করানো এবং প্রথম কাতারের শ্রেষ্ঠত্ব, ২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।

৪ক ও ৪খ, মুসলিম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের মসজিদে যাওয়া, ২ খণ্ড ৩৩ পৃষ্ঠা।

৫. বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বাঁদীদেরকে শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে নির্বাচিত করা। এবং যে ব্যক্তি নিজের বাঁদীকে মুক্তি দিয়ে তারপর তাকে বিয়ে করে তার ফযিলত, ৪ খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

৬. এ বর্ণনাটি ইমাম বাগাবীর "শারহুস সুন্নাহ" গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, ২ খণ্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা। ইবনে আবী শাইবা তার গ্রন্থে এবং বাইহাকী তার আসসুন্নাহ কিতাবে এটি উদ্ধৃত করেছেন। অন্যদিকে বাইহাকী বলেন ঃ উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে এ প্রসঙ্গে যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে সেটি নির্ভুল।

৭. বুখারী ঃ সালাতের বৈশিষ্টাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য নামাযে কিরাআত ওয়াজিব। ২ খণ্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠা।

৮. আলমুদাওনাতুল কুবরা, ১ খণ্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা।

৯. শারহু ফাতহুল কাদীর, ১ খণ্ড, ২৬২-২৬৩ পৃষ্ঠা।

১০. বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আত্মমর্যাদাবোধ, ১১ খণ্ড, ২৩৪ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গাইরে মাহরাম মহিলাকে নিজের বাহনের পিছনে সাওয়ার করানোর বৈধতা, ৭ খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

১১. ফাতহুল বারী, ১১ খণ্ড ২৩৭ পৃষ্ঠা।

১২. বুখারী ঃ শিষ্ঠাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মেহমানের জন্য খাবার তৈরী করা এবং লৌকিকতা প্রদর্শন, ১৩ খণ্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা।

১৩. বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের পূর্বে প্রস্তাবিত কনেকে দেখা, ১১ খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মোহরানা ও কুরআন শিক্ষা দেয়াকে মোহরানা হিসেবে নির্ধারিত করার বৈধতা। ৪ খণ্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

১৪. বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কোন নারীর নিজেকে কোন সৎ ব্যক্তির কাছে বিয়ের জন্য পেশ করা। ১১ খণ্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

১৫. ফাত্হুল বারী, ১১ খণ্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা।

১৬. বোখারী ঃ রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের রোযা রাখা, ৫ খণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আশুরার দিন আহার করে তার বাকী দিনটুকু আহার না করা উচিৎ। ৩ খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা।

১৭. বুখারী ঃ ঈদাইন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মিনার দিনগুলোতে তাকবির পড়া, ৩ খণ্ড, মুসলিম ঃ ঈদের নামায পড়ার জন্য মেয়েদের মসজিদে যাওয়ার বৈধতা, ৩ খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

১৮. বুখারী ঃ হায়েজ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী মেয়েদের ঈদের নামাযে ও মুসলমানদের সাথে দোয়ায় শরীক হওয়া। এবং ঋতুবতী মেয়েদের ঈদগাহের এক প্রান্তে বসা। ১ খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

১৯. বুখারী ঃ জুলুম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গৃহের সামনের অংশে বসা, আর তা ছাড়া রাস্তায় বসা। ৬ খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাস্তায় বসে লোকদের সালাম দেয় তার জন্য অপরিহার্য, ৭ খণ্ড, ২ পৃষ্ঠা।

২০. বুখারী ঃ অনুমতি গ্রহণ করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

১৩ খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্নতা এবং বার্ধক্য এ ধরনের কারণে অক্ষম অথবা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা। ৪ খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা।

২১. বুখারী ঃ নামাযের মধ্যে কাজ করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মুসুল্লিকে বলা হয় এগিয়ে যাও বা অপেক্ষা করো এবং সে অপেক্ষা করে তাতে কোনো ক্ষতি হয় না। ৩ খণ্ড ১১৮ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের পিছনে মেয়েদের নামাজরত অবস্থায় নারীদের হুকুম দেয়া হয়েছে পুরুষরা সিজদা থেকে ওঠার আগে তোমরা সিজদা থেকে মাথা তুলবে না। ২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।

২২. বুখারী ঃ নামাজের বৈশিষ্টাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : সালাম ফেরা, ২ খণ্ড ৪৬৭ পৃষ্ঠা।

২৩. এটি সহীহ জামেউস সগীরে ৩১৫৪ নম্বরে উদ্ধৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

২৪. মুসলিম ঃ সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : গাইরে মাহরামের সাথে নিরিবিলিতে সাক্ষাত করা হারাম, ৭ খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা।

২৫. তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات

১০ খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের বাইয়াতের পদ্ধতি, ৬ খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা।

২৬. "সিলসিলাতুল আহাদিসুস সহীহাহ' কিতাবে উদ্ধৃত, ৩ খণ্ড, ৫২৯ নং হাদীস।

২৭. যৌন কামনা ছাড়া স্পর্শ করার বৈধতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন। এক সাথে কাজ করার নিয়ম শিরোনাম দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদ "সমাজ জীবনে বিভিন্ন কাজে মেয়েদের অংশ গ্রহণ" শিরোনামে। এ ছাড়া দেখুন পঞ্চম অনুচ্ছেদ ঃ বিষয়বস্তু ঃ দোকানদারীর ক্ষেত্রে এক সাথে কাজ করা ও দেখা সাক্ষাত হওয়া।

২৮. বুখারী ঃ সালাত অধ্যায়, সালাতের সময়। অনুচ্ছেদ ঃ নামায কাফফারা, ২ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা। মুসলিম তাওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণী ঃ إن الحسنات يذهبن السيئات ৮ খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা।

২৯. মুসলিম ঃ তওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ إن الحسنات يذهبن السيئات ৪ খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা।

৩০. মুসলিমঃ দন্ডবিধি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজে যিনার কথা স্বীকার করে, ৫ খণ্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা।

৩১ মুসলিম ঃ দন্ডবিধি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজে যিনার কথা স্বীকার করে, ৫ খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা।

৩২. মুসলিম ঃ দন্ডবিধি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজে যিনার কথা স্বীকার করে, ৫ খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা।

৩৩. 'সিলসিলাতুল আহাদিসুস সহীহাহ' কিতাবে উদ্ধৃত, ৯০০ নং হাদীস দেখুন। এ ছাড়াও দেখুন "ই'লামুল মুওয়াককি'য়ীন' ৩ খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা (এবং সম্পূর্ণ হাদীসটি ২৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে)।

৩৪. বুখারী ঃ কাফের ও মুরতাদ যুদ্ধকারীদের অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যিনার স্বীকৃতি, ১৫ খণ্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ দন্ডবিধি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যিনা করেছে বলে স্বীকার করে, ৫ খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা।

৩৫. বুখারী ঃ তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ লিয়ানের সূচনা করবে। ১১ খণ্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ লিয়ান অধ্যায়, ৪ খণ্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা।

৩৬ ও ৩৭. তালাক অধ্যায়, তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ লিয়ান করা এবং যে ব্যক্তি লিয়ান করার পর তালাক দেয়। ১১ খণ্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৩৮. বুখারী ঃ কাফের ও মুরতাদ যুদ্ধকারীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ বাঁদী যখন যিনা করে, ১৫ খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠা। মুসলিম দন্ডবিধি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইহুদী যিনা কারীকে পাথর মারার শাস্তি, ৫ খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা।

৩৯. মুসলিম ঃ দন্ড বিধি অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ প্রসূতির ওপর দন্ডবিধি প্রয়োগে বিলম্ব, ৫ম খণ্ড ১২৫ পৃষ্ঠা।

৪০. বুখারী ঃ কাফের মুরতাদ যুদ্ধকারীদের অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মিদের সম্পর্কিত বিধান, ১৫ খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ দন্ডবিধি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যিনাকারী যিম্মি ইহুদীদের প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুর শাস্তি, ৫ম খণ্ড ১২২ পৃষ্ঠা।

৪১. বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আত্মমর্যাদাবোধ, ১১ খণ্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ লিয়ান অধ্যায়, ৪ খণ্ড, ২১১ পৃষ্ঠা।

৪২. সুনানে আননাসায়ী ঃ তাহারাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর নিম্নলিখিত বাণীর ব্যাখ্যা ঃ و يسئلونك عن المحيض এবং এ ছাড়া আরো দেখুন সহীহ সুনানে আননাসায়ী। ২৭৭নং হাদীস।

৪৩. বুখারী ঃ অযু অধ্যায়। অনুচ্ছেদঃ একটি গোত্রের আবর্জনা স্তূপের কাছে পেশাব করা, ১ খণ্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠা।

৪৪. বুখারী ঃ কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ) এর বাণী ঃ لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , ১৭ খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা।

৪৫. বুখারী ঃ কুরআন ও সুন্নাহকে আকঁড়ে ধরা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ) এর বাণী ঃ لتتبعن سنن من كان قبلكم , ১৭ খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা।

৪৬. বুখারী ঃ ইমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ الدين يسر , ১ খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা

৪৭. মুসলিম ঃ ইল্‌ম অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ অমিতব্যয়ীরা ধ্বংস হয়ে গেছে, ৮ খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা।

৪৮. বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহে উৎসাহিত করা, ১১ খণ্ড, ৪ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ বিবাহ অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা।

৪৯. বুখারী ঃ শিষ্ঠাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কারো মুখের উপর ক্রোধ প্রকাশ করলো না। ১৩ খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ ফাযায়েল অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নবী (সঃ) এর আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান এবং তাঁর আল্লাহ ভীতি ছিল চরম পর্যায়ের, ৭ খণ্ড, ৯০ পৃষ্ঠা।

৫০. মুসলিম ঃ রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রোযার মধ্যে স্ত্রীকে চুম্বন করা হারাম নয়, ৩ খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

৫১. মুসলিম ঃ রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী অবস্থায় ফজর হয়ে গেলেও রোযা অটুট থাকে, ৩ খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৫২. মুসলিম ঃ মুসাফিরের নামায অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ঘুমাতে চায় না বা রোগাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সে রাতের নামাযকে একত্রিত করতে পারবে, ২য় খণ্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা।

৫৩. বুখারী ঃ অযু অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ একটি গোত্রের আবর্জনা স্তূপের কাছে পেশাব করা, ১ম খণ্ড, ৩৪২ পৃষ্ঠা।

৫৪. মুআত্তা মালেক ঃ কুরআন অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ অযু ছাড়া কোরআন পড়ার ব্যাপারে রুখসত, ১ খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠা।

৫৫. বুখারী ঃ গোসল অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি খুশবু লাগায়, তারপর গোসল করে এবং তারপর খুশবুর প্রভাব শরীরে অবশিষ্ট থাকে, ১ খণ্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা।

৫৬. মুসলিম ঃ হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মুহরিমের জন্য খুশবু লাগানো, ৪ খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা।

৫৭. বুখারী ঃ গোসল অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি সহবাস করলো তারপর পুনরায় সহবাস করলো এবং যে ব্যক্তি নিজের একাধিক স্ত্রীর সাথে সহবাস করে একবার গোসল করলো, ১ খণ্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মুহরিমের জন্য খুশবু লাগানো, ৪ খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা।

৫৮. দেখুন শাওকানীর ফাতহুল কাদীর। (এটি রেওয়ায়েত ও দেরায়াত তথা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সূত্র পরম্পর বিচার ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কুরআন তাফসীর বর্ণনা করার ক্ষেত্রে একটি অনন্য কিতাব।) ৪ খণ্ড, ৬ পৃষ্ঠা।

৫৯. মুয়াত্তা মালেক ঃ ১ খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা।

৬০. মুয়াত্তা মালেক ঃ ১ খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা।

৬১. বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইবাদত করার জন্য বিবাহে অনীহা এবং নিজেকে পুরুষত্বহীন করা পছন্দনীয় নয়, ১১ খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ বিবাহ অধ্যায়, ৪ খণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা।

৬২. ফাতহুল বারী ঃ ১১ খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

৬৩. বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইবাদত করার জন্য বিবাহে অনীহা এবং নিজেকে পুরুষত্বহীন করা পছন্দনীয় নয়, ১১ খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মুতা বিবাহ এবং তাকে প্রথম মুবাহ, পরে বাতিল ঘোষণা করা হয়, ৪ খণ্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।

৬৪. বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইবাদত করার জন্য বিবাহে অনীহা এবং নিজেকে পুরুষত্বহীন করা পছন্দনীয় নয়, ১১ খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

৬৫. মুসলিমঃ হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রামের কারণ, ৪ খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

৬৬. মুসলিমঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ফিতনা আরোপিত না হলে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া, ২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৬৭. মুসলিম ঃ ঐ, ৩৩ পৃষ্ঠা।

৬৮. ফাতহুল বারী ঃ ২ খণ্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা।

৬৯. বুখারী ঃ ঈদাইন, অনুচ্ছেদঃ ঈদের দিন ইমাম কর্তৃক মেয়েদের নসীহত, ৩ খণ্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ দুই ঈদের নামায অধ্যায়, ৩ খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা।

৭০. ফাতহুল বারী ঃ ৩ খণ্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা।

৭১. বুখারী ঃ হায়েজ অধ্যায়, ঋতুবতী নারীর দুই ঈদের নামাযে হাজির হওয়া, ১ খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

৭২. ফাতহুল বারী ঃ ১ খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

৭৩. বুখারী ঃ হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ পুরুষদের সাথে মেয়েদের তাওয়াফ করা, ৪ খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা।

৭৪. ফাত্হুল বারী ঃ ৪ খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা।

৭৫ ও ৭৬. বুখারী ঃ যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ডান হাতে সাদ্কা করা, ৪ খণ্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ বিবাহ অধ্যায়, ৪ খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা।

৭৭. বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি বিবাহ করার সামর্থ্য নেই তার রোযা রাখা উচিত, ১১ খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ বিবাহ অধ্যায়, ৪ খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা।

৭৮. মুসলিম ঃ বিবাহ অধ্যায়, যে ব্যক্তি একটি মেয়েকে দেখলো এবং তার মনে খাহেশ জাগল, তার স্ত্রী বা বাদীর কাছে যাবার তাগিদ অনুভব করে, তার উচিত তার কাছে যাওয়া, ৪ খণ্ড, ১২৯, ১৩০ পৃষ্ঠা।

৭৯. সহীহ আল জামেউস সাগীর, ১৯৩৫নং হাদীস।

৮০. মুসলিম ঃ ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা ঈমানের অংগ এবং ঈমান বাড়ে ও কমে, ১ম খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

৮১. বুখারী ঃ হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ হজ্জ ওয়াজিব হওয়া এবং তার ফযিলত, ৪ খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কঠিন রোগে এবং বার্ধক্যে এ ধরনের অন্যান্য কারণে অক্ষম অথবা মৃতের পক্ষ থেকে হজ্জ করা, ৪ খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা।

৮২. মাযমা'উল্ যাওয়ায়েদ ঃ মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ খাওয়াত ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে। হাফেজ হাইসামী বলেন ঃ তাবরানী এটি দুই সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এবং জাররাহ্ ইবনে মুখাল্লাদ ছাড়া তাদের একটি সূত্রের রাবীগণ সবাই সহীহ হাদীস রাবীর মার্যাদাসম্পন্ন, তবে জার্রাহ নিকাহ তথা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী, ৯ খণ্ড, ৪০১ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

৮৩. নাসায়ী ঃ তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের জন্য শোক প্রকাশকারী মহিলা তার চুল চিরুণী করতে পারে, ৬ খণ্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা। ইমাম মালেক তার মুয়াত্তা কিতাবের তালাক অধ্যায়ে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করা, ২ খণ্ড, ৬০০ পৃষ্ঠা।

৮৪. বুখারী ঃ যুদ্ধ বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল জাফী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ৮ খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে বিধবার গর্ভবতীর ইদ্দত শেষ। ৪ খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা।

৮৫. ইবনে মাজাহ ঃ ফিতনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নারী ফিতনা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩২৬ পৃষ্ঠা। সহীহ আল জামেউস সাগীর, ২,৮০০নং হাদীস।

৮৬. বুখারী ঃ যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ডান হাতে দান করা, ৪ খণ্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ গোপনে দান করার ফযীলত, ৩ খণ্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা।

৮৭. মুসলিম ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি একটি মেয়েকে দেখলো এবং তার মনে খাহেশ জাগল, তার স্ত্রী বা বাদীর কাছে যাবার তাগিদ অনুভব করলো, তার উচিত তার কাছে যাওয়া, ৪ খণ্ড, ১২৯, ১৩০ পৃষ্ঠা।

৮৮. বুখারী ঃ হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ হজ্জ ওয়াজিব হওয়া এবং তার ফযিলত, ৪ খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কঠিন রোগে এবং বার্ধক্যে এ ধরনের অন্যান্য কারণে অক্ষম অথবা মৃতের পক্ষ থেকে হজ্জ করা, ৪ খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা।

৮৯. বুখারীঃ তাফসীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ বলেন ঃ

و أقم الصلاة طرفي النهار و زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات

৯ খণ্ড, ৪২৬ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ তাওবা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ বলেনঃ

إن الحسنات يذهبن السيئات ১০১ পৃষ্ঠা।

৯০. বুখারী ঃ অগ্রিম বিকিকিনি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি মালিকের কাজ করে, তারপর নিজের মজুরী না নিয়ে চলে যায়, এ অবস্থায় তার (মজদুরের পরিত্যাক্ত মজুরী) মালিক ব্যবসায় খাটায় এবং তা বৃদ্ধি পায়, ৫ খণ্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ দাস দাসী অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ ঃ গুহায় আটকে পড়া তিন ব্যক্তির কাহিনী, ৮ খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা।

৯১. মুসলিম ঃ দন্ডবিধি অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজে যিনা করার কথা স্বীকার করে, ৫ খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা।

৯২. মুয়াত্তা ঃ দন্ডবিধি অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ ঃ রজম করা, ২ খণ্ড, ৮২০ পৃষ্ঠা।

৯৩. সূরা আল মায়েদার ৫ নং আয়াত -

www.pathagar.com

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

এর ব্যাখ্যা দেখুন।

৯৪. "সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা' কিতাবের ৯০০ নং হাদীস, দেখুন ২ খণ্ড ৬০১ পৃষ্ঠা। "ই'লামুল মু'য়াক্কিয়িন', ৩ খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠা। ইবনুল কায়্যিম বলেন ঃ আল্লাহর মেহেরবানীতে এ হাদীসের মধ্যে কোনো সংশয় নেই।

৯৫. বুখারী ঃ সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যখন তোমাদের কারও পানির মধ্যে মাছি পড়ে যায়, ৭ খণ্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা।

৯৬. বুখারী ঃ নবী (আঃ) ঘটনাবলীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূল ইয়ামেন, ৭ খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পশুদের পানাহার করানোর ফযিলত, ৭ খণ্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা।

৯৭. মুসলিম ঃ তাহারাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অযুর পানির সাথে গুনাহ বের হয়ে যাওয়া, ১ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

৯৮. বুখারী ঃ নামাযের অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কাফফারা স্বরূপ. ২ খণ্ড ১৫১ পৃষ্ঠা।

৯৯. বুখারীঃ রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইমান সহকারে রোযা রাখে, ৪ খণ্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা।

১০০. বুখারী ঃ যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দান গুনাহের কাফফারা, ৪ খণ্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা।

১০১. বুখারী ঃ আযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যোহরের নামায দেরী করে পড়ার ফযিলত, ২ খণ্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা।

১০২ বুখারী ঃ অসুস্থতা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থতার কাফ্ফারা, ১২ খণ্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ সুকৃতি, সদ্ব্যবহার ও শিষ্ঠাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া, ৮ খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

১০২ক, বুখারী ঃ শিষ্ঠাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ يسروا ولا تعسروا ১৩ খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা।

১০২খ. বুখারী ঃ মুসলিম ফাযায়েল অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ ঃ গুনাহ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিচ্ছিন্ন থাকা, ৭ম খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।

১০৩. বুখারী ঃ জিহাদ অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদকে যুদ্ধের সরঞ্জাম দিয়ে সাজিয়ে দিল অথবা কল্যাণাকাংখা সহকারে তার গৃহের হিফাজত করলো, ৬ খণ্ড ৩৯০

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ নেতৃত্ব অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর পথে জিহাদকারীকে বহন বা অন্য কিছু দিয়ে সাহায্য করা এবং কল্যাণাকাংখা সহকারে তার গৃহের লোকদের হিফাজত করা, ৬ খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা।

১০৪. মুসলিম ঃ নেতৃত্ব অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ ঃ মুজাহিদের স্ত্রী হারাম এবং তাদের ব্যাপারে খিয়ানতকারীর গুনাহ, ৬ খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা।

১০৫. "ইরশাদুল ফুহুল' ৩৬ পৃষ্ঠা।

১০৬. বুখারী ঃ ইমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যাক্তি ভ্রান্তি ও গুনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে চায় তার ফযিলত, ১ খণ্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ যৌথ চাষাবাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হালাল গ্রহণ এবং সন্দেহযুক্তকে পরিহার করা, ৫ খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

১০৭. সহীহ আল জামেউস সগীর ৩১৯০নং হাদীস।

১০৮. "ফাওয়াতিহুর রহমত" ১১২ পৃষ্ঠা।

১০৯. আল মুসতাসকা, ১ম খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা।

১১০. বুখারী ঃ সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ চাদর ছাড়া নামায পড়া, ২য় খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা।

১১১. বুখারী ঃ সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পিঠের উপর লুঙ্গি বেঁধে নামায পড়া, ২য় খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা।

১১২. ফাতহুলবারী, ১২ খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা।

১১৩. বুখারী ঃ পানীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দাড়িয়ে পানি পান করা, ১২ খণ্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা।

১১৪. ফাতহুল বারী, ২ খণ্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা।

১১৫. আলমুওয়াফিকাত, ৩য় খণ্ড, ৩১৯-৩৩১ পৃষ্ঠা।

১১৬. মাযমাউয যাওয়ায়েদ ঃ ইলম অধ্যায়, যে ব্যক্তি হারামকে হালাল করে এবং হালালকে হারাম করে কিংবা সুন্নতকে পরিহার করে এবং হাফেজ হাইসামী বলেন ঃ তাবরানী এটি আওসাত'এ বর্ণনা করেছেন এবং এর রাবীগণ সহীহ পর্যায়ভূক্ত, ১ম খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

১১৭. কিতাবুল ফুরুক, ২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা। (আলফারকুস সামেনু ওয়াল খামসূনা বাইনা কায়েদাতিল মাকাসেদে ওয়া কায়েদাতিল ওয়াসায়েল)।

১১৭ক. "তাহযীবূল ফুরুক ওয়াল কাওয়ায়েদুস সুন্নীয়াতে ওয়াল আস্‌রারিল ফিক্‌হীয়্যাহ" ২য় খণ্ড, ৪৪ পৃষ্ঠা (কারফী লিখিত আলফুরুক কিতাবের ফুটনোটে উদ্ধৃত)

১১৮. ইলামুল মুওয়াককি'য়ীন, ৩ খণ্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা।

১১৯. ঐ, ১৩৬ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

১২০. ইলামুল মুওয়াককি'য়ীন, ৩ খণ্ড, ১৩৭ ও ১৫৩ পৃষ্ঠার মাঝে আলোচিত বিষয়াবলী।

১২১. ইলামুল মুওয়াককি'য়ীন, ৩ খণ্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা।

১২২. আলমুওয়াফিকাত, ২য় খণ্ড, ৩৫৮-৩৬১ পৃষ্ঠা।

১২৩. আলমুওয়াফিকাত, ৩য় খণ্ড, ১৯৪-১৯৫ পৃষ্ঠা।

১২৪. সুনান আবু দাউদঃ রোযা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদারদের জন্য চুম্বন করা, ২য় খণ্ড, ৭৭৯ পৃষ্ঠা। সহীহ সুনানে আবু দাউদ ২০৮৯ নং হাদীস।

১২৫. খাত্তাবী লিখিত "মা'আলিমুস সুনান"ঃ সহীহ সুনানে আবু দাউদ এর ৭৮০ পৃষ্ঠা ফুটনোট দেখুন।

১২৬. বুখারী ঃ আয়েশা বর্ণিত হাদীসের ইবারত দেখুন। হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামের সময় খোশবু লাগানো, ৪র্থ খণ্ড ১৪১ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ হজ্জ অধ্যায়, ইহরামের সময় মুহরিমের খোশবু লাগানো, ৪র্থ খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠা।

১২৭. হাফেয ইবনে হাজার বলেন ঃ আবু দাউদ ও ইবনে আবি শাইবা রেওয়ায়েত করেছেন.... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "আমাদের চেহারাকে আমরা সুবাসিত করতাম...।" হাদীসটি পুরোপুরি বর্ণনা করেছেন ফাতহুল বারী, ৪র্থ খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা।

১২৮. সারাখ্সীর লিখিত "আলমাবসূত", ৪র্থ খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা।

১২৯. বুখারী ঃ জুলুম অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ ঃ গৃহের সামনের অংশে ও সেখানে বসা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পথের উপর বসার অধিকার, ৭ খণ্ড, ২ পৃষ্ঠা।

১৩০. ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা।

১৩১. আলমুগ্নী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৫৪ পৃষ্ঠা।

১৩২. আলফাতওয়া আল আহাদিসিয়াহ, ৮৫ পৃষ্ঠা।

১৩৩. আলমাবসূত, ৪র্থ খণ্ড, ১১৮-১১৯ পৃষ্ঠা।

১৩৪ . মাজ্মু'আ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, ২৬ খণ্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা।

১৩৫. ঐ ২৩ খণ্ড, ১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠা।

১৩৬. ঐ ২১ খণ্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা।

১৩৭. ঐ ২০ খণ্ড, ৫৩৮ পৃষ্ঠা।

১৩৮. বুখারী যে ব্যক্তি দ্বীনকে ভ্রান্তি ও গুনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে চায় তার মর্যাদা, ১ খণ্ড, ১৩৬ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ যৌথ চাষাবাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ হালাল গ্রহণ এবং সন্দেহযুক্ত বিষয় ত্যাগ করা, ৫ম খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

১৩৯. ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন, ১ খণ্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা।

১৩৯ক. ঐ, ২ খণ্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা।

১৪০. "জামে'উ বায়ানুল ইলমি ওয়াল ফাদলিহ", ৪৯১ পৃষ্ঠা।

১৪১ ও ১৪২, ঐ, ২ ৪৯৪ পৃষ্ঠা।

১৪৩. বুখারী ঃ শিষ্ঠাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ) বলেন ঃ "সহজ করো কঠিন করোনা", ১৩ খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ ফাযায়েল অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (সঃ) এর গুনাহ থেকে বিচ্ছিন্নতা, ৭ খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠা।

১৪৪. বন্ধনীর মধ্যে উদ্ধৃত বাক্যাংশ হাদীসের রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম ঃ ২ খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা।

১৪৫. মুসলিম ঃ সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের মসজিদে যাওয়া, যখন তাদের উপর ফিতনা আরোপিত হয়নি, ২ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা।

১৪৬. ডঃ আম্মার আত্তালেবী লিখিত ঃ "ইবনে বাদীস তার জীবন ও কর্ম", ১ম খন্ডের দ্বিতীয়াংশ, ২১৮ পৃষ্ঠা। (প্রকাশকঃ আশ্ শিরকাতুল ওয়াতানিয়াহ, আল জাযায়ের এবং দারুল ইয়াক্যাহ আল আরাবিয়া, দামেশক ১৯৬৮ খৃঃ)

১৪৭. বুখারী ঃ অনুমতি চাওয়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ লজ্জাস্থান ছাড়া অন্যান্য অঙ্গের যিনা, ১৩ খণ্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ তাকদীর অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যিনা ও অন্যান্য বিষয়ে বনী আদমের তাকদীরের অংশ, ৮ খণ্ড, ৫২ পৃষ্ঠা।

১৪৮. মুসলিম ঃ তাহারাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অযুর পানির সাথে গুনাহ ঝরে পড়ে, ১ খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

১৪৯. মুসলিম ঃ তাহারাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং এক জুম্আ থেকে আরেক জুম্আ, ১ খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

১৫০. বুখারী ঃ হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ফরয হওয়া ও তার ফযিলত, ৪ খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ হজ্জ অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ ঃ কঠিন রোগ ও বার্ধ্যক্যের কারণে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা, ৪ খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা।

১৫১. তাফসীর তাবারী ঃ সূরা আহযাব, ৫৯ আয়াত।

১৫২. বুখারী ঃ তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করা, ১১ খণ্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইদ্দতের মধ্যে বিধবার শোক পালন করা ওয়াজিব, ৪ খণ্ড ২০২ পৃষ্ঠা।

১৫৩. বুখারী ঃ পোষাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ) পোষাক পরিচ্ছদ ও আনন্দ প্রকাশকে উপেক্ষা করতেন না, ১২ খণ্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

১৫৪. বুখারী ঃ তাফসীর অধ্যায়, সূরা তাহরীম, অনুচ্ছেদ ঃ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ, ১০ খণ্ড, ২৮৩ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈলা ও স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, ৪ খণ্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।

১৫৫. মাজমাউল যাওয়ায়েদ ঃ তালাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ঈলা। হাফেজ হাইসানী বলেন ঃ তাবরানী "আওসাত" গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন এবং তার মধ্যে লাইসের কাতেব আছেন আব্দুল্লাহ ইবনে সালেহ। আব্দুল মালেক ইবনে শুআইব ইবনে লাইস বলেন ঃ তিনি সিকাহ তথা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী এবং আহমদ ও অন্য মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল গণ্য করেছেন, ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে সেটি উদ্ধৃত করেছেন, ১১ খণ্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা।

১৫৬. আবু দাউদ ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের মারধর করা, ২ খণ্ড, ৬০৮ পৃষ্ঠা। এটি আলজামেউস সগীরে ৫০১৩ ও ৭২৩৭ নং হাদীসের আওতায় উদ্ধৃত করেছেন। এ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ আহমদ আবু দাউদ ও নাসায়ী এটি উদ্ধৃত করেছেন। এবং ইবনে হিব্বান ও হাকেম ইবনে আব্দুল্লাহ হাদীসের মাধ্যমে একে সহীহ বলেছেন। তারা সাক্ষ্য দিয়েছেন সহীহ ইবনে হিব্বানের বর্ণিত ইবনে আব্বাসের হাদীস এবং অন্য একটি হাদীস যা বাইহাকী বর্ণনা করেছেন মুরছাল পদ্ধতিতে উম্মে কুলসূম বিনতে আবি বকর থেকে ....ফাতহুল বারী, ১১ খণ্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা।

১৫৭. বুখারী ঃ জুমুআ অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ ঃ জুময়ার দিনে নারী ও শিশু এ পর্যায়ের অন্যদের জন্য গোসল করা জরুরী কিনা? ৩য় খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

১৫৮. বুখারী ঃ মর্যাদা গুণাবলী অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ ঃ হিন্দা বিনতে উতবার কথা, ৮ খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ বিচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ হিন্দা বিনতে উতবার বিষয়, ৫ খণ্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।

১৫৯. বুখারী ঃ অনুমতি চাওয়া অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোনো গোত্রের সাথে সাক্ষাত করলো এবং সেখানে বিশ্রাম নিল, ১৩ খণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ নেতৃত্ব অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদঃ নৌযুদ্ধের ফযিলত, ৬ খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।

১৬০. ইকতিদাউস সিরতিল মুস্তাকিম, ১৬২ পৃষ্ঠা।

১৬১. ক,খ,গ মুসান্নিফ ইবনে আবি শাইবাহ, ১ খণ্ড, ৩৩, ৩৪, ৩৬ পৃষ্ঠা।

১৬২. ক,খ,গ,ঘ, ঙ,ঐ ২ খণ্ড, ৮৯, ৮৩, ১০৯, ১৮৩ ও ১৯০ পৃষ্ঠা।

১৬৩. বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, ঃ অনুচ্ছেদ ঃ নারীর কুলক্ষণ থেকে দূরে থাকা, ১১ খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ দাসদাসী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতবাসীদের অধিকাংশ লোক আসবে গরীব শ্রেণী থেকে, ৮ খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা।

১৬৪. মুসলিম ঃ দাসদাসী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতবাসীদের অধিকাংশ লোক আসবে গরীব শ্রেণী থেকে, ৮ খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

১৬৫. বুখারী ঃ দাসদাসী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দুনিয়ার চাকচিক্য এবং তাতে মগ্ন হওয়া থেকে বাঁচা, ১৪ খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

১৬৬. বুখারী ঃ দাসদাসী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ দুনিয়ার চাকচিক্য এবং তাতে মগ্ন হওয়া থেকে বাঁচা, ১৪ খণ্ড, ১৯ পৃষ্ঠা।

১৬৭. তিরমিযি ঃ কঠোর সংযম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সম্পদের মধ্যে এই উম্মতের জন্য ফিতনা রয়েছে, ৭ খণ্ড ৮৭ পৃষ্ঠা। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ তিরমিযি ইবনে হিব্বান ও হাকেম এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং তারা একে সহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন, (ফাতহুল বারী ঃ ১৪ খণ্ড ২৯ পৃষ্ঠা। এ ছাড়া দেখুন সহীহ আত্তিরমিযি ১৯০৫ নং হাদীস।

১৬৮. বুখারী ঃ দান করা ও তার ফযিলত, ৬ খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ দান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানদের একজনকে অন্য জনের চেয়ে বেশী দান করা পছন্দনীয় নয়, ৫ খণ্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা।

১৬৯. বুখারী ঃ সম্মান দান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ কাওকে সত্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য করা হলে সে যেন সাক্ষ্য না দেয়, ৬ খণ্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ দান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানদের একজনকে অন্য জনের চেয়ে বেশী দান করা পছন্দনীয় নয়, ৫ খণ্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা।

১৭০. সহীহ আল জামেউস সাগীর ১৯৮৬ নং হাদীস।

১৭১. বুখারী ঃ দান করা ও তার ফযিলত ও তাতে উৎসাহিত করা সম্পর্কিত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সন্তানদের একজনকে অন্য জনের চেয়ে বেশী দান করা পছন্দনীয় নয়, ৫ খণ্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা।

১৭২. মুসলিম ঃ সুকৃতি ও সদ্ব্যবহার ও শিষ্ঠাচার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জুলুম করা হারাম, ৮ খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

১৭৩. বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, ঃ অনুচ্ছেদ ঃ নারীর কুলক্ষণ থেকে দূরে থাকা, ১১ খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ দাসদাসী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতবাসীদের অধিকাংশ লোক আসবে গরীব শ্রেণী থেকে, ৮ খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা।

১৭৪. বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, ঃ অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে অহংকার প্রদর্শন করা, ৩ খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা। সহীহ আলজামেউস সাগীর ৫৭৮১নং হাদীস এটি উদ্ধৃত করেছে।

১৭৫. বুখারী ঃ গুণাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আবু হারেস উমর ইবনুল খাত্তাবের মর্য়াদা, ৮ খণ্ড, ৪২ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ উমর (রা) এর মর্যাদা, ৭ খণ্ড, ১১৪ পৃষ্ঠা।

১৭৬. বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আত্মমর্যাদাবোধ, খণ্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ পথিমধ্যে গাইরে মুহাররাম মহিলা ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে নিজের বাহনের পিছনে বসিয়ে নেয়ার বৈধতা, ৭ খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

১৭৭. বুখারী ঃ জুম'আ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ নারী, শিশু ও অন্যদের জুমুআর নামায পড়ার জন্য গোসল করা জরুরী কিনা, ৩য় খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

১৭৮. বুখারী ঃ আবওয়াবুস সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আলেম ইমামের নামায পড়ার জন্য এগিয়ে আসা পর্যন্ত মুসল্লিদের অপেক্ষা করা, ২ খণ্ড, ৪৯৫ পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের মসজিদে আসা যখন তাদের উপর ফিতনা আরোপিত হয়নি, ২ খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

১৭৯. হাদীসটি 'জইফ', দুর্বল, "বিপর্যয় প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির ষষ্ঠ কারণ" শিরোনামে আলোচনায় এ দুর্বলতা প্রমাণ করা হয়েছে।

১৮০. উমরের সাথে যে উক্তিটি সংযুক্ত করা হয়েছে সেটিতে মূলত দুর্বলতা প্রমাণ করা হয়েছে।

১৮১. "ইমাম গাযালী ইহ্ইয়া-উল-উলুমিদ্দীন" বিবাহের নিয়ম অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ সামাজিক বিধান, ২য় খণ্ড, ৪র্থ অংশ, ১৪২ পৃষ্ঠা।

১৮২. "ইমাম গাজ্জালী ইহইয়া-উল-উলুমিদ্দীন" মেয়েদের আওয়াজ যাতে শুনা না যায় সে ব্যাপারে সতর্ক হওয়া জরুরী সম্পকীর্ত আলোচনা দেখুন, বিবাহ অধ্যায়, দাম্পত্য বিধান অনুচ্ছেদ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ অংশ, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

১৮৩. "ইমাম গাজ্জালী ইহইয়াউ ইলুমিদ্দীন' মেয়েদের বাজারে বের হওয়া সম্পর্কিত আলোচনা, ২ খণ্ড, ৪ অংশ, ১৪২ পৃষ্ঠা।

১৮৪. ঐ, (মৃত্যু ৫০৫ হিজরী) বিবাহের অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ সামাজিক বিধান, পুরুষ কেমন করে তার আত্মমর্যাদা রক্ষা করবে? ৪ খণ্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা। আরো দেখুন ইমাম নববী লিখিত 'আলমাজ্মু' (মৃত্যু ৬৭৬ হিজরী), ৪র্থ খণ্ড, ৯৪ ও ৯৫ পৃষ্ঠা।

১৮৫. আনসারী ঃ (মৃত্যু ৬৭৬ হিজরী) "নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ" ৬ খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা। এ ছাড়া দেখুন সহীহ মুসলিমের ফুটনোট, ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত, ২য় খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা। লিখেছেন আবু নিয়ামাতুল্লাহ আল আনকার্বী (হিজরী চৌদ্দশতকের একজন প্রথিতযশা আলেম)

১৮৬. বুখারী ঃ হায়েজ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ঋতুবতী মেয়েদের দুই ঈদের নামাযে হাজির হওয়া, ১ম খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

১৮৭. ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা।

১৮৮. ইমাম শাফেয়ী লিখিত আল উম্ম, ১ম খণ্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা।

১৮৯. আনসারী ঃ (মৃত্যু ৬৭৬ হিজরী) "নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ", ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা।

১৯০. বুখারী ঃ ফিতনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ যে যুগই আসবে তার পরবর্তী যুগ তার চেয়ে খারাপ আসবে, ১৬ খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

১৯১. বুখারী ঃ ফিতনা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ফিতনার প্রকাশ, ১৬ খণ্ড, ১২০ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ ইলম অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ শেষ জামানায় ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে ও তার মৃত্যু ঘটানো হবে এবং মুর্খতা, অজ্ঞতা ও ফিতনার প্রকাশ ঘটবে, ৮ম খণ্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা।

১৯২. ফাতহুলবারী ১৬, খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠা।

১৯৩. বুখারী ঃ নামাযের সময় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ অসময়ে নামায পড়া নামায নষ্ট করার শামিল, ২য় খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা।

১৯৪. ইবনে আব্দুল বার লিখিত "আততাহমীদ", ৭ খণ্ড, ১২১ ও ১২২ পৃষ্ঠা।

১৯৫. ইবনে আব্দুল বার লিখিত "আততাহমীদ", ৭ খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠা।

১৯৬. ইবনে আব্দুল বার লিখিত "আততাহমীদ", ৭ খণ্ড, ১২১ ও ১২২ পৃষ্ঠা।

১৯৭. "নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ", ৬ খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা।

১৯৮. কিতাবুল গিয়াসী, ২ খণ্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা।

১৯৯. আনসারী ঃ (মৃত্যু ৬৭৬ হিজরী) "নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ", ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৮৭-১৮৮ পৃষ্ঠা।

২০০. "ফাতাওয়া মুয়াসিরাহ" (আল হালাকাতুল উলা) ডঃ ইউসূফ আল কারযাভী, ৬ পৃষ্ঠা।

২০১. কিতাবুল গিয়াসী, ২য় খণ্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা।

২০২. "মাজমুয়া আল ফাতাওয়া," ইবনে তাইমিয়া, ২৫ খণ্ড, ১০০ পৃষ্ঠা।

২০৩. বুখারী ঃ হায়েজ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ঋতুবতী মেয়েদের রোযা না রাখা, ১ম খণ্ড, ৪২১ পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ ঈমান অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ আনুগত্যের ত্রুটির ফলে ইমানের ত্রুটি, ১ম খণ্ড, ৬১ পৃষ্ঠা।

২০৪. বুখারী ঃ নবীদের কথা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আদম ও তার সন্তানদের ত্রুটি, ১ম খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ দুধপান অধ্যায়ঃ অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের ব্যাপারে ওসিয়ত, ৪র্থ খণ্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা।

২০৫. মুহাম্মাদ সালামাত জাবার লিখিত "খাসায়েসূল আনুসাহ", ৫৩ পৃষ্ঠা। প্রকাশক ঃ দারুল বুহূসূল ইসলামিয়া, কুয়েত।

২০৬. ক ও খ, "আলআহাদিসুস সহীহা" ৯৯৩নং হাদীস, সংকলক ঃ শায়েখ নাসের উদ্দীন আলবানী।

২০৭. "সহীহ আল জামেউস সাগীর" ৬৩৭৬ নং হাদীস।

২০৮. "সিলসিলাতু আহাদিসুস যয়ীফাহ" ৪৬২ নং হাদীস।

২০৯. "সহীহ আল জামেউস সাগীর" ২৩২৯ নং হাদীস।

২১০. "সিলসিলাতু আহাদিসুস যয়ীফাহ" ৪৩৬ নং হাদীস।

www.pathagar.com

২১১. তাফসীরুল কুরতুবী নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে ঃ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ৪ খণ্ড, ২৩৫ পৃষ্ঠা।

২১২. ইমাম গাজ্জালী "ইহ্ইয়া-উল-উলুমুদ্দীন' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। অধ্যায় ঃ বিয়ের নিয়মাবলী, অনুচ্ছেদঃ পুরুষের অংশ প্রদানে সমাজ জীবনের অংগ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ অংশ, ১১৪ পৃষ্ঠা। এ ব্যাপারে হাফেজ আল ইরাকী বলেনঃ খতিব তার ইতিহাস গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন এর রাবীদের মধ্যে আছেন মুহাম্মদ ইবনে ওলীদ ইবনে আব্বাস ইবনুল কালানসী। ইবনে আদী বলেন ঃ তিনি হাদীস বানিয়ে বলতেন।

২১৩. "সিলসিলাতু আহাদিসুস যয়ীফাহ" ৪৩৫ নং হাদীস।

২১৪. "সিলসিলাতু আহাদিসুস যয়ীফাহ" ৪৩০ নং হাদীস।

২১৫. তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ অনুচ্ছেদের উদ্ধৃত হাদীসের ইবারত দেখুন। নবী (সা) এর স্ত্রীদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক বিষয়াদিতে তাঁদের ব্যবস্থাপনা। সহীহ বুখারীতে আলোচিত হয়েছে, শর্তাবলী অধ্যায়, জিহাদের শর্তাবলী অনুচ্ছেদ, ৬ খণ্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা।

২১৬ ও ২১৭. "সিলসিলাতু আহাদিসুস যয়ীফাহ" ৫৬ নং হাদীস।

২১৮ ও ২১৯. "সিলসিলাতু আহাদিসুস সহীহাহ" ১৭৮ নং হাদীস।

২২০. "তালিমুল উনাস ওয়া তারবিয়াতুন্নাস" পুস্তিকা, প্রকাশিত ১৩৭২ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৩ ঈসায়ী লেখক ঃ তকিউদ্দিন আলহিলালী, প্রকাশনা ঃ আততামাদ্দুন আল ইসলামি, দামেশক।

২২১. ফাতহুলবারী ৭ খণ্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা।

২২২. আহমাদ ইবনে শিহাব ইবনে হাজার হাইসামীর "আল ফাতাওয়াল হাদীসাহ," ৮৫ পৃষ্ঠা।

২২৩. "সিলসিলাতু আহাদিসুস যয়ীফাহ" ৪৩৬ নং হাদীস।

২২৪. "মাওয়াহিবুল জলীল লি শারহিল মুখতাসিরিল খলীল, ২য় খণ্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা।

২২৫. ইমাম আহমাদ এটি রেওয়ায়েত করেছেন, বুখারী এ সম্পর্কিত বহু হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসগুলোতে শব্দের ভিন্নতা থাকলেও অর্থ একই। (দেখুন জানাযা অধ্যায় ঃ যে ব্যক্তির একটি সন্তান মারা যায় এবং সে প্রতিদান পাবার নিয়তে সবর করে তার মর্যাদা, ফাতহুল বারী, ৩য় খণ্ড, ৩৬১ পৃষ্ঠা।

২২৬. "সহীহ আল জামেউস সাগীর" ৫৩৩৫ নং হাদীস।

২২৭. "মাওয়াহিবুল জলীল লি শারহিল মুখতাসিরিল খলীল, ২ খণ্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা।

২২৮. "সুনানে আবু দাউদ" (৪১১২ নং হাদীস দেখুন) পোষাক অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বানীঃ قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن , ৪ খণ্ড, ৩৬১ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

২২৯. বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মাহরাম পুরুষ ছাড়া কোনো পুরুষ কোনো মেয়ের কাছে একান্তে বসবে না এবং যে মহিলার স্বামী অনুপস্থিত তার কাছে না যাওয়া, ১১ খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা। মুসলিমঃ সালাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ গাইরে মাহরাম মেয়ের সাথে একান্তে সাক্ষাত হারাম, ৭ খণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

২৩০. বুখারী ঃ আবওয়াবু সিফাতিস সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ আলেম ইমামের ইমামতির জন্য মুসল্লিদের অপেক্ষা করা, ২ খণ্ড, ৪৫৯ পৃষ্ঠা। মুসলিম ঃ সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মেয়েদের মসজিদে যাওয়া, ২ খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা।

২৩১. ক,খ গ. "জঈফ আল জামেউস সাগীর" ঃ ৯১৯, ১০৩৮ ও ১৯৯৭ পৃষ্ঠা।

২৩২. "আলমাজমু শারহিল মুহাযযাব", ৪ খণ্ড, ৯৪-৯৫ পৃষ্ঠা। ইমাম নববী একে দুর্বল বলে ঈঙ্গিত করেছেন।

২৩৩. ইমাম গাজ্জালী "ইহইয়া-উল-উলুমুদ্দীন" গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। অধ্যায় ঃ বিয়ের নিয়মাবলী, মানুষ কিভাবে আত্মমর্যাদা রক্ষা করবে। হাফেজ ইরাকী বলেন ঃ বায্যার দার্ কুতনী উফরাদে এটি উদ্ধৃত করেছেন দুর্বল সুত্র পরম্পরায়।

২৩৪. "মাযমাউল যাওয়ায়েদ" ২ খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইসামী বলেনঃ তাবরানী এটি রেওয়ায়েত করেছেন "আওসাত" গ্রন্থে, এবং এর একজন রাবী হচ্ছেন আব্দুল কারীম ইবনে আব্দুল মাখারিক, তিনি দুর্বল রাবী।

২৩৫. "মাযমাউল যাওয়ায়েদ" ২ খণ্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা। হাফেজ হাইসামী বলেনঃ তাবরানী এটি রেওয়ায়েত করেছেন "আওসাত' গ্রন্থে, এবং এর একজন রাবী হচ্ছেন আব্দুল কারীম ইবনে আব্দুল মাখারিক, তিনি দুর্বল রাবী।

২৩৬. "সিলসিলাতু আহাদিসুস যয়ীফাহ ওয়াল মাওযুয়াহ" ৩১৩ নং হাদীস।

২৩৭. "আলমাজমু শারহিল মুহাযযাব", ৪ খণ্ড, ৯৪-৯৫ পৃষ্ঠা। ইমাম নববী একে দুর্বল বলেন। বাইহাকী "জঈফ" সনদ সহকারে এটি বর্ণনা করেছেন।

২৩৮. আল বুখারী ঃ বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ইবাদত করার জন্য বিবাহ না করে নিজেকে পুরুষত্বহীন করা পছন্দনীয় নয়, ১১ খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

- ইসলামি পুনর্গঠন মানেই আল্লাহর দেয়া পথ নির্দেশনার সন্ধানে কুরআন ও সুন্নাহের দিকে ফিরে আসা। তারপর এ পথনির্দেশনাকে সমসাময়িক বাস্তবতার উপর প্রয়োগ করে আল্লাহর হুকুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আল্লাহর রসূল (স.) যথার্থই বলেছেন ঃ আল্লাহ অবশ্যই প্রতি শতবর্ষের মাথায় দীনের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে এ উম্মতের জন্য মুজাদ্দিদ পাঠাবেন।

- এখানে পুনর্গঠন বলতে দুই জাহিলিয়াতের সয়লাব থেকে মুসলিম নারীর মুক্তি বুঝানো হয়েছে ঃ একদিকে পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণ এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসৃতি।

- পুরুষের মুক্তি ছাড়া নারীর মুক্তি সম্পূর্ণ হয়না। অর্থাৎ জীবনের এ ক্ষেত্রে তাদের দু'জনের জন্য মহানবীর (স.) হেদায়েত একই সাথে এসেছে।

- "হিজাব" ও "গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান" এ দু'টি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের বিশেষত্ব। মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সাহাবীগণ এ দু'টি বিষয়ে উম্মুলমুমিনীনদের অনুসরণ করেননি। সাধারণ মুসলিম মেয়েরা "সতর" বা পর্দার বিধান অনুযায়ী শরীরের অপরিহার্য অংশ খোলা রেখে প্রয়োজন মতো মসজিদে নামায পড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক ও বাইরের কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

- ফিতনা প্রতিরোধকল্পে মুসলিম নারীকে গৃহাভ্যন্তরে রাখার বিধানটি ছিল যথার্থ। কিন্তু এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। এর ফলে আল্লাহর হালাল করা অনেক বিষয় তাদের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং সামাজিক কর্মে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

www.pathagar.com